Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা

(১৭৯৮-১৯০০ খ্রি.)

(Trends of Renaissance in Modern Arabic Poetry)

(1798-1900 AD)

(পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ)

কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ মাহফুজুল করিম

পিএইচ. ডি গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জমাদিউস সানী ১৪৪৩ হিজরী
মাঘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
জানুয়ারী ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ. ডি গবেষক জনাব মোঃ মাহফুজুল করিম (রেজিঃ নংঃ ১৩৮ /২০১৬-২০১৭ খ্রি.) কর্তৃক পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা (১৭৯৮-১৯০০ খ্রি.)** (Trends of Renaissance in Modern Arabic Poetry (1798-1900 AD) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে এরূপ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

ঢাকা
২৫-০১-২০২২ খ্রি.

(অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে আমি ঘোষণা করছি যে, **আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা (১৭৯৮-১৯০০ খ্রি.)** (Trends of Renaissance in Modern Arabic Poetry) (1798-1900 AD) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই গবেষণাকর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

(মোঃ মাহফুজুল করিম)
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজিঃ নং : ১৩৮ /২০১৬-২০১৭ খ্রি.
যোগদান : ০২- ০৮- ২০১৭ খ্রি.
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين وعلي اله واصحابه وكل من تبعهم ممن تهدي بهديه وتأدب بادابه-

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক ও আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউছুফ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় এর যথাযথ তত্ত্বাবধানে ও দিক নির্দেশনায় আমি এটি অভিসন্দর্ভ রূপে উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছি। আমি তার নিকট চির কৃতজ্ঞ। তাঁর এ শ্রমের প্রকৃত বিনিময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণরূপে দান করুন। এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে আমার সম্মনিত সকল শিক্ষক মহোদয় হতে যথার্থ সহযোগিতা লাভ করেছি। বিশেষত আরবী বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল মা'বুদ, অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আবদুল কাদির, অধ্যাপক ড. যুবাইর মোঃ এহসানুল হক সহ সকল শিক্ষক । আল্লাহ তাদেরকে জাযায়ে খায়র দান করুন। তাছাড়া আরবী বিভাগের অফিস কর্মকর্তাগণ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করায় তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে আমি বিভিন্ন গ্রন্থাগার হতে এর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। তম্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক গ্রন্থাগার, চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, মালিবাগ জামেয়া মাদরাসা গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থাগার সমূহের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই অভিসন্দর্ভের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ড. হুসাইন মাহমুদ ফারুক, ড. মাসুম রব্বানী, মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন খান, মাওলানা নুর মুহাম্মদ আজিজী সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন। আমার অনুজ প্রিয় মোঃ সাইফুল ইসলাম সজিব, মোঃ আবিদুর রহমান, মোহাম্মদ হোসাইন সুজন, জহিরুল ইসলাম ও মারুফ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় তাদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

পিএইচ.ডি করার ব্যাপারে আমার আব্বা বিশিষ্ট সমাজ সেবক মরহুম নূরুল কবির ও আমার আম্মা মোহছানা বেগম দু'আ ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি তাঁদের নিকট চির ঋণী। আল্লাহ তা'আলা আমার আব্বাকে জানাতুল ফেরদৌসের মেহমান করুন এবং আম্মাকে হায়াতে তায়্যিবা নসীব করুন। এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে দীর্ঘ সময়

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করায় আমার সহধর্মীনী কামরুন নাহার বেগম (এম. এ) কে আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাকে এর উত্তম জাযা প্রদান করুন। সর্বোপরি এ গবেষণার সুযোগ দেয়ার জন্য আমার প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও তাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন এবং কম্পোজ ও বাইন্ডিং সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে ইহ ও পরকালে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এই অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছি এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে উপস্থাপন করছি। করোনা মহামারীর এই সময়েও আমার প্রচেষ্টায় ত্রুটি করিনি। অপরাধ মার্জনা পূর্বক মহান আল্লাহ আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আশা করি আরবী সাহিত্যপ্রেমী ভবিষ্যত প্রজন্ম এই অভিসন্দর্ভ হতে উপকৃত হবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও তার প্রিয় বান্দাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে অবিচল রাখুন। আমিন।

মোঃ মাহফুজুল করিম

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল কুরআনের সূরা ও আয়াত	ঃ	প্রথম সংখ্যা সূরা ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত
স.	ঃ	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ তার উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন)
আ.	ঃ	'আলাইহিস সালাম (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)
র.	ঃ	রাদিয়াল্লাহু 'আনহু / 'আনহা (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন)
রহ.	ঃ	রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি (তার উপর রহমত বর্ষিত হোক)
হি.	ঃ	হিজরী/ হিজরীতে
খ্রি.	ঃ	খ্রিস্টাব্দ/ খ্রিস্টাব্দে
ইবি.	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ
ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সম্পা.	ঃ	সম্পাদিত/ সম্পাদনা
মৃ.	ঃ	মৃত
অনু	ঃ	অনুবাদ / অনুদিত
তাবি	ঃ	তারিখ বিহীন
পৃ.	ঃ	পৃষ্ঠা
ড.	ঃ	ডক্টর
Adi	ঃ	Addition
ed	ঃ	Edited by
p	ঃ	Page
Vol	ঃ	Voluam

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণমালার প্রতিবর্ণায়ন

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণের নাম	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণের নাম
ا	অ	(আলিফ)	ص	ছ/স	(ছাদ)
ء	অ	(হাম্‌যাহ)	ض	দ	(দাদ)
ب	ব	(বা)	ط	ত	(তা)
ت	ত	(তা)	ظ	য/জ	(যা)
ة	ত/হ	(তা)	ع	‘আ	(‘আইন)
ث	ছ/স	(ছা)	غ	গ	(গাইন)
ج	জ	জীম	ف	ফ	(ফা)
ح	হ	(হা)	ق	ক্ব/ক	(ক্বাফ)
خ	খ	(খা)	ك	ক	(কাফ)
د	দ	(দাল)	ل	ল	লাম
ذ	য/জ	(যাল)	م	ম	(মীম)
ر	র	(রা)	ن	ন	(নূন)
ز	য/জ	(যাই)	ه	হ	(হা)
س	স/ছ	(সীন)	و	ও/উ/ব	(ওয়াও)
ش	শ/স	(শীন)	ي	য়/ই	(ইয়া)

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র পৃষ্ঠা নং

গবেষণা শিরোনাম

ঘোষণা পত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... iv-v

সংকেত পরিচয় vi

প্রতিবর্ণায়ন vii

ভূমিকা ১–৩

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়ন সূচিত রেনেসাঁ ও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সম্পর্ক ৫-১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুহাম্মদ আলী পাশার যুগে রেনেসাঁ ১৩-২৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসমাঈল পাশার যুগে রেনেসাঁ ২৪-৪৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর উপাদান ৪৬-৫৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আরবী সাহিত্যের আধূনিক রেনেসাঁর প্রাণ পুরুষদের অবদান ৫৫-৭৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী কবিতায় রেনেসাঁ

প্রথম পরিচ্ছেদ : আরবী কবিতার উৎপত্তি ৭৫-৮০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আরবী কবিতার পরিচয় ৮১-৮৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আরব রেনেসাঁর সূচনা ও ফরাসী হামলা ৮৪-৯০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রেনেসাঁ ৯১-৯৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে আরবী কবিতায় আধুনিকতা ৯৫-৯৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রেনেসাঁ পূর্ব আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি ১০০-১০৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উমাইয়্যা যুগে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি ১০৮-১১৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আব্বাসীয় যুগে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি ১১৫-১২২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পতন যুগের আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি ১২৩-১৪৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ফরাসী আক্রমণ পূর্ব মিসরের অবস্থা ও আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি ১৪৬-১৭২

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর বিকাশধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ : আধুনিক আরবী কবিতার স্তর বিন্যাস ১৭৪-১৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতি প্রকৃতি ১৯১-২১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক আরবী কবিতার বিষয়বস্তুর বিকাশ ২১৬-২২৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধুনিক আরবী কবিতার প্রকারভেদ আলোচনা ২২৬-২৩৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য সমূহ ২৩৮-২৪০

পঞ্চম অধ্যায়

রেনেসাঁর কবি

প্রথম পরিচ্ছেদঃ মাহমুদ সামী আল বারূদী ২৪২-২৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ আহমদ শাওকী ২৬৪-২৭৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ হাফিজ ইব্রাহীম ২৭৪-২৮৩

উপসংহার ২৮৪-২৮৫

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৬-২৯১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আরবী পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা। পৃথিবীর সভ্যতা সংস্কৃতিতে আরবী ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। ১২৫৮ খ্রি. পর্যন্ত আরবী ভাষা বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান ভাষা ছিল। আব্বাসীয়দের পতনের পর এই ভাষায় স্থবিরতা নেমে আসে। ১৭৯৮ খ্রি. নেপোলিয়ন বোনাপার্টি (১৭৬৯- ১৮২১ খ্রি.) এর মিসর আক্রমণের মাধ্যমে আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসে। তাঁর এই আক্রমণের ফলে মিসর তথা আরব বিশ্বে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। এভাবে আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে আরবী সাহিত্যে আবার প্রাণ সঞ্চার হয়। অতঃপর আরবী সাহিত্য বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছে। এ সময়ে আধুনিক আরবী কবিতায় যে প্রভূত উন্নতি ও বিকাশ ঘটে তার ধারা ও গতি প্রকৃতি নিয়ে অভিসন্দর্ভে আলোচনা করেছি।

ফরাসী সমর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিসর শাসন (১৭৯৮ ১লা জুলাই-১৯০১ খ্রি.) তিন বছরের অধিক স্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু অল্প সময়ে তার গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে মিসরের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে সর্বোপরি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত ঘটে। নেপোলিয়নের মিসর ত্যাগের পর মুহাম্মদ আলী পাশা (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) সুদীর্ঘ ৪৩ বছর মিসর শাসন করেন। তিনি নেপোলিয়নের সূচিত পথ ধরে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্টপোষকতার মাধ্যমে মিসরে এক সামগ্রিক রেনেসাঁর পথ সুগম করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসমাঈল পাশা ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর পিতামহ মুহাম্মদ আলী পাশার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তার সময়ে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম ও মৌলিক গ্রন্থাদি রচিত হয়। কবি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়ে আরবী সাহিত্যে নতুনত্ব আনয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোপরি আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

একথা সর্বজন বিদিত, ইংরেজরা পাক-ভারত উপমহাদেশে এসে কেবল এ দেশকে শাসন আর শোষন করেই চলে যাননি; এর পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা এ দেশগুলোতে তারা এ সকল ক্ষেত্রে অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন। নেপোলিয়ন মিসরে এসেছিলেন দিগবিজয়ী কতগুল সৈন্য নিয়ে, কেবল দেশ দখলের জন্য নয়; সাথে নিয়ে এসেছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিল্প-সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, নবজাগরণ (রেনেসাঁ) বা সঞ্জিবনী শক্তি সঞ্চালন করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ ও দক্ষ জনশক্তি। তিনি সাথে নিয়ে এসেছিলেন, স্বনামধন্য শিক্ষিত ভদ্রজন, খ্যাতনামা চিকিৎসক, সাহিত্যিক, কবি, ছাপাখানাসহ আরো অনেক কিছু। ১২৫৮ এর পরে একেবারেই পশ্চাদগামী মিসর সহ আরব রাষ্ট্র গুলোর মধ্যে নেপোলিয়নের সেই অভিযান দেশ দখলের অভিযান না হয়ে নবজাগরণের অভিযানে পরিণত হয়। আর তার গতিময়তা ও গতিধারা চলতে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী বছর গুলোতে। আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হন মাহমুদ সামী আল বারূদী (১৮৩৯-১৯০৪ খ্রি.)। তার প্রভাব কেবল মিসরীয় কবিদের উপর সীমিত থাকেনি বরং সমগ্র আরব বিশ্বের কবিদের উপর তা বিস্তার লাভ করে। কবিতা রচনায় তারা তাঁর রীতি-নীতির অনুসরণ করে। তাঁদের অনেকে আবার অনূকরণ অনুসরণ গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে নতুনত্বের দিকে যাত্রা করেন এভাবে তারা উন্নতির দিকে অগ্রসর হন এবং আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁকে গতিময়তা দান করেন। এমনকি অদ্যাবধি রেনেসাঁর প্রভাব ও সুফল দ্বারা আরব বিশ্ব পুষ্ট হচ্ছে।

নেপোলিয়নের মিসর দখলের মধ্য দিয়ে আধুনিক আরবী সাহিত্যে সূচীত নবজাগরণের পরবর্তী একশো বছর আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা কেমন ছিল- তা নিয়ে অভিসন্দর্ভে আলোচনা করেছি। এখানে রেনেসাঁর গতিধারা বলতে রেনেসাঁর ঝোঁক প্রবনতা বা গতিময়তা বুঝানো হয়েছে। বিশেষত রেনেসাঁর ফলে আধুনিক আরবী কাব্যে যে নতুনত্ব ও গতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রেক্ষাপট, বিভিন্ন পর্যায় ও পথিকৃৎদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছি।

আরবী কবিতার নব জাগরণের গতিধারা চিহ্নিত করে বিস্তারিত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছি। এই রেনেসাঁর পটভূমি ও এর পশ্চাতে যে সকল কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা খুঁজে বের করা, এর অগ্রপথিক কারা ছিলেন, তারা কিভাবে কাজ শুরু করেন তার একটি চিত্র তুলে ধরেছি। সর্বোপরি আরবী কবিতা আধুনিক যুগে পদার্পণের পূর্বে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং সে যুগের আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাছাড়া বাংলা ভাষাভাষি মানুষের জন্য আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারাকে সহজ ভাবে উপস্থাপন করে তাদের সাথে কবিতার মেল বন্ধন স্থাপন করার প্রয়াস চালিয়েছি।

আধুনিক যুগে আরবী কবিতা এক অবস্থা বা এক গতিতে অগ্রসর হয়নি। বিভিন্ন পরিবেশ ও পর্যায় অতিক্রম করে কবিতা বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। কবিতায় গতি কখনো সবল, কখনো দুর্বল, আবার কখনো দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এর কারণ কবিতা সর্বদা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ধারন করে অগ্রসর হতে থাকে। যাতে ভাষাভাষী জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও আশা আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটে। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আধুনিক আরবী কবিতার যে সময়কাল অতিক্রম করেছে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। তারই ফলশ্রুতিতে অভিসন্দর্ভে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতি প্রকৃতির সঠিক চিত্র তুলে ধরার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি ।

আমি অভিসন্দর্ভটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তেইশটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আলোচনা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা স্বরূপ নেপোলিয়ন সূচিত রেনেসাঁ ও প্রাচ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যের সম্পর্ক, মুহাম্মদ আলী পাশার যুগে রেনেসাঁ, ইসমাঈল পাশার যুগে রেনেসাঁ, আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর উপাদান, আরবী সাহিত্যের আধূনিক রেনেসাঁর প্রাণ পুরুষদের অবদান উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরবী কবিতায় রেনেসাঁ বিষয়ে আরবী কবিতার উৎপত্তি, আরবী কবিতার পরিচয়, আরব রেনেসাঁর সূচনা ও ফরাসী হামলা, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রেনেসাঁ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে আরবী কবিতায় আধুনিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে রেনেসাঁ পূর্ব আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি। এখানে রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি, উমাইয়্যা যুগে আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি, আব্বাসীয় যুগে আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি, পতন যুগের আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি এবং ফরাসী আক্রমণ পূর্ব মিসরের অবস্থা ও আরবী কবিতার গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর বিকাশধারার অংশ হিসেবে আধুনিক আরবী কবিতার স্তর বিন্যাস, আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতি প্রকৃতি, আধুনিক আরবী কবিতার বিষয়বস্তুর বিকাশ, আধুনিক আরবী কবিতার প্রকারভেদ ও আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রেনেসাঁর কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী, আহমদ শাওকী, হাফিয ইব্রাহীম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাদের অবদান বর্ণনা করেছি। এমনিভাবে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা সম্পর্কিত একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা

আরবী কবিতায় রেনেসাঁ সৃষ্টির পেছনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কবিতা যুগ পরম্পরায় নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাবধারায় অগ্রসর হয়েছে। কোন প্রেক্ষাপটে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়েছে এবং এই রেনেসাঁর পটভূমির পশ্চাতে যে সকল কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা থাকবে। যে রেনেসাঁর বদৌলতে আধুনিক আরবী কবিতা আজ বিশ্ব সাহিত্যে স্বতন্ত্র ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে বলে তার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনার দাবি রাখে। তারই আলোকে আলোচ্য অধ্যায়ে রেনেসাঁর বিভিন্ন প্রেক্ষাপট পর্যালোচনামূলক একটি ধারণা উপস্থাপন করতে প্রয়াস পাব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

নেপোলিয়ন সূচিত রেনেসাঁ ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্পর্ক

১৭৯৮ খ্রি. নেপোলিয়নের[১] নেতৃত্বে মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে আরব বিশ্বে রেনেসাঁর সূচনা ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। এখন আমরা নেপোলিয়ন সূচীত রেনেসাঁ সম্পর্কে আলোকপাত করব।

দীওয়ান স্থাপন

নেপোলিয়ন প্রশাসন পরিচালনার জন্য গঠন করেন পরামর্শ পরিষদ। যাকে দীওয়ান নামে অভিহিত করা হয়। জামে আযহারের কিছু শিক্ষাবিদ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী দোলাচাল বাস্তবায়নে এটি ছিল একটি পুতুল পরামর্শ পরিষদ।[২] এটির মাধ্যমে তিনি মিসরের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নেন।

ছাপাখানা স্থাপন ও পত্রিকা প্রকাশ

নেপোলিয়ন মিসর হামলার সময় তার প্রশাসনিক ও সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুটি প্রিন্টিং প্রেস সাথে নিয়ে আসেন। এগুলোর মাধ্যমে মূলত ফরাসী বিশেষত আরবী, গ্রীক ও তুর্কী ভাষায় ছাপার কাজ সম্পাদন করা হত। এ প্রেস থেকে ফরাসীরা সর্ব প্রথম দুটো পত্রিকা প্রকাশ করেন।

এক: بريدمصر পত্রিকাটি ১৭৯৮ খ্রি. ২৯ আগষ্ট হতে প্রতি পাঁচদিন অন্তর প্রকাশিত হত। এটি মূলত অফিসিয়াল ও সেনাবাহিনীর মুখপত্র। এই পত্রিকায় কায়রো ও প্রাদেশিক শহরের খবর প্রকাশিত হত। তাছাড়া নেপোলিয়নের ফরাসী হামলার মৌলিক নীতিমালাও এতে প্রকাশিত হত।

দুই: العشارالمصري অথবা العشرية المصرية। এটি একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য সাময়িকী। ১৭৯৮ খ্রি. নভেম্বর থেকে প্রতি দশদিন অন্তর প্রকাশিত হত। দশ সংখ্যা প্রকাশের পর একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। নেপোলিয়ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত المجمع العلمي المصري এর রেকর্ড সমূহ প্রকাশ করাই পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ছিলো। পত্রিকাগুলো ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হতো বলে মিসরীয় জনগণের মাঝে তেমন

---

[১] নেপোলিয়ন বোনাপার্টি (Nepolion Bonaparti) জেনোয়ার (Genoa) অধীন দ্বীপাঞ্চল কার্সিকায় ১৭৬৯ খ্রি. বোনাপোর্ট পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কার্লো বোনাপার্টি এবং মাতা লেতিযিয়া । তিনি ব্রিটেন ও প্যারীর সামরিক স্কুলে পড়া লেখা করেন। ১৭৮৫ খ্রি. তিনি ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীতে সাব লেফটেন্যান্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৭৮৯ খ্রি. তিনি ইতালির অভিযানে অংশ গ্রহন করেন। তিনি ফরাসীর শাসক (১৮০৪-১৮১৫ খ্রি.) ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রি. তিনি মিসর হামলা করে আধুনিক মিসরের গোড়া পত্তন করেন এবং আরববিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে এক রেনেসাঁর সৃষ্টি করেন।১৮১৫ খ্রি. বেলজিয়ামের ওয়াটারলু নামক যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইংরেজ সেনাপতির হাতে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। তিনি ১৮২১ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। আবুল কালাম,*নাপোলেঁও বোনাপার্ত রাজনীতি ও কূটনীতি,(ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮খ্রি)*, পৃ.১১-১৪; *আল-মুনজিদ ফী আল-লুগাহ ওয়া আল-আ'লাম, (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১৯৮৬ খ্রি.)*, পৃ. ৫৬৭; এম এইচ রহমান, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: সিযাম প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১৫২

[২] ড. শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরবী আল মু'আসির ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১২শ সংস্করণ* .পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।[৩] ফরাসী কমান্ডার জেনারেল ক্লেবার ১৮১০ খ্রি. নিহত হন। তার হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় উক্ত প্রেস থেকে ফরাসী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ক্লেবারের পরবর্তী ফরাসী কমান্ডার জেনারেল ফ্রাঙ্কুইস দ্য মেনো ফরাসীদের প্রতি মিসরীয় জনগণের আস্থা বৃদ্ধির জন্য "আত তানবীহ" (التنبيه) নামক একটি আরবী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি একটি সামরিক পত্রিকা। সামাজিক ও জাতীয় বিষয়াবলী এতে স্থান পেত।[৪] ছাপাখানা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ সম্ভবপর হতো না। ফরাসীগণ মিসরীয় জনগণকে প্রিন্টিং প্রেস স্থাপনের মাধ্যমে এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। ফরাসী হামলার মাধ্যমে মিসরীয় জনগণ সর্বপ্রথম আরবী ছাপাখানার সাথে পরিচিত হয়। আর এটি আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁয় ভিত্তিভূমি তৈরী করতে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমী প্রতিষ্ঠা

নেপোলিয়ন মিসর জয়ের বছর ফরাসী বিজ্ঞান একাডেমী এর অনুকরণে ১৭৯৮খ্রী. ২২আগষ্ট মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজ্ঞান একাডেমীতে চারটি বিভাগ ছিল। বিভাগগুলো হল:

- গণিত বিভাগ
- পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক বিভাগ
- রাজনীতি ও অর্থনীতি বিভাগ
- ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

প্রতিটি বিভাগে ১২ জন করে মোট ৪৮ জন বিশেষজ্ঞ সদস্য গবেষণা করতেন। উক্ত একাডেমী নেপোলিয়নের তত্ত্বাবধানে এবং বিখ্যাত আলিম আল মাসিউ মানজু এর নেতৃত্বে পরিচালিত হতো।[৫] মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমীর মূল কর্মসূচি ছিল:

- মিসরীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণা, সম্প্রসারণ ও মিসরীয় সভ্যতার বিকাশ সাধন।
- মিসরের ইতিহাস, শিক্ষা-সাহিত্য, পদার্থ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান বিষয়ক আনুষাঙ্গিক গবেষণা পরিচালনা করা ফরাসী সরকারের কর্মসূচি ও নির্দেশনা সমূহ প্রকাশ করা।[৬]

---

[৩] ড. শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ৩৩; ড. হাসসান হাল্লাক, (সম্পাদিত), *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল'উলুম, ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ৫১৫; হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি)*, পৃ. ৮৯৬

[৪] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল 'আবারিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১২

[৫] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২,৫১৩; হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯৫; ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর* ,পৃ. ১৩; ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ৮ম সংস্করণ*, পৃ. ১৮

[৬] ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস*, ১ম খণ্ড, পৃ.২২; হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৮৯৫

Dhaka University Institutional Repository

- বিজ্ঞান একাডেমী মিসরের বিভিন্ন বিষয় ও ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা প্রাচ্য সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির প্রবিষ্টকরণে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।[৭]

গ্রন্থ প্রকাশ

বিজ্ঞান একাডেমী তার গবেষণা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পরিচালনায় সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। প্রতি তিন মাস অন্তর গবেষণালব্ধ প্রচারপ্রত্র প্রকাশ করা হত। পরবর্তীতে প্রকাশিত গবেষণালব্ধ প্রচার পত্রের সারাংশগুলো চারটি খন্ডে প্রকাশিত হয়। মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমীর ফরাসী গবেষক ও বৈজ্ঞানিকগণ মিসরের ইতিহাস ঐতিহ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা ১৮০৯-১৮২৫ খ্রি. গবেষণা করে ওয়াসফ মিসর (وصف مصر) বা মিসরতত্ত্ব নামক নয় খণ্ড বিশিষ্ট একটি উচ্চতর গবেষণামূলক গ্রন্থ ফ্রান্সে প্রকাশ করেন। মিসরের যাবতীয় বিবরণ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটি মিসরবাসীর জন্য এক মহামূল্যবান সম্পদ।[৮]

রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন

পোলিয়ন মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমীতে রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। এখানে এমন উঁচু মানের গবেষণা করা হতো যা মিসরবাসীকে আশ্চর্যান্বিত ও তাক লাগিয়ে দিত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আবদুর রহমান আল জিবরুতী (মৃ. ১৮২৫ খ্রি./১২৪০ হি.) বলেন,[৯]

"ومن اغرب ما رايته في ذلک المكان ان بعض المقيد ين لذاک اخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة فصب منها شيئا في كلس ثم صب عليها شيئا من زجاجة اخري فعلا الماء وصعد منه دخان ملون حتي انقطع وجف مافي الكاس وصار حجرا اصفر فقلبه علي البرجات حجرا يا بسا اخذناه با يدينا ونظرناه ثم فعل كذالک بمياه اخري فجمدت حجرا ازرق وباخري فجمدت حجرا ياقوتيا واخذ مرة شيئا قليلا جدا من غبار ابيض ووضعه علي السندان وضربه بالمطرقة بلطف فخرج له صوت هائل انزعجنا منه فضحكوا منا"

"এটা একটি অভিনব ব্যাপার যা আমি রাসায়নিক পরীক্ষাগারে দেখেছি। সেখানে কর্মরত লোকেরা কাঁচের পাত্র গুলোর মধ্য থেকে একটি কাঁচ পাত্র নিতেন এবং সেখানে স্থাপন করতেন বিশেষ ধরনের পানি। সেখান থেকে অন্য কাঁচ পাত্রে ঢেলে দেয়া হতো। ফলে এই সংমিশ্রিত বিশেষ পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে বর্ণিল ধোঁয়া বের হতো। এমনিভাবে বাষ্প শেষ হয়ে গেলে এবং পানি শুকিয়ে গেলে তা হলুদ পাথরে পরিণত হতো। অতঃপর উলটপালট করে পাত্রে রাখলে তা শুকনো পাথরে পরিণত হতো যা আমরা হাতে নিয়ে দেখতাম। এমনিভাবে তারা

[৭] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৮৯৫

[৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫১৩,৫১৪; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ.২২।

[৯] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩ ; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী করতো নীল বর্ণের পাথর এবং লাল বর্ণের ইয়াকুতী পাথর। কিছু সাদা ধূলিকণা কামারের নেহাইয়ে স্থাপন করে তাতে হাতুড়ি বা মুগুর দিয়ে আঘাত করলে এক ধরনের বিকট আওয়াজ বের হতো যাতে আমরা অস্বস্তিবোধ করতাম। তারা আমাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করতো।"

পাঠাগার স্থাপন

নেপোলিয়ন বিজ্ঞান একাডেমীতে একটি সুপরিসর পাঠাগার স্থাপন করেন। মিসর আক্রমনের সময় ইউরোপ থেকে আনিত মূল্যবান গ্রন্থরাজী এখানে রাখা হয়। মিসরের মসজিদ পাঠাগার ও মামলূকদের প্রসাদের পাঠাগারের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলো এখানে স্থাপন করা হয়। জ্ঞান অন্বেষণকারী শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য পাঠাগার প্রতিদিন খোলা রাখা হত।[১০]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

মিসর অভিযানের পর নেপোলিয়ন ফরাসী ছেলে মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের জন্য কায়রোতে স্থাপন করেন দুটো বিদ্যালয় । যেখানে তাদেরকে ফরাসী কারিকুলামে পাঠ দান করা হতো।[১১]

নাট্যমঞ্চ স্থাপন

বিনোদনের জন্য নেপোলিয়ন নাট্যশালা স্থাপন করেন। প্রতি দশদিন অন্তর উক্ত নাট্যমঞ্চে ফরাসী উপন্যাস অবলম্বনে এক একটি নাটক ফরাসী ভাষায় অভিনীত হত।[১২] তাছাড়া গান বাজনা, নৃত্যানুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হত।[১৩]

ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রসার

ফরাসী হামলার মাধ্যমে মিসরীয় জাতির মাঝে ইউরোপীয় জীবনধারা অঙ্কুরিত হতে থাকে। তারা চাইত নারীরা খোলামেলা ভাবে চলাফিরা করুক। তাদের চাল-চলন, কৃষ্টি-কালচার ইউরোপীয় ধারায় গড়ে উঠুক। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক আবদুর রহমান আল জিবরুতী বলেন,[১৪]

وهن حاسرات الوجوه لابسات الفستانات ومنادل الحرير الملونة يسدلن علي منا كبهن الطرح الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير مع الضحک والقهقهة ومداعبة المكارية معهم وحرافيش العامة۔

[১০] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৮৯৬; ড. আহমদ হায়কল, *তাতাওউরুল আদব আল হাদীস ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি)*, পৃ.২৫

[১১] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২; জুরজী যায়দান,*৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১১

[১২] ড. আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

[১৩] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*, ,পৃ. ১২

[১৪] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*,,পৃ. ১২, ১৩

Dhaka University Institutional Repository

"নারীরা চেহারা অনাবৃত রাখতো। তারা বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান করতো এবং কাশ্মীরি ও বুটিদার জরিদার রঙ বেরঙের রেশমী উড়না তাদের দুই কাঁধে ঝুলিয়ে রাখতো। তারা ঘোড়া, গাধায় আরোহণ করতো। তারা পরস্পর হাসি-ঠাট্টা, রসিকতা করতো ও সাধারণ লজ্জাহীন ভাবে চলাফেরা করতো।"

আরবী সাহিত্য সংস্কৃতির জাগরণ

ফরাসী হামলার মাধ্যমে আরবী সাহিত্য সংস্কৃতির জাগরণের সূত্রপাত হয়।[১৫] তৎকালীন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার চেয়ে ইসলামী জ্ঞান চর্চা হতো বেশী। নেপোলিয়ন আরবী সাহিত্য সংস্কৃতির জাগরণে আল আযহারের বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ দিওয়ান গঠন করেন। এই দিওয়ানের সদস্য ছিলেন:

১. শায়খ খলীল আল বিকরী

২. শায়খ আব্দুল্লাহ শরকাবী (মৃ. ১৮১২ খ্রি./১২২৭হি.)

৩. শায়খ মুহাম্মদ মাহদী (মৃ. ১৮১৫ খ্রি./১২৩০হি.)

৪. শায়খ সুলায়মান গুয়ূমী

এসব ব্যক্তিবর্গ আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১৬]

এ প্রসঙ্গে হাসান আক্তার (মৃ. ১৭৬৬ -১৮৩৪ খ্রি. ১২৫০ হি.) বলেন,[১৭]

"ان بلادنا لابد ان تتغير احوالها و يتجد د ما بها من العلوم والمعارف

"নিশ্চয়ই আমাদের দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা তার পরিবেশ পরিবর্তন করবে এবং সেই জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতি দ্বারা নতুন ভাবে গড়ে উঠবে।"

নেপোলিয়নের নির্দেশক্রমে ফ্রান্সে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পথ সুগম হয়। এক্ষেত্রে আমরা সেলভেষ্টার দ্যা স্যাসী (১৭৫০-১৮৩৮ খ্রি.) এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি সারা জীবন প্রাচ্য ভাষার খেদমতে বিশেষত: আরবী ভাষা শিক্ষা, গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশের কাজে ব্যয় করেছেন। ফ্রান্সে আরবী সাহিত্য চর্চার কাজ সর্বব্যাপী করার জন্য ১৮২২ খ্রি. এশিয়াটিক সোসাইটি ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করেন। এটির মুখপত্র এশিয়াটিক জার্নাল প্রকাশ করেন। এই সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য ছিল মূল্যবান আরবী গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং আরবী গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা করা। দ্যা স্যাসীর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হল।

---

[১৫] ড. আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

[১৬] জুরজী যায়দান,*৪র্থ খণ্ড*, পৃ.১২

[১৭] ড. আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬

Dhaka University Institutional Repository

১. كتاب النحوالعربي গ্রন্থটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত। ইহা ফরাসীদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য রচনা করেন।

২. الانيس المفيد للطا لب المستفيد (প্যারিস ১৮২৭ খ্রি.)।

৩. المكتبة الشرقية (প্যারিস ১৮২১ খ্রি.) এটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

৪. البردة ও আল মুকরীযীর كتاب النقود ফরাসী ভাষায় অনুদিত।

৫. مقامات الحريري এর ব্যাখ্যা।

৬. كليلة ودمنة, ইবনু মালিকের الفية ,আবদুল লতীফ আল বাগদাদীর رحلة প্রকাশ করেন।

তাছাড়া সাহিত্য জার্নালে প্রকাশিত نقود الخلفاء প্রণয়ন করেন।[১৮]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সান্নিধ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে রেনেসাঁর প্রভাব পড়ে। ইতোপূর্বে ১৬৮৮ খ্রি. রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র হয় পরাভূত। এমনিভাবে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত রাজতন্ত্র ধীরে ধীরে অবসান হতে থাকে। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই যুগে সূচনা হয় শিল্প বিপ্লবের । যার প্রভাব পড়েছিল ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। যার ফলে সমগ্র ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রগতি লাভ করে।[১৯] ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগ ছিল ইউরোপীয়দের জন্য অন্ধকার যুগ। অপরদিকে প্রাচ্যে সেই সময় আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণ-যুগ। ১০৯৬-১২৯১ খ্রি. পর্যন্ত প্রায় দুশবছর চলমান ছিল ক্রুসেড যুদ্ধ। মুসলিম বিজেতাগণ এ সময় ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ও দেশে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেছিল। এই ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সান্নিধ্য লাভ করে।[২০]

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের পতনের পর মুসলমানগণ জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়েছিল। ১৭৯৮ খ্রি. ফরাসী হামলার মাধ্যমে মুসলমানগণ পূনরায় পাশ্চাত্যের সান্নিধ্যে আসে। ফলে তারা তাদের সেই সোনালী যুগের প্রেরণায় নতুনভাবে উজ্জিবীত হন।

পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের মেলামেশা

---

[১৮] জুরজী যায়দান,*৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৪৮; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬২৮

[১৯] ড. শীতল ঘোষ, *ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা: বর্ণালী, ১৯৯৬ খ্রি.), ৪র্থ মুদ্রণ*, পৃ. ২১১-২১৪

[২০] ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *আধুনিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস (ঢাকা : প্রগ্রেসিভ বুক কর্ণার, , জানুয়ারী, ২০০০খ্রি.), চতুর্থ সংস্করণ*, পৃ. ৮৭; দিলীপ কুমার সাহা, *ইউরোপের ইতিহাস (১৪৫৩-১৮১৫) (ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী*, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ২২, ৩০; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *আধুনিক ইওরোপ (কোলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী*, ২০১০খ্রি.), *দশম সংস্করণ*, পৃ.১৩

Dhaka University Institutional Repository

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর শুভ সূচনা হওয়ার পেছনে পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের যোগাযোগ ও মেলামেশা এক কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। আরব দেশসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম লেবানন ও পরে মিসরে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়।[২১] ১২১৩ হি. মোতাবেক ১৭৯৮ খ্রি. ফরাসী সমর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিসর হামলার মাধ্যমে এক ব্যাপক রেনেসাঁর উন্মেষ ঘটে।[২২] তখন থেকে আরবী সাহিত্য দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্ব থেকে নড়ে চড়ে উঠে রেনেসাঁকে স্বাগত জানায়। আমরা পাশ্চাত্যের সাথে প্রাচ্যের এই যোগাযোগকে আরবী কবিতা ও সাহিত্য রেনেসাঁর অন্যতম প্রেক্ষাপট হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

পাশ্চাত্যের সাথে লেবাননের যোগাযোগ

লেবানন ভৌগলিক অবস্থানগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত হওয়ার কারণে পাশ্চাত্যের সাথে এর যোগাযোগ তরান্বিত হয়। কাজেই পাশ্চাত্যর সাথে লেবাননের মেলামেশা প্রাচীনকাল থেকে সুবিধিত। ৬ষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে এই যোগাযোগ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিশেষ করে লেবাননের আমীর ফখরুদ্দীন (১৫৭৬-১৬৩৫ খ্রি.) ইউরোপ গমন করেন এবং ইউরোপীয়দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। তিনি দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ইউরোপীয়দের সাথে বাণিজ্য চুক্তি এবং মৈত্রি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির ফলে ইউরোপীয়রা তাদের সাথে লেবাননের অবস্থার উন্নয়নে একযোগে কাজ করতে শুরু করেন। তখন লেবানন ইউরোপীয় বাণিজ্যের সুপরিসর ক্ষেত্র হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তিনি লেবাননে ইউরোপীয়দের আগমনকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি তাদের জন্য সু-প্রসস্ত বাসভবন নির্মাণ করেন। লেবাননে আগত ইউরোপীয়দের সহযোগিতার জন্য তিনি বিশেষ বরাদ্ধ ব্যয় করতেন।[২৩] পাশ্চাত্য খ্রিষ্টানরা লেবাননকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতেন। রাওমার পোপ ছিলেন তাদের অন্যতম। যখন তৃতীয় বুলিয়ূস (১৫৫০-১৫৫৫ খ্রি.) খ্রিষ্টানদেরকে নিকটপ্রাচ্য বিশেষ করে লেবাননে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর পোপগণ মাওয়ারিনার তরুণ যুবকদেরকে রাওমায় স্থানান্তর করতে মনস্থ করলেন। যাতে তারা ঐসব মাদরাসা থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং কিছু দিন পর তারা তাদের দেশে নতুন পদ্ধতি, নতুন সংস্কৃতি ও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। ত্রয়োদশ পোপ গরীগুরিউস ১৫৮৪ খ্রি. রাওমায় প্রতিষ্ঠা করেন মাদরাসাতুল মারুনিয়্যাহ। লেবাননের রেনেসাঁয় যার রয়েছে প্রশংসনীয় প্রভাব। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। ইউরোপীয় শাসকগণ লেবাননের শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব দিতেন। প্যারিস তাদের জন্য বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ করে দেন। এমনিভাবে তারা পাশ্চাত্য ভাষা, শিক্ষা ও

[২১] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদবিল 'আরবী, (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি), পৃ.* ৮৮৫,৮৮

[২২] ড. হাসসান হাল্লাক, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী, (সম্পাদিত), (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম, ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৪ খ্রি.) ১ম সংস্করণ, পৃ.* ৫১১

[২৩] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৮৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি গ্রহণ করে দেশ সেবায় অগ্রসর হন।[২৪] লেবাননবাসীরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাশ্চাত্যর সংস্কৃতি লাভ করে। যেসব ব্যক্তিবর্গ পাশ্চাত্যের সাথে লেবাননের মেলামেশার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, লেবাননে আধুনিক রেনেসাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন এবং আধুনিক রেনেসাঁর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন:

- জিবরাঈল আস সাহয়ূনী আল আহদানী (১৫৭৭-১৬৪৮ খ্রি.)
- ইব্রাহীম আল হাকিলানী (মৃ. ১৬৬৪ খ্রি.)
- আল মুতরান জরমানুস ফরহাত (১৬৭০-১৭৩২ খ্রি.)
- বুতরুস মুবারক (১৬৬০-১৭৪৭ খ্রি.)
- আল খূরী বুতরুস আত তাওলূবী (১৬৫৭-১৭৪৫ খ্রি.)
- ইউসুফ সমআন আস সম'আনী (১৬৮৭-১৭৬৮ খ্রি.)
- আল মুতরান ইস্তিফান আওয়াদ আস সমআনী
- আল খুরী মীখাঈল আল গযীরী (মৃ. ১৭৯৩ খ্রি.)।

তাছাড়া লেবাননের শিক্ষা দীক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে আরো যারা অবদান রেখেছেন তারা হলেন:

- আল খূরী ইউহান্না আল আজমী (১৭২৪-১৭৮৫ খ্রি.)
- আল কুস হান্নানিয়া আল মনীর (১৭৫৭-১৮২৩ খ্রি.)
- আল খূরী ইউসুফ সাবা (মৃ.১৮২৭ খ্রি.) [২৫]

ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মিশনারীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা চালায়। তারা ইউরোপে শিক্ষা মিশন প্রেরণ করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে অনেকে মিশনারী কার্যক্রমকে ব্রত হিসেবে গ্রহন করে। তাদের নেতৃত্বে লেবাননে জ্ঞানের প্রাণ প্রাচুর্য জাগরিত হয় এবং শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করে। তাছাড়া লেবানন ও সিরিয়ার খ্রিষ্টান মিশনারীগণ ছাপার যন্ত্র নিয়ে আসেন। যা রেনেসাঁর অন্যতম একটি উপাদান। নিকট প্রাচ্য বিশেষ করে লেবাননে পাশ্চাত্য মিশনারীগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ইউরোপে শিক্ষার্থী প্রেরণ, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনা, পাশ্চাত্যের সাথে মেলামেশা ইত্যাদির মাধ্যমে লেবাননে আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।[২৬] নেপোলিয়ন মিসর হামলার মাধ্যমে আরব জাহানে যে রেনেসাঁর সূত্রপাত করেন তার বহ্নিশিখা লেবাননেও আধুনিক রেনেসাঁর আলোকবর্তিকা প্রজ্জলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮৭, ৮৮৮
[২৫] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮৮, ৮৯২
[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুহাম্মদ আলী পাশার (১৭৭০-১৮৯৪৯ খ্রি.) যুগে রেনেসাঁ

নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণের মাধ্যমে আরবগণ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসে। তাঁর এই আক্রমণের ফলে মিসর তথা আরব বিশ্বে রাজনৈতিক ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষত সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। প্রসঙ্গতভাবে আমরা আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর এই পদযাত্রাকে দুটি পর্যায়ে আলোচনার প্রয়াস পাব।

রেনেসাঁর প্রথম পর্যায়ঃ মুহাম্মদ আলী পাশার[১] (১৮০৫-১৯৪৮ খ্রি.) শাসনামলে সূচিত কর্মসূচি।

রেনেসাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ঃ ইসমাঈল পাশার (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) শাসনামলে সূচিত কর্মসূচি।

রেনেসাঁর প্রথম পর্যায়

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ১৭৯৮ খ্রি. মিসর আক্রমণের অল্পকাল পর ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপোলিয়নের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর মিসরীয় জনগণ ফরাসী শাসকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। ১৮০১ খ্রি. ইংরেজ বাহিনী ও তুর্কী বাহিনী সম্মিলিতভাবে ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করত: মিসর থেকে ফরাসী শাসনের অবসান ঘটান।[২] ফলে মিসর পুনরায় উসমানী সাম্রাজ্যভূক্ত হয়ে কার্যত মামলূক শাসনাধীন হয়।[৩] ইংরেজ বাহিনী ১৮০৩ খ্রি. মিসর ত্যাগ করে। ১৮০৫ খ্রি. তুর্কী বাহিনীর আলবেনীয় সৈন্যগণ মিসরে তুর্কী শাসনকর্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুহাম্মদ আলীকে মিসরের মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। কায়রোর আলিম-উলামা ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ তাকে মিসরের শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৪] ফরাসী সমরনেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্টির মিসর ত্যাগের পর মুহাম্মদ আলী (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) সুদীর্ঘ ৪৩ বছর মিসর শাসন করেন। নেপোলিয়ন অতি অল্প সময়ে মিসরে শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যে বীজ রোপণ করে আরব বিশ্বে রেনেসাঁর সূত্রপাত করেন।[৫] তারই সূচিত পথ ধরে মুহাম্মদ আলী পাশা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে মিসরে এক সামগ্রিক

---

[১] মুহাম্মদ আলী পাশার পুরা নাম মুহাম্মদ আলী পাশা ইবন্ ইব্রাহীম আগা ইব্ন আলী। তিনি তৎকালীন উসমানী সাম্রাজ্যভূক্ত কাউলা (বর্তমানে গ্রিসের অন্তর্ভূক্ত) নামক স্থানে ১১৮৪ হি. মোতাবেক ১৭৭০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। আধুনিক মিসরের প্রতিষ্ঠাতা ও আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের পৃষ্ট পোষক। তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ও নিরক্ষর। তিনি পয়তাল্লিশ বছর বয়সে স্বাক্ষর করতে শিখেন। উসমানী কর্তৃপক্ষ তার জন্মভূমি কাউলা থেকে তিনশত জনের একটি সেনাদল মিসরকে ফরাসী বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন উক্ত সেনা দলের সদস্য। তিনি দীর্ঘ দিন মিসর শাসন করেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় আততীন নামক স্থানে বসবাস করেন। তিনি ১২৬৫ হি. মোতাবেক ১৮৪৯ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন এবং কায়রোতে সমাহিত হন। খায়রুদ্দীন আল যিরিকলী, *আল আ'লাম (বৈরূত: দার আল 'ইলম লিন মালায়ন, ১৯৯৫খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড*, পৃ. ২৯৮-২৯৯; ড. হাসসান হাল্লাক, (সম্পাদিত), *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল'উলুম, ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ.* ৫১৬

[২] ইসলামী বিশ্বকোষ *(ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড*, পৃ. ২১৬

[৩] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২

[৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড*, পৃ. ২১৬

[৫] আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখু আদাবি আরবী, (উর্দু) (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.)*, পৃ. ৫৯৩

Dhaka University Institutional Repository

রেনেসাঁর পথ সুগম করেন। যা আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে রেনেসাঁর প্রথম পর্যায় (১৮০৫-১৮৪৬৮ খ্রি.) হিসেবে পরিচিত।

মুহাম্মদ আলী পাশার সূচিত কার্যাবলী

দিওয়ান স্থাপন

মুহাম্মদ আলী পাশা দীর্ঘদিনের অপশাসন ও জুলুম নিপিড়নের কারণে মিসরে যে পশ্চাৎপদতা নেমে এসেছিল তা থেকে মিসরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন। মিসরকে তার শক্তি সামর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে এবং উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যেতে সুচিন্তিতভাবে অগ্রসর হন। তিনি ১২২৬ হি./১৮১১ খ্রি. নাগাদ মামলূকদের সুকৌশলে হত্যা করেন। এমনিভাবে মামলূক ধনী ও আমত্যবর্গের প্রভাব প্রতিপত্তি নি:শেষ করে তাদের স্থলে স্বীয় বংশের লোকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের শাসন কার্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য দীওয়ান কায়েম করেন। যা বর্তমান যুগের মন্ত্রী পরিষদ এর সমপর্যায়ভুক্ত।[৬]

সেনা বাহিনী গঠন

মুহাম্মদ আলী পাশা তার শাসন ক্ষমতাকে সুদৃঢ়, স্থায়ী ও সুসংহত করার লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। যাতে তারা অভ্যন্তরীণ বিপদ ও গোলযোগ থেকে দেশকে রক্ষা করে নিরাপত্তা বিধান করতে সমর্থ হয় এবং বহিরাক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করতে পারেন। ওয়াদী নীলকে সুরক্ষার জন্য নীল নদে নৌ-বাহিনী স্থাপন করেন।[৭] অতঃপর তিনি সামরিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ইউরোপের একটি সেনাদল নিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মামলূক সেনাদের সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন।[৮]

সামরিক বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা

মুহাম্মদ আলী পাশা ক্ষমতা সুসংহত করনে একটি যুগোপযোগী ও চৌকস সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১২৪০ হি. মোতাবেক ১৮২৫ খ্রি. মিসরের ইবনুল 'আইনী ভবনে مدرسة اركان الحرب নামক সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে এটি আবূ যা'বল নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়।[৯]

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রবাসী শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হত। শিক্ষকগণ ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী। জানা যায় প্রথম বৎসর সামরিক স্কুলে সাতাত্তর জন ছাত্র ভর্তি হয়।[১০] পরবর্তীকালে মিসরীয় ছাত্রগণ পড়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে ছাত্র সংখ্যা ক্রমে বেড়ে যায়। মুহাম্মদ আলী পাশা ইতোপূর্বে ১২২৮ হি. মোতাবেক ১৮১৩ খ্রি. মামলূক যুবকদের

[৬] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৬, ৫১৭; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২১৬

[৭] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭; হান্না আল ফাখুরী, পৃ.৭৯৬

[৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭; ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস (কায়রো: দারুল ফিকর আল আরবী, ২০০০ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ৭ম সংস্করণ*, পৃ. ২১

[১০] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল 'আবারিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

একটি দলকে সামরিক বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে ইতালী প্রেরণ করেন। এর পাঁচ বৎসর পর ১৮১৮ খ্রি. ম্যাকানিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনে মামলূক যুবকদের অপর একটি দল ইংল্যান্ড প্রেরণ করেন।[১১]

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন

মুহাম্মদ আলী পাশা একটি সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠনের পর একটি অত্যাধুনিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। ইতোপূর্বে মিসরে চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। ফরাসী কিছু ডাক্তার মিসরে আগত পাশ্চাত্য বাসিন্দাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। মিসরীয় জনগণ প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিলেন।[১২]

চিকিৎসা সেবাকে অবারিত করার জন্য এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানী তৈরির মানসে মুহাম্মদ আলী পাশা তৎকালীন ইউরোপীয়দের আদলে আধুনিক উপায় উপাদান সমৃদ্ধ একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনে অগ্রসর হন। তারই ফলশ্রুতিতে ১২৪২ হি: মোতাবেক ১৮২৬ খ্রি. আবু যা'বলে একটি অত্যাধুনিক মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কলেজ সংলগ্ন একটি বড় হাসপাতাল স্থাপন করেন। যাতে একদিকে সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতে পারেন এবং জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। অন্যদিকে ইন্টার্নি ডাক্তারগণ বিভিন্ন রোগ নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ লাভ করতে পারেন। ফরাসী চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডা: কুলূত বেক[১৩] এর সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং ইউরোপীয় অভিজ্ঞ ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালিত হত। দেশী এবং বিদেশী শিক্ষার্থীদের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠে এই শিক্ষাঙ্গন। মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উক্ত কলেজে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ লাভ করত। ১৮৩৮ খ্রি. উক্ত কলেজটি ইবনুল 'আইনী ভবনে স্থানান্তরিত হয়।[১৪] মুহাম্মদ আলী পাশার সেনাবাহিনী পরিচালনা, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিৎসা সেবার সুবাদে ও ঔষধ বিপণনের জন্য মিসরে বহুসংখ্যক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের আগমন ঘটে। প্রথম পর্যায়ে মেডিকেল শিক্ষকগণ পাঠ দান করার সময় দোভাষী সাথে রাখতেন। তারা ক্লাসে যা পাঠ দান করতেন অনুবাদক তা উপস্থাপন করতেন। শিক্ষার্থীদের এই দূরাবস্থা নিরসন করার জন্য ডা: কুলুত বেগ গড়ে তোললেন 'ফরাসী ভাষা স্কুল'। মেডিকেল শিক্ষার্থীরা এখানে ভর্তি হতেন। যার

[১১] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২১

[১২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৮

[১৩] ফরাসী ডা: কুলূত বেক ১৭৯৩ খ্রি. ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মিসরের রেনেসাঁ আন্দোলনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জাগরণের পথিকৃৎ। তিনি মুহাম্মদ আলী পাশার ঘনিষ্ট জনদের অন্যতম। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। *(আল মুনজিদ ফী আল লুগাহ ওয়া আল আ'লা (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ১৯৮৬ খ্রি.), ২৮তম সংস্করণ*, পৃ.৫৬৭

[১৪] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৯; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ফরাসী ভাষার গ্রন্থাদির পাঠোদ্ধার করতে শিক্ষার্থীদের জন্য এই 'ফরাসী ভাষা স্কুল' সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[১৫]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

একটি জাতী ও সভ্যতার অগ্রগতির পেছনে শিক্ষা নিয়ামক শক্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখে। মুহাম্মদ আলী পাশা বুঝতে পারলেন ইউরোপীয় সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে ইলম বা জ্ঞানের ভিত্তির উপর।[১৬] তিনি যখন ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন তখন মিসরের উচ্চ শিক্ষা আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। যে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা দণ্ডায়মান মিসরকেও তিনি সে পথে পরিচালনা করেন। শহরে ও গ্রামে তিনি বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তিনি তিন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যথা:

এক: প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুই: প্রস্তুতিমূলক বিদ্যালয়

তিন: বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- সামরিক বিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল কলেজ ইত্যাদি। তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে পঞ্চাশটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১৭]

তাছাড়া তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তম্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে:

১। সামরিক একাডেমী (১৮২৮ খ্রি.)

২। যুদ্ধ প্রস্তুতি স্কুল (১৮২৫ খ্রি.)

৩। মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল (১৮২৯ খ্রি.)

৪। পদার্থ বিজ্ঞান স্কুল (১৮২৯ খ্রি.)

৫। পদাতিক বাহিনী স্কুল (১৮৩১ খ্রি.)

৬। ঘোড় সাওয়ার বাহিনী স্কুল (১৮৩১ খ্রি.)

৭। নৌ বাহিনী স্কুল (১৮৩১ খ্রি.)

৮। পশু চিকিৎসা স্কুল (১৮৩১ খ্রি.)

৯। প্রকৌশল স্কুল (১৮৩৪ খ্রি.)

১০। এগ্রিকালচার স্কুল (১৮৩৭ খ্রী.)

---

[১৫] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩১

[১৬] আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল 'আরবী (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৫ হিজরী, ২০০০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ*, পৃ.৩০৮; যয়্যাত (উর্দ্দু), পৃ. ৫৯৪

[১৭] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২১; আহমদ হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৪

Dhaka University Institutional Repository

১১। মাতৃসদন স্কুল (১৮৩৭ খ্রি.)

১২। লোক প্রশাসন ও গনিত স্কুল (১৮৩৭ খ্রি.)

১৩। ভাষা ও অনুবাদ স্কুল (১৮৩৭ খ্রি.)

১৪। শিল্পকলা স্কুল (১৮৩৯ খ্রি.)

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ শিক্ষা দান করতেন। এক্ষেত্রে ইতালী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের শিক্ষক মণ্ডলী উল্লেখযোগ্য।[১৮] শিক্ষার ক্ষেত্রে তুর্কী ও আরবী ভাষায় পাঠ দান করা হত।[১৯] মিসরীয় শিক্ষার্থীগণ বিদেশী শিক্ষকদের পাঠদান যাতে বুঝতে পারে সেজন্য মুহাম্মদ আলী পাশা ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দোভাষী অনুবাদক নিযুক্ত করেন। তারা পাঠদান ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে ছাত্রদের নিকট আরবী ভাষায় উপস্থাপন করতেন। এসব দুভাষী অনুবাদকগণ ছিলেন মরক্কো, সিরিয়া ও আরমানিয়ার অধিবাসী।[২০] তিনি শহরে ও গ্রামে সর্বত্র মাদরাসা স্থাপন করে মিসরে শিক্ষাকে সর্বজনীন করেন এবং জ্ঞান অর্জন বাধ্যতামূলক করেন। এমনিভাবে মুহাম্মদ আলী পাশা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে মিসরে নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সূচনা করেন।[২১]

শিক্ষা দফতর স্থাপন

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও মাদরাসার উন্নয়নকল্পে এবং শিক্ষা কার্যক্রমকে সুন্দর সৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ১৮৩৯ খ্রি. স্থাপন করেন শিক্ষা দফতর। যা বর্তমান সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সমপর্যায়ভূক্ত।[২২] শিক্ষা দফতর আধুনিকায়নে এক দল মিসরীয় উলামা ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ কাজ করেন। শিক্ষা দফতরের প্রধান ছিলেন মুস্তফা মুখতার বেক তিনি ছিলেন বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী প্রথম দলের সদস্য।[২৩]

উচ্চশিক্ষা মিশনে বিদেশ প্রেরণ

মুহাম্মদ আলী পাশা জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেনেসাঁ আন্দোলনের গতি সঞ্চার করতে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বদেশী বিশেষজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তিত্ব গঠনে মিসরীয় শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ প্রেরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সে জন্য মিসরে সামরিক ও দেশীয় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপনকারী মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য ইউরোপের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বৃত্তি দিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ১২৪২ হিজরী মোতাবেক ১৮২৬ খ্রি. বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ রিফাআহ বেক আত্ তাহতাবী (মৃ. ১৮৭৩ খ্রি.) এর নেতৃত্বে ৪৪ জন ছাত্র প্যারিস পাঠানো হয়। ইতিহাস শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান , কৃষি

[১৮] হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি),পৃ.* ৮৯৮; জুরজী যায়দান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩, ২৪
[১৯] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭
[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৯
[২১] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২২৪
[২২] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯৮
[২৩] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২১

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান খনি বিজ্ঞান, আইন শাস্ত্র সমরবিদ্যা, প্রকৌশল বিজ্ঞান, মুদ্রন শিল্প ও প্রকাশনা বিদ্যা, ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন।[২৪] ইউরোপে উচ্চ শিক্ষা মিশন অব্যাহত থাকল। এর পরে একটি দল ইউরোপ গমন করল। তাদের সবাই ছিলেন আল আযহার বিশ্ব বিদ্যালয় শিক্ষার্থী।[২৫] ১৮৩২ খ্রি. মেডিক্যাল কলেজের একটি দল বিদেশ গমন করেন। ১৮৪৪ খ্রি. অন্য একটি শিক্ষা মিশন ইউরোপে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ আলী পাশার সন্তান ও নাতীসহ পরিবারের পাঁচ জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইসমাইল পাশা তাদের মধ্যে অন্যতম। উচ্চ শিক্ষা মিশনে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে চললে মুহাম্মদ আলী পাশা স্বয়ং ফ্রান্সের প্যারিসে একটি বিশেষ মাদরাসা স্থাপন করেন। মিসরীয় ৪০ জন ছাত্র দিয়ে মাদরাসাটি শুরু করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা বিভিন্ন সময় ১১টি শিক্ষা মিশন ইউরোপে প্রেরণ করেন।[২৬] মিশরীয় উচ্চ শিক্ষা মিশনের সমন্বয়কারী ও প্রধান ছিলেন ফ্রান্সের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ জুমার বেক।[২৭] উচ্চ শিক্ষা মিশনের ছাত্রবৃন্দ বিদেশে উচ্চ শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যর ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব রেনেসাঁর উদ্ভব হয়।

ভাষা স্কুল ও অনুবাদ বিভাগ স্থাপন

বিদেশে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য প্রেরিত প্রথম মিশনের সদস্য রিফা'আহ বেক আত্ তাহতাভী প্যারিস থেকে ১৮৩১ খ্রি.স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ফরাসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। দেশে ফেরার পর মুহাম্মদ আলী পাশা তাকে চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অনুবাদকের দায়িত্ব অর্পন করেন। অতঃপর তাকে সামরিক বিষয়ে ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে গ্রন্থাদী অনুবাদের দায়িত্ব প্রদান করেন।[২৮] দক্ষ অনুবাদক তৈরির উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮৩৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা স্কুল। রিফাআহ বেক তাহতাভীকে উহার প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। এমনিভাবে ভাষা স্কুল থেকে অনেক সুদক্ষ অনুবাদ কর্মী বেরিয়ে আসেন । এসব অনুবাদ কর্মীদের মাধ্যমে ১৮৪২ খ্রি. (১২৫৮হিঃ) তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অনুবাদ বিভাগ। রিফা'আহ বেক অনুবাদ বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে ভাষা স্কুল ও অনুবাদ বিভাগ সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে। এখানে সামরিক বিষয়াবলী ও প্রকৌশল বিষয়ক কিতাবাদীর মূল্যবান অনুবাদ সম্পাদিত হয়। প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি অনুদিত হয়। এক্ষেত্রে ইবনে

---

[২৪] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২০; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২৮; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৮৯৭; আহমদ হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩০৮, আহমদ হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৪

[২৫] আহমদ হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮; আহমদ হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৪

[২৬] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২৯; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২০,৫২১

[২৭] আহমদ হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩০৮; আহমদ হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৪

[২৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২২

Dhaka University Institutional Repository

বায়তারের মুফরাদাত, ইবনে সিনার আল কানূন, ইবনে রুশদের কুল্লিয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমনিভাবে অনুবাদ বিভাগের সহায়তায় প্রায় দুই হাজারের অধিক ইউরোপীয় মূল্যবান গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।[২৯]

মিসরীয় প্রেস বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা

চীনারা প্রাচীনকাল থেকে ছাপাখানা বা প্রেসের সাথে পরিচিত। ইট ও কাঠে নকশা করার মাধ্যমে কালদানিগণ এই শিল্পের সাথে পরিচিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আধুনিক প্রেস বা ছাপা খানার সাথে মানুষ পরিচিত হয়। ছাপার অক্ষর গুলো সীসার দ্বারা প্রস্তুত ছিল।[৩০] এ জাতীয় ছাপাখানা আবিষ্কার করেন জার্মানীর হান্না জুতামবরজ । তিনি ১৪৪০ খ্রি. এটি আবিষ্কার করেন। অত:পর সারা ইউরোপে এটির ব্যবহার প্রসারিত হয়।[৩১] এ জাতীয় টাইপ বা প্রেস আবিষ্কারের ফলে সাহিত্য সংস্কৃতিতে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৫১৪ খ্রি. ইটালীর ফাণূ শহর থেকে আরবী ভাষায় সর্বপ্রথম একটি গ্রন্থ ছাপা হয়। গ্রন্থটির নাম كتاب الاورلوجيون যেটি السواعية নামে সমধিক পরিচিত।[৩২] এমনিভাবে ধীরে ধীরে আরবী গ্রন্থগুলো ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী শহর থেকে আরবী ভাষায় ছাপা হতে থাকে। তৎমধ্যে عهد نامه جديد وقديم , ইদরীসীর نزهة المشتاق , ইবনে সীনার القانون এবং تحرير اصول اقليدس উল্লেখযোগ্য। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি 'আরবী ভাষার বিরল ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজী এসব প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে।[৩৩]

এক ইয়াহুদী 'আলিমের মাধ্যমে ১৪৯০ খ্রি. ইস্তাম্বুল নগরী হয়ে ছাপাখানা মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করে। তিনি এই প্রেসের মাধ্যমে বহু দীনী ও 'ইলমী গ্রন্থ ছেপেছেন। কিন্তু এখানে আরবী টাইপের প্রচলন ঘটে ১৭২৮ খ্রি.।[৩৪] ১৭৯৮ খ্রী. নিপোলিয়নের মাধ্যমে মিসরে প্রথম ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটে। ইতোপূর্বে মিসরে কোন ছাপাখানা ছিলনা। তিনি মিসর অভিযানের সময় ল্যাটিন, ইউনানী ও আরবী ভাষার যোগান দেওয়ার মত একটি ছাপাখানা নিয়ে আসেন। যাতে তিনি তার ফরমান ও হুকুম আহকাম প্রচার করতে পারেন। এই প্রেসটি المطبعة الاهلية নামে পরিচিত ছিল। ১৮০১ খ্রি. ফরাসীগণ চলে যাওয়ার সময় প্রেসটিও সাথে নিয়ে যান। পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী পাশা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনাদী পূরণের জন্য এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার প্রসারের নিমিত্তে ১৮২০ খ্রি. স্থাপন করেন বূলাক প্রেস (مطبعة بولاق) বা ছাপাখানা। এটি মিসরের 'তারসানা আমিরিয়্যা নামক স্থানে স্থাপিত হয়।[৩৫] তিনি

---

[২৯] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২০,৫২২; ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ২৭,২৯; আহমদ হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), পৃ. ৫৯৪; হান্না আল ফাখুরী, পৃ.৫৯৮

[৩০] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৬

[৩১] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৬; আহমদ হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৪; আহমদ হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), পৃ. ৫৯৬

[৩২] হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৭

[৩৩] আহমদ হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৪; আহমদ হাসান যয়্যাত *(উর্দ্দু)*, পৃ.৫৯৬

[৩৪] আহমদ হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৪; আহমদ হাসান যয়্যাত *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৫৯৬; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯০৭

[৩৫] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৪,৫৩৭; আহমদ হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৪; আহমদ হাসান যয়্যাত *(উর্দ্দু)*, পৃ.৫৯৬

Dhaka University Institutional Repository

এই প্রেসের দায়িত্বভার অর্পণ করেন নিকুলা মসাবেকী শামী এর উপর। তিনি টাইপের অক্ষরগুলো বিভিন্ন আঙ্গিকে خط نسخ এবং সুন্দর ধারায় স্থাপন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে মিসরের প্রখ্যাত লিপিকার জা'ফর বেক এর নিয়মানুসারে টাইপের অক্ষরগুলো বিন্যাস করা হয়। তৎকালীন সময়ে প্রেসটি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আরবী প্রেস। যা অদ্যাবধি জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ও বিরল গ্রন্থাদী প্রকাশ করে আসছে।[৩৬] সেই সময় এই প্রেস থেকে গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও শৈল্যচিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ ছাপা হয়। যা বিদেশী ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয়। তাছাড়া আরবী সাহিত্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ থেকে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে বূলাক প্রেস الوقائع المصرية পত্রিকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক যাবতীয় গ্রন্থ এবং সরকারী গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও দলীল দস্তাবেজ ছেপে আসছে। বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় আরবী প্রেস।[৩৭]

সংবাদ পত্র বা পত্রিকা প্রকাশ

বিশ্বে সর্ব প্রথম চীন জাতীয় সংবাদ পত্রের সাথে পরিচিতি লাভ করে। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় এক হাজার বছর আগে চীনে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। আর খ্রিষ্টপূর্ব সাত শতাব্দী পূর্বে রোমানরা সংবাদপত্র প্রকাশ করত বলে জানা যায়।[৩৮] তখন থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংবাদ পত্রের ধারাবাহিক প্রকাশের ক্ষেত্রে যোগসূত্র পাওয়া যায়না। পরবর্তী পর্যায়ে ১৫৩৬ খ্রি. ভেনিসে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। যার নাম ছিল গেজেট বা গেজেটিয়ার ১৬৩১ খ্রি. ফরাসীরা প্রথম সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। যার নামও ছিল গেজেটিয়ার।[৩৯] ফরাসী সময় নেতা নেপোলিয়নের মাধ্যমে মিসরবাসী ১৭৯৮ খ্রি. সংবাদপত্রের সাথে পরিচিত হয়। মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২৮ খ্রি. মিসরে সর্ব প্রথম সংবাদপত্র চালু করেন। যার নাম আল ওয়াকাই-'উল মিসরিয়্যা (الوقائع المصرية.)। রিফা'আহ বেক তাহতাভীকে এটি সম্পদনার দায়িত্ব প্রদান করেন। এটি প্রথম পর্যায়ে তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত হত। অতঃপর তুর্কী ও আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আরবী ভাষায় প্রকাশ হতে থাকে। তখন শায়খ হাসান আল আত্তার (১৭৭৬-১৮৩৪ খ্রি.), শায়খ শিহাব উদ্দীন (১৭৯৫-১৮৫৭ খ্রি.) ও এটির সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন।[৪০] এই পত্রিকায় সরকারী ফরমান, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পাশাপাশি সামাজিক ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেত। যা আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৪১]

---

[৩৬] আহমদ হাসান যয়্যাত *(উর্দ্দু), প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৯৬; আহমদ হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৪

[৩৭] আহমদ হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৫

[৩৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৯; জুরজী যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

[৩৯] সম্পাদনা পরিষদ, *ছাটদের বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ই.ফা.বা.)*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৭-৪৬৯

[৪০] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০; আহমদ হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৫; হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৯-৯১০

[৪১] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০

Dhaka University Institutional Repository

জামে'আতু আযহার ও মুহাম্মদ আলী

ফাতিমী খলিফা মু'ইয লি দীনিল্লাহ মিসর জয়ের উদ্দেশ্য স্বীয় দাস জাওহার সিকিল্লী এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। জাওহার সিকিল্লী ৩৫৮ হিজরীর ১২ শাবান মোতাবেক ৯৬২ খ্রি. মিসর জয় করেন। তিনি ৯৭০ খ্রি. মোতাবেক ৩৬১ হিজরীর রমযান মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। যাতে একদিকে এটিকে ইবাদতের জন্য মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা য়ায়। অন্যদিকে দীন ইসলাম প্রচারের কার্যকর ব্যবস্থা করা যায়। যেমনিভাবে তৎকালীন সচরাচর মসজিদগুলো দীন শিক্ষার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচালিত হত। অল্প কিছুদিন পর এটি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এর পাঠদান শুরু হয়। শী'আ মাযহাবের ভিত্তিতে এটির পাঠদান চলত। তাছাড়া ভাষা ও যুক্তি বিদ্যা সহ মানব বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান অব্যাহত থাকে।[৪২] আয়্যুবী শাসনামলে (৫৬৭-৬৪৮খ্রি./১১৭১-১২৫০হি:) সুলতান সালাহউদ্দিন আয়্যুবী আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শী'আ মতবাদের শিক্ষা বন্ধ করে তদস্থলে চার মযহাবের শিক্ষা চালু করেন।[৪৩] অদ্যাবধি এই ধারায় আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক বর্তিকা নিয়ে এগিয়ে চলছে। মুহাম্মদ আলী পাশা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর উচ্চ শিক্ষা মিশনে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দেন এবং তারা অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক আরবী সাহিত্যর রেনেসাঁ আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা সূচিত শিক্ষা আন্দোলনে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক জ্ঞান আহরণের সূতিকাগার এবং আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের ঝর্ণাধারায় পরিণত হয়।[৪৪]

মুহাম্মদ আলী পাশার যুগের সংস্কৃতি ও তার উৎস

মুহাম্মদ আলী পাশা মিসরে রেনেসাঁর যে নব জাগরণ সৃষ্টি করেছেন তার মূলে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়। যেমন:

১. মিসরের আনাচে কানাচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।

২. শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা।

৩.পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের মিসরে নিয়ে আসা।

৪.উচ্চশিক্ষা মিশনে মিসরীয় যুবকদের প্রেরণ করা।

৫. প্রাচীন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদকরন ও উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা।

---

[৪২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২০৪

[৪৩] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২০৭

[৪৪] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৮

Dhaka University Institutional Repository

এসব বিষয় আধুনিক সভ্যতার প্রসারে মিসরে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।[৪৫] সংক্ষেপে আমরা এই সাংস্কৃতিক প্রভাবকে তিনটি উৎসমূলে বিভক্ত করতে পারি।

এক: পাঠশালা

দুই: দীনী শিক্ষা ইনস্টিটিউট

তিন: পাঠাগার

পাঠশালা

মুহাম্মদ আলী পাশার সময়ে মিসরের শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায় এবং অলিতে-গলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। মিসরীয় জনগণ তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে তালিম বা শিক্ষা দেয়ার জন্য এসব মকতব বা পাঠশালাকে শিক্ষার প্রাথমিক ফোয়ারা হিসেবে গ্রহণ করে। ছেলে মেয়েরা তথায় লেখাপড়া করে কুরআন হিফয করে। এমনিভাবে তাদের সন্তান সন্ততিরা দীনের প্রাথমিক হুকুম আহকাম সমূহ এই মকতবে দীর্ঘ দিন আসা যাওয়া ও পাঠ শ্রবণের মাধ্যমে আয়ত্ব করত।

দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দীনী শিক্ষার প্রচার প্রসারে আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শীর্ষে। কায়রোর প্রসিদ্ধ মসজিদ সমূহে দীনী তালিম অনুষ্ঠিত হত। মিসরের নামজাদা শহর সমূহে দীনি তালিমের কার্যক্রম চলত। দীনী কার্যক্রম ইসলামী মানস গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখত।

পাঠাগার

মিসরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাগার গড়ে উঠে। তাছাড়া সেখানে মসজিদ কেন্দ্রিক পাঠাগার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। আমির ওমরাদের প্রাসাদেও পাঠাগার বিদ্যমান ছিল। এসব পাঠাগারে হরেক রকমের গ্রন্থাদি ও বিরল গ্রন্থ মওজুদ ছিল।[৪৬] ফরাসী সমর নেতা নেপোলিয়নের প্রস্থানের পর মুহাম্মদ আলী পাশা ক্ষমতাসীন হয়ে নেপোলিয়নের সূচীত পথ ধরে আরব বিশ্বে যে রেনেসাঁর সুত্রপাত করেন তার গতি আব্বাস পাশা (১৮৪৬-১৮৫৪ খ্রি.) ও সাঈদ পাশা (১৮৫৪-১৮৬৩ খ্রি.) এর শাসনকালে মন্থর হয়ে পড়ে। তাদের সময়ে মিসরে শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি চরমভাবে বাঁধাগ্রস্থ হয়। মুহাম্মদ আলী পাশার নাতী প্রথম আব্বাস ক্ষমতাসীন হয়ে সামরিক বিদ্যালয় ছাড়া উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। বিদেশে উচ্চশিক্ষা মিশন বন্ধ করে দেন। অধিকাংশ ফ্যাক্টরি ও কারখানা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। রেনেসাঁ আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়ে। উন্নয়ন কাজ বাঁধাগ্রস্ত হয়। এসব

[৪৫] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৪

[৪৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২৪, ৫২৫

Dhaka University Institutional Repository

কারণে অধিকাংশ আলিম উলামা এবং কল্যাণকামী ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলেন। একই অবস্থা মুহাম্মদ আলী পাশার পুত্র সাঈদ পাশার শাসনামলেও বিরাজমান থাকে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তারা মিসর থেকে ইস্কান্দরিয়া পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করেন।[৪৭] সাঈদ পাশার উল্লেখযোগ্য কাজ হল সুয়েজ খাল খনন। তিনি ১৮৫৪ খ্রি. তার বন্ধু Ferdinand de lesseps কে সুয়েজ খাল খননের ঠিকাদারী প্রদান করেন। তাদের শাসনামলে এই অনগ্রসরতার মূল কারণ ছিল নিজেদের আত্মশক্তিতে বলিয়ান না হয়ে ফরাসী কিংবা ইংরেজদের প্রতি ঝুকে পড়ার দোদুল্যমান প্রবণতা।[৪৮] প্রথম আব্বাস ও সাঈদ পাশার (১৮৪৬-১৮৬৩ খ্রি.) দীর্ঘ আঠার বৎসরের শাসনকাল আলোক বর্তিকার নীচে অন্ধকারের সাথে তুলনীয়। যে রেনেসাঁর আলোক বর্তিকা প্রজ্জলন করেছিলেন খোদ তাদেরই পূর্বসূরী মুহাম্মদ আলী পাশা । এমনিভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্য রেনেসাঁর প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হয়।

[৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৬, ৫৪৭; আহমদ হাসান যয়্যাত *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৫৯৫; ড.শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, পৃ. ১৪

[৪৮] ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসমাঈল পাশার (১৮৩০-১৮৯৫ খ্রি.) যুগে রেনেসাঁ

ইসমাঈল পাশা[১] ১২৮০ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৩ খ্রি. মিসরের ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি তার পিতামহ মুহাম্মদ আলী পাশার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তার ক্ষমতারোহনের পর মিসর নতুন ভাবে পূনরায় রেনেসাঁর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।[২] শিক্ষা ,সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ফলে আধুনিক রেনেসাঁর গতিধারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। কবি সাহিত্যিকগণ বিদেশী ভাবধারার সাথে পরিচিতি হয়ে আরবী সাহিত্যে নতুনত্ব আনয়ণ করেন। এসময় বিভিন্ন গবেষণাকর্ম ও মৌলিক গ্রন্থাদি রচিত হয়। সার্বিক-ভাবে সর্বক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। আর এটিকে আমরা আধুনিক রেনেসাঁর দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছি। নেপোলিয়ন সূচিত নব জাগরণকে স্বাগত জানিয়ে মুহাম্মদ আলী পাশা রেনেসাঁর যে সূত্রপাত করেন তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসমাঈল পাশা সামনে অগ্রসর হন। তিনি শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মিসরকে বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মিসরে রেনেসাঁর নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। তিনি মিসরকে ইউরোপের সমপর্যায়ে উন্নীত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই কারণে তিনি তার রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন,[৩] " انها قطعة من اوربة رغم كونها في افريقية "

"এটি আফ্রিকা মহাদেশভূক্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইউরোপেরই একটি অংশ"।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পর ইতোপূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পূণরায় চালু করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, প্রকৌশল, চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুত বিদ্যা ও সামরিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত উচ্চতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন: مدرسة الالسن, مدرسة المعلمين , مدرسة الصنائع والفنون, مدرسة دارالعلوم, مدرسة الادارة ইত্যাদি।[৪]

---

[১] তার পূর্ণ নাম ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আলী। তিনি ১৮৩০ খ্রি. মিসরের রাজকীয় পরিবারে জন্মগ্রহন করেন । তিনি মিসরের উচ্চশিক্ষা মিশনের অন্যতম শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ১৮৬৩ খ্রি. মোতাবেক ১২৮০ হি. সনে মিসরের সিংহাসনে আরোহন করেন। ১৮৭৯ খ্রি. পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। তিনি ১৮৯৫ খ্রি. স্পেনে ইন্তিকাল করেন। ড. হাসসান হাল্লাক, (সম্পাদিত), *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল'উলুম, ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৪৭; আল মুনজাদ ফী আল লুগাহ ওয়া আল আলাম*, পৃ.৪৭; ইসলামী বিশ্বকোষ ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬২

[২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৭; ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), ৮ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড*, পৃ. ৬৯

[৩] হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি)*, পৃ. ৮৯৮

[৪] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল 'আবারিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ২৫,২৬; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৭; আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখূল আদাবিল 'আরবী (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৫ হিজরী, ২০০০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ*, পৃ. ৩০৮,৩০৯ ; আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখূ আদাবি আরবী, (উর্দু) (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.)*, পৃ. ৫৯৫

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া জরিপ স্কুল, অডিট স্কুল, অন্ধ ও বধির স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসমাঈল পাশার শাসনামলে।[৫] এমনিভাবে তার সময়ে দেশী বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। যার পরিসংখ্যানে আমরা দেখতে পাই মিসরীয় স্কুল- ৮০৭ টি, মকতব- ৩৭৯৪ টি, বিদেশী স্কুল- ৩২৮ টি।[৬] তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কিছু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী তৈরীর সাথে সীমাবদ্ধ করেননি বরং জাতীর মানসিক উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং আরবী সাহিত্যের পূণর্জাগরণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে পরিচালিত করেন।[৭]

দারুল উলুম প্রতিষ্ঠা

তিনি আলী মুবারক পাশা (মৃ. ১৮৯৩ খ্রি. ১৩১১ হি.) এর পরামর্শক্রমে ১৮৭১ খ্রি. মোতাবেক ১২৮৮ হিজরীর ১৫ সফর প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম। যাতে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, যুক্তি বিদ্যা ও আধুনিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। যাতে যুগের চাহিদা পূরণে মাদরাসাগুলোতে আরবী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে পারে এবং শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আরবী ভাষাকে একটি উত্তম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার পর আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পথ উম্মুক্ত হয়। পাশাপাশি প্রাচীন আরবী সাহিত্যের পূনর্জাগরণ ঘটে। আরবী ভাষার প্রয়োগ ব্যাপকতা লাভ করে।[৮]

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন

ইসমাঈল পাশা নারী শিক্ষার জাগরণে ১৮৭৩ খ্রি. স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার শাসনকালে বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মিসরের আনাচে কানাচে প্রায় এক হাজার পাঠশালা স্থাপিত হয় যার অধিকাংশই ছিল বালিকা বিদ্যালয়। এখানে ছাত্রীরা কুরআন হিফজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে। যেমন: গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, নকশিকর্ম বা দর্জি বিদ্যা, বুনুন বিদ্যা ইত্যাদি। ইসমাঈল পাশার স্ত্রী সায়্যিদা জশম আফত হানম এর নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় সূয়ূফিয়া বালিকা বিদ্যালয়। দুই'শো ছাত্রী নিয়ে এটির শুভ সূচনা হয়। তিন বছর পর এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা চারশোতে উপনীত হয়। নারী শিক্ষার জাগরণে তিনি ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। ইসমাঈল পাশার সময়ে নারী জাগরণ সম্পর্কে ড. উমর আদ দাসুকী বলেন,[৯]

" ان تعليم المراة ونهوضها دعامة متينة في النهضة الا جتماعية والادبية والام المتعلمة قربا بابنها ان يكون فريسة الجهل و تسعى جهدها ان تنيله حظا مهما كان يسيرا من نور العلم - "

[৫] ড. উমর আদ দাসুকী, প্রাগুক্ত, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৭২
[৬] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ২৭,২৮
[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৭; ড. উমর আদ দাসুকী, প্রাগুক্ত, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৭০
[৯] জুরজী যায়দান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬; ড. উমর আদ দাসুকী, প্রাগুক্ত, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

"নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণ সামাজিক ও সাহিত্য রেনেসাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বা অবলম্বন। একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে অজ্ঞতার শিকার থেকে বাঁচিয়ে লালন-পালন করতে পারে। তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান তার সন্তান যাতে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হতে পারে।"

নারী শিক্ষার জাগরণে রিফায়া বেক তাহতাভী (১৮০১-১৮৭৩ খ্রি.) রচনা করেন, المرشيد الامين للبنات والبنين নামক গ্রন্থ। এটি বালক বালিকাদের স্বভাব-চরিত্র, লালন-পালন, শিক্ষা দান ও শিষ্টাচার সম্বন্ধীয় একটি মূল্যবান গ্রন্থ।[১০] স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ছাত্রীদের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠে। ফলে মিসরে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রেনেসাঁ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

শিক্ষা পরিদর্শন দপ্তর প্রতিষ্ঠা

ইসমাঈল পাশা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার উন্নয়ন সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন শিক্ষা পরিদর্শন দপ্তর নয্যারাতুল মা'আরিফ । দেশের সামরিক স্কুলগুলোকে সামরিক পরিদর্শন দপ্তরে এবং অবশিষ্ট রাষ্ট্রীয় স্কুলগুলোকে নয্যারাতুল মা'আরিফের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে শিক্ষার স্তর অনুযায়ী তিন ভাগ করেন। যথা:

এক. প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুই. মাধ্যমিক বিদ্যালয়

তিন. উচ্চ শিক্ষা বিদ্যালয়

পাঁচ বছর বয়সী মিসরীয় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়।[১১]

উচ্চশিক্ষা মিশন পূনরায় চালূ করন

বিদেশে উচ্চশিক্ষা মিশনে ছাত্র প্রেরণের কাজ শুরু করেন মুহাম্মদ আলী পাশা। প্রথম আব্বাস ও সাঈদ পাশার শাসনামলে উচ্চশিক্ষা মিশন বন্ধ করে দেয়া হয়। ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাসীন হয়ে শিক্ষা মিশন পুনরায় চালু করেন। তার সময়ে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহের সাথে মিসরীয় শিক্ষা মিশনের গতি সজোরে প্রবাহিত হতে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতি বৎসর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পড়া-লেখা সম্পাদন করে উচ্চতর সার্টিফিকেট অর্জনের উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের দেশ সমূহে প্রেরণ করতেন। যে সার্টিফিকেট লাভ করা তাদের দেশে সম্ভবপর ছিলনা। মিসরের অধিবাসীগণ তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও আর্থিক তত্ত্বাবধানে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য বিদেশ প্রেরণ করতেন। ইসমাঈল পাশার সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

[১০] ড. উমর আদ দাসুকী, প্রাগুক্ত, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৩৩

[১১] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ২৩; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫০

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধানে ১৭২ টি উচ্চশিক্ষা মিশন পরিচালিত হয়।[১২] এই শিক্ষা মিশন রেনেসাঁ আন্দোলনকে পূর্ণতা প্রদান করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা প্রতিষ্ঠা

ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাসীন হওয়ায় পর ১৮৭০ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা। এটি তার শাসনামলের একটি গৌরবোজ্জল অবদান। এটি মধ্যপ্রাচ্যের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁয় এই গ্রন্থাগারের সবিশেষ অবদান রয়েছে।[১৩]

মিসর যখন আরবী সাহিত্যের জাগরণ শুরু করেন এবং আহলিয়া প্রেস থেকে মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করেন। ছাপাকৃত মূল্যবান গ্রন্থের আধিক্য ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। তখন গ্রন্থগুলো সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হল। ফলে আল মসজিদুল হুসায়নীর পিছনে শরয়ী আদালতের সন্নিকটে প্রাচীন বাইতুল মালে গ্রন্থগুলো রাখার সংরক্ষণাগার তৈরী করা হল। পর্যায়ক্রমে সেখানে গ্রন্থাদি ও দস্তাবেজ সংরক্ষণ করা হত। ইসমাইল পাশার আমল পর্যন্ত এমনিভাবে গ্রন্থাদি সংরক্ষণ করা হত। এই সংরক্ষণাগারে সেই সময় আরবী, তূর্কী ও ফার্সী ছাপাকৃত প্রায় দুই হাজার খণ্ড গ্রন্থ মজুদ ছিল।[১৪] ইসমাঈল পাশা ১২৮২ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৫ খ্রি. হাসান পাশা আল মুনাস্তারলী এর নিকট থেকে কুতুবখানা মিসরিয়্যা খরিদ করে নেন। এখানে প্রায় এক হাজার মূল্যবান গ্রন্থ ছিল।[১৫] তাছাড়া মিসরে মসজিদ কেন্দ্রিক পাঠাগার ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সেখানে অতীত কালের ইতিহাস, ফিকাহ, হাদীস গ্রন্থ ছাড়াও আল কুরআন সহ হরেক রকম গ্রন্থ মওজুদ ছিল। সমজিদ কেন্দ্রিক পাঠাগার গুলো ওয়াকফ মন্ত্রণালয় এর অধীন পরিচালিত হত। এই অবস্থা ইসমাঈল পাশার যুগ পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। অতঃপর আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হলে দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা এই জাগরণে সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে।[১৬] বর্ণিত আছে যে সুলতান আবদুল আযীয ১২৮২ হি. মোতাবেক ১৮৬৫ খ্রি. মিসর সফর করেন। মিসরের মসজিদ সমূহ ও মসজিদ কেন্দ্রিক পাঠাগার ব্যবস্থাপনা তিনি পরিদর্শন করেন। তখন তিনি ইসমাঈল পাশাকে একটি গ্রন্থাগার স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক আলী মুবারক পাশা একটি গণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। যাতে মূল্যবান গ্রন্থরাজী সংরক্ষণ ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা যায়। তিনি এ ব্যাপারে দিওয়ানুল মাদারিস এর পাশ্ববর্তী দরবুল জামামীয এ একটি স্থান

[১২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৩; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.৬৯

[১৩] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১০০; ড. উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, পৃ.৭২ ; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৮

[১৪] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১০০

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৯; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.৭২

[১৬] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারন করেন।[১৭] ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ও আরবী সাহিত্যের নব জাগারণের নিমিত্তে রাষ্ট্রীয় ভাবে ১৮৭০ খ্রি. একটি সমন্বিত পাঠাগার দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা প্রতিষ্ঠা করেন। আলী মুবারক পাশার (মৃ. ১৮৯৩ খ্রি./ ১৩১১ হি.) উপর এটির দায়িত্ব অর্পন করেন। এখানে রয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ, শিক্ষা দানের ও অধ্যয়নের জন্য সুপরিসর পাঠ কক্ষ। ইসমাঈল পাশার শাসনামলে এই কুতুবখানা ওয়াকফ মন্ত্রণালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর অধীনে অদ্যাবদি ন্যাস্ত রয়েছে। আলী মুবারক পাশা সংরক্ষণাগারে রক্ষিত গ্রন্থ, হাসান পাশা আল মুনাসতারলীর গ্রন্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ সমূহের গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থগুলো দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যায় একত্রিত করেন। আর এদিকে ফরাসী ও তুর্কীগণ অসংখ্য গ্রন্থ ইউরোপ ও ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে স্থানান্তর করেন এবং তাদের ছাপাখানায় এ গুলো প্রকাশ করেন। অন্যদিকে মিসরের মসজিদের মূর্খ খাদেমগন মসজিদ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হস্তে লিখিত পাণ্ডলিপি ও গ্রন্থ তরকারী বিক্রেতা ও ফল বিক্রেতার নিকট বিক্রি করে দেন। তারা বইয়ের কাগজ দিয়ে বিক্রিত দ্রব্যাদি মুড়িয়ে দিত। এমন এক উদ্ভট পরিস্থিতিতে আলী মুবারক পাশা অবশিষ্ট বইগুলো দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যায় স্থানান্তর করেন। এমনিভাবে তিনি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে গ্রন্থ গুলো রক্ষা করেন। বূলাক ছাপাখানা থেকে ছাপাকৃত সরকারী দলিল দস্তাবেজ দারুল কুতুবে সংরক্ষণ করেন।[১৮] ইসমাঈল পাশা তার ভাই আমীর মুস্তফা ফাযিল পাশার[১৯] লাইব্রেরী থেকে তিন হাজার তিন শত মূল্যবান উৎকৃষ্ট গ্রন্থ খরিদ করে কুতবখানা খেদিভিয়ায় (এটি দারুল কুতুবের পূর্ব নাম) হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেন। এমনিভাবে ক্রয়কৃত গ্রন্থ, অনুদানকৃত গ্রন্থ, অনুলিপি ও ফটোকপি কৃত গ্রন্থ দ্বারা উক্ত লাইব্রেরী সমৃদ্ধ হতে লাগল। এখানে বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রায় দুইশত বিশ হাজার গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। যার অধিকাংশই আরবী ভাষার গ্রন্থ। অবশ্য প্রাচ্য ও ফরাসী ভাষার প্রচুর গ্রন্থও এখানে রয়েছে।[২০]

ইসমাঈল পাশা আরবী সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য বূলাক ছাপাখানার সাথে যুক্ত সাহিত্য বিভাগকে দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যার সাথে সংযুক্ত করেন। যেহেতু তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত-ক্রমে আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর গতি সঞ্চার করতে সাহিত্য বিভাগকে দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যার সাথে একিভূত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। সেই সময় থেকে বূলাক প্রেস জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ ও আধুনিক গ্রন্থ প্রকাশ

[১৭] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ ১০০

[১৮] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ ১০১; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৯

[১৯] আমীর মস্তফা ফাযিল পাশার ছিল প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ লাইব্রেরী। তিনি ১৮৭৬ খ্রি. মৃত্যু বরণ করেন। ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৯

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছে।[২১] এমনিভাবে দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁয় অভূতপূর্ব ও সুদূর প্রসারী অবদান রাখে।

বিদেশীদের আগমণ

ইসমাঈল পাশার শাসনামলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজিত থাকায় বিদেশী লোকেরা ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। এদের মধ্যে বহু বিদ্বান আলিম উলামা,সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন।[২২] অন্যদিকে সিরিয়ায় তুর্কীদের রাজনৈতিক নীপিড়নের ফলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবি আলিম উলামাগণ মিসরে চলে যান। ইসমাঈল পাশা তাদের সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। তিনি সাংবাদিকদের সম্মান জনক জীবিকার ব্যবস্থা করেন। তারা মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন । তৎমধ্যে আমরা তাকলা পরিবার, আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.) ও সালীম নাক্কাশ (মৃ. ১৮৮৪ খ্রি.) প্রমূখ এর নাম উল্লেখ করতে পারি।[২৩] ইসমাঈল পাশার এই উদার নীতির ফলে বিদেশীদের আগমণে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁ আরো জোরদার হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি

ইসমাঈল পাশার শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান কলা, শিল্পকলা সাহিত্যসহ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নতি লাভ করে। এই অগ্রগতি ও উন্নতির পেছনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাকে সহজলভ্য ও সার্বজনীন করন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে মিসরীয়দের জন্য সাংবিধানিক ভাবে বাধ্যতামূলক করেন। পাঁচ বছর বয়সী ছেলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মিসরের শহরে নগরে গ্রামে গঞ্জের অলিতে গলিতে বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি করেন। শিশুরা এসব বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ লাভ করে। তারা আল কুরআন আংশিক বা সম্পূর্ণ হিফয করা সহ গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, অংকন, স্বাস্থ্য শিক্ষা, দেশপ্রেম শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ব্যাপক হারে তৈরী হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি মিসরীয় জনগণও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি তখন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন: কৃষি, ব্যবসা, কারিগরি বিদ্যালয়।

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৭, ৫৪৯

[২২] হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), পৃ. ৫৯৫

[২৩] ড. মোস্তাক মোহাম্মদ, এ এস মোহাম্মদ আলী, আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, (কুষ্টিয়া: সেন্টার ফর ইসলামিক এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ প্রমোশন, ডিসেম্বর, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১৬২

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফ ও কারুকার্য শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি ও উন্নতির মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে রেনেসাঁ তরান্বিত হয়।[২৪]

আল জামি'উল আযহার এর শিক্ষাব্যবস্থা

বিগত শতাব্দী থেকে আরবী সাহিত্যে দুটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। আরবী ও পাশ্চাত্য ধারা। আরবী ধারার প্রতিনিধিত্ব করে আসছে জামি'আতুল আযহার বা আযহার বিশ্ববিদ্যালয়। এটি আমাদের ইসলামী ঐতিহ্য ও আরবী ভাষা ও সাহিত্য রক্ষা করে এসেছে যুগ যুগ ধরে। আইয়্যুবী ও মামলূক শাসনামলে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল উসমানীরা তা বন্ধ করে দেন উসমানী সালতানাতের সেই ক্রান্তিকালেও জামি'আতুল আযহার আরবী সাহিত্যের শেষ নি:শ্বাসটুকু বাঁচাতে নীরব ও নিষ্প্রভ আলো জালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ফাতেমী ও আইয়্যুবী যুগে মিসরে জামি'আতু আযহার ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণে অবদান রেখেছিল। মামলুক যুগে ইসলামী সভ্যতা ও ইতিহাস ঐতিহ্যে রেনেসাঁর সৃষ্টি করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে আমরা কলকশন্দীর الاعشي , নাওয়াবিরীর نهايةالارب (নেহায়তুল আরব) এবং ইবনে মানযুর এর لسان العرب (লিসানুল আরব) এর মত ইসলামী আরবী ঐতিহ্য সম্বলিত গ্রন্থের সন্ধান লাভ করেছি।[২৫]

নেপোলিয়নের হাত ধরে খেদিভ মুহাম্মদ আলী পাশা সূচিত রেনেসাঁ আন্দোলন তরান্বিত করণে খেদিভ ইসমাঈল পাশার শাসনামলে জামি'আতুল আযহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিক বিষয় শিক্ষা কারিকুলামে সংযোজিত হয়। যেমন গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস, নগর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়। ইসমাঈল পাশার শাসনামলে নতুন ব্যবস্থাপনায় আযহার পরিচালিত হয়। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয় দেখাশুনা করতেন। তিনি আযহারের প্রবীন 'উলামা, জ্ঞানীগুনী শিক্ষক এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করেন। এখানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এই তিন স্তরে শিক্ষা প্রদানে স্থির হয়। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। তাছাড়া তিনটি বিভাগের মাধ্যমে জ্ঞান বিজ্ঞানের আধুনিক বিষয়াবলী পাঠদান করা হত । তা হল:

এক: কুল্লিয়াতু আশ শরী'আহ

দুই: কুল্লিয়াতু উসূলিদ্দীন

তিন: কুল্লিয়াতু আল লুগাতুল 'আরাবিয়্যা[২৬]

---

[২৪] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫০

[২৫] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১২শ সংস্করণ*, পৃ. ১৯

[২৬] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫২

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় সভ্যতার সান্নিধ্য

নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণের ফলে আরব বিশ্বের সাথে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ উম্মুক্ত হয়। ইসমাঈল পাশার আমলে সুয়েজ খাল উম্মুক্ত হওয়ার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দূরত্ব অনেকটা কমে যায়। ফলে প্রচুর সংখ্যক ইউরোপীয় মিসরে হিজরত করেন। তারা মিসরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। মিসরীয় জনগণও উচ্চশিক্ষা অর্জনে ইউরোপ ভ্রমণ করতেন। ইউরোপীয় বহু সাহিত্যিক মিসর ভ্রমণ করেন। এক কথায় মিসরে ইউরোপীয়দের আগমণ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে মিসরীয়দেরও ইউরোপ গমণের মাত্রা অধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। এমনি ভাবে দুই সভ্যতার মাঝে ভাব বিনিময় ও সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়। এমনিভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক আরবী সাহিত্য পরস্পর প্রভাবিত হয়। যা আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনকে বেগবান করে।[২৭] অন্যদিকে সুয়েজ খাল উম্মুক্ত হওয়ার ফলে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক প্রভাবের পথও উম্মুক্ত হয়। যা পরবর্তীকালে তাওফীক পাশার শাসনামলে (১৮৭৯-১৮৮২ খ্রি.) মিসরে বৃটিশ হস্তক্ষেপের পথ সুগম করে।[২৮]

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

নেপোলিয়ন কর্তৃক মিসর অভিযানের সময় রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। পাশাপাশি সেই সময় মিসরে একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইসমাঈল পাশার শামনামলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাহিত্য সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মিসর একটি অত্যাধুনিক রাষ্ট্রের পথে অগ্রসর হয়। ইসমাঈল পাশা ইউরোপের আদলে মন্ত্রিপরিষদ, প্রতিনিধি পরিষদ বা জাতীয় সংসদ গঠন করেন।[২৯] তখন মিসরে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য সংগঠন গড়ে উঠে। যা একটি জাতীয় চরিত্র ও মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তখন মিসরীয় জনগণ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা লাভ করে। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক জামাল উদ্দীন আল আফগানী ১৮৭১ খ্রি. মিসর আগমণ করেন। মিসরে তিনি দীর্ঘ আট বছর ইসলামী সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনার বিকাশে মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন এবং ইউরোপীয়দের গ্রহণীয় সুন্দর সংস্কৃতির উপকারীতার পক্ষে ইসলামের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি মিসর সহ ইসলামী দেশ সমূহে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে স্বাধীনতার বীজ রোপণ করেন।[৩০] ইসমাঈল পাশার শাসনামলের সামগ্রিক চিত্র অবলোকন করলে আমরা মিসরীয় জনগণের মধ্যে

---

[২৭] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৫

[২৮] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৯ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ.* ২১৭

[২৯] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৫

[৩০] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৬; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৫৯০

Dhaka University Institutional Repository

একটি জাতীয় চেতনার উন্মেষ দেখতে পাই। যা আমরা আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের একটি সূচক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।[৩১]

মুক্ত চিন্তার চর্চা

ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে মুক্তচিন্তার উন্মেষ ঘটে। মুক্তচিন্তা নাগরিক সভ্যতার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। ভাষা ও সাহিত্যে এটির ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। কেননা মুক্ত চিন্তা ব্যক্তি সত্ত্বার প্রতিকৃতি স্বরূপ। যেহেতু আরব জাতী তাদের কথা কাজ ও চিন্তা চেতনার দিক থেকে স্বাধীনতা প্রিয় ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী। মিসরীয় জাতির মাঝে সর্বপ্রথম মুক্ত চিন্তার প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে শিক্ষা মিশন গুলো। মুহাম্মদ আলী পাশা তার শাসনামলে ফ্রান্সে প্রেরণের মাধ্যমে যেটির সূত্রপাত করেছিলেন ।[৩২] ইসমাঈল পাশার শাসনামলে মুক্ত চিন্তার অবাধ চর্চা পরিলক্ষিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন মতাদর্শের পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতে দেখা যায়। হরেক রকম সংস্থা ও সংগঠনের উন্মেষ ঘটে। ইসমাঈল পাশার সময়ে মুক্ত চিন্তার অবাধ চর্চা আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁয় গতি সঞ্চার করে।

শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা

মিসরে শিক্ষা বিষয়ক সংগঠন এর সূচনা করেন নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। তিনি মিসর অধিকার করবার পর আল মাজমা'উল 'ইলমী আল ফরাসী এর আদলে ১৭৯৮ খ্রি. ২২ আগষ্ট প্রতিষ্ঠা করেন আল মাজমা'উল 'ইলমী আল মিসরী।[৩৩] তারই ধারাবাহিকতায় ইসমাঈল পাশার শাসনামলে শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বহু সংগঠন ও একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। যা আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে সুদূর প্রসারী অবদান রাখে। ইসমাঈল পাশার সময়ে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠনের কিছু চিত্র নিম্নরূপঃ

জম'ইয়াতুল মা'আরিফ

১৮৬৮ খ্রি. আরেফ পাশা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অনুবাদ ও গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা একাডেমীর অবদান রয়েছে। এই একাডেমীর ৭৬০ জন সাহিত্যিক ও পণ্ডিত সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ইব্রাহীম আল মুওয়ায়লিহী, আহমদ ফারিস আস সিদয়াক অন্যতম। এখান থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, ইবনুল আছীরের اسد الغابة في معرفة الصحابة , تاج العروس, تاريخ ابن الواردي , ديوان ابن الخفاجة, ديوان ابن المعتز আল জাহিযের

[৩১] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১৫

[৩২] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৬৭

[৩৩] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৮৯৫ ; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৭৭; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২

Dhaka University Institutional Repository

بيان و التبين শায়খ খালিদের شرح البردة বদীউজ্জামান আল হামদানীর الرسائل ইত্যাদি। এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৬০ জন।[৩৪]

আল জম'ইয়াতুল জুগরাফিয়্যা

১৮৭৫ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভৌগলিক ও বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা এটির উদ্দেশ্য। এটি বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন। এটির প্রধান ছিলেন জার্মানীর শূ ইনফুর্ত।[৩৫]

ইসমাঈল পাশার সময়ে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কিছু সাহিত্য একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। জামাল উদ্দীন আফগানীর চিন্তা দর্শনের ভিত্তিতে সাহিত্যিকগণ এগুলো গড়ে তোলেন।

জম'ইয়াতুল আদাব

এই সাহিত্য একাডেমী ১৮৭১ খ্রি. মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। শায়খ মুহাম্মদ আল খশ্‌শাব আল ফলকী এটি প্রতিষ্ঠা করেন।

জম'ইয়াতু আল শারকিয়্যাহ

প্রাচ্য একাডেমী ১৮৭৭ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির সদস্য ছিলেন আরতীন পাশা, ফখরী পাশা, সুলায়মান আবাসা, ইলিয়াস হাবালীন, ড. মাহদী খান আত তাবরীযী। এটি 'উরাবী পাশার সময় বন্ধ হয়ে যায়।

জম'ইয়্যাতু মিসর আল ফুতাত

ইসমাঈল পাশার সময়ে এটি মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসর আল ফুতাত এর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে- জামাল উদ্দিন আফগানী, আদীব ইসহাক, সালীম নক্কাশ, 'আব্দুল্লাহ নাদীম, নুকূলা তাওমা প্রমূখ সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, এই সংস্থা থেকে মিসর আল ফুতাত নামে একটি পত্রিকা বের হত।

জম'ইয়াতু আল শবাব যুব সংঘ

'উরাবী পাশার বিপ্লবের কিছু দিন পূর্বে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৬]

জম'ইয়াতু আল খায়রিয়্যাহ আল ইসলামিয়্যাহ

ইসলামী কল্যাণ একাডেমী ১৮৭৮ খ্রি. মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি ও অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে জনসচেতনতা সৃষ্টি করত। উক্ত একাডেমীর তত্ত্বাবধানে বালক ও বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হত।

---

[৩৪] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৮০; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.৭৪

[৩৫] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৭৮

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

জম'ইয়াতু রওয়াকু আশ শওয়াম বিল আযহার

এটি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সিরীয় ছাত্রগণ ১৮৭৩ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি সাহিত্য সংগঠন।এখানে বক্তৃতা, সাহিত্য ও কবিতা চর্চা করা হত। এই সংস্থা কবিদের কবিতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মানোত্তীর্ণ হলে কবিতা পেশ করার অনুমতি প্রদান করত।[৩৭]

জম'ইয়াতু আল ই'তেদাল

এটি ১৮৮৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিকগণ এটির সদস্য ছিলেন। তারা হলেন ড. সারুফ, ড. ফারেস নমর, ড. শিবলী শুমাইল, ড. আখনূখ ফানূস, আহমদ যাকী পাশা, হাফনী বেক নাসিফ সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এটির প্রধান ছিল ড. ফারিস নমর ও হাফনী বেক নাসিফ। এটি ১৮৮৯ খ্রি. বন্ধ হয়ে যায়।[৩৮]

জম'ইয়াতু আল যরাইয়্যাহ

এই কৃষি সংস্থা ১৮৮০ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে এটি বিশেষ ভূমিকা রাখে।[৩৯] সায়্যিদ জামাল উদ্দীন আফগানীর সংস্কার আন্দোলন ও তার চিন্তা দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন গুলো আরব রেনেসাঁয় সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে।

ছাপাখানার আধিক্য

নেপোলিয়ন মিসরে ১৭৯৮ খ্রি. আহলিয়া ছাপাখানা স্থাপন করার মাধ্যমে ছাপাখানার সূত্রপাত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২১ খ্রি. বূলাক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০] ইসমাঈল পাশার শাসনামলে ছাপাখানার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৮৬৮ খ্রি. ইব্রাহীম বেক আল মুওয়াইলিহী স্থাপন করেন মাতবা'আতু জম'ইয়াতু আল মা'আরিফ।[৪১] ১৮৬৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় ওয়াদী আল নীল ছাপাখানা । তাছাড়া আল আহলিয়্যাহ ওয়াল ওয়াতানিয়্যাহ ছাপাখানা, রাওদাতুন নীল ছাপাখানা, আলেকজান্দ্রিয়ার আল ওয়াতানিয়্যাহ ছাপাখানা, পোর্ট সাঈদ ছাপাখানা, তানতা ছাপাখানা, আসিয়্যুত ছাপাখানা, ইত্যাদি ।[৪২] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে হিন্দুস্থানেও বহু সংখ্যক প্রেস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এসব ছাপাখানা থেকে বহু মূল্যবান আরবী গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ ছাপাখানার মধ্যে রয়েছে কলিকাতা ছাপাখানা, বুম্বাই ছাপাখানা, দিল্লী ছাপাখানা, কমবূর

[৩৭] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, প. ৮২
[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
[৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪
[৪০] ড. হাসসান হাল্লাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭
[৪১] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৮০
[৪২] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.১৩৩; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ছাপাখানা, লক্ষ্ণৌ ছাপাখানা, হায়দরাবাদ ছাপাখানা, দাক্ষিনাথ্য ছাপাখানা ইত্যাদি। এমনিভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে পারস্য সহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আরবী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়।[৪৩]

ইসমাঈল পাশার সময়ে এসব ছাপাখানার মুদ্রণ যন্ত্রের গুনাগতমান ছিল উন্নতমানের। ১৮৭১ খ্রি. মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয় উন্নতমানের কাগজ তৈরির কারখানা। ফলে মুদ্রণ শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়। জানা যায় এসময় ইউরোপ থেকে আমদানীকৃত কাগজের চেয়ে মিসরে উৎপাদিত কাগজের মান ছিল অনেক উন্নত। এসব ছাপাখানা থেকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং 'ইলমুল 'উলুম বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা আবুল ফরজ আল ইস্পাহানীর 'কিতাবুল আগানী', 'তারিখে ইবনে খালদূন' ইবনে খালদুনের মুকাদ্দামা, ইবনু 'আবদু রাব্বিহি এর আল ইকদুল ফরীদ, আস সা'লবীর আল ফিকহুল লুগাহ, ইমাম গাযালীর এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ফখরুদ্দীন আল রাযীর তাফসীর, কুস্তালানীর শরহে বুখারী, ইবনু সীনার আল কানূন, তাছাড়া আরো রয়েছে ওয়াফইয়াতুল আইয়্যাম, আল আসলুস সাঈর, হায়াতুল হায়ওয়ান, নাফহুত তীব ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ النجوم الزاهرة , نهاية الارب গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে পারি।[৪৪] ছাপাখানার আধিক্য আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁয় নতুন মাত্রা যোগ করে।

সংবাদ পত্রের প্রাচুর্য

সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনবদ্য। ইসমাঈল পাশার সময় সংবাদপত্র আরবী ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলিত দূর্বোধ্যতা ও বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আধুনিক শব্দ সম্ভার ও ভাবধারায় বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে। মুহাম্মদ আলী পাশা ১৯২৮ খ্রি. সর্বপ্রথম আরবী পত্রিকা الوقائع المصرية প্রকাশ করেন। তখন থেকে ইসমাঈল পাশার আমল পর্যন্ত কোন প্রত্রিকা প্রকাশিত হয়নি।[৪৫] বলাবাহুল্য সিরিয়ার সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণ রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে মিসর ছিল অনেকটা পিছিয়ে। কিন্তু ইসমাঈল পাশা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার স্বযত্ন পৃষ্ঠপোষকতায় সংবাদপত্র ও সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশের গতিধারা বেগবান হয়। মিসরীয়গণ সাগ্রহে সংবাদপত্রের প্রতি মনোযোগী হন।[৪৬] ইসমাঈল পাশার সময়ে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা আল ইয়াসূব। মুহাম্মদ আলী পাশা আল বাকলী ১৮৬৫ খ্রি. এটি প্রকাশ করেন। এটি সম্পাদনা করেন শায়খ মুহাম্মদ ইব্রাহীম আদ দাসূকী। এটি বিশ্বের সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক আরবী মাসিক পত্রিকা।

---

[৪৩] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫০

[৪৪] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.৭৩, ১০২

[৪৫] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৫২; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯০৯

[৪৬] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৫৫

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক আধুনিক টার্মস ও পরিভাষা আরবী করণে উক্ত পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। পত্রিকাটি বেশী দিন চলেনি। অল্পদিনের মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়। দারুল কুতুব আল মিসরিয়ায় তা সংরক্ষিত আছে। ১৮৬৬ খ্রি. আব্দুল্লাহ আবী সা'উদ আফিন্দী ওয়াদী আল নীল পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি সপ্তাহে দুইবার কায়রোতে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি ছিল শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতি সম্পর্কীত। ১৮৭৮ খ্রি. প্রকাশকের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৯ খ্রি. ইব্রাহীম বেক মুওয়াইলিহী ও মুহাম্মদ বেক 'উসমান জালাল প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্রিকা নুযহাতুল আফকার । মাত্র দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর ভীত হয়ে ইসমাঈল পাশা পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন।[৪৭]

১৮৭০ খ্রি. আলী মুবারক পাশা মিসরের শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন শিক্ষার্থীদের জন্য রওদাতুল মাদারিস নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি একটি ভাষা সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা। এটি সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন বিফা'আহ বেক তাহতাভী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে রেনেসাঁয় প্রাণ সঞ্চার করে। পত্রিকাটি ওয়াদীউ নীল ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত। এক ঝাঁক শ্রেষ্ঠ 'উলামা ও সাহিত্যিক পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করতেন। আবদুল্লাহ ফিকরী পাশা 'আরবী 'উলুম ও সাহিত্য বিষয়ে, ব্রকেশ ইতিহাস বিষয়ে, ইসমাঈল পাশা আল ফালাকী নভোমণ্ডল বিষয়ে, মুহাম্মদ কাদরী বেক ভূগোল, আখলাক ও 'আকাইদ বিষয়ে, আহমদ নিদা উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে, উসমান মুদাওয়াখ হাস্য রসাত্নক ও কৌতুক বিষয়ে লিখতেন। তাছাড়া রিফাআহ বেক তাহতাভী, আলী মুবারক পাশা, শায়খ হাসান আল মুরসাফী ও বদর বেক হাকীম প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ সম্পাদনার কাজ আঞ্জাম দিতেন।[৪৮] রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশে সিরিয়গণ মনোযোগী ছিল। উসমানী সাম্রাজ্যাধীন সিরিয়ায় তখন কলমের স্বাধীনতা ছিল সীমিত। তারা ইসমাঈল পাশার সংবাদপত্রের প্রতি আগ্রহের কথা শুনেছেন। তারা ইসমাঈল পাশার আধুনিক সভ্যতা নির্মাণের প্রতি আগ্রহ, আরবী সাহিত্য বিকাশে অনুপ্রেরণা দান এবং সৃজনশীল ব্যক্তিবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীলতার কথা জানতেন। ফলে অসংখ্য কবি সাহিত্যিক ও লেখক মিসর চলে আসেন। তাদের মধ্যে তাকলা পরিবার, আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.) ও সালিম নক্কাশ (মৃ. ১৮৮৪ খ্রি.) অন্যতম। তারা আলেকজান্দ্রিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং সংবাদপত্র প্রকাশ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি করেন। তাদের প্রথম পত্রিকা 'আল কাউকাবু আশ শারকী' ১৮৭৩ খ্রি. আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন সালীম হামুভী পাশা। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অতঃপর ১৮৭৬ খ্রি. ছলীম তাকলা, বাশশারা তাকলা ভ্রাতৃদ্বয় আলেকজান্দ্রিয়া থেকে 'আল আহরাম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে এটি মিসরে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এটি মিসরের অন্যতম জাতীয়

[৪৭] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৫৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১২; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৮৮

[৪৮] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৫৫ ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪১; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক। রাজনৈতিক পত্রিকা সমূহের মধ্যে এটি প্রাচীন একটি পত্রিকা। আল আহরামই প্রথম পত্রিকা যাতে ছবিসহ সংবাদ প্রকাশিত হত।[৪৯] ১৮৮০ খ্রি. আদীব ইসহাক ও সালিম নক্কাশ আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রকাশ করেন 'আল মাহরুসা' পত্রিকা। অদ্যাবধি পত্রিকাটি মিসরে চালু রয়েছে।[৫০] শায়খ ইয়াকুব সানু (১৮৩৯-১৯২২ খ্রি.) ১৮৭৬ খ্রি. 'মিরআতুল আহওয়াল' লন্ডন থেকে এবং ১৮৭৭ খ্রি. 'আবু নযযারাহ' কায়রো থেকে প্রকাশ করেন। দুটিই ছিল রাজনৈতিক পত্রিকা। তিনি ইসলামী চিন্তাবিদ ও সংস্কারক জামাল উদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মদ আবদহু এর সহচার্য লাভ করেন। তিনি জামাল উদ্দীন আফগানীর নিকট থেকে সাংবাদিকতায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আবূ নযযারাহ রাজনৈতিক সমালোচনামূলক পত্রিকা হিসেবে তখন খ্যাত ছিল। এ কারণে ইসমাঈল পাশা এটির সম্পাদককে প্যারিসে নির্বাসন দেন। জামাল উদ্দীন আফগানীর জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আদীব ইসহাক ও সালীম নক্কাশ ১৮৭৭ খ্রি. 'আল মিসর' শীর্ষক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর তারা 'আত তিজারাহ' নামক একটি দৈনিক প্রকাশ করেন। জামাল উদ্দীন আফগানীর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হত । সলীম আনহুরী ১৮৭৯ খ্রি.مراة الشرق পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক পত্রিকা।[৫১] ইসমাঈল পাশার শাসনামলের শেষ দিকে ১৮৮৯ খ্রি. প্রকাশিত হয় 'আল মুওয়ায়্যিদ' পত্রিকা। শায়খ আলী ইউসূফ ও শায়খ আহমদ মাদী পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। খ্যাতনামা 'উলামা, লেখক ও কবি সাহিত্যিক ও রাজনীতিক উক্ত পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। এই পত্রিকায় যারা লেখালেখি করতেন তাদের মধ্যে মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু, সা'দ জগলুল পাশা, কাসেম বেক আমীন, ইব্রাহীম বেক আল মুওয়াইলিহী, মুস্তফা কামিল পাশা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ অন্যতম।[৫২] ইসমাঈল পাশার শাসনামলে সিরিয়ায় রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকার প্রাচুর্যতা ছিল। ১৮৭০ খ্রি. ইউসুফ শালফুন প্রকাশ করেন 'আল যাহরা' পত্রিকা। কিছুদিন পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় খ্রিষ্টান সাহিত্যিকগণ প্রকাশ করেন 'আল বশীর' পত্রিকা। এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়। তখন বুতরুস বুস্তানী প্রকাশ করেন 'আল জান্নাহ' ও 'আল জিনান' । এগুলো ছিল রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পত্রিকা। সেই বৎসর কিস লুইস সাবূনজী প্রকাশ করেন 'আল নিহলাহ' পত্রিকা। বর্তমানে পত্রিকাগুলোর কোনটিই চালু নেই। ১৮৭১ খ্রি. সিরিয়ার আমেরিকানদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় 'কাউকাবু আস্ সুবহিল মনীর' । একই সময় আল বুস্তানী প্রকাশ করেন 'আল জানীনাহ' এবং সাবুনজী ও শালফুন বের করেন 'আন নাজাহ' পত্রিকা। অতঃপর ১৮৭৪ খ্রি. প্রকাশিত হয় 'আত তাকাদ্দুম' পত্রিকা। এটি দীর্ঘদিন চালু থাকার পর বন্ধ হয়ে

[৪৯] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৯৭; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৭; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪১, হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১২

[৫০] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৫৭ ; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪১

[৫১] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৯৬,৯৭; ড.আহমদ হায়কল, *তাতাওউরুল আল আদাবিল হাদীস ফী মিসর (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, তাবি), ৬ষ্ট সংস্করণ*, পৃ.৪৭

[৫২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৪২, হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১২

Dhaka University Institutional Repository

যায়। ১৮৭৭ খ্রি. খলীল সারকীস প্রকাশ করেন 'লিসানুল হাল' পত্রিকা।[৫৩] ইসমাঈল পাশার শাসনামলে দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা এবং গবেষণা জার্নাল প্রকাশের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব জাগরণ সৃষ্টি হয়। এসব পত্রিকার প্রাচুর্যতা জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি সর্বোপরি আরবী ভাষা ও সাহিত্যে সামগ্রিক রেনেসাঁর গতিধারা বেগবান করে।

অনুবাদ ও রচনা

আরব বিশ্বে আধুনিক অনুবাদ কর্মের সূচনা করেন মুহাম্মদ আলী পাশা। তিনি মিসরীয় জাতীর চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করণের লক্ষ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। তার শাসনামলে চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৌশল শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বহু গ্রন্থ অনুদিত হয়। ইসমাঈল পাশার শাসনামলে আরবী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, কিসসা কাহিনী ও উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি অনুবাদের কাজ শুরু হয়। তার শাসনামলে অনুবাদ ও রচনার কাজ ব্যাপকতা লাভ করে। ইসমাঈল পাশা ছিলেন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিমুগ্ধ। তিনি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ এবং তাদের সাথে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করণের লক্ষ্যে অনুবাদ কর্ম জোরদার করেন।[৫৪] তিনি ১৮৬৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা ও অনুবাদ স্কুল। রিফা'আ বেক আত্ তাহতাভী (১৮০১-১৮৭৩ খ্রি.) এটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার ছাত্রগণ এটি পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন।[৫৫] অনুবাদ শাখা তাহতাভীর পরিচালনায় পরিচালিত হত। তিনি ফরাসী আইন সমূহ আরবীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ কর্মে তিনি আবদুল্লাহ আবূ আস সা'উদ কে সহযোগী অনুবাদক হিসেবে তার সাথে রাখেন। আবদুল্লাহ আবূ সা'উদ অনুদিত কবিতা ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ হলো, [৫৬]

- نظم اللالي في السلوک من حكم فرنسا من الملوک
- قناصة اهل العصرفي خلاصة تاريخ مصر
- الدرس التام في التاريخ العام

তিনি অনুবাদকর্মে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে একটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেন। পরবর্তী সাহিত্যিকগণ সে ধারা অনুসরণে অগ্রসর হন। দক্ষ অনুবাদক মুহাম্মদ উসমান বেক জালাল (১৮২৮-১৮৯৮ খ্রি.) অনুবাদকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার অনুদিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

---

[৫৩] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৬

[৫৪] ড.আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

[৫৫] সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *জওয়াহিরুল আদব (বৈরূত: দারুল ফিকর, ২০০৫ খ্রি.)*, পৃ. ৩৪০; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১০৩

[৫৬] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

১. العيون اليواقظ في الامثال والمواعظ এটি ফরাসী কবি লা ফনতিনের (১৬২১-১৬৯৫ খ্রি.) কবিতা থেকে অনুদিত। উক্ত গ্রন্থে লা ফনতিন রচিত القصص ও الامثال স্থান পায়।[৫৭]

২. ترتوف এ টি ফরাসী কবি Moliere (১৬২২-১৬৭০ খ্রি.) এর উপন্যাস থেকে অনুদিত।[৫৮]

৩. তাছাড়া তিনি ফরাসী কবি Racine (১৬৩৯-১৬৬৯ খ্রি.) এর উপন্যাস المفيدة في علم التراجيدة অনুবাদ করেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল اندروماك, بابازيد, اتيل ইত্যাদি।[৫৯] তিনি ফরাসী লেখক Bernardin de Saint Pierr (১৭৩৭-১৮১৪ খ্রি.) এর بول وفرجيني উপন্যাস অনুবাদ করেন। دراسة الطبيعة তার আরেকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[৬০]

ইসমাঈল পাশার শাসনামলের আরো কিছু অনুবাদ সাহিত্যের নমুনা উপস্থাপন করা হল:

ক) اتحاف الملوک الالبا بتقديم الجمعيات في بلاد اوربا ,

اتحاف الملوک الزمان بتاريخ الامبراطورشارلكان খলিফা মাহমুদ এ দুটো অনুবাদ করেন।

খ) غابة الادب في خلاصة تاريخ العرب মুহাম্মদ আহমদ আবদুর রাজ্জাক গ্রন্থটি ফরাসী ঐতিহাসিক সীদিল্লু থেকে অনুবাদ করেন।

গ). ইস্কান্দর দুমাছ রচিত উপন্যাস الكونت دي مونت كريستو। এটি বাশশারা শাদীদ অনুবাদ করেন।

ঘ). الدين الاسلامي والامة العربية ফরাসী পন্ডিত রিনানের বক্তব্যমালা থেকে সংকলিত। এটি হাসান আসিম অনুবাদ করেন।

ঙ) قصة ابي علي بن سينا وشقيقه ا بي الحارث وما حصل منهما من نوادر العجا ئب و شوارد الغرائب তুর্কী ভাষা থেকে মুরাদ মুক্তার এটি অনুবাদ করেন।[৬১]

ইসমাঈল পাশার সময় অনুবাদ কর্মের পাশাপাশি আইন, ইতিহাস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর মৌলিক রচনা রচিত হতে থাকে। কুদরী পাশার এরূপ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

- مرشد الحيران الي معرفة احوال الانسان
- الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية
- قانون العدل و الانصاف في القضاء علي مشكلات الاوقاف

---

[৫৭] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.১০৪; হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), পৃ. ৬০৯

[৫৮] Moliere এর উপন্যাসের মধ্যে অন্যতম হল مدرسة النساء , والطبيب رغم انفه, النساء المتحذلقات ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১০৬ ; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৯

[৫৯] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.১০৬

[৬০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০; হাসান যয়্যাত (উর্দ্দু), পৃ. ৬০৯

[৬১] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক রচনায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন আলী আল বাকলী, শাফী'য়ী, মুহাম্মদ বায়ূমী, সালেহ মজদী, মুহাম্মদ সুলায়মান, রিফা'আ বেক তাহতাভীর ছাত্রগণ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে এক হাজার গ্রন্থ, ও পুস্তক আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছেন। তারা প্রত্যেকেই অনুবাদকর্মে ছিলেন সুদক্ষ। তাদের রচনাবলী ছিল মূল্যবান সম্পদ। এ সময় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অনুবাদকৃত গ্রন্থ ও মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন: গণিত শাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাণী বিদ্যা, ভাষাবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। এই অনুবাদ ও মৌলিক রচনা রেনেসাঁয় সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে।[৬২]

ইসমাঈল পাশার শাসনামলে মৌলিক রচনা ও অনুবাদ কর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই যুগকে আমরা মৌলিক রচনা ও অনুবাদের যুগ হিসেবেও আখ্যায়িত করতে পারি।

নাট্যমঞ্চ স্থাপন

ইসমাঈল পাশা ১৮৬৯ খ্রি. সুয়েজ খাল উদ্বোধন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মিসরে অপেরা নাট্যমঞ্চ তৈরি করেন। সেদিন এই মঞ্চে ফরাসী ভাষার একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়।[৬৩] আরবী সাহিত্যে নাটক ও অভিনয় শিল্পের পথিকৃত হলেন মারুন আল নককাশ (১৮১৭-১৮৫৫ খ্রি.)।[৬৪] তার মৃত্যুর পর তারই ভ্রাতুস্পুত্র সালীম আল নক্কাশ (মৃ. ১৮৮৪ খ্রি.)[৬৫] নাট্য গোষ্ঠী গঠন করে নাটক শিল্পের হাল ধরেন। তিনি ইসমাঈল পাশার শাসনামলে ১৮৭৬ খ্রি. মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় আগমন করেন। অতঃপর বিশিষ্ট্য সাহিত্যিক আদীব ইসহাকের[৬৬] সাথে নাট্য কার্যক্রমে শরীক হন। তারা বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে ইউসুফ খায়্যাতের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে তারা সরে দাঁড়ান। ১৯৭৮ খ্রি. ইউসুফ খ্যায়্যাত নাট্যদল নিয়ে কায়রো স্থানান্তরিত হন। তিনি অপেরা নাট্যমঞ্চে المظلوم নাটক মঞ্চায়িত করেন। স্বয়ং খেদিভ ইসমাঈল পাশা এই নাটক উপভোগ করেন। জুলুম ও জালিমের চিত্রায়ণ দেখে তিনি রাগান্বিত হন। তিনি তাকে মিসর ছেড়ে চলে যেতে

---

[৬২] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১১৩

[৬৩] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৪০

[৬৪] মারুন আল নককাশ প্রসিদ্ধ নাট্যজন ও সাহিত্যিক। তিনি লেবাননের বৈরূতের ছায়দা শহরে ১২৩২ হি. মোতাবেক ১৮১৭ খ্রি. জন্ম গ্রহন করেন। তিনি শিক্ষা অর্জন করেন বৈরূতে। তিনি নাটকের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন। ১৮৪৭ খ্রি. নিজ বাস ভবনে البخيل (আল বখিল) নামক নাটক মঞ্চস্থ করেন। ফরাসী উপন্যাসিক মলিয়রের রচিত নাটক থেকে তিনি এটি আরবীতে অনুবাদ এবং নাট্যরূপ দেন। যাকে আমরা আরব বিশ্বের প্রথম নাটক বলতে পারি। তিনি নাটক ছাড়াও পাঠক নন্দিত অনেক উপন্যাস রচনা করেন। তিনি ১২১৭ হি. মোতাবেক ১৮৫৫ খ্রি. বৈরূতের তারসূস (طرسوس) নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৩৯-১৪০;

[৬৫] সলীম আল নককাশ (মৃত ১৩০১ হিজরী/১৮৮৪ খ্রি.) ছিলেন একাধারে বৈরূতের একজন গবেষক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও নাট্যজন। নাটক ও অভিনয় শিল্পে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তার রচনাবলীর মধ্যে মিসর লিল মিসরীয়্যিন (المصر للمصريين) উল্লেখযোগ্য। এটি নয় খণ্ডে সমাপ্ত। তিনি ১৮৮৪ খ্রি. মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ইন্তিকাল করেন। খায়রুদ্দীন আল যিরিকলী, *আল আ'লাম বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯৫ খ্রি.), ৫ম খণ্ড*, পৃ. ১১৭

[৬৬] আদীব ইসহাক (১২৭২-১৩০২হি./১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি.) দামেস্কে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি খ্রিষ্টান আরবী সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক। তিনি দেশ বিদেশ সফর করে নাটক ও অভিনয় শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রি. মোতাবেক ১৩০২ হিজরী সনে লেবাননে মৃত্যুবরণ করেন। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে نزهة الاحداق في مصارع العشاق , رواية شارلمان , روايات اندروماك , تراجم مصر في هذا العصر প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৪০,১৪১; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়ায় চলে যান।[৬৭] ইতিপূর্বে ইয়াকুব সানু'উ (১৮৩৯-১৯২২ খ্রি)[৬৮] ১৮৭০ খ্রি. ইসমাঈল পাশার শাসনামলে তার রচিত প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করেন। তিনি মাত্র দুবছরে স্বরচিত ও ফরাসী উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত বেশ কয়েকটি নাটক পরিববেশন করেন। তার الوطن والحرية শীর্ষক নাটকটি মঞ্চস্থ হলে তিনি সরকারের রোষানলে পড়েন। ফলে তার নাট্যশালা বন্ধ করে দেয়া হয়। এবং আরবী নাট্যশালার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এরপর মিসরে তেমন নাট্য কার্যক্রম চলেনি। ১৮৭৬ খ্রি. সালীম নাক্কাশের নাট্যদলের আগমনে পূনরায় নাট্য তৎপরতা প্রাণ ফিরে পায়।[৬৯]

সায়্যিদ জামালুদ্দীন আফগানীর মিসর আগমন

ইসমাঈল পাশার সময় মুসলিম বিশ্বের অন্যতম পণ্ডিত ও বাগ্মী সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী ১৮৭১ খ্রি. মিসর আগমন করলে মিসরীয় জনগণ আফগানীর শিক্ষায় ও নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হন। তিনি ইউরোপীয় শোষণ ও প্রভাব হতে ইসলাম ও মুসলিম বিশ্বকে রক্ষায় সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে যান। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মিসরীয় জনগণ ইউরোপের উদার ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা গ্রহণ করে ফলে তাদের সাথে জাতীয়তাবাদী জাগরণের উম্মেষ ঘটে। কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সাংবাদিক, ছাত্র শিক্ষক সহ সর্বস্তরের মানুষ তান চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হন। তারা আহবান জানান মিসর মিসরীয়দের জন্য (مصر للمصريين)।[৭০] আফগানীর চিন্তাধারা আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁয় ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

জাতীয় জাগরণ ও 'উরাবী বিপ্লব

তাওফীক পাশার স্বল্পকালীন শাসনামলে (১৮৭৯-১৮৮২ খ্রি.) মিসরের ইউরোপীয় শক্তি সমূহ বিশেষত ইংরেজ ও ফরাসী প্রভাব বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। ফলে তারা মিসরের রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। মিসরীয় জনগণের মাঝে বিদেশী শক্তিসমূহের বিরূদ্ধে ঘৃণার ভাব লালিত হয়ে আসছিল। এমন এক ক্রান্তিকালে মিসরীয় জনগণের মাঝে জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়।[৭১]

এই সময় মিসরে তিন ধরণের আন্দোলন লক্ষ্য করা যায়। যথা:

ক) ইসলামের বিকাশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

---

[৬৭] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৪০,১৪১

[৬৮] ইয়াকূব সানূউ (১২১৫৫-১৩৩০হি./১৮৩৯-১৯২২ খ্রি,) মিসরীয় নাট্যকার উপন্যাসিক ও সাহিত্য সমালোচক। ১৮৭০ খ্রি. তিনি কায়রোতে নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। নাটক ছাড়াও তিনি ৩০ টির অধিক উপন্যাস রচনা করেন।খেদিভ সরকারের সমালোচনা করায় তিনি প্যারিসে নির্বাসিত হন। জামালুদ্দীন আফগানী ও মুহাম্মদ আবদুহু এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। তার সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে حسن الاشارة في مسامرةالي نظارة ,محامد الفرنسيس و وصف باريس উল্লেখযোগ্য। আল যিরিকলী, *আল আ'লাম*, *৮ম খণ্ড*, পৃ. ১৯৮

[৬৯] আনীস আল মাকদাসী, *আল ফূনূন আল আদবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা (বৈরূত: দারূল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯০খ্রি.)*, পৃ.৩৩৪,৩৩৫

[৭০] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর* ,পৃ. ১৬

[৭১] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *১৯শ খণ্ড*, পৃ. ২১৭

Dhaka University Institutional Repository

খ) শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন

গ) সামরিক আন্দোলন

ইসলামের বিকাশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

ইসলামের বিকাশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সায়্যিদ জামালুদ্দীন আল আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রি.) ও মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.)। আল-০আযহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে এ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জামালুদ্দীন আফগানী মিসরে সুদীর্ঘ আট বৎসর অবস্থানকালে ছাত্র সমাজকে ইউরোপীয় শক্তির শাসন শোষণ ও তাদের ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন।[৭২] ১৮৭৯ খ্রি. ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি আফগানীকে মিসর হতে বহিস্কার করতে খেদিভ তাওফীক পাশাকে বাধ্য করেন। তাওফিক পাশা তাকে প্যারিসে নির্বাসন দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু ও আদীব ইসহাক আন্দোলনের হাল ধরেন। মুফতী আবদুহু আল উম্মাহ দল গঠন করে মিসরীয় জনগণকে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী চিন্তা চেতনার ভিত্তিতে উজ্জীবিত করেন। বিদেশী শক্তির চাপের মুখে তাওফীক পাশা মুফতী আবদুহুকেও প্যারিসে নির্বাসন দেন।[৭৩] সায়্যিদ জামালুদ্দীন আল আফগানী ও মুফতী মুহাম্মদ আবদুহু এর আন্দোলন আরব রেনেসাঁয় সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করে।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন মিসরের জনপ্রিয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শরীফ পাশা। তিনি মিসরে ইংরেজ ও ফরাসী প্রভাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি গণপ্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে শুরা ভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। শরীফ পাশা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একটি খসড়া শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য মন্ত্রী সভায় পেশ করেন। কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসী চাপে তাওফীক পাশা তা বাতিল করে দেন। শরীফ পাশার শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচী ইউরোপীয় শক্তির স্বার্থ পরিপন্থী হওয়ায় তারা চাপ প্রয়োগ করে। শরীফ পাশা পদত্যাগ করেন। তিনি আল হিজবুল ওয়াতানিয়া দল গঠন করেন।[৭৪]

---

[৭২] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৬ ; ইয়াহিয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনুদিত) (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ.* ৩৩৮

[৭৩] ইয়াহইয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, পৃ.* ৩৩৮

[৭৪] ড. ড. শওকী দায়ফ, *আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.),* পৃ. ৭২,৭৩

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক আন্দোলন

সামরিক আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন বিশিষ্ট সামরিক অফিসার আহমদ 'উরাবী পাশা[৭৫]। তাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন আবদুল আল হিলমী, আলী ফাহমী এবং কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী। বারূদী মিসরের জাতীয়তাবাদী সব আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং আন্দোলন বেগবানে নেপথ্য কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি উরাবীর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন।[৭৬] উরাবী পাশার সামরিক আন্দোলন ব্যাহত পরাভূত হয়েছে সত্য কিন্তু মিসরে জাতীয়তাবাদী জাগরণে, গণমানুষের চিন্তাধারায় এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে 'উরাবী বিপ্লব পরাজিত হয়নি। বরং 'উরাবী বিপ্লব মানুষের চিন্তায় ও রাজনৈতিক দর্শনে মিসরের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত জাগরুক ছিল।[৭৭] তাওফীক পাশার শাসনামলে জাতীয় আন্দোলন মিসরীয় জনগণের মধ্যে শুধু জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেনি বরং আরবী কবিতা ও সাহিত্যের রেনেসাঁকে সদা জাগরুক রেখেছে। মিসরে আধুনিক রেনেসাঁর প্রেক্ষাপটে জাতীয় জাগরণের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতিতে অগ্রসরমান আজকের স্বাধীন সার্বভৌম আরব বিশ্ব। কবি যথার্থই বলেছেন-[৭৮]

واذ را يت الهلال نموه + ايقنت ان سيصير بدرا كاملا

"যখন তুমি নতুন চাঁদকে বড় হতে দেখবে তখন একথা বিশ্বাস করবে যে, অচিরেই এটি পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হবে।"

সিরিয়ায় রেনেসাঁ

শিক্ষা দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেনেসাঁ পূর্বকালে সিরিয়া মিসরের চেয়ে বেশি অগ্রগামী দেশ ছিল না। মিসর যেমন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেশ ছিল অনুরূপভাবে দামেস্কের উমায়্যা বিশ্ববিদ্যালয় এর জন্য সিরিয়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছিল। উমায়্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে আল আযহারের মত উলূমুদ্দীন ও উলূমুল্লুগাহ শিক্ষা দেয়া হত। অবশ্য এটি শিক্ষা-দীক্ষা ও সার্বিক বিবেচনায় আল আযহারের মানে পৌছতে পারেনি।[৭৯] ফরাসীরা মিসর অধিকার করে স্বল্প সময়ে সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ধারা প্রবর্তন করেন তাহা মুহাম্মদ আলী পাশার সময়ে প্রতিবেশী সিরিয়ায়ও তার প্রসার পরিলক্ষিত হয়। ইতোপূর্বে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার করার জন্য আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক মিশনারী বেশে

---

[৭৫] আহমদ 'উরাবী যিকাযিক এর নিকটবর্তী হুররিয়া রযনা গ্রামে ১৮৪১ খ্রি. জন্মগ্রহন করেন। তার বংশধারা রাসূলুল্লাহ (স.) এর সাথে সম্পর্কি ত। তার পিতা মুহাম্মদ 'উরাবী ছিলেন দীনী শিক্ষায় শিক্ষিত পরহেজগার ব্যক্তিত্ব। লেখাপড়ার হাতেখড়ি পিতার হাতে। তিনি ছিলেন আল কুরআনের হাফিয। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তা। কর্ণেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি তাওফিক পাশার সময়ে বারূদী মন্ত্রি সভার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মিসরীয় সামরিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। যা 'উরাবী বিপ্লব নামে সমধিক পরিচিত। ড. উমর আদ দাসুকী *প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৩৯*

[৭৬] ড. শওকী দায়ফ, *আল বারূদী রা'ইদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩*

[৭৭] ড.আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১, ৫২*

[৭৮] হাসান যয়্যাত *(উর্দ্দূ)* , *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০১*

[৭৯] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৩*

Dhaka University Institutional Repository

সিরিয়ায় আগমণ করেন। তারা তাদের মিশনারী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এবং আধুনিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য সিরিয়ায় স্থাপন করেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠশালা বা মকতব এবং ছাপাখানা ।[৮০] দামেস্কের উমায়্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি হলব, হিম্স প্রদেশেও অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল যেখানে ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়াবলী , ভাষা ও সাহিত্য পাঠদান করা হত। যা অদ্যাবধি জ্ঞান বিস্তার করে চলেছে।[৮১] মিসরে আধুনিক রেনেসাঁর ভিত্তি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান। অন্যদিকে সিরিয়া সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম তার পদযাত্রা শুরু করে। পাশ্চাত্য মিশনারী খ্রিষ্টানগণ তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যমে সিরিয়ায় আধুনিক রেনেসাঁর সূত্রপাত করেন। তারা সর্বপ্রথম তাওরাত ধর্ম গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।[৮২] পরবর্তীতে মিসরের খেদিভ মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে গৃহীত রেনেসাঁর ঢেউ সিরিয়ায় নবজাগরণের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা, সাংবাদিকতা, নাট্যদল প্রতিষ্ঠা, নাটক মঞ্চায়ন, পাঠাগার, সাহিত্য সংস্কৃতিসহ সর্ব ক্ষেত্রে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়।[৮৩] খ্রিষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে সিরিয়ায় রেনেসাঁ সূচনা হয়। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মিসরীয় খ্রিষ্টানের সন্তানেরা এখানে লেখাপড়া করতো। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার মত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকাতে মুসলমানদের সন্তানদের অনেকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করত। উসমানী সাম্রাজ্যাধীন সিরিয়ার দূর্বলতার সুযোগে মুসলিম ঐক্যের প্রতীক উসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য খ্রিষ্টানগণ লম্প-ঝম্প শুরু করল। তখন থেকে সিরিয়া পাশ্চাত্য খ্রিষ্টানদের শিকারে পরিণত হয়। এই লোভে তারা সিরিয়াবাসীকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আকর্ষণ করতে লাগল। তারা আরবী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। সেইসব প্রতিষ্ঠানে আরবী সাহিত্য পড়ানো হত। আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁয় সিরিয়া ও লেবাননের বিশেষ অবদান রয়েছে। সেখানকার সাহিত্য সংস্কৃতি রেনেসাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৭৮৯ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় مدرسة عين ورقة এটি ছিল একটি মঠ। পরবর্তীতে এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সেখানে শিক্ষা দেয়া হত সুরিয়ানী ভাষা, আরবী ভাষা, অলংকার শাস্ত্র, যুক্তি বিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি। সিরিয়ায় বহু দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তম্মধ্যে চার মাযহাবের স্কুল যেমন: مدرسة للفقه الحنفي, مدرسة للفقه الشافعي, مدرسة للفقه المالكي, مدرسة للفقه الحنبلي ইত্যাদি। কুরআন, হাদীস ও তাওহিদ শিক্ষার বহু স্কুল গড়ে উঠেছিল। তাছাড়া চিকিৎসা বিদ্যালয়, ঔষধ প্রস্তুতবিদ্যা বা ভেষজবিজ্ঞান বিদ্যালয় । সিরিয়ায় তুর্কী দখলদারিত্বের পর শিক্ষার অগ্রযাত্রা সাময়িক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে মিসর ও লেবাননের 'ইলমী জাগরণের অগ্রযাত্রা দেখে

[৮০] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৪
[৮১] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৩৬
[৮২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৫
[৮৩] যায়দান *৪র্থ খন্ড* পৃ. ৪৫, ৫৩, ৫৬, ১১৭, ৩৩৭

Dhaka University Institutional Repository

তুর্কীরা এতদাঞ্চলে একে একে প্রতিষ্ঠা করেন মাধ্যমিক বিদ্যালয, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ । ১৩০৪ হি. মোতাবেক ১৮৮২ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় । ১৮৬০ খ্রি. বৈরূতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইয়াতীমদের জন্য বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৬১ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় مدرسة الكلية الانجليزية الامريكية للبنات এমনিভাবে সিরিয়া জ্ঞান নগরীতে পরিণত হয়েছিল।[৮৪] যার ফলশ্রুতিতে আরব বিশ্বে নাড়া দেয়ার পূর্বে সিরিয়ায় আরবী সাহিত্য সক্রিয় হয়ে উঠে। এ কারণে সিরিয়ার রেনেসাঁকে নিরেট আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ হিসেবে গণ্য করা হয়। মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে সিরিয়ার সাহিত্য রেনেসাঁ নতুনভাবে জাগরিত হয়।

সিরিয়ায় আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর কারণ

এক: ইউরোপীয়দের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উম্মুক্ত হওয়া এবং দলে দলে বিদেশীদের লেবাননের বৈরূতে আগমন।

দুই: ছাপাখানার প্রসার এবং প্রাচীন সাহিত্যের প্রকাশ।

তিন: আরবী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি উসমানীয়দের একদল প্রতিভাবান লোকের সহযোগিতা। তাদের অধিকাংশই ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে শিক্ষিত এবং উচ্চ পদমর্যাদাধারী ব্যক্তিবর্গ। তারা আরবী সাহিত্যের প্রচলনে শক্তি যুগিয়েছেন।

চার: আধুনিকতা সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা।[৮৫]

[৮৪] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ.১১৪-১১৭

[৮৫] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর উপাদান

আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁ সৃষ্টির পেছনে বেশ কিছু উপাদান লক্ষ্য করা যায়। যেগুলো আরবী কবিতা ও সাহিত্যের রেনেসাঁকে বেগবান করেছে। হঠাৎ করে রেনেসাঁর আগমন হয়নি বরং বিভিন্ন কারণ ও উপাদান এর পেছনে কার্যকর ছিল। যে উপাদান গুলো রেনেসাঁর ক্ষেত্র তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে তার একটা চিত্র আমরা উপস্থাপন করতে চাই।

ফরাসী হামলার বিজ্ঞান সম্মত হাতিয়ার

প্রাচ্য জগতে স্থায়ী শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় নিয়ে ফরাসী হামলা পরিচালিত হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ১৪৬ জন জ্ঞানী পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ ফরাসী হামলার সময় সাথে নিয়ে আসে। এই হামলায় তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানকে একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গকে সৈন্যদের অন্তরালে সমবেত করেছিলেন। মিসরে ফরাসী হামলার সাথে আগত বিশেষজ্ঞ 'উলামাগন একে একে গড়ে তোলেন গণিত গবেষণা কেন্দ্র , জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় মান মন্দির, রসায়ন গবেষণাগার, কাগজ শিল্প-কারখানা ইত্যাদি। তাছাড়া মিসরের প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, ইতিহাস ঐতিহ্য ও সভ্যতা সংস্কৃতি জানার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মিশরীয় বিজ্ঞান একাডেমী (مجمع العلمي المصري)। এমনিভাবে ফরাসীরা প্রতিষ্ঠা করেন আরবী প্রেস, দুটি পত্রিকা, নাট্যশালা, পাঠাগার. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। সৈনিকের অস্ত্রের ব্যবহারের চেয়ে জ্ঞানের হাতিয়ার দিয়ে তিনি আরব বিশ্বে সাড়া জাগাতে সক্ষম হন।[১]

শিক্ষা

ফরাসী হামলার পূর্বে আরব রাষ্টসমুহের শিক্ষাব্যবস্থা শুধুমাত্র দ্বীনি শিক্ষায় সিমাবদ্ধ ছিল । যার প্রতিনিধিত্ব করতো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাদরাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। যেগুলো কতাতিব নামে সমাজে পরিচিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে কুরআন হিফজ করার পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে কুরআন পাঠ ও গণিত শিখানো হতো। এখান থেকে পাঠ সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীরা উপার্জনের নিমিত্তে কর্মক্ষেত্রে ঢুকে পড়তো। অথবা কেউ কেউ অধিকতর শিক্ষা লাভের জন্য বিভিন্ন মসজিদে গমন করতো । তারা শায়খদের নিকট শিক্ষা গ্রহন করতেন। মিসরের আযহার ছিল সবচেয়ে বড় মসজিদ যেখানে ইসলামী বিশ্বের ছাত্ররা আগমন করতেন। তারা শিক্ষকদের নিকট ইসলামী শরয়ী জ্ঞান ও আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করতেন । এই ধারা অব্যাহত থাকে প্রাচ্যের

[১] ড. আহমদ হায়কল, *তাতাওউরুল আদব আল হাদীস ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি),৭ম সংস্করণ, পৃ. ২৫*

Dhaka University Institutional Repository

সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ পর্যন্ত। সিরিয়া প্রথম থেকে এই অঞ্চলে পাশ্চাত্যের সাথে যুক্ত ছিল শিক্ষার মাধ্যমে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিরিয়ায় আগমন করেন খিষ্টান র্ধম প্রচারকগণ। তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম প্রচারের স্বার্থে । উসমানী খিলাফতের কোন কোন শাসক রাষ্ট্রীয় সংস্কারের অংশ হিসেবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা করেন সামরিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসা বিদ্যালয় । যেখানে শিক্ষা সম্পাদনে দায়িত্ব পালন করত ইউরোপীয় শিক্ষক ও তুর্কী শিক্ষকগন । যারা ইউরোপ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল। অতপর ফরাসী হামলার পর ফরাসীরা বেসামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন । মোহাম্মদ আলী পাশা ও ইসমাঈল পাশার সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁয় শিক্ষার সুদূরপ্রসারি প্রভাব বিদ্যমান ।[২]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের অগ্রগতি ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর পেছনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে । লেবাননে আমরা দু ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই । যথা:

এক: বিদেশী বিদ্যালয় দুই: দেশীয় বিদ্যালয়

বিদেশী প্রাচীন বিদ্যালয় গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিদ্যালয়- مدرسة عينطورة (১৭৩৪ খ্রি.) এবং مدرسة عبيه العالية (১৮৪৭ খ্রি.), مدرسة عزير (১৮৪৭ খ্রি.), الجامعة الامير كية (১৮৬৬ খ্রি.), الجامعة اليسوعية (১৮৭৪ খ্রি.) ইত্যাদি। আর দেশীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ও বিখ্যাত مدرسة عين ورقة (১৭৮৯ খ্রি.)। এটি ছিল খ্রিষ্ঠান মিশনারীদের একটি মঠ বা আশ্রম কেন্দ্র। পরবর্তীতে এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এখানে সুরিয়ানী , ইটালী, লাতিনী ও আরবী ভাষা শিক্ষা দান করা হত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পড়ানো হত। যেমন: নাহু, ,ছরফ, অলংকার শাস্ত্র, ছন্দশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র, দেওয়ানী আইন, ইত্যাদী। তাছাড়া প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে- المدرسة الوطنية (১৮৬৩ খ্রি.), المدرسة البطريركية (১৮৬৫ খ্রি.) مدرسة الثلاثة الاقمار (১৮৬৬ খ্রি.), مدرسة الحكمة (১৮৬৫ খ্রি.), المدرسة الوطنية الاسرائيلية (১৮৭৪ খ্রি.), الكلية العثمانية الاسلامية (১৯০৮ খ্রি.)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে।[৩] খেদিভ মুহাম্মদ আলী পাশা ও ইসমাঈল পাশার সময় মিসরে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখা পড়ানো

[২] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদবিনা আল মু'আসির (কায়রো: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০খ্রি.), পৃ.* ৯, ১০

[৩] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদবিল 'আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি), পৃ.* ৯০৩,৯০৪; ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস, ১ম খণ্ড, (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), ৮ম সংস্করণ, পৃ.* ১১৫, ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

হতো। যেমন: মকতব ,পাঠশালা, মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিদ্যালয়, শিক্ষক ট্রেনিং বিদ্যালয়, কৃষি স্কুল, ভাষা স্কুল, দারুল উলুম, মিশর বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।[৪]

আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

জামি'আতু আযহার মিসরের প্রাচীন প্রসিদ্ধ বিদ্যা নিকেতন। যুগে যুগে এটি জ্ঞান বিস্তারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম পর্যায়ে এখানে শী'আ মতাদর্শের আলোকে দ্বীনি শিক্ষা প্রচলিত ছিল। সালাহ উদ্দীন আয়্যুবী তার শাসনামলে এখানে চার মাযহাবের শিক্ষা চালু করেন। তাছাড়া তিনি গণিত, বিজ্ঞান, আরবী ভাষা ও সাহিত্য চালু করেন। ফরাসী হামলার পর নেপোলিয়ন আল-আযহারে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করেন। মুহাম্মদ আলী পাশা ও ইসমাঈল পাশার সময় এটি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৫]

মিসর বিশ্ববিদ্যালয়

মুস্তফা বেক কামিল নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় ১৯০৬ খ্রি. অক্টোবর মাসে মিসরে একটি দেশীয় অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন । এ লক্ষ্যে তারা সা'আদ পাশা যগলুলের বাস ভবনে মিলিত হয়। সা'আদ পাশা যগলুলের নেতৃত্বে কাসিম বেক আমিনকে সাধারণ সম্পাদক করে এবং হাসান বেক সাঈদকে কোষধ্যক্ষ করে একটি প্রস্তুতি মূলক কমিটি গঠন করেন । তারা এটির জন্য তহবিল গঠন করলেন । উপস্থিত সবাই সাধ্যমত এই তহবিলে দান করলেন। পরবর্তী বছর থেকে মিসরের আমির আহমদ ফুয়াদের নির্দেশে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর পাঁচ হাজার মিসরীয় পাউন্ড প্রদানের ঘোষণা দেন। এমনিভাবে ১৯০৮ খ্রি. ২১ ডিসেম্বর আল জামি'আতু আল মিসরীয়া সরকারী ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। এখানে মিসরীয় ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ পাঠ দান করতেন। এখানে আরবী সাহিত্য, দ্বীনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, 'আইন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, দন্ত চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান শাস্ত্র, অর্থনীতি শাস্ত্র, প্রকৌশল শাস্ত্র, কৃষি বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান ইত্যাদি আধুনিক যুগপোযুগী বিষয় পাঠ দান করা হত। মিসরীয় ছেলেমেয়েদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অধিকার সমানভাবে বাধ্যতামূলক ছিল। এখানকার শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য ইউরোপের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করতো।[৬] পরবর্তীতে এটিকে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নামকরণ করা হয়। এমনিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কায়রোতে 'আইনু শামস বিশ্ববিদ্যালয়, আসিয়ুত

---

[৪] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯০৫,৯০৬ ; আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখুল আদাবিল 'আরবী (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৫ হিজরী, ২০০০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ*, পৃ. ৩১১-৩১২; ড. উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১১৪-১১৭

[৫] জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল 'আবারিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৭-১৯; হাসান যয়্যাত, পৃ.৩১২,৩১৩; ড. হাসসান হাল্লাক, *(সম্পা) আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম, ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ৫৫২

[৬] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৩৩,৩৪; হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৩,৩১৪; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় এসব বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিতরণে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে, আরবীয় সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশে এবং আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁর জাগরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।[৭]

ছাপাখানা

১৪৪০ খ্রি. জার্মানীতে ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার পর ইউরোপে এটির প্রসার ঘটে। ১৫১৪ খ্রি. আরবী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গ্রন্থাদি ইউরোপে ছাপা হয়। ১৪৯০ খ্রি. ইস্তাম্বুলের পথ ধরে এক ইয়াহুদী আলিম মিশনারীর মাধ্যমে প্রাচ্যে ছাপাখানার অভ্যুদয় ঘটে। অতঃপর ১৭৯৮ খ্রি. ফরাসী হামলার মাধ্যমে নেপোলিয়নের হাত ধরে মিসরে ছাপাখানার আগমন ঘটে। তার নাম আল মতবা'আতুল আহলিয়া । পরবর্তীতে মুহাম্মদ আলী পাশার সময় আল মতবা'আতুল বূলাক স্থাপিত হয়। এমনিভাবে মিসর সহ প্রাচ্যের দেশ সমূহে ছাপাখানা ব্যাপকতা লাভ করে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আরবী সাহিত্যের প্রচার প্রসারে ছাপাখানা অনবদ্য অবদান রাখে।[৮]

পত্রিকা

ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর মিসর ও আরব বিশ্বে মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। মুহাম্মদ আলী পাশা ১৮২৮ খ্রি. الوقائع المصرية পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি প্রথমে তুর্কী ভাষায় এবং পরে আরবী ও তুর্কী ভাষায় পরবর্তীতে শুধু আরবী ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে।[৯] ইতোপূর্বে ফরাসীরা মিসরে العشارة المصرية ও بريد مصر নামক দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিল।[১০] ১৮৫৫ খ্রি. রিযকুল্লাহ হাসূন আল হালবী কনস্টান্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল নগরী থেকে مراةالاحوال নামক একটি সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাছাড়া ইস্কান্দর শলহুব এর السلطنة (১৮৫৭ খ্রি. ইস্তাম্বুল), খলীল খূরী এর صديقة الاخبار (১৮৫৮ খ্রি. বৈরূত), আহমদ ফারিস সিদয়াক এর সাপ্তাহিক রাজনৈতিক পত্রিকা الجوائب (১৮৬০ খ্রি. ইস্তাম্বুল), তিউনিসিয়ার পত্রিকা الرائد (১৮৬১ খ্রি. তিউনিসিয়া), বুতরুস আল বুস্তানীর এর نفيرسوريا (১৮৬০ খ্রি.সিরিয়া), তার পুত্র সলীমের الجنة (১৮৬০ খ্রি. সিরিয়া), এবং الجنينة (১৮৭১ খ্রি.), খ্রিষ্টান পাদ্রীদের পত্রিকা المبشر (১৮৭০ খ্রি. সিরিয়া), ইসলামী পত্রিকা ثمرات الفنون (১৮৭৫ খ্রি. বৈরুত), মুহাম্মদ আলী পাশা আল বকলীর মাসিক চিকিৎসা সাময়ীকি اليعسوب (১৮৬৫ খ্রি. মিসর), আবূ সাউদ আফিন্দীর রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা وادي النيل (১৮৬৬ খ্রি. মিসর) উল্লেখযোগ্য।[১১] ইব্রাহীম বেক মুয়ায়লিহী ও উসমান বেক জালালের সাপ্তাহিক পত্রিকা نزهة الافكار (১৮৬৯ খ্রি. মিসর), সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা روضة المدارس (১৮৭০ খ্রি. মিসর), মিখাঈল আফিন্দী আবদুস

[৭] হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৪

[৮] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৪৬-৫০; হাসান যয়্যাত, পৃ.৩১৪,৩১৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩৬, ৫৩৭; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯০৬-৯০৯

[৯] হাসান যয়্যাত, পৃ.৩১৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০, হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯০৯-৯১০

[১০] হান্না আল ফাখুরী, প. -৯১০

[১১] হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪০; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১০

Dhaka University Institutional Repository

সাঈদ এর الوطن (১৮৭৭ খ্রি. মিসর), সলীম পাশা হামুবীর الكوكب الشرق (১৮৭৩ খ্রি. আলেকজান্দ্রিয়া), সলীম ও বাশারাহ তাকলা ভাতৃদ্বয়ের الاهرام (১৮৭৬ খ্রি. মিসর) আদীব ইসহাক ও সালীম নক্কাশের المحروسة (১৮৭০ খ্রি. মিসর), ফারিস নমর ও ইয়াকুব সরুপের المقطم (১৮৮৮ খ্রি. মিসর), আলী ইউসূফ ও শায়খ আহমদ মাযীর الموائد (১৮৮৯ খ্রি. মিসর), মুস্তফা কামিলের اللواء (১৯০০ খ্রি. মিসর), বাগদাদের পত্রিকা الزوراء (১৮৬৮ খ্রি.) সিরিয়ার পত্রিকা المقتبس, الف باء, فتي العرب ইত্যাদি। তাছাড়া ইসলামী পত্রিকা ও সাময়িকীর মধ্যে রয়েছে مجلة الازهار, الهدي النبوي, المنار, نور الاسلام ইত্যাদি।[১২] চিকিৎসা সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাগাজিনের মধ্যে রয়েছে اليعسوب (১৮৬৫ খ্রি.), الجنان (১৮৮০ খ্রি.). النحلة (১৮৭০ খ্রি.), روضة المدارس , الجعبة (১৮৭০ খ্রি.), المقتطف (১৮৭৬ খ্রি.), الطبيب (১৮৭৭ খ্রি.), الشفاء (১৮৮৬ খ্রি.), الحقوق (১৮৮৬ খ্রি.), الاستاذ (১৮৯২ খ্রি.), الفتي (১৮৯২ খ্রি.), আরব বিশ্বের প্রথম নারী বিষয়ক ম্যাগাজিন الفتاة (১৮৯২ খ্রি.), তাছাড়া কাব্য বিষয়ক ম্যাগাজিন المنظوم , কৌতুকমূলক الابتسام, কৃষি বিষয়ক الزراعية, ব্যবসা সংক্রান্ত مجلة الغرفة التجارية, অংকন বিষয়ক الاجيال , ইসলামী জীবন ভিত্তিক المنار, আর্থ-সামাজিক مجلة العلوم الاجتماعية এবং অর্থনীতি বিষয়ক ম্যাগাজিন مجلة التعاون উল্লেখযোগ্য।[১৩] মিসর সহ আরব বিশ্বের সর্বত্র পত্রিকা ও সাময়িকীয় আধিক্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যের রেনেসাঁর অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংগঠন

আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মিসর সহ আরব বিশ্বে এ জাতীয় অসংখ্য সংগঠন গড়ে উঠে। ১৮৪৭ খ্রি. লেবাননের বৈরূতে সর্বপ্রথম গড়ে উঠে الجمعية السورية নামক সংগঠনটি। নাসীফ আল ইয়াযীজী ও বুতরুস আল বুস্তানীর মত বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদগণ এ সংগঠনের সদস্য ছিলেন। অতপর বৈরূতে গড়ে উঠে الجمعية العلمية السورية নামক সংগঠন।[১৪] ১৮৮২ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয় المجمع العلمي الشرقي । ১৮৬৮ খ্রি. মিসরে এ জাতীয় সাহিত্য সংগঠনের গোড়াপত্তন হয়। সে সময় মিসরে এমন কিছু সংগঠন গড়ে উঠে যেগুলো বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখে। এ জাতীয় কিছু সংগঠন হল, شركة طبع الكتب العربية (১৮৯৮ খ্রি.), جمعية التعريب (১৮৯২ খ্রি.), جمعية تاليف الكتب (১৯১১ খ্রি.)।[১৫]

[১২] হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪১,৫৪২; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১২,৯১৩

[১৩] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৬১-৬৩

[১৪] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৬৮,৬৯; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৪

[১৫] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৪

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী কবিতা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর ক্ষেত্রে দামেস্কের المجمع العلمي العربي ও কায়রোর المجمع الملكي للغة العربية এর অবদান অনস্বীকার্য।

আরবী বিজ্ঞান সংগঠন

১৯১৬ খ্রি. ৮ জুন সিরিয়ার দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত হয় المجمع العلمي العربي । এটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আরবী সাহিত্যর পূনর্জাগরণ। এই সাহিত্য সংগঠনের সাথে একদল 'উলামা, কবি, সাহিত্যিক, বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ আরবী কবিতা ও সাহিত্যের উন্নয়নে কাজ করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তারা গ্রন্থ প্রকাশ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিভাষাগত শব্দ প্রণয়ন এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন।[১৬]

আরবী ভাষার স্বদেশী সংগঠন

মিসরের المجمع الملكي للغة العربية আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩২ খ্রি. এটি প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য গুলো হল:

- আরবী ভাষার নিরাপত্তা বিধান করা। আধুনিক যুগের প্রয়োজন মাফিক علوم ও فنون এর উন্নয়নের লক্ষ্যে আরবী ভাষার পরিপূর্ণতা বিধান করা। এ লক্ষ্যে অভিধান সমূহে আরবী ভাষার শব্দ ও পরিভাষাগত বিশেষ ব্যাখ্যা এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করা।
- আরবী ভাষার ঐতিহাসিক আভিধান প্রণয়ন করা। যাতে শব্দের ইতিহাস ও শব্দের অর্থের পরিবর্তন সুক্ষ্মভাবে আলোচনা করা যায়।
- মিসর ও অন্যান্য আরব দেশের আধুনিক আরবী উপভাষা সমূহের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আরবী ভাষাকে সুবিন্যস্তকরণ।
- আরবী ভাষার অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য ব্যাপক গবেষণা পরিচালিত কর।[১৭]

তাছাড়া জুরযী যয়দান الجمعيات العلمية والادبية সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যেগুলো আধুনিক আরবী ভাষা নির্মাণে ও সাহিত্য সমৃদ্ধ করণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।[১৮]

পাঠাগার

ইসলামের স্বর্ণযুগে অসংখ্য পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। আরবী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদী অবশিষ্ট পাঠাগার থেকে আমরা লাভ করেছি। যেমন: বাগদাদের বায়তুল হিকমা, কায়রোর দারুল হিকমা, স্পেন ও মরক্কোর অনূরূপ পাঠাগার। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে তাতারীগণ বাগদাদে, ক্রুসেডারগণ সিরিয়ায় এবং স্পেনীয় খ্রিষ্টানগণ

[১৬] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৫; হাসান যয়্যাত, পৃ. ৩১৭
[১৭] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৫; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৩
[১৮] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৬৭-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলুসিয়া বা মুসলিম স্পেনে যে ধবংসযজ্ঞ চালায় তাতে হাজার হাজার পাঠাগার ও মূল্যবান গ্রন্থ জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।[১৯] পাঠাগার হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর। আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁর অন্যতম উপাদান। আমরা এরূপ কয়েকটি পাঠাগারের নাম উল্লেখ করতে পারি। المكتبة الظا هرية দামেস্কের প্রসিদ্ধ একটি পাঠাগার। এটি ১৮৭৮ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। মিসরের المكتبة الخديوية ১৮৭০ খ্রি. মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয় । المكتبة الازهرية ১৮৭৯ খ্রি. মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ বৈরূতে প্রতিষ্ঠা করেন المكتبةالشرقية , مكتبة جامعة بيروت ইত্যাদি ।[২০] এমনিভাবে আরব বিশ্বে হাজার হাজার পাঠাগার গড়ে উঠে।

নাটক

নাটক শাস্ত্র গ্রীক থেকে ইউরোপে প্রচলিত হয়। আববাসীয় যুগের প্রথম পর্যায়ে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে মুসলমানগণ পরিচিত হয়। তখন তারা অভিনয় শিল্প সম্পর্কেও অবগত হন।[২১] আরব বিশ্ব নাটকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন নেপোলিয়নের মিসর হামলার মাধ্যমে। তার সাথে ছিলেন দুজন প্রসিদ্ধ অভিনয় শিল্পী ও গায়ক। তারা শাসক ও সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য ফরাসী ভাষায় নাটক প্রদর্শন করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যায়ে সিরিয়া নাটকের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে লেবাননের মারূন নক্কাশ (১৮১৭-১৯৫৫খ্রি.) নাট্য সাহিত্যের দিকে অগ্রসর হন। তিনি ফরাসী কবি মুলিয়রের بخيل উপন্যাস আরবীতে অনুবাদ করে নাট্যরূপ দেন। ১৯৪৮ খ্রি. তার বাস ভবনে নাটকটি অভিনীত হয়।[২২] ইসমাঈল পাশার শাসনামলে সালীম নক্কাশ, আদীব ইসহাক, ইউসূফ খয়্যাত প্রমুখ নাট্যজন বেশ কিছু সংখ্যক নাটক প্রদর্শন করেন।[২৩] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দুই ধারায় নাট্য সাহিত্য অনুদিত হতে থাকে একদল অনুবাদের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা অপর দল আরবী ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও বিভিন্ন বিষয় থেকে বিশুদ্ধ আরবীতে অনুবাদ করতে থাকেন। যা মিলযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ।[২৪] এ সময় ফরাসী ভাষা থেকে অসংখ্য নাটক উপযোগী উপন্যাস অনুদিত হয়। অভিনয় শিল্প ও নাটককে জনপ্রিয় করতে তখন অসংখ্য নাট্যদল ও নাট্য সংগঠন গড়ে উঠে। যেমন: আলেকজান্দ্রিয়ার جمعية انصار التمثيل , جمعية المعارف الادبية, شركة التمثيل الادبي ,جمعية الترقي الادبي ইত্যাদি। যারা

[১৯] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৯৪
[২০] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৫,৯১৬
[২১] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৩৮
[২২] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ১৩৮,১৩৯; হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৮
[২৩] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৯
[২৪] হান্না আল ফাখুরী, পৃ. ৯১৯

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের উপযোগী বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন এবং বিদেশী উপন্যাস অনুবাদ করেন।[২৫] যা আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁয় অবদান রাখে।

প্রাচ্যবিদগণ

আধুনিক আরবী কবিতা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর প্রধান উপাদান হল প্রাচ্যবিদগণের অবদান। ইউরোপীয়গণ দশম শতাব্দী থেকে আরবী ভাষাকে গুরুত্ব প্রদান করতে আরম্ভ করে। সেই সময় তারা আরবী ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান গ্রন্থাদি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধশালী করেছে। তখন তাদের নিকট জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ছিল ল্যাটিন ভাষা। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে সালভেস্টর আস সাসী অনুবাদ কর্মে প্রথম এগিয়ে আসেন।[২৬] দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে স্পেনের শহর সমূহ বিশেষ করে তুলায়তলা (طليطلة) ইউরোপীয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞান কেন্দ্রে পরিণত হয়। তারা আরবী ভাষার কয়েকশো গ্রন্থ এবং গ্রীক ভাষা হতে দর্শন, গণিত, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ অনুবাদ করে ইউরোপে নিয়ে যায়। তাদের নিরন্তর জ্ঞান অন্বেষার প্রচেষ্টা ইউরোপীয় সভ্যতাকে বেগবান করেছে যার ভিত্তির উপর আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা দণ্ডায়মান। প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের আগমন আরবী ভাষা শিক্ষা ও বুঝার উদ্দেশ্যে শুধু ছিলনা। বরং তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও ধর্ম প্রচারও উদ্দেশ্য ছিল।[২৭] মিসরে ফরাসী হামলার পর আরবী সাহিত্যে যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় সেখানে প্রাচ্যবিদদের অতুলনীয় অবদান রয়েছে। প্রসিদ্ধ আধুনিক প্রাচ্যবিদের মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করতে পারি। যেমন : আল বারূন সালভেস্টর দ্যা সাসী (মৃ. ১৮৩৭ খ্রি.) তার শিশুতোষ রচনা الانيس المفيد للطالب المستفيد

তার অনুদিত ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে كليلة دمنه , مقامات الحريري , رحلة عبدالمطلب البغدادي, ইবনে মালেকের الفية , البردة , মুকরিযীর النقود , ইবনে ছিবাগের كتاب الزاجل, তাছাড়া বিভিন্ন আরব কবির কবিতা অনুবাদ করেন।

ইতইয়ান কতরমীর আল ফ্রান্সী (মৃ. ১৮৫৭ খ্রি.)। তিনি সাসীর ছাত্র ছিলেন। তিনি মুকরিযীর تاريخ الممالك , كتاب السلوك ইবনে খলদুনের মুকাদ্দমা ছয় খণ্ডে আরবী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি অনুবাদ করেন سبع المعلقات তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেন।

[২৫] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৯১
[২৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪
[২৭] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৫

Dhaka University Institutional Repository

মূক (মৃ. ১৮৬৭ খ্রি.)। তিনি জার্মানীর একজন ইয়াহুদী লেখক। তিনি মিসর আগমন করেন। তিনি অসংখ্য মূল্যবান পাণ্ডলিপি المخطوطات সংকলন করেন। যেমন: বায়রুনীর تاريخ الهند তার সাহিত্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে تاثيراللغة العربية في اللغة العبرية بعد التوراة

ইয়াহুদী ও আরবী দর্শন ভিত্তিক গ্রন্থ كتاب نفيس

তাছাড়া দ্যা পারসিভাল (মৃ.১২৮৭১ খ্রি.) এর المعلقات السبع, باكورة تاريخ العرب (তিন খণ্ডে সমাপ্ত)

রিনান এর تاريخ اللغة السامية (তিন খণ্ডে সমাপ্ত), كتاب ابن رشيد

দ্যা ভক্স এর مفكرالاسلام (পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত), كتاب الفلسفة المشرقية

ম্যাসিগন এর اخبارالحلاج و الصفية, তালিকানীর الامثال البغدادية , كتاب المراكش في القرن السادس عشر

তাছাড়া ইসলামী বিশ্বকোষ খ্যাত দায়িরাতুল মা'আরিফ আল ইসলামিয়ায় রয়েছে গবেষণামূলক প্রবন্ধ সামগ্রী।

প্রুভেন্সাল (জন্ম: ১৮৯৩ খ্রি.) এর اسبانية المسلمة في القرن العاشر, الحضارة العربية في اسبانيا

তাছাড়া এডোওয়ার্ড লীন (মৃ. ১৮৬৪ খ্রি.), জিসতাফ ফিলুজল (মৃ.১৮৭০ খ্রি.),উইলিয়ম রাইট (মৃ. ১৮৬৯ খ্রি.), নিকলসন, গিব, নলডিক (মৃ.১৯৩১ খ্রি.), দুজী হল্যাণ্ডী (১৮৭৩ খ্রি.), ফরাইতাজ জার্মানী (মৃ. ১৮৬১ খ্রি.) জনবূল আল হল্যান্ডি (মৃত. ১৮৬১ খ্রি.) প্রমুখ প্রাচ্যবিদগণ।[২৮] আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে প্রাচ্যবিদদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের এই অবদান আধুনিক রেনেসাঁয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[২৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৮,৬২৯; হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯২১; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৪৭-১৫৭; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৩৭৯-৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁর প্রাণ পুরুষদের অবদান

আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে যেসব প্রাণ পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁদের বহুমুখী প্রতিভা ও সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে অবদান রেখেছেন তাদের খুঁজে বের করার প্রয়াস চালিয়েছি। তাঁদের এই প্রচেষ্টা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁর ক্ষেত্র তৈরি করতে সবিশেষ অবদান রাখে।

রেনেসাঁ আন্দোলনে মিসরীয় প্রাণ পুরুষগণঃ

শায়খ 'আবদুর রহমান জিবরুতি (মৃ. ১৮২৫ খ্রি./১২৪০ হি.)

তার প্রকৃত নাম শায়খ 'আবদুর রহমান ইবন শায়খ হাসান আল জিবরুতি। তিনি মিসরে লালিত পালিত হন। শৈশবে তার পিতার হাতে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি। মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। তিনি আরবী সাহিত্য, কবিতা ও গদ্য চর্চা করেন। ফরাসীরা যখন মিসর দখল করল তখন তিনি তাদের রাষ্ট্রীয় দফতরে চাকরি গ্রহন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনে (تاليف و تصنيف) মনোনিবেশ করেন। তার ইতিহাসধর্মী বিখ্যাত রচনা হল "আজাইব আল আছার ফী আত্তরাজিম ওয়াল আখবার" (عجائب الاثار في التراجيم والاخبار) এই গ্রন্থটিতে হিজরী দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর ৩২ সাল পর্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার ইতিহাসধর্মী আরেকটি গ্রন্থ হল "মাযহারু আত তাক্বদীস বিযিহাবি দাওলাতিল ফ্রান্সিস" (مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس) তার গ্রন্থ দুটি ফরাসী ও তুর্কী ভাষায় অনুদিত হয়েছে।[১]

শায়খ মুহাম্মদ আল হাফনী আল মাহদী (মৃ. ১৮১৫ খ্রি./১২৩০ হি.)

শায়খ মুহাম্মদ আল হাফনী আল মাহদী আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক। তিনি ইলমে ফিকাহ 'ইলমে নাহু, 'ইলমে মানতিকে পারদর্শী ছিলেন। তার পিতা ছিলেন ক্বিবতী। তিনি খিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন বিখ্যাত আলিম শায়খ হাফনীর হাতে তিনি শৈশবকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি শায়খ হাফনীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। তিনি কুরআন হিফয করেন। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করে তথায় অধ্যাপনা করেন। তার রচিত গ্রন্থ হল-"কিতাবু তুহফাতুল মুসতাকীয আল ইনস্ ফী

[১] ড. হাসসান হাল্লাক, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল'উলুম, ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ.* ৫৮৪-৫৮৫; আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখূ আদাবি আরবী, (উর্দ্দু) (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ.* ৬০৭

Dhaka University Institutional Repository

নুযহাতি আল মুসতানীম আন না'ইস" (كتاب تحفة المستقيظ الانس في نزهة المستنيم الناعس) । এটি আলফে লায়লার সাদৃশ একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।[২]

শায়খ হাসান 'আত্তার (মৃ. ১৭৬৬ -১৮৩৪ খ্রি. /১২৫০ হি.)

শায়খ হাসান আল 'আত্তার মরক্কো বংশোদ্ভূত একজন বিশিষ্ট আলিম, সাহিত্যিক ও কবি। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন ১৭৬৬ খ্রি.। তার পিতা ছিলেন একজন আতর ব্যবসায়ী। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তার অনুরাগ দেখে তার পিতা তাকে আযহারে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি আরবী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হন। ফলে আরবী সাহিত্যের বিরাট অংশ লাভ করতে সক্ষম হন। তিনি আরবী কবিতা ও গদ্য উভয় শাখায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। ফরাসীরা মিসরে প্রবেশ করার পর তিনি তাদের সাথে যুক্ত হন এবং তাদের নিকট থেকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতি লাভ করেন। তিনিও তাদেরকে আরবী ভাষা শিক্ষাদান করেন। তিনি ফরাসীদের সরকারী চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়া সহ বিভিন্ন ইসলামী দেশ ভ্রমণ করেন। ফলে তার জ্ঞানের পরিধি ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। তিনি মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। মিসরের প্রথম আরবী সংবাদপত্র الوقائع المصرية এর সম্পাদনা করেন। তিনি আযহারের প্রধান শায়খ (উপাচার্য) এর পদ অলংকৃত করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি ১৮৩৮ খ্রি. কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। বিশেষ কোন দিওয়ানে তার কবিতা সংকলন করা হয়নি। তবে তার গদ্য সাহিত্য, انشاء العطار গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'ইল্‌মে নাহু ও 'ইলমে বালাগাতে (অলংকার শাস্ত্র) তার কিছু ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে।[৩]

শায়খ হাসান কুয়াইদির (জন্ম. ১৭৮৯ খ্রি.)

তিনি ছিলেন হাসান আত্তারের ছাত্র তার শিক্ষকের মত তিনিও মরক্কো বংশোদ্ভূত। তিনি ১২০৪ হি. মোতাবেক ১৭৮৯ খ্রি. মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এতদসত্ত্বেও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। সিরিয়ার সাথে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। তিনি কবি হিসেবেও সমধিক পরিচিত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে شرحة المطول علي منظومة الشيخ العطار في النحو তাছাড়া তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে كتاب الانشاء و مراسلات , كتاب نيل الارب في مثلثات العرب , مثلثات قطرب এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি ১২৬৩ হি. অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

---

[২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩০-৫৩১ ; হাসান যয়্যাত,*(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৭

[৩] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৬; হাসান যয়্যাত,*(উর্দ্দু)*,পৃ. ৬০৭; ড. উমর আদ দাসুকী, *ফিল আদাবিল হাদীস (কায়রো: দারুল ফিকর আল 'আরবী, ২০০০ খ্রি.)*, *১ম খণ্ড*, *৭ম সংস্করণ*, পৃ. ৪৫,৪৬

[৪] ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ৪৭-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

সাইয়িদ 'আলী দরবিশ (১৭৯৬ - ১৮৫৩ খ্রি.)

তিনি সায়্যিদ 'আলী আফিন্দী আদ দরবীশ ইবনে হাসান ইবনে ইব্রাহীম মিসরের একজন কবি ও সাহিত্যিক। তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় বেড়ে উঠেন। তিনি খেদীভ প্রথম আব্বাসের (১৮৪৮-১৮৫৪ খ্রি.) সভা কবি ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তিনি গভীরভাবে আসক্ত হন। তিনি প্রাচীন কবিদের কবিতা বারবার অনুশীলন করেছেন এবং মুখস্ত করেছেন। এমনিভাবে তিনি কবিতা রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি গদ্যের বিভিন্ন শাখায় কলম চালিয়েছেন। তাছাড়াও তিনি অনেক গীতি কবিতাও রচনা করেছেন। তিনি তার সাহিত্য কর্মের দ্বারা খেদীভ মুহাম্মদ আলী পাশার আমীরদের সাথে বিশেষ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হন। তিনি কবিতার মাধ্যমে কোন কিছু অর্জনের আকাঙ্খী ছিলেন না। যেহেতু আল্লাহ তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ দান করেছিলেন।

তিনি সন-তারিখ নিরূপণমূলক কবিতা نظام التواريخ الشعرية الحسابية রচনা করেছেন। তার ছাত্র মোস্তফা সালামা আন নযযারী তার কবিতাগুলোকে একটি দিওয়ানে সংকলন করেন। এতে তিনি কবিতার পাশাপাশি তার গদ্য রচনা ও গান সংযোজন করেন। ৪৮২ পৃ. সম্বলিত দিওয়ানটি الاشعار بحميد الاشعار নামে মিসর থেকে ১৮৬৭ খ্রি. প্রকাশিত হয়। তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

الدرج والدرک, محاسن الميل لصور الخيل , سفية الارب উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮৫৩ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৫]

শায়খ শিহাবুদ্দীন (১৭৯৫-১৮৫৭ খ্রি.)

শায়খ মোহাম্মদ শিহাবুদ্দীন মিসরের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তিনি পবিত্র মক্কানগরে ১৭৯৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরিবারের সাথে মিসর চলে আসেন এবং কায়রোতে লালিত পালিত হন। তিনি লেখাপড়া করেন আল আযহারে। তিনি সাহিত্যপূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি গণিত ও প্রকৌশল বিদ্যা অর্জন করেন। গানের প্রতি ছিল তার বিশেষ আকর্ষণ। الوقائع المصرية পত্রিকায় তিনি হাসান 'আত্তারের সহযোগিতা করতেন। তার মৃত্যুর পর কিছুদিন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। এরপর তিনি বোলাক প্রেস থেকে প্রকাশিত ও বিভিন্ন গ্রন্থে প্রুফ রিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমৃত্যু সাহিত্য সাধনায় কাটিয়েছেন। ১৮৫৭ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: سفينة الملک ونفيسة الفلک একটি সাহিত্য সংকলন। মিসর থেকে একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।

দিওয়ান বা কাব্য সংকলন। আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে কবিতাগুলোকে সাজানো হয়েছে। এটি মিসর থেকে ১৮৫০ খ্রি. প্রকাশিত হয়।[৬]

---

[৫] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৭; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫১; হাসান যয়্যাত,*(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৭

[৬] হাসান যয়্যাত,*(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৭; জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল 'আবারিয়্যাহ (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৭৭

Dhaka University Institutional Repository

রিফা'আহ বেক তাহতাভী (১৮০১-১৮৭৩ খ্রি.)

রিফাআহ্ বেক তাহতাভী ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে মিসরের তাহতা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি মিসরে লালিত-পালিত হন। তিনি আল-আযহার থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। মাদরাসা তাজহীযিয়াহ এর পরিচালক ছিলেন। মিসরের প্রথম সংবাদপত্র الوقائع المصرية এর সম্পাদক ছিলেন। মুহাম্মদ আলী পাশা (১৭৭০ -১৮৪৯ খ্রি.) যেসব মেধাবী ছাত্রদেরকে উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্স প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদের অন্যতম। ফ্রান্সে জ্ঞান অর্জনের পর দেশে ফিরে এসে তিনি পত্রিকা সম্পাদনা, বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করণ, গ্রন্থ প্রণয়ন ও শিক্ষদানে ব্যস্ত সময় ব্যয় করেন। তিনি ধর্ম, দর্শন ও সহিত্য বিষয়ে ২৯ টি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যেমন: تخليص الابريزفي تلخيص باريز তার ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ। قلائدالمفاخرفي غريب عوائدالاوائل والاواخر তার অনুবাদ গ্রন্থ। তিনি ফরাসীদের সংবিধান আরবীতে অনুবাদ করেন। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আদব, আখলাক ও তা'লীম, তরবিয়ত শিক্ষা দেয়ার জন্য المرشيد الامين للبنات والبنين রচনা করেন। ১৮৭৩ খ্রি. তিনি ইন্তেকাল করেন।[৭] তিনি ছিলেন রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা।

মাহমুদ সাফওয়াত সা'আতী (১৮২৫-১৮৮০ খ্রি. ১২৯৮ হি.)

তার প্রকৃত নাম মাহমুদ সাফওয়াত আফিন্দী। সা'আতী ইবনে মুস্তফা আগা নামে সর্বাধিক পরিচিত। কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় লেখাপড়া সমাপন করেন। তিনি একসময় পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্য ২০ বছর বয়সে মক্কা শরীফ গমণ করেন। দীর্ঘদিন মক্কা শরীফে অবস্থান কালে মক্কা শরীফের গভর্নর শরীফ মুহাম্মদ ইবনে 'আওনের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা জোরালো হয়। তিনি তাকে রাজ দরবারের সভা কবি হিসেবে নিযুক্ত করেন। মক্কা শরীফের পরিবেশ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। সেগুলো তার কবিতায় ফুটে উঠেছে। মক্কা শরীফ থেকে মিসর ফিরে কায়রোর গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসিন ছিলেন। তিনি তার যুগে একজন খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক ও গদ্য লেখক ছিলেন। স্বভাবে তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তার কবিতার দিওয়ান রয়েছে যা মিসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সা'আতী শব্দের অর্থ ঘড়ির মেরামতকারী। ঘড়ির মেরামতকর্মে তিনি পারদর্শী ছিলেন বলে তাকে সা'আতী বলা হত। তিনি ১৮৮০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৮]

[৭] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু), প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৮; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত,১ম খণ্ড*, পৃ.২৫-৩৪

[৮] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫৮; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮১; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত*, *১ম খণ্ড*, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ 'আবদুল হাদী নাজা আবইয়ারী (মৃ.১৮৮০ খ্রি.)

শায়খ 'আবদুল হাদী নাজা আবয়ারী আবয়ার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যায়ে লেখাপড়া করেন। তিনি ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব খেদীভ ইসমাঈল পাশার আমলে তিনি ইমাম ও মুফতী ছিলেন। তিনি ১৮৮৮ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।[৯]

শায়খ হুসায়ন মুরসাফী (মৃ. ১৮৮৯ খ্রি. ১৩০৮ হি.)

শায়খ হুসায়ন ইবনে আহম্মদ আল মুরসাফী মিসরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত পালিত হন। তিনি ছিলেন সে যুগের খ্যাতনামা ভাষাবিদ। তিনি ছিলেন দৃষ্টিহীন ফলে তার মেধা শক্তি ছিল প্রখর। তিনি কুরআন হিফ্য করেন। আল আযহারে লেখাপড়া শেষ করে সেখানে শিক্ষকতা করেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তার ভীষণ অনুরাগ ছিল। তিনি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর নিরলসভাবে কাজ করেন। তিনি 'ইলমে বালাগাত ও অগ্রজ কবিদের দিওয়ান অ্যধয়ন করেন। তিনি روضة المدارس পত্রিকায় লিখতেন। তিনি 'ইলমে বালাগাতের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। الوسيلة الادبية في العلوم العربية তার রিসালাত সম্পর্কিত গ্রন্থ الكلمات الثمان এখানে জাতি, দেশ, সরকার ব্যবস্থা, ন্যায় বিচার, শৃঙ্খলা, রাজনীতি, স্বাধীনতা, প্রশিক্ষণ, সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে। রেনেসাঁ আন্দোলনে তার লিখনী শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।[১০]

'আবদুল্লাহ ফিকরী পাশা (১৮৩৪-১৮৮৯ খ্রি.)

আবদুল্লাহ ফিকরী পাশা ছিলেন মিসরের নামজাদা সাহিত্যিক, অনুবাদক ও কবি। তার পিতার নাম প্রকৌশলী মুহাম্মদ আফিন্দী বলীগ। তার পিতা ছিলেন খদীভ মুহাম্মদ আলী পাশার সেনা কর্মকর্তা। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মৌরতানিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি আবদুল্লাহর মাকে বিয়ে করেন। এরপর তিনি মিসরীয় সৈন্যবাহিনীর সাথে স্ব-স্ত্রীক হেজায গমন করেন। তখন ১৮৩৪ খ্রি. পবিত্র মক্কা শরীফে আবদুল্লাহ ফিকরী পাশা জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্র সন্তান সহ মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। এগার বৎসর বয়সে তিনি তার পিতাকে হারান। অতঃপর আত্নীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে তিনি মিসরে লালিত পালিত হন। তিনি উত্তম রূপে কুরআন হিফ্য সম্পন্ন করেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি আরবী ভাষার পাশাপাশি তুর্কী ও ফরাসী ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি আল-আযহারে শিক্ষকতা করেছেন। এরপর তিনি সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি সরকারী দপ্তরে তুর্কী বিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। এছাড়া তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র দফতরেও দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর সাইদ পাশার মূখ্য সচিব নিযুক্ত হন। এসময় তিনি তুর্কী ও আরবী

[৯] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৮

[১০] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৫,৬১৬; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৮

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্র ও ফরমানাদি লেখার দায়িত্ব পালন করতেন, এরপর তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হন। এই সময় তিনি বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে আলী মুবারকের গ্রন্থাগারে সমর্পন করেন। এরপর তাকে সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীর কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তিনি শিক্ষান্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি মাজলিসু আন নওয়াব বা পার্লামেন্ট এর মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তাকে ১৮৭৮ খ্রি. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব নিযুক্ত করা হয়।

তিনি খেদীভ ইসমাঈল পাশার শিক্ষামন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় 'উরাবী পাশার বিদ্রোহ আন্দোলনের কারণে খেদীভ ইসমাঈল পাশা মন্ত্রীপরিষদ ভেঙ্গে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন প্রসমিত হলে বিদ্রোহ আন্দোলনে জড়িত সন্দেহে ইসমাঈল পাশা আবদুল্লাহ পাশা ফিকরীকে কারাদণ্ড প্রদান করেন। খেদীভ তাওফীক পাশার অনুগ্রহে তিনি কারা মুক্ত হন। তিনি খেদীভের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। ফলে ১৮৮৮ খ্রি. ১৩০৬ হি. খেদীভ তাকে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিসরের প্রতিনিধি দলের প্রধান করে পাঠান। এ সময় তিনি ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানী ও শহর নগর ঘুরে বেড়ান। ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগার, প্রিন্টিং প্রেস, যাদুঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। দেশে প্রত্যাবর্তণ করে তিনি সফর বৃত্তান্ত এবং ইউরোপ ও ইউরোপের আধিবাসীদের জীবনধারা, পরিবেশ, কৃষ্টি, কালচার ইত্যাদি যা তিনি প্রত্যেক্ষ করেছেন এবং ইউরোপীয় সভ্যতায় পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবিদের প্রভাব যা তিনি অনুধাবন করেছেন তা লিখতে শুরু করেন। কিন্তু তিনি এটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। তিনি ১৩০৭ হি. মোতাকে ১৮৮৯ খ্রি. কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। তার ছেলে আমীন ফিকরী পাশা পিতার অসমাপ্ত কাজ পরিসমাপ্ত করেন। যা ১৮৯২ খ্রি. ارشاد الالبا الي محا سن اوربا নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। তিনি আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের একজন অগ্রপথিক। তিনি কবি হিসেবে যতটা দক্ষ ছিলেন তার চেয়ে গদ্য লেখক হিসেবে অধিক পরিপক্ক ও সু-পরিচিত ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: الفصول الفكرية للمكا تب المصرية এটি তুর্কী ভাষায় অনুদিত হয়। الاثار الفكرية, المقامة الفكرية في المملكة الباطنية , نظم اللال في الحكم والامثال ,

- الفرا ئد الفكرية , نبذة في عقائد الايمان و قواعد الاسلام علي مذهب ابي حنيفة তার সব গ্রন্থ মিসর থেকে মুদ্রিত হয়।[১১]

[১১] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৯-৬০১; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৭; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৭৩; ড. উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪-১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

‘আলী পাশা মুবারক (মৃতু-১৮৯৩ খ্রি. ১৩১১ হি.)

আলী পাশা মুবারক ছিলেন একাধারে মহান সংস্কারক, ইতিহাসবিদ, প্রকৌশলী ও গাণিতিক। তিনি বর্নিবাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার তত্ত্বাবধানে লেখা পড়ার হাতে খড়ি। তিনি দুই বছরের মধ্যে পবিত্র কুরআন হিফ্য করেন। তিনি কসর ইবনুল ‘আইনী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরে প্রকৌশল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যান। প্রকৌশল বিষয়ে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। অতপর মোহাম্মদ ‘আলী পাশা তাকে যুদ্ধবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ফ্রান্স প্রেরণ করেন। ফ্রান্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মিসরীয় সৈন্য বাহিনীর সাথে যুক্ত হন। তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধলে তিনি মিসরীয় সৈন্যদের সাথে তুরস্ক সফর করেন এবং যুদ্ধ করেন। এরপর তিনি জ্ঞান অর্জন, সাহিত্য অধ্যয়ন ও প্রণয়নের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি ইসমাঈল পাশার সময় সমর মন্ত্রনালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মাদারেসে মিসরিয়া এর পরিচালক ও খেদীভিয়া লাইব্রেরীর প্রধান ছিলেন। এমনিভাবে তিনি মুহাম্মদ আলী পাশা থেকে শুরু করে তাওফীক পাশার সময়কালে সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি তার বাড়িতে জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য চর্চার আসর বসাতেন। তার রচিত সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে الخطط التوفيقية এটি المقريزي এর আদলে রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এটি ২০ খণ্ডে প্রকাশিত। আর কাহিনীধর্মী গ্রন্থ হল علم الدين। এছাড়াও তার অনেক রচনা ও অনুবাদ গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ১৮৯৩ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[১২] তিনি আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন।

সায়্যিদ ‘আবদুল্লাহ নাদীম (১২৬০-১৩২৪ হি./১৮৪৫-১৮৯৬ খ্রি.)

সায়্যিদ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মিছবাহ ইবন ইবরাহীম ১৮৪৫ খ্রি. আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত পালিত হন। তিনি শৈশবকালেই লেখাপড়ার মূলনীতি রপ্ত করেন এবং আল কুরআন হিফয করেন। অতঃপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামে আশ শায়খ ইবরাহীম পাশায় ভর্তি হয়ে ইলমে দীন, ভাষা বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তিনি আরবী সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। তিনি আরবী কবিতা মুখস্ত করেন এবং আরবী গদ্য ও পদ্য অনুশীলন করেন। তিনি টেলিগ্রাফ বিষয়ের উপরও লেখাপড়া করেন। অতপর সরকারী টেলিগ্রাফ অফিসে কিছুদিন চাকুরি করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সাহিত্যাঙ্গনের প্রাণ পুরূষ। সামাজ সেবায় তিনি ভূমিকা রাখেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী সমাজ কল্যাণ সংস্থা এই সংস্থার মাধ্যমে তিনি ছেলে মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে খদীভ তাওফীক পাশা এটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এই ইসলামী কল্যাণ সংস্থা ছিল

[১২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৯-৬২০; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৮

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের মিলন কেন্দ্র। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন এখানে সমবেত হত বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতা শুনার জন্য। আলোচকদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ নাদীম, আহমদ সামীর, আদীব ইসহাক ও ইবরাহীম আল লিকানী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[১৩]

তিনি নিয়মিত পত্রিকায় লিখতেন। অতঃপর তিনি التنكيت والتبكيت নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে তিনি এটির বদলে الطائف পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এটি ছিল আরবী আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের মুখপাত্র। তিনি 'উরাবী পাশার আরবী আন্দোলনে যোগদান করেন। একারণে তিনি মিসর সরকারের রোষাণলে পড়েন। ফলে দশ বৎসর আত্নগোপন করে থাকেন। অবশেষে ১৮৯১ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। কিছু দিন বন্দি করে রাখার পর সরকার তাকে মিসর ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি প্রদান করেন। ফলে তিনি ফিলিস্তিন চলে যান। এক বছর পর তিনি কায়রোতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯২ খ্রি. থেকে তিনি الاستاذ নামক একটি সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনা করতে থাকেন। এতে তিনি দেশ ও সমাজের অসঙ্গতি তোলে ধরেন এবং স্বাধীকার অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে সরকার দ্বিতীয়বার তাকে দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে তিনি ইস্তাম্বূল চলে যান। তিনি সেখানে সরকারী মুদ্রণ বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৬ খ্রি. তিনি ইস্তাম্বুলে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উচু মাপের একজন যাজল রচয়িতা ছিলেন। তার কাব্য সংকলনের নাম سلا فة النديم في منتخبات السيد عبد الله نديم তার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:

- الساق علي الساق في مكا بده المشلق
- كان ويكون
- النحلة في الرحلة তার উপন্যাস গ্রন্থ হল الوطن و العرب [১৪]

'উসমান বেক জালাল (১৮২৮-১৮৯৮ খ্রি.)

'উসমান জালাল মিসরের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সফল অনুবাদক। তিনি মিসরের মুদীরিয়্যার বনী সুয়াইফ এ ১৮২৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাষা স্কুলে ভর্তি হন। রিফা'আ বেক ছিলেন তার শিক্ষক। তিনি সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন পদে চাকরি করেন। তিনি ১৮৮১ খ্রি. বেঞ্চ আদালতে বিচারকের পদে আসীন হন। العيون اليواقظ তার অনুবাদ গ্রন্থ। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে السياحة الخديوية في الاقاليم المصرية । তিনি লাফনতিনের امثال , মুলিয়রের هزليات , রাছিনের ماسي অনুবাদ করেন। তিনি বিভিন্ন নাটক

[১৩] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৩৫৬; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৭, ৬০৮

[১৪] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৮; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৭, ৬০৮; হান্না আল ফাখুরী, আল জামে ফী তারিখিল আদবিল আরবী (বৈরুত: দারুল জীল, তাবি), পৃ. ৯৩,৯৪; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ও উপন্যাস আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই জন্য তাকে আধুনিক যুগের স্বদেশী নাটকের জনক বলা হয়। তিনি ১৮৯৮ সালে ইন্তিকাল করেন।[১৫]

'আয়শা আত তায়মুরিয়্যাহ (১৮৪০-১৯০২ খ্রি.)

'আয়শা আত তায়মুরিয়্যাহ মুহাম্মদ আলী পাশার যুগের শেষ পর্যায়ে ১৮৪০ খ্রি. মিসরের কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও লেখক হিসেবে খ্যাত।[১৬] আধুনিক আরবী কাব্য জগতের সর্বপ্রথম প্রথিতযশা মহিলা কবি হিসেবে তিনি খ্যাতিমান। তার পিতার নাম ইসমাঈল পাশা তাইমুর ছিলেন কুর্দী বংশোদ্ভুত এবং মাতা ছিলেন মামলুক বংশোদ্ভুত। বাল্যকাল থেকেই তিনি লেখাপড়া ও সাহিত্য চর্চায় অনুরাগী ছিলেন। তিনি ভাষা বিজ্ঞান ও ইল্‌মে দীনের জ্ঞান অর্জন করেন। এমনিভাবে আরবী, ফার্সী ও তুর্কি ভাষায় সমান পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি সাহিত্যচর্চা ও প্রাচীন কবিদের দিওয়ান পাঠ করতেন। এমনিভাবে তার মধ্যে কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ১৮৫৪ খ্রি. মুহাম্মদ তাওফীক বেগ আল ইস্তাম্বুলীর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি ইস্তাম্বুল চলে যান। ১৮৭৫ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর মিসর প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাব্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।[১৭]

আরবী ভাষায় রচিত তার কবিতা সমূহ حلية الطراز এবং তুর্কী ভাষায় রচিত কবিতার দিওয়ান شكوفة নামে পৃথক সংকলনে প্রকাশিত হয়। তার আরবী কাব্যগ্রন্থ حلية الطراز বেশ কয়েকবার প্রকাশিত হয়। প্রাচীন সংস্করণ সমূহে এটিকে الديوان المحي رفات الادب البالغ من فنون البلاغة غاية الارب নামে নামকরণ করা হয়েছে। কাহিনী মূলক গদ্য النثر القصصي রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন।

তার গদ্য সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হল الاحوال في الاقوال والافعال এটি نتا يج الف ليلة وليلة এর আদলে রচিত। তাছাড়া তার مراة التامل في الا مور নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে। এটি ১৮৯৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়।[১৮] তার সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে Hay wood বলেন,[১৯] Her poetical style was old fashioned while her prose shwos maquama influence. তিনি ১৯০২ খ্রি. কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।[২০]

কাসেম বেক আমীন (মৃ. ১৯০৮ খ্রি.)

কাসেম বেক আমীন কুর্দী বংশোদ্ভুত। তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরে লেখা পড়া করেন। অতঃপর তিনি লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে চলে যান। সেখানে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। মিসর

---

[১৫] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৯; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড*, পৃ. ১০৩-১০৭

[১৬] আহমদ কাবিবশ,*তারীখুশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস, (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৭১ খ্রি. ১৩৯১ হি.)*, পৃ. ২৬

[১৭] হান্না ফাখুরী, *আল জামি,২য় খণ্ড*, পৃ. ১১৯; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৮৮

[১৮] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৬, ২৭

[১৯] Hay wood, p-84

[২০] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৬; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাবর্তন করে তিনি দেশীয় আদালতের আপিল বিভাগের পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমৃত্যু এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি ছিলেন অনন্য সংগঠক, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, ও মিসরীয় নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্র সেনানী এবং একজন সমাজ সংস্কারক। تحرير المراة و المراة الجديدة নামক গ্রন্থ দুটি নারী মুক্তি বিষয়ক গ্রন্থ। তিনি আরবী ভাষার চেয়ে ফ্রান্সের সাহিত্যের উপর বেশি দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯০৮ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২১]

মুস্তফা কামিল পাশা (১৮৭৪ -১৯০৮ খ্রি.)

তার নাম মুস্তফা ইব্ন 'আলী আফিন্দী মুহাম্মদ। তিনি মুস্তফা কামিল পাশা নামে খ্যাত। তিনি ১৮৭৪ খ্রি. ১৪ আগষ্ট মিসরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসরীয় রেনেসাঁ আন্দোলনের অগ্রসেনানী এবং মিসরীয় জাগরণের অগ্রপথিক, বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, বাগ্মী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ছয় বছর বয়সে তার পিতা তাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। অতপর তিনি মাদরাসাতুল হুকুক থেকে সার্টিফিকেট লাভ করেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী 'আলী মুবারক পাশার মজলিশে শরীক হতেন। মন্ত্রী তার বিরল মেধা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তার জন্য মাসিক শিক্ষাবৃত্তি মঞ্জুর করেন। অতঃপর তিনি দিনের বেলায় মাদরাসাতুল হুকুক আল খদীভীয়ায় এবং রাতে মাদরাসাতুল হুকুক আল ফ্রান্সিয়ায় অধ্যয়ন করেন। যুগৎপতভাবে তিনি উভয় শিক্ষা নিকেতন থেকে সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ফ্রান্সের তুলুযে গমণ করেন এবং সেখান থেকে সর্বশেষ সনদ লাভ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং মিসরকে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্ত করতে সংকল্পবদ্ধ হন। ছাত্রজীবনেই তিনি তার লেখনী ও ক্ষুরধার বক্তৃতার জন্য ছাত্রদের সমাজে ও লেখকদের মাঝে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তার অসংখ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ الاهرام ও المويد পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাজনীতির মাধ্যমে দেশ সেবা ও স্বাধীনতার জন্য বিচারকের লোভনীয় পদ ও আইন পেশা তিনি পরিত্যাগ করেন। তিনি মিসরের স্বাধীনতা প্রচারের জন্য বেশ কয়েকবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। বিশেষ করে ফ্রান্স অন্যতম। তিনি তার ক্ষুরধার ও যুক্তিপূর্ণ লিখনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সমাবেশে বলিষ্ট বক্তৃতার মাধ্যমে জনমত গঠনে ব্রতী হন। তিনি রাজনীতি ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে দেশ সেবা করেন। তিনি المدرسة নামে একটি সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করেন। একই উদ্দেশ্য اللواء নামে আরবী, ফরাসী ও ইংরেজি এই তিন ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে المسا لة الشرقية , فتح الاندلس ও الحزب الوطني ইত্যাদি। তিনি আব্দুল্লাহ নদীম এর সহচার্য লাভ করেন এবং তার নিকট থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৮ খ্রি. ১০ ফেব্রুয়ারী বুধবার মুত্যুবরণ করেন। তার জানাযায় দশ

[২১] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬০৯; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৫৯১-৯২

Dhaka University Institutional Repository

সহস্রাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন। তার মৃত্যুতে লেখক ও কবিগণ এবং বিশ্বের পত্রিকাগুলো শোক প্রকাশ করেন।[২২]

সা'দ যগলুল পাশা (১৮৫৭ - ১৯২৭ খ্রি.):

তার নাম স'াদ ইবনে শায়খ ইবরাহীম যগলুল। তিনি পশ্চিম মুদিরিয়ার ইবিয়ানা (ابيانة) নামক স্থানে ১২৭৩ মতান্তরে ১২৭৭ হি. মোতাবেক ১৮৫৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেখানে লেখাপড়া করেন এবং আল কুরআন হিফয করেন। অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য মিসরের আল আযহারে ভর্তি হন। তিনি علم اللغة , النحو ,الادب التوحيد ,المنطق এবং علوم التشريع ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানঅর্জন করেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকে বিতর্কের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বিভিন্ন বিতর্ক সমাবেশে যোগদান করে বিজয়ী হতেন। ফলে ছাত্রদের মাঝে একজন বিতার্কিক হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। জামাল উদ্দিন আফগানী মিসরে আগমণ করলে তিনি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'আরব বিপ্লবে জড়িত হওয়ার কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন। সাত মাস পর তিনি মুক্ত হন। কর্মজীবনে তিনি আইন পেশায় আত্মনিয়োগ করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি আইন পেশায় খ্যাতি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আপিল আদালত এর বিচারক/পরামর্শক হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই সময় তিনি ফ্রান্স থেকে আইন বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯০৬ খ্রি. তিনি শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা। মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনের হিরু, সমগ্র প্রাচ্যের প্রাণপুরুষ। তিনি الوقائع المصرية এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি মাহমুদ সামী আল বারূদীর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তার ক্ষুরধার লেখনী, বক্তৃতা ইত্যাদি আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে এবং স্বাধীন মিসর প্রতিষ্ঠায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি পদে সমাসীন থাকা অবস্থায় ১৯২৭ খ্রি. ইন্তিকাল করেন।[২৩]

ফতহী পাশা যগলুল (মৃ. ১৯১৪ খ্রি.)

তিনি ছিলেন মিসরের মুহাক্কেক ফকীহ ও দক্ষ অনুবাদক। তার লেখনী আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: كتاب المحا مات , القانون و القوانين المصرية المدني ইত্যাদি। তিনি ১৯১৪ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।

---

[২২] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৬০৯,৬১০; হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩৫৭,৩৫৮; সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *জওয়াহিরুল আদব (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ২০০৫ খ্রি.), পৃ.* ৩৪২; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু), প্রাগুক্ত, পৃ.* ৬০৯

[২৩] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৬১১,৬১২; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু), প্রাগুক্ত, পৃ.* ৬০৯; আহমদ আল হাশিমী, *প্রাগুক্ত ,পৃ.* ৩৪৩, ৩৪৪; হাসান যয়্যাত, *প্রাগুক্ত, পৃ.*৩৫৯, ৩৬০

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ পাশা তায়মুর (মৃ. ১৯২৭ খ্রি.)

আহমদ পাশা তায়মূর ছিলেন ইতিহাসবিদ, অভিধান প্রণেতা, গ্রন্থ প্রণেতা, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্যিক। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল الخزانة التيمورية তবে অভিধানের নাম قاموس اللغة العامية তিনি ১৯৩০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৪]

মুহাম্মদ বেক আল মুয়ায়লিহী (১৮৫৮-১৯৩০ খ্রি.)

মুহাম্মদ বেক আল মুয়ায়লিহী ১৮৫৮ খ্রি. মিসরের কায়রোর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইব্রাহীম। তিনিও উঁচু মাপের একজন সাহিত্যিক ও ব্যবসায়ী ছিলেন। তার পিতা তাকে ইংরেজদের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দেন। সেখানে সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করত। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন এবং আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি জামাল উদ্দিন আফগানী ও মুহাম্মদ 'আবদুহু এর দরবারে যাতায়াত করতেন। তার পিতা তাকে সরকারী দপ্তরে চাকুরী দেন। এতদসত্ত্বেও তিনি আরবী বিপ্লবের সাথে শরীক হন। বিপ্লব প্রশমিত হওয়ার পর তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। অতঃপর তিনি মিসর ছেড়ে ইতালীতে তার পিতার সাথে মিলিত হন। এমন সময় জামাল উদ্দিন আফগানী العروة الوثقي পত্রিকা বের করতে তাকে সহযোগিতা করার জন্য প্যারিসে আসার আহবান জানায়। তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। এতে তিনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ব করতে অবকাশ পান। এবং কোন কোন ফরাসী সাহিত্যিকদের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। তম্মধ্যে ইস্কান্দর দীমাস আস সগীর অন্যতম। তিনি তার পিতার সাথে ইতালী থাকা অবস্থায় ইতালী ভাষা ও লাতিনী ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ইতালী ও ফ্রান্সে তিন বছর কাটান। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তন করেন। এসময় তিনি আবুল আলার رسالة الغفران ও বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে মশগুল হন। সেখান থেকে তিনি কায়রো প্রত্যাবর্তন করেন এবং المقطم, المويد, الاهرام পত্রিকার সম্পাদনার সাথে যুক্ত হন। তার পিতা ইতালী থেকে মিসর আসলে مصباح الشرق সাহিত্য সাময়িকী বের করেন। তিনি তাকে পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেন। এই পত্রিকায় তিনি حديث عيسي ابن هشام ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। ১৯০৬ খ্রি. এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১০ খ্রি. তিনি مدير الاوقاف নিযুক্ত হন। এসময় তিনি المقطم পত্রিকা সম্পাদনা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। এছাড়া তিনি ادب النفس নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুহাম্মদ বেক মুয়ায়লিহী একাধারে সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন। তিনি ১৯৩০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৫]

---

[২৪] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৯

[২৫] ড. শওফী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মুয়াসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪,২৩৫; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০৯

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ যাকী (মৃ. ১৯৩৪ খ্রি.)

আহম্মদ যাকী মিসরের একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার প্রসারে এবং আরবী রচনাবলীর পূণর্জাগরণে অবদান রেখেছেন। তার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: الخزانة الزكية তিনি ১৯৩৪ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৬]

ইব্রাহীম বেক আল মুয়াইলিহী (মৃ. ১৯০৬ খ্রি/১৩২৩ হিঃ)

তার প্রকৃত নাম ইব্রাহীম বেক ইবনে আস্ সায়্যিদ আবদুল খালেক আল মুয়াইলিহী। তার পূর্ব পুরুষ ছিলেন আরবের। তারা দীর্ঘদিন পূর্বে মিসর আগমন করেন। তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত পালিত হন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে ব্যবসা বাণিজ্যে মশগুল হয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও তিনি ইল্ম চর্চা ও সাহিত্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। বিশেষত তিনি বিভিন্ন কিতাব ও কবিতার দিওয়ান অধ্যয়ন করেন। তিনি মিসরের বড় বড় জ্ঞানী ও সাহিত্যিকদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তিনি জামাল উদ্দিন আফগানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি আরবী ভাষার সাথে ফরাসী ও তুর্কী ভাষায়ও দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস ভালভাবে রপ্ত করেন। খদীভ ইসমাঈল পাশা তাকে আপিল বিভাগের সদস্য নিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন পদে সমাসীন ছিলেন। তিনি মূল্যবান কিতাবাদী রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্তে جمعية المعارف এর সাথে সংযুক্ত হন। তিনি ১২৮৫ হিজরীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, মুহাম্মদ উসমান জালাল বেক এর সাথে نزهة الافكار নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যখন ইসমাঈল পাশা মিসর থেকে ইতালী গমণ করেন তখন তাকে তার প্রেস সচিব হিসেবে সাথে নিয়ে যান। সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করে তিনি ইস্তাম্বুল চলে যান। সেখানকার সুলতান তাকে সম্মান করেন এবং তাকে مجلس المعارف এর সদস্য নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করে পুনরায় মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি مصباح الشرق সাময়িকী প্রকাশ করেন। যা সকলের নিকট সমাদৃত ছিল। তার রয়েছে جزل ও بديع এর উপর কবিতা। তার ماهنا لك নামক একটি গ্রন্থ রয়েছে। যেটিতে তৎকালীন সময়ের চিত্র তিনি উপস্থাপন করেছেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা মনে করা হয়ে থাকে। তিনি ১৯০৬ খ্রি. মোতাবেক ১৩২৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[২৭]

[২৬] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

[২৭] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৬০২,৬০৩; ড. শওফী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মুয়াসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.*২৩৪

Dhaka University Institutional Repository

রেনেসাঁ আন্দোলনে সিরীয় প্রাণ পুরুষগণ

শামী বা সিরিয়ার যেসব কবি সাহিত্যিক আধুনিক আরবী কবিতা ও সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে অবদান রেখেছেন তাদের সম্যক পরিচয় আলোকপাত করা হলো।

বুতরুস কারামা (মৃ. ১২৬৮ হি. ১৮৭১ খ্রি.)

তার নাম বুতরুস ইবনে ইব্রাহীম কারামা। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক ও খ্যাতনামা কবি। তার পিতা ছিলেন হিমসের অধিবাসী। পরবর্তীকালে তিনি লেবানন চলে আসেন। এখানে বুতরুস কারামা ১৭৭৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তুর্কী ও আরবী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি আমীর বসীর আল শিহাবীর সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাদের আরবী ও তুর্কী ভাষা শিক্ষাদান করতেন। এই সুবাদে তিনি আমীর বশীরের আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তার দরবারের সভাকবি ছিলেন। তিনি রাজদরবারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমীর বশীর এর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এসবের পাশাপাশি তিনি কাব্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। তার কবিতাগুলি তিনটি কাব্য সংকলনে সংগৃহীত। তম্মধ্যে একটি দিওয়ান ১৮৯৮ খ্রি. বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়। এটি আমীর বশীরের প্রশংসায় রচিত। الدراري السبع নামক তার একটি কাব্য সংকলন রয়েছে। তিনি ১৮৫১ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৮]

ফ্রান্সিস মররাশ হালবী (মৃ. ১৮৮৩ হি.)

মররাশ হালবী ছিলেন একজন দার্শনিক কবি। তিনি এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তিত্ব যিনি কবিতা ও সাহিত্যে নতুনত্ব পছন্দ করতেন এবং নবজাগরণের দিকে আহবান জানাতেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[২৯]

আদীব ইসহাক (১৮৫৬-১৮৮৫ খ্রি. /১২৭২-১৩০২ হি.)

আদীব ইসহাক সিরিয়ার দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লেখাপড়া করেন। অতঃপর তিনি মিসর, প্যারিস, বৈরূত, আলেকজান্দ্রিয়া ভ্রমণ করেন এবং জামাল উদ্দিন আফগানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্রিষ্টান আরবী সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব। তাওফীক পাশার শাসনামলে তিনি আদালত ও শিক্ষা বিভাগে কাজ করেন। আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনে তিনি লেখনির মাধ্যমে ভূমিকা রাখেন। তিনি নাট্য ও অভিনয় শিল্পে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তার রচতি সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে:

- نزهة الاحداق في مصارع العشاق

[২৮] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু), প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০;

[২৯] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু), পৃ. প্রাগুক্ত*, ৬১০

Dhaka University Institutional Repository

- رواية شارلمان
- تراجم مصر في هذا العصور

'আবদুর রহমান আল কাওকাবী (মৃ. ১৯০২ খ্রি.)

'আবদুর রহমান আল কাওকাবী ছিলেন একাধারে একজন সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও সাহিত্যিক। তিনি মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র সফর করেছেন। তিনি স্থায়ীভাবে মিসরে বসবাস করেন। তিনি ১৯০২ খ্রি. মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত সাহিত্য কর্মের মধ্যে রয়েছে। ام القري ، طبائع الاستبداد

জামিলুল মুদাওয়ার (মৃ. ১৯০৭ খ্রি.)

জামিলুল মুদাওয়ার বৈরূতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন উচু মাপের সাহিত্যিক। তার রচিত গ্রন্থের নাম حضا رة الاسلا م في دار السلام তিনি ১৯০৭ খ্রি. বৈরূতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩০]

নাজীব আল হাদ্দাদ (১৮৬৭-১৮৯৯ খ্রি.)

নাজীব আল হাদ্দাদ ছিলেন একজন বড় মাপের সাহিত্যিক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, দক্ষ অনুবাদক ও প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ১৮৬৭ খ্রি. বৈরূতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুলায়মান আল হাদ্দাদ ছিলেন তার পিতা এবং তার মাতা ছিলেন আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ শায়খ নাছীফ আল ইয়াযিজীর কন্যা। পারিবারিক ভাবে তিনি সাহিত্য সংস্কৃতির ভেতর বেড়ে উঠেন এবং কাব্য প্রতিভার অধিকারী হন। তিনি বৈরূতে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর তার পিতার সাথে মিসর গমন করেন। দশ বছর পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং মামা খলিল ও ইব্রাহীম ইয়াজিযীর সান্নিধ্যে থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে যান। তিনি বাল্যকাল থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। কবিতার পাশাপাশি তিনি নাটক, উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি একজন সুদক্ষ অনুবাদক ও গদ্য লেখক হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৮৯৪ খ্রি: তিনি الاهرام পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগ দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে لسان العرب নামে একটি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি السلام নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার অধিকাংশ কবিতা منتخبات الحداد নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়। এটি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। تذكار الصبا নামে তার আরও একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তিনি ভরা যৌবনে ১৮৯৯ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

[৩০] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

[৩১] হান্না ফাখুরী, আল জামি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২৩; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১০

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ তাহের আল জযায়েরী (মৃ. ১৯২৫ খ্রি.)

তাহের আল জযায়েরী দামেস্কের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও আলিম। তিনি ১৯২৫ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩২]

জুরজী বেক যায়দান (মৃ. ১৯১৪ খ্রি./ ১৩৩২ হি.)

প্রকৃত নাম জুরযী ইবন হাবীব যায়দান। তিনি বৈরূতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবিকার প্রয়োজনে তিনি লেখাপড়া ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে নিতে পারেননি। ফলে পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে তিনি তার পিতার কাজে সাহায্য করতেন। অথচ তার ইল্ম ও সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি ইলম ও সাহিত্যের কিতাব তার হাতে এলেই তা মনোযোগ সহকারে পড়তেন। তিনি ১৮৮১ খ্রি. চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রাথমিক বইগুলো অধ্যয়নের পর চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ভর্তি হন। পরে ভেষজ বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি মিসর গমণ করে মাদরাসাতুল মিসরিয়া থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান সমাপ্ত করেন। এটির পাশাপাশি তিনি সাহিত্য চর্চা করেন। কয়েক বৎসর الزمان পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি অনুবাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ খ্রি. তিনি সুদানের সাথে সংগঠিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বৈরূত প্রত্যাবর্তন করেন। এসময় তিনি ইবরানী ও সুরিয়ানী ভাষা দুটি রপ্ত করেন। তিনি الفلسفة اللغوية নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি মিসর প্রত্যাবর্তন করে المقتطف সাময়িকী সম্পাদনায় সহযোগিতা করেন। কিছুদিন তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ১৮৯২ খ্রি. الهلال পত্রিকা গড়ে তোলেন। এটির মাধ্যমে তিনি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিষয়ক, আলোচনা পর্যালোচনা করেন। তিনি ইতিহাস বিষয়ক ৮টি, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ৮টি গ্রন্থ এবং ১৮টি উপন্যাস রচনা করেন। তার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে ইসলামী ইতিহাস আর অন্য চারটি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখিত। তার গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল: সাহিত্যের উপর রচিত تاريخ اداب اللغة العربية গ্রন্থটি। এটি চার খণ্ডে বিভক্ত। তিনি ১৯১৪ খ্রি. মোতাবেক ১৩৩২ হি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩৩]

ড. ইয়াকুব ছরূপ (মৃ. ১৯২৭খ্রি./১৩৪৬ হি.)

ইয়াকুব ছরূপ ইব্ন নিকোলা বৈরুতের নিকটবর্তী হাদাস শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ পরিচালিত سوق الغرب ও عبيه নামক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন এবং বৈরুতের আমেরিকান কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি ভাষাতত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রকৃতি বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৭০ খ্রি. তিনি উচ্চতর সনদ লাভ করেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। ফ্রান্স ও গ্রীক ভাষায় তার সমান

[৩২] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬১০

[৩৩] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৬১৮; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬১০

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষতা ছিল। তিনি যেই কলেজে অধ্যয়ন করেন সেই কলেজেই শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৭৬ খ্রি. ড. ফারেস নমর এর সাথে المقتطف পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটিতে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, সাহিত্য, কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি আলোচনা করা হত। ১৮৮৮ খ্রি. তিনি তার বন্ধুদের সাথে المقطم নামক একটি রাজনৈতিক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি তিনটি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। তম্মধ্যে ২টি মিসর ও একটি লেবানন থেকে প্রকাশিত হয়। তার অনুদিত গ্রন্থ হল سر النجاح। ড. ইয়াকুব ছরূফকে প্রকৃতপক্ষে মিসরের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আরবী সাহিত্যর রেনেসাঁ আন্দোলনের পুরোধা গণ্য করা হয়। তিনি ১৯২৭ খ্রি. মোতাবেক ১৩৪৬ হি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩৪]

রেনেসাঁ আন্দোলনে ইরাকী প্রাণ পুরুষগণ

যেসব ইরাকী আলিম ও সাহিত্যিক আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ আন্দোলনকে তরান্বিত করতে ভূমিকা পালন করেছেন তারা হলেন:

শিহাবুদ্দিন আলুসী (১৮০২ - ১৮৫৪ খ্রি.)

শিহাবুদ্দিন আলুসী ১৮০২ খ্রি. বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুফতী, মুহাদ্দীস, মুফাসসির, কবি ও সাহিত্যিক। তার পিতার হাতেই লেখাপড়ার হাতে খড়ি। বাগদাদের খ্যাতনামা আলিমদের নিকট থেকে ধর্মীয় শাস্ত্রের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেন। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দামিস্ক, বৈরূত, মাওসুল ও ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করেন। তিনি ভাষা শাস্ত্রেও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বাগদাদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন এবং গ্রন্থ রচনায় মনোযোগী হন। তাছাড়া তিনি ১৮৩২ খ্রি. থেকে বাগদাদের মুফতীর পদেও দায়িত্ব পালন করেন। তার সুনাম সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে স্বার্থান্বেষী মহলের বিভিন্ন অপবাদের কারণে তিনি ইরাকের গভর্নরের বিরাগভাজন হন। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি ১৮৫১ খ্রি. ইস্তাম্বুল চলে যান। সেখানে তিনি রাজ পরিবারের সাথে সু-সম্পর্ক তৈরি করেন। তিনি তাদের নিকট তার মনোবেদনা ব্যক্ত করেন এবং তার সুলিখিত বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মা'আনী পেশ করেন। এতে তিনি প্রচুর সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। তিনি পুনরায় বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৮৫৪ খ্রি. বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ, تفسيرروح المعاني নয় খণ্ডে সমাপ্ত। এই তফসীর গ্রন্থটি ১৮৮৩ খ্রি. মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। دقائق التفسير এটিও একটি তাফসীর, المقا مات এটি হামদানী ও হারীরীর মাকামার আদলে রচিত। এটি ১৮৫৬ খ্রি. কারবালা থেকে প্রকাশিত হয়। الطراز المذهب এটি আল বায আল আসহাবের একটি প্রশংসাগীতির ব্যাখ্যা গ্রন্থ। شرح القصيدة العينية এটি হযরত আলী (র.) এর প্রশংসায় রচিত কবি আব্দুল বাকী আল উমরীর একটি কবিতার ব্যাখ্যা গ্রন্থ।

[৩৪] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৫৯৭-৫৯৮; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু), পৃ.* ৬১১

Dhaka University Institutional Repository

كشف الطرة عن الغرة এটি হারীরীর درة الغواص এর ভাষ্য। এটি দামিস্ক থেকে প্রকাশিত হয়। ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক তার গ্রন্থাদি হল نشوة الشمول في السفر الي استانبول এটি ১৮৭৪ খ্রি. বাগদাদ থেকে প্রকাশিত হয়। غرائب الاغتراب, نشوة المدام في العود الي دار السلام ১৯০৯ খ্রি. বাগদাদ থেকে প্রকাশিত। তার অনেকগুলো কবিতা তার রচিত গ্রন্থ গুলোতে স্থান পেয়েছে।[৩৫]

মাহমুদ শুকরী আলুসী (মৃ. ১৯২৩ খ্রি.)

সায়্যিদ মাহমুদ শুকরী আলুসী ছিলেন ইরাকের একজন নামীদামী সাহিত্যিক। তিনি ইরাকের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে, بلوغ الارب في احوال العرب এটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। ১৯২৩ খ্রি. তিনি ইরাকে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৬]

আবদুল গাফফার আখরাস (১৮০৫-১৮৭০খ্রি.)

আবদুল গাফফার ইব্ন 'আবদুল ওয়াহিদ, ১৮০৫ খ্রি. মাসুলে জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদে চলে আসেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন শায়খদের নিকট ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি তোতলা ছিলেন বলে আখরাস নামে অধিক পরিচিতি লাভ করেন। বাগদাদের গর্ভনর দাউদ পাশার সাথে তার ঘনিষ্টতা ছিল। তিনি নিয়মিত রাজসভায় যোগদান করতেন। বাগদাদ ও বসরার কবি সাহিত্যিকদের সাথে তার সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে। তিনি ছিলেন শক্তিশালী ও মননশীল কবি। বাগদাদের বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতিতে বিদ্রোপাত্নক কবিতা রচনার কারণে তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাসীয় কবি আবু নুওয়াস এর মত তিনি মদ, নারী ও বালক প্রেম নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাছাড়া, তৎকালীন গভর্নর, বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক লোকদের প্রশংসায় অনেক স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ১৮৭৩ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর আহমদ ইজ্জত পাশা আল 'উমরী তার কবিতাসমূহ একত্রিত করে الطراز الانفس في شعر الاخرس নামে সংকলন করেন। এই দিওয়ানটি ১৮৮৬ খ্রি. ইস্তাম্বূল থেকে প্রকাশিত হয়।[৩৭]

রেনেসাঁ আন্দোলনে মরক্কোর প্রাণ পুরুষগণ

আরবী সাহিত্যর রেনেসাঁ আন্দোলনে মরক্কোর প্রাণ পুরুষগণের কয়েকজনহলেন:

---

[৩৫] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬১১; ড. উমর আদ দাসুকী, *প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড*, পৃ. ৫৭ ; জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ.৬২১

[৩৬] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬১১

[৩৭] জুরজী যায়দান, *৪র্থ খণ্ড*, পৃ. ৫৮০ ; হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬১১

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ বয়রম (মৃ. ১৮৮৯ খ্রি.)

মুহাম্মদ রয়রম মরক্কোর একজন সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক। তিনি মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি সেখানে الاعلام নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে صفوة الاعتباربمستودع الامصار এটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। তিনি ১৮৮৯ খ্রি. মিসরে ইন্তিকাল করেন।[৩৮]

খায়রুদ্দীন পাশা (মৃ. ১৮৯০ খ্রি.)

খায়রুদ্দীন পাশা ছিলেন একজন প্রতিথযশা আলিম ও মন্ত্রী। তিনি স্বীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাবলে তিউনিসিয়ার মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে: اقوام المسالک في معرفة احوال الممالک এটি তৎকালীন শাসকদের নিয়ে রচিত একটি উৎকৃষ্টমানের গ্রন্থ। তিনি ১৮৯০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩৯]

[৩৮] হাসান যয়্যাত, *(উর্দ্দু)*, পৃ. ৬১১
[৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী কবিতায় রেনেসাঁ

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে রেনেসাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। আরব রেনেসাঁয় আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার অগ্রগতির পাশাপাশি আরবী সাহিত্যেরও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। বিশেষ করে আরবী কবিতায় এর প্রভাব পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে জাহিলী যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে আরবী কবিতার বিষয়বস্তু, ভাবে ও আঙ্গিকে নতুনত্ব আসে। আরবী কবিতায় এই রেনেসাঁর কখন সূচনা হয় এবং কিভাবে হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। আরবী কবিতার উৎপত্তি ও এর বিভিন্ন আঙ্গিকের উপর পরিচ্ছেদ ভিত্তিক নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরবী কবিতার উৎপত্তি

আরবী সাহিত্যে কবিতার অগ্রগতি অতুলনীয় ও অনেক গুণ সমৃদ্ধ। তাই আরবী কবিতা আরবী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সাহিত্যের প্রবেশদ্বার কবিতা। পৃথিবীর সকল ভাষার ন্যায় আরবীতেও সাহিত্য হিসেবে সর্বপ্রথম কবিতার উদ্ভব হয়। প্রাচীন আরবী সাহিত্যে কবিতার উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। অবশ্য ইসলামের আবির্ভাবের দেড়শো বছর পূর্বে জাহিলী কবিতা আমরা লাভ করেছি।[১] উল্লেখ্য যে, আরবী কবিতা বহু পর্যায় পেরিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু বিকাশ যুগের অরসোত্তীর্ণ কবিতার কোন নিদর্শন আজ আর নেই। আরবের স্মৃতিশক্তি শুধু সেসব কবিতাই ধরে রেখেছে যা রসোত্তীর্ণ ও মানোত্তীর্ণ হয়ে সকলের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছে ।[২] জাহিলী যুগের প্রাচীন কবিদের কবিতার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাদের পূর্বে আরো বহু কবি অতীত হয়েছেন এবং কবিতা ধারাবাহিকভাবে বর্তমান পর্যায়ে উপণীত হয়েছে। ইমরুউল কায়স (মৃ. ৫৪০ খ্রি.) বলেন-[৩]

عوجا علي الطلل المحيل لعلنا + نبكي الديار كما بكي ا بن خزام

"প্রেয়সীর প্রাচীন বাস্তুভিটার কাছে থাম। যাতে আমরা তার লুপ্ত প্রায় গৃহের নিকট দাঁড়িয়ে প্রাণভরে কাঁদতে পারি। ইতোপূর্বে যেমনটি কেঁদেছে ইবন খিযাম"।

'আনতারা ইব্ন শাদ্দাদ (মৃ.৬১৫খ্রি.) বলেন-[৪]

هل غاد رالشعراء من متردم + أم هل عرفت الدار بعد توهم

"পূর্ববর্তী কবিগণ কোন শূন্যতা কি রেখে গিয়েছে? যা আমরা পূরণ করবো। নাকি তুমি অনেক চিন্তা ভাবনার পর প্রেয়সীর ঘরটি চিনতে পেরেছ?"।

যুহায়র ইবন আবী সুলমা (মৃ.৬০৯ খ্রি.) আরো স্পষ্ট করে বলেন-[৫]

---

[১] এ প্রসঙ্গে ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম বলেন, ولا شك أن ما وصلنا من اشعار الجاهلية انما يرجع الي مائة و خمسين سنة قبل ظهور الدعوة الاسلامية - ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *মিন রওয়া'ইল আদবিল 'আরবী (কুয়েত: দারুল বুহুছ আল 'ইলমীয়া, ১৯৭৯ খ্রি.)*, পৃ. ৪৬

[২] আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যর ইতিহাস (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫ খ্রি.)*, পৃ. ৩৫; গোলাম সামদানী কোরায়শী, *আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমী,জুন, ১৯৭৭ খ্রি.)*, পৃ. ৬

[৩] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরুল জাহিলী (কায়রো : দারুল মা'আরিফ,তা.বি,)*,৩১ *তম সংস্করণ*, পৃ. ১৮৩; ড.হাসসান হাল্লাক, *আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (সম্পাদনা), (বৈরূত: দারূ এহয়া'উল 'উলূম, ১৯৯৪ খ্রি.)*, পৃ. ৪৮; ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

[৪] আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরবী (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৬ হি. ২০০০ খ্রি.)*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ.২৮-২৯; ড.হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[৫] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ, আল আসরুল জাহিলী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

ما ارانا نقول الآ معارا + اومعادا من لفظنا مكرورا

"আমার মনে হয়, আমরা হয়তবা ধার করা ভাবধারা বা পূর্বে কথিত বা পূনঃপূনঃ উক্ত বাক্য প্রকাশ করে থাকি।"

ইমরুউল কায়স কোন ইবনে খিযাম সম্পর্কে বলেছেন? তিনি কোন শব্দ সম্ভার ও কাব্য শৈলী দ্বারা তার প্রেয়সীর জন্য কেঁদেছেন, সে সম্পর্কে আমরা জানিনা। 'আনতারা ইবনে শাদ্দাদ যে সব কবিদের কথা বলেছেন তারা কারা? তারা কোন কবিতা রচনা করে কবিতার শূন্যতা পূরণ করেছেন, তা আমাদের অজানা। যুহায়র ইবন আবী সুলমা যাদের কাছ থেকে কবিতার ভাবধারা গ্রহণ করেছেন, তারা কারা? তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায়না।

জাহিলী যুগের কবিদের ইংগীতময়ী এসব কাব্যাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় অতীতে অসংখ্য কবি কাব্য চর্চা করেছেন। আরবী কবিতা ধারাবাহিকভাবে বর্তমান পর্যায়ে উপণীত হয়েছে। আরবী কাব্য সমালোচকগন ও ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবী কবিতার উদ্ভব হয়।[৬] আরবের বিখ্যাত তঘলিব গোত্রের কবি মুহলহিল বিন রাবী'আ (মৃ.৫৩১ খ্রি.) তার ভাই ও গোত্র প্রধান কুলায়ব এর মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণ করে একটি কবিতা (মরসিয়া) রচনা করেন। এই কবিতাই প্রাক ইসলামী যুগের প্রথম শিল্প সঙ্গত সুসম্পন্ন কবিতা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্যাতিমান কাব্য সংকলয়িতা ও সমালোচক ইবনু সালামও (মৃ.২৩৫ হি.) অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কবি ফরযদক (মৃ. ১১০হি./৭২৮খ্রি.) বলেন: ومهلهل الشعراء ذاك الاول অর্থাৎ মুহলহিল কবিদের মধ্যে প্রথম কবি।[৭] মুহলহিল (মৃ.৫৩১ খ্রি.) রচিত শোকগাঁথা কবিতার একাংশ:[৮]

كليب لاخير في الدنيا ومن فيها + إن أنت خليتها فيمن يخليها

كليب أي فتي عزو مكرمة + تحت السقائف اذ يعلوك سا فيها

نعي النعاة كليبا إلي فقلت لهم + مادت بنا ا لا رض ام مادت رواسيها

ليت ا لسماء علي من تحتها وقعت + وانشقت الارض فانجا بت بمن فيها

"দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে জেনো
হে কুলায়ব নেই মঙ্গল তাতে কোনো
যদি চলে যাও দুনিয়া ছেড়ে
বলবে না কেউ কোথায় গেলে।
সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক তুমি
এই আকাশের নীচে

[৬] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার 'চর্যাপদ' খ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দির প্রথমার্ধে রচিত হয়েছিল। এদিক থেকে বলা যায় আরবী ও বাংলা কবিতার উদ্ভব একই সময়ে ঘটেছিল। নুরুদ্দিন, *আস সাব'উল মু'আল্লকাত, সম্পাদনা ড. এনামুল হক, (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, তাবি)*, পৃ. ১৮

[৭] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ, আল আসরুল জাহিলী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬,

[৮] আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে শত্রু

তোমায় পরাভূত করেছে।

শোকার্ত রমণীরা কুলায়বের তরে

নিত্য শোক প্রকাশ করছে

আমি বলেছি পাহাড় পর্বত

আমাদেরকে নিয়ে দুলছে।

যদি পড়তো ভেঙ্গে আকাশ পৃথিবীতে

চৌচির হতো সব বিচুর্ণ হতো যা আছে তাতে।"

অতঃপর মুহলহিলের রচনার আদলেই আরবী কবিতা রচিত হতে থাকে। আরব উপদ্বীপের সর্বত্র এই ধারার অনুবর্তন পরবর্তী শতাব্দীতেও চলতে থাকে এবং উমাইয়্যা যুগের শেষকাল অবধি (৭৫০ খ্রি.)আরব কবিগণ এ ধারাই লালন করেন।[৯] কারো মতে ইমরুউল কায়স সর্বপ্রথম কবিতা (কাসীদা) রচনা করেন। আবার কেউ বলেন রবী'আ গোত্রের আমর বিন কামী'আহ সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেছেন।[১০]

আরবী কবিতার প্রথম স্তরের কবিতার ধারণা আমাদের কাছে নেই বললেই চলে। তবে আমরা কবিতার যেই পরিপূর্ণ রূপ সর্বপ্রথম লাভ করেছি তা ছন্দ (**وزن**) ও অন্তমিলযুক্ত (**قافيه**), বিষয় বৈচিত্র ও অর্থের দিক থেকে পরিপূর্ণ এবং পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে সুনিপুণ ও শৈল্পিক।[১১] অনেক আরবী কাব্য বিশারদ বা প্রাচীন সাহিত্যিকগণ মনে করেন আরবী কবিতার সবচেয়ে প্রাচীন ছন্দ হল রজয । আর রজয ছন্দের উৎপত্তি سجع বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য থেকে।[১২]

---

[৯] নুরুদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

[১০] জুরজী যয়দান, *প্রথম খন্ড* ,পৃ. ৬৪; আরবের প্রাচীন কবিদের প্রসঙ্গে ফরযদকের এই কবিতা প্রনিধানযোগ্য।

وهب القصا ئد لي النوابغ اذ مضوا + وأبو يزيد وذوالقروح وجرول

والفحل علقمة الذي كانت له + حلل الملوك كلامه لاينحل

وأخو بني قيس و هن قتلته + ومهلهل الشعراء ذاك الاول

والا عشيان كلاهما ومرقش + واخو قضاعة قوله يتمثل

واخو بني اسد عبيد اذمضي + وابو دؤاد قوله يتنخل

وا بنا ابي سلمي زهير وابنه + وابن الفريعة حين جد المقول

والجعفري و كان بشر قبله + لي من قصائده الكتاب المجمل

ولقد ورثت لال اوس منطقا + كالسم خالط جانبيه الحنظل

والحارثي اخو الحماس ورثته + صدعا كماصدع الصفاة المعول

ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ, আল আসরুল জাহিলী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১৪৬, ১৪৭

[১১] *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১৮৩

[১২] *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

আরবগণ সাধারণত গদ্য থেকে ক্রমান্বয়ে ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত গদ্য রচনা শুরু করে। এটাই তাদের কবিতা রচনার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে হয়। সজ বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য অর্থাৎ বাক্যান্তে মিলযুক্ত গদ্য ব্যবহার করতো ভবিষ্যত দ্রষ্টা, জ্যোতির্বিদ, পুরোহিত এবং যাদুকরগণ। এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে মনে হয়। এসব কারণেও ছন্দোবদ্ধ গদ্যকে আরবী কবিতার প্রথম রূপ বলে ধরা যায়। পরবর্তীকালেও সজ'আ বা মিত্রাক্ষর গদ্যর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মাকামাতে হারীরী তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।[১৩] সজ'আ থেকে কবিতা রজয ছন্দে উপনীত হয়। এমনি ভাবে আরবী কবিতা তার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছে সজ'আ বা ছন্দোবদ্ধ গদ্য ও রজয ছন্দের মাধ্যমে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে আরব কবিগণ শৈল্পিক কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। যার উদ্ভব কাল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়।

প্রাচীন আরবী কবিতাকে আমরা দু 'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। প্রথমত: কাসীদা (গীতি কবিতা বা দীর্ঘ কবিতা)। দ্বিতীয়ত: কিত'আ বা খন্ড কবিতা। কাসীদা বা দীর্ঘ কবিতায় সর্বনিম্ন পঁচিশ থেকে সর্বোচ্চ একশত বয়ত বা শ্লোক নিয়ে গঠিত হয়। মু'আল্লকা হলো কাসীদার আদর্শ রূপ। কাসীদার প্রতিটি বয়তের (**بيت**) এক একটি চরণকে মিসরা বলা হয়। প্রথম বয়তের দুই মিসরার শেষ অক্ষরে অন্তমিল থাকে। অনুরূপভাবে কবিতার পরবর্তী বয়তগুলোর শুধু শেষ মিসরার অন্তেমিল পরিলক্ষিত হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক চরণে মিল ও ধ্বনিসাম্য রক্ষিত হয়। আরবী কবিতায় এই অক্ষরমিল অতি প্রয়োজনীয়। আরবী কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের অস্তিত্ব নেই। তারা মিত্রাক্ষর ছন্দকে কবিতার প্রধান অঙ্গ বলে গণ্য করেন। অপরদিকে কিত'আ বা খণ্ড কবিতার চরণ সংখ্যা খুবই কম। এই কবিতারও প্রতিটি বয়ত দুই মিসরায় বিভক্ত।[১৪]

জাহিলী কবিতার আলোচ্য বিষয়গুলোকে ধারাবাহিকভাবে সাজাতে আমরা সক্ষম নই। কবিতার বিষয়বস্তুগুলো কখন কীভাবে উৎপত্তি হয়েছে এবং ক্রমোন্নতি লাভ করেছে সে সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারিনা।[১৫] অবশ্য আরবী সাহিত্য বিশারদগণ আরবী কবিতার বিষয়াবলী তাদের গ্রন্থে বিভিন্নভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন।

- কবি আবু তম্মাম (মৃ. ৬৩২হি.) তার দিওয়ানে আরবী কবিতার দশটি বিষয়ের কথা বলেছেন।যেমন:

আল হামাসা (الحماسة), আল মরাসী (المراثى), আল আদব (الادب), আল নসীব (النسيب), আল হিজা (الهجاء), আল আদয়াফ (الاضياف) তার সাথে রয়েছে আল মাদীহ (المديح), আল সিফাত (الصفات), আল সিয়র (السير), আল নু'আস (النعاس), আল মুলিহ (المليح), মুযাম্মাতুন নিসা (مذمةالنساء)

[১৩] আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩
[১৪] আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
[১৫] ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখ, আল আসরুল জাহিলী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

- কুদামা স্বীয় নকদুশ শি'র গ্রন্থে কবিতার ছয়টি বিষয়বস্তুর কথা বলেছেন। যেমন:
  আল মাদীহ (المديح), আল হিজা (الهجاء), আল নসীব (النسيب), আল মরাসী (المراثى), আল ওয়াস্ফ (الوصف), আল তাশবীহ (التشبيه)
- ইবনু রশীক আল 'উমদা গ্রন্থে কবিতার নয়টি বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন:
  আল নসীব (النسيب), আল মাদীহ (المديح), আল ইফতিখার (الافتخار), আল রিছা (الرثاء), আল ইখতিদাও (الاختداء), আল 'ইতাব (الاعتاب) আল ওয়া'ঈদ ওয়াল ইনযার (الوعيد والانذار), আল হিজা (الهجاء), আল এ'তেযার (الاعتذار) ।
- আবু হিলাল আল আসকারী বলেন জাহিলী কবিতার বিষয়বস্তু পাঁচটি । যেমন:
  আল মাদীহ (المديح), আল হিজা (الهجاء), আল ওয়াস্ফ (الوصف), আল তাশবীহ (التشبيه), আল মরাসী (المراثى), কবি নাবিগাহ এগুলোর সাথে যুক্ত করেছেন আল এ'তেযার (الاعتذار)।[১৬]
  ইউরোপীয়রা কবিতাকে স্বাভাবিক ভাবে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি মহাকাব্য (الشعر الملحمي) অপরটি কাহিনী কাব্য (الشعر القصصي)। জাহিলী কবিতায় এ জাতীয় কবিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। অবশ্য সব'উল মু'আল্লকাতে সরল সাদাসিধে ছোট কাহিনীমূলক কবিতা বিদ্যমান।[১৭] জাহিলী কবিগণ স্ব স্ব কবিলার হয়ে হিজা বা ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন। তারা নিজের ও বংশের ফখর বা গৌরবগাঁথা কবিতা রচনা করেছেন। তারা প্রণয়মূলক কবিতা বলেছেন। নারীদের সৌন্দর্য কবিতায় প্রকাশ করেছেন। জাহিলী কবিতায় ইমরুউল কায়সের অশ্লীল কবিতা যেমন রয়েছে, 'আনতারা ও যুহায়রের পরিচ্ছন্ন কবিতাও বিদ্যমান। পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ হিকমতপূর্ণ কবিতা, জীবন ও জগতের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠেছে শনফরা ও যুহায়রের কবিতায়। ইমরুউল কায়সের রাত্রির গুণগ্রাহী বর্ণনা, লবীদ ও তরফার উষ্ট্রীর গুণাগুণ, শনফরার ক্ষুধার্ত নেকড়ের গুণাগুণ, নাবিগার ফুরাত নদের চিত্র, 'আনতারার তীরন্দাজীর বর্ণনা তাছাড়া হরিণ, ঘোড়া, প্রেয়সীর বাস্তুভিটার বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় জাহিলী কবিতায় অত্যন্ত চমৎকার রূপে ফুটে উঠেছে। আমরা তৎকালীন সময়ে রচিত কবিতার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি।
- জাহিলী কবিতা ছিল আরবের সামাজিক জীবনের সঠিক চিত্র ও দর্পণ। এই কবিতাকে আরবের রেজিস্ট্রার বলা হয়। যাতে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘটনা-প্রবাহ, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-কালচার, প্রজ্ঞা, মন-মানসিকতা ইত্যাদি সঠিকভাবে স্থান পেয়েছে। কবি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সঠিক শব্দচয়নের মাধ্যমে কবিতায় প্রকাশ করেছেন।

[১৬] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫, ১৯৬
[১৭] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

- জাহিলী কবিতা অন্য কোন জাতির তাকলিদ বা অনুকরণ মুক্ত কবির মূখ নি:সৃত অনন্য কবিতা। যাতে কৃত্রিমতার কোন স্থান নেই। যা নিরেট আরবের বেদুঈন জীবনের প্রতিচ্ছবি।[১৮]
- জাহিলী কবিতা প্রায় একই পদ্ধতি ও ঢঙে আবর্তিত। কবিতা তাশবিব বা নারীদের প্রণয় গাঁথা দিয়ে শুরু হয়ে কবিতার মূল উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। যা মু'আল্লকায় পরিদৃষ্ট হয়।
- জাহিলী কবিতা লিখিত কাব্য গ্রন্থাকারে বিদ্যমান ছিল না। আব্বাসীয় যুগে কবিতাগুলো গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা মুখে মুখে আওড়াতেন। জাহিলী যুগে কবিদের নিজস্ব রাবী ছিল। তারা কবিতার প্রচার প্রসারে মূখ্য ভূমিকা পালন করতেন। যেমন ইমরুউল কায়স ছিলেন আবূ দুওয়াদ আল ইযাদীর রাবী।[১৯]
- জাহিলী যুগের কবিদের কবিতা আদনানী ভাষায় রচিত হয়েছে।[২০] প্রাচীন আরবের দুটি কবিলার মধ্যে উত্তর আরবের আদনানীগণ অন্যতম। তারা হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম (আ:)এর বংশধর। আর দক্ষিণ আরবে রয়েছে কাহতানীগণ।[২১] দক্ষিণ আরবের ভাষা ও আদনানী তথা উত্তর আরবের ভাষার মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল।এ কারণে আদনানী তথা উত্তর জযিরাতুল আরবকে বলা হয় জাহিলী কবিতার জন্মস্থান।[২২]
- জাহিলী কবিতা গীতিধর্মী ও সঙ্গীতময়ী। জাহিলী কবিতা পরিপূর্ণভাবে শি'র গিনায়ী বা গীতি কবিতা। উহুদ যুদ্ধের সময় জনৈক কুরায়শ রমণী ধফ্ফ বাজাচ্ছিলেন এবং হিন্দা বিনতে উৎবা ধফ্ফের তালে তালে কবিতা পাঠ করে কুরায়শ যুদ্ধাদের উৎসাহ জুগাতে থাকেন-[২৩]

ان تقبلوا نعانق + نفرش النمارق

اوتدبروا نفارق + فراق غير واهق

"তোমরা যদি (যুদ্ধের ময়দানে) সামনে অগ্রসর হও তবে আমরা আলিঙ্গন করব এবং শয্যা বিছিয়ে দেব। যদি পৃষ্ট প্রদর্শন কর, তাহলে আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, প্রেম ভালোবাসাহীনদের ন্যায়।"

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩
[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ .৫৪
[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
[২৩] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী কবিতার পরিচয়

আরবী কবিতার পরিচয়

কবিতার ইতিহাসের সুদীর্ঘ পথ চলায় নানাজন নানাভাবে কবিতার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন:

আহমদ হাসান যয়্যাত কবিতার সংজ্ঞায় বলেন: [১]

الشعر هو الكلام الموزون المقفي المعبر عن الاخيلة البديعة و الصور الموثرة البليغة –

وقد يكون نثرا كما يكون نظما-

"কবিতা হলো সেই ছন্দোবদ্ধ ও অন্তমিলযুক্ত বাক্য যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং আলংকারিক প্রভাবান্বিত শৈল্পিক রূপ ও দৃশ্য ফুটিয়ে তুলে। আর এটা কখনো গদ্য আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়"।

জুরজী যায়দান (১৮৬১-১৯১৪ খ্রি.) বলেন, [২]

الشعر يصورها الفنون الجميلة با لخيال ويعبر عن اعجا بنا بها وارتياحنا اليها بالا لفاظ – فهو لغة النفس او هو صورة ظاهرة لحقائق غير ظا هرة-

"কবিতা হলো যা কল্পনা প্রসূত শৈল্পিক সৌন্দর্য চিত্রিত করে এবং শব্দের শৈল্পিক ব্যবহারের মাধ্যমে মনের কল্পনাকে ফুটিয়ে তুলে যার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও আনন্দ থাকে। কবিতা হলো মনের ভাষা, অথবা কবিতা হলো অপ্রকাশ্য বিষয়বস্তুকে বাস্তব ও শৈল্পিক রূপ প্রদান করা"।

ইবনে খালদূন (১৩৩২-১৪০৫ খ্রি.) বলেন, [৩]

هو الكلام الموزون المقفي اي ما اجتمع فيه قيد الوزن والقا فية معا-

"কবিতা হলো ছন্দোবদ্ধ, অন্তমিলযুক্ত ও সমান তাল বিশিষ্ট বাক্য অর্থাৎ যেখানে ছন্দোমাত্রা ও অন্তমিলের এক সাথে সন্নিবেশ ঘটে।

মহানবী (স.) কবিতা প্রসঙ্গে বলেন, [৪]

---

[১] আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারিখুল আদবিল আরবী (বৈরূত-লেবানন : দারুল মাআরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ৫ম সংস্করণ*, পৃ. ২৫

[২] জুরজী যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা (মিসর : মাতবা'আতুল হিলাল, ১৯৫৭খ্রি.), ২য় সংস্করণ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯

[৩] ইবনে খালদুন, *আল মুকাদ্দমা* (কায়রো : দারু আল নাহদাতিল ইলমিয়া, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৬৬৬

[৪] ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (অনু.), *আল আদাবুল মুফরাদ* (ঢাকা: ইফাবা, নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৮৮

Dhaka University Institutional Repository

عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله (ص) الشعر بمنزلة الكلام حسن كحسن الكلام وقبيحة كقبيح الكلام-

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ (স.) বলেছেন, কবিতা হচ্ছে কথারই মত। ভাল কবিতা ভাল কথার মত আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মত"। অর্থাৎ কথা যেমন সুরুচি ও কুরুচি পূর্ণ হয়, কবিতাও তেমনি সুরুচি ও কুরুচি পূর্ণ হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) কবিতা সম্পর্কে বলেন, [৫]

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن ودع القبيح-

"হযরত উরওয়া বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) প্রায় সময় বলতেন, কবিতার মধ্যে ভালও আছে ,মন্দও আছে। উহার ভালটাকে গ্রহণ কর এবং মন্দটাকে বর্জন কর।"

ইংরেজ মনিষী জনসন (১৭০৯-১৭৮৪ খ্রি.) বলেন,

Poetry is matrical composition it is the art of unstained pleasure with truth by calling imagination to the help of reason and its essence is invention.

"কবিতা হলো এক ছন্দোবদ্ধ রচনা বিশেষ। কবিতা যুক্তির সাহায্যে কল্পনার পাখায় ভর করে আনন্দকে সত্যের সাথে সম্মিলিত করার এক শিল্পকলা বিশেষ। কবিতা বা কাব্যের মূল নির্যাস হলো- উদ্ভাবন।"

শেলী (১৭৯২-১৮২২ খ্রি.) বলেন,

In a general sense may be defined as the expression of the imagination.

"সাধারণ ধারনায় কবিতাকে কল্পনার অভিব্যক্তি বা বহি প্রকাশ বলে উল্লেখ করা যায়।"

পৃথিবীর প্রকৃতি ও জীবনের সান্নিধ্যে কবির মনে উদিত বিচিত্র ভাব যখন ছন্দোবদ্ধ ও অর্থবোধক বাক্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে কবিতা বলে। অন্য কথায় কবি মনের চিন্তাভাবনা গুলো যখন যথাযথ শব্দ সম্ভারে ও ছন্দোময় রূপ লাভ করে তখনই তার নাম কবিতা। এক কথায় কবিতা হলো শব্দের সমাহার, ছন্দের দ্যোতনা, সুরের ব্যাঞ্জনা এসবের সমন্বয়ে কবিতা গঠিত।

আধুনিক আরবী কবিতার পরিচয়

আরবী কবিতা অন্তমিলযুক্ত সমানতাল বিশিষ্ট হওয়া (قافية) এবং মাত্রা ও ছন্দ (وزن) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আরবী কবিতায় প্রতিটি পর্যায়ে (وزن) ছন্দ ও মাত্রা একটি আবশ্যকীয় শর্ত। প্রাচীন কবিতা, আধুনিক কবিতা ও সমসাময়িক কবিতায় ছন্দ ও মাত্রার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। তবে শ্লোকের অন্তমিলবর্ণ (قافية) প্রাচীন

[৫] ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), *প্রগুক্ত*, পৃ. ৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক আরবী কবিতার ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে অন্তমিল বর্ণ হওয়া অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। আধুনিক আরবী কবিতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকসহ সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ধারণ করে বিভিন্ন সাহিত্য গোষ্টির পরীক্ষা-নীরিক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হয়েছে।[৬]

আধুনিক আরবী কবিতার সংজ্ঞা :[৭]

الشعر العربي الحديث هو الشعر العربي الذي كتب في عصر الحديث يقصد به الاطار الزمني الذي تتميز فيه معالم الحياة عن الأزمنة السابقة.

"আধুনিক আরবী কবিতা বলতে বুঝায় যাহা আধুনিক যুগে রচনা করা হয়েছে। যেটির দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সমসাময়িক যাবতীয় ক্ষেত্র । যাতে পূর্ববর্তী সময়ের চেয়েও জীবনের ঘনিষ্ট বিষয়াবলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠে।"

আধুনিক আরবী কবিতার সংজ্ঞায় কেউ কেউ এভাবেও বর্ণনা করেছেন:

الشعر الحديث يقصد به كل شعر عربي كتب بعد النهضة العربية، وهو يختلف عن الشعر القديم في أساليبه وفي مضامينه وفي بنيانه الفنية والموسيقية وفي أغراضه وموضوعاته وفي أنواعه المستجدة والمختلفة.

"যেসব কবিতা রেনেসাঁর পরে রচিত হয়েছে যেটি প্রাচীন কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আধুনিক কবিতা উহার গঠন পদ্ধতি, ক্ষেত্র, বিষয় শৈল্পিকতা, গীতিধর্মীতা, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন এবং হরেক রকমের কবিতার প্রকরণের দিক থেকেও এটি স্বতন্ত্র।"

১৭৯৮ খ্রি. মিসরে ফরাসী হামলা হতে ১৮৮০ খ্রি. উবারী বিপ্লব পর্যন্ত সময় পরিক্রমায় আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর লক্ষণগুলো প্রকাশ লাভ করে। অতঃপর ১৯১৬ খ্রি. আরবী বিপ্লবের সূচনার সাথে عصر البعث والاحياء বা পূনর্জাগরণের সূচনা হয়। তারই অনুগামী হয়ে ১৯১৯ খ্রি. মিসর বিপ্লবের সূচনা হতে ১৯৫২ সালে মিসরের সাধারণ বিপ্লব পর্যন্ত সময়কালে আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতি প্রকৃতি তা عهد التجدد والتطور বা নতুনত্ব, আধুনিক ও ক্রমোন্নতির যুগে প্রবেশ করে। আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর সূচনাকারী কবি মাহমূদ সামী আল বারূদী। মূলত কবি বারূদীর আত্মপ্রকাশ থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি রচিত আরবী কবিতাই আধুনিক আরবী কবিতা নামে খ্যাত।[৮]

[৬] https://www.marefa.org الشعر العربي
[৭] https://ar.wikipedia.orgالشعر العربى فى العصرالحديث
[৮] https:mawdoo3.com/خصائص الشعرالعربى فى العصر الحديث

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরবী রেনেসাঁর সূচনা ও ফরাসী হামলা

রেনেসাঁর পরিচয়

রেনেসাঁর আরবী প্রতিশব্দ نهضة । এর অর্থ দণ্ডায়মান হওয়া, দ্রুত অগ্রসর হওয়া, প্রস্তুতি গ্রহণ করা, সামর্থ্য ও শক্তি, সামাজিক ও অন্যান্য অগ্রগতিতে ঝাপিয়ে পড়া ইত্যাদি।[১] কবি ফরযদাক (মৃ.৭২৮ খ্রি.) এর কবিতা,[২]

الشيب ينهض في الشباب كانه – ليل يصبح بجا نبيه نهار

"যৌবন কালের দিকে বার্ধক্য এমনভাবে দ্রুত গতিতে আসে যেন প্রভাতের দুই প্রান্তে রয়েছে রাত্রি এবং দিবস।"

نهضة এর বহুবচন نهضات অর্থ পূনর্জাগরণ, রেনেসাঁ, আন্দোলন, উত্থান, বিপ্লব, উন্নতি।[৩]

To rise, awakening, revival, get up, surgence, to birth, renaissance, boom, upswing, growth, advancement, progress.[৪] نهضة অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রেনেসাঁর পারিভাষিক সংজ্ঞা

পারিভাষিক অর্থে নাহদা বলতে বুঝায়,[৫]

النهضة هى الطاقة والقوة والارتفاع بعد الانحطاط والتجدد والانبعاث بعد تأخر وركود،

"রেনেসাঁ বলতে বুঝায়, অধঃপতনের পরে সামর্থ্য, শক্তি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া এবং পশ্চাদপদতা ও প্রান্ত সীমার পরে জাগরণ ও নতুনত্বের দিকে ধাবিত হওয়া।"

উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে আরব বিশ্বে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে মৌলিক জাগরণ সূচিত হয়। এই পরিবর্তনকে আরব রেনেসাঁ হিসেবে গণ্য করা হয়।

Wikipedia এর তথ্য মতে,[৬]

Al-Nahda was a cultural renaissance that began in the late 19th and early 20th centuries in Egypt, then later moving to Ottoman-ruled Arabic-speking regions including Lebanon, Syria and Others.

---

[১] *আল মুনজাদ ফীল লুগাতি ওয়াল আলাম*, (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ২০০৩ খ্রি.), ৪০তম সংস্করণ, পৃ. ৮৪২

[২] *আল মু'জামুল অসীত* (দেওবন্দ: মাকতবা যাকারিয়া, মার্চ ১৯৭২খ্রি.), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৯০৮

[৩] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান,(ঢাকা: বিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), ১০ম সংস্করণ*, পৃ. ১০৮৮; মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান, *আল কামূছ আল জাদীদ, (আরবী উর্দ্দু),(চট্টগ্রাম: বোখারী একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০০৩খ্রি.)*, পৃ. ৯১০

[৪] Dr. Rohi Baala Baki, *AL MAWRID- A Modern Arabic- English, Dictionary*, (Beirut, Labanon: 2004), Eighteenth Edition, Page. 1193.

[৫] আবদুল কাজিম আত তুফায়লী, *আসরুন নাহদা, (ইন্টারনেট)*

[৬] *from Wikipedia, the free encyclopedia (redirected from Arabic renaissance)*

Dhaka University Institutional Repository

In traditional scholarship the Nahda is seen as connected to the cultural shock brought on by Napoleon's invasion of Egypt in 1798, and the reformist drive of subsequent rulers such as Muhammad Ali.

রেনেসাঁর সূচনা

জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আপতিত হয়। যা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হয়। সমাজের এই পরিবর্তন যদি খারাপ থেকে ভালোর দিকে, দুর্বল অবস্থা থেকে শক্তিশালী অবস্থার দিকে সুচিত হয় তখন এটাকে বলা হয় নাহদা বা জাগরণ, পূনর্জাগরণ, রেনেসাঁ, আন্দোলন, উত্থান, বিপ্লব, উন্নতি ইত্যাদি। যার বিপরীত হলো ইনহিতাত বা অবক্ষয়, অবনতি, পতন, অধঃপতন,হ্রাস, অবতরণ ইত্যাদি।

এখানে নাহদা বলতে নাহদাতুন আদাবিয়্যা বা সাহিত্যের উন্নতি ও অগ্রগতিকে বুঝানো হয়েছে। আরব ও ইসলামী বিশ্বে আধুনিক যুগের এই নাহদা বা রেনেসাঁ কবে কখন সূচনা হয়েছে যে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের কয়েকটি মত পাওয়া যায়।

এক: ইসলামী বিশ্বে সর্ব প্রথম নাহদা শুরু হয় ১১৫৭ হিজরী মোতকেব ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (১৭০৩ খ্রি. / ১১১৫ হি.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ এই নাহদার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি দ্বীনী জাগরণ। ধর্মীয় বিষয়ে যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল এই জাগরণ। এটি মানুষের চিন্তার জগতে, রাজনীতি ও সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মক্কা শরীফে সূচিত এই নাহদার উপকারিতা সমগ্র আরব উপদ্বীপে ব্যাপকতা লাভ করে।

দুই: ১২১৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দ মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে রেনেসাঁর সূচনা হয়। যেহেতু মিসর বিজয়ের পর নেপোলিয়ন সেখানে অবস্থানকালে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেন। যেমন : ছাপাখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, লাইব্রেরী, পত্রিকা, দুর্লভ বই প্রকাশ সহ অনেক সংস্কারমূলক কাজ, যা ইতোপূর্বে মিসরবাসী প্রত্যক্ষ করেনি। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, নেপোলিয়নের মিসর জয়ের মাধ্যমে নাহদা বা রেনেসাঁর সূচনা হয়।

তিন: আবার অনেকে মনে করেন মুহাম্মদ আলী পাশা মিসরে ক্ষমতাসীন হওয়ার মাধ্যমে নাহদা বা রেনেসাঁর শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চারঃ সিরিয়ায় রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল ১২৪৭ হিজরী মোতাকে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে। খৃষ্টান ধর্মজাযকগন সিরিয়ায় বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিল যেখানে আরবী সাহিত্য পাঠ দান করা হতো। এটাকে নিরেট আরবী সাহিত্যের রেনেসাঁ নামেও অবিহিত করা যায়।[৭]

এখানে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ সূচিত রেনেসাঁ ছিল তৎকালীন আরবে প্রচলিত বিদা'আত, কুসংস্কার এর বিরুদ্ধে। এই সংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপে এর প্রভাব পড়েছিল।

অন্যদিকে মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে যে রেনেসাঁর সূচনা হয় তার ঢেউ সমগ্র আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে আরবী সাহিত্য ও কবিতায় নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকাংশ সাহিত্যবিশারদ ও ঐতিহাসিক এটিকেই রেনেসাঁর সূচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে আরবী সাহিত্য ও কবিতায় আধুনিক রেনেসাঁর সূচনা হয়।

মিসরে ফরাসী হামলা

অষ্টাদশ শতকের শেষ তিন দশকে মিসরে বাণিজ্য সুবিধা লাভের জন্য ইঙ্গো ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী পারস্য উপসাগরে অনুপ্রবেশ করে বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক ও আলেপ্পোতে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করে। ১৭৭৫ খ্রি. বাংলার[৮] ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গর্ভনর ওয়ারেন হিষ্টিংস লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের জন্য উসমানী সাম্রাজ্যাধীন মিসরের মামলুক শাসক আবু জাহাব এর সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করতে সমর্থ হয়। লোহিত সাগরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাব ক্ষুন্ন করতে ফরাসী কোম্পানী মিসরীয় শাসক মুরাদ বে (১৭৭৬-১৭৯৮ খ্রি.) এর সাথে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও পরবর্তীতে তা বাতিল হয়ে যায়।[৯] তৎকালীন উসমানী সাম্রাজ্যাধীন মিসরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। মিসরের শাসন ক্ষমতা লাভ করার জন্য মামলূকদের মধ্যে কোন্দল ও রেষারেষী চলতে থাকে।[১০] মামলূক আমলা ও শাসক শ্রেণীর উক্ত প্রতারণা ও উৎপীড়ণে কৃষক সমাজ ছিল জর্জরিত। ফরাসী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত মিসরের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

---

[৭] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *আল আদাবুল 'আরবী ওয়া তারিখুহু, আল আসরিল হাদীস (সৌদী আরব: ওযারাতুত তালীম আল আলী, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ, পৃ.* ৭, ৮

[৮] ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন মীর জাফর ঘসেটি বেগমদের ষড়যন্ত্রে পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের হাতে পরাজিত হন। যার ফলশ্রুতিতে ভারত বর্ষে ২০০ বছরের জন্য ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হয় এবং ভারতবাসী পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কাব্যিক ভাষায়,

পলাশীর প্রান্তর নিস্তব্ধ আজি
সূর্য ডুবেছে স্বাধীনতার

১৭৫৭ এর ২৩ জুন স্মারক পরাধীনতার।

[৯] মুসা আনসারী, *আধুনিক মিসরের ঐতিহাসিক বিকাশধারা, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮ খ্রি.)*, পৃ. ১৩; ইয়াহিয়া আরমাজানী, *মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনুদিত), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৮ খ্রি.)*, পৃ. ২৮৬

[১০] ইসলামী বিশ্বকোষ *(ঢাকা: ইফাবা, ১৯৯৫ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড, পৃ.* ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের এমন অভ্যন্তরীণ হযবরল পরিস্থিতি এবং ইঙ্গো-ফরাসী দ্বন্দ্বের ফরাসী আক্রমনের পথ সুগম করে। মিসরের এমন ক্রান্তিকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টি (১৭৬৯-১৮২১ খ্রি.) মিসর অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি ১২১৩ হি. মোতাবেক ১৭৯৮ খ্রি. মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে তার নৌবহর নিয়ে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্র মালটার দিকে অগ্রসর হন এবং মালটা অধিকার করেন।[১১] অতঃপর আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। অন্যদিকে বৃটিশ নৌবহর আলেকজান্দ্রিয়ার জল রাশিতে পৌঁছে। অতঃপর আরেকটি নৌবহর তাদের সাথে মিলিত হয়। ব্রিটিশ নৌবহরের সেনাপতি শহরে সংবাদ বাহকগণের মাধ্যমে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করেন। তারা শুধু ফরাসী নৌবহর খোঁজার জন্য এখানে এসেছেন। তারা জানতে পেরেছে ফরাসীরা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে তারা মিসর অধিকার করবে। একথা শুনে মিসরীয় সরকারী প্রতিনিধিগণ বললেন মিসর উসমানীয় খলিফার একটি দেশ। কাজেই ফরাসী কিংবা অন্য কারো জন্য এটির প্রয়োজন নেই। অতঃপর ইংরেজ দূতগণ প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাদেরকে এই মর্মে সংবাদ দিলেন যে, শহরের দূরবর্তী স্থান থেকে তারা ফরাসীদের নৌবহরের গতিবিধি লক্ষ্য করবে। এমনকি তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। আর তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীও বিক্রয় করবেনা। অতঃপর ইংরেজ নৌবহর তাদের রসদ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ভয়ে এক প্রকার বাধ্য হয়ে চলে গেল। মামলূক শাসকগণ এ ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ করলনা।[১২]

তিনদিন অতিক্রম না হতেই ফরাসী নৌবহর নেপোলিয়নের নেতৃত্বে বৃটিশ নৌবাহিনীর নাগাল হতে আত্মরক্ষামূলক দূরত্ব বজায় রেখে ১৭৯৮ খ্রি. পহেলা জুলাই আবু কীর উপসাগরে নোঙ্গর করে। পরবর্তী দিন ফরাসী বাহিনী বিনা কষ্টে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। ফরাসী সৈন্যগণ বিজয়ী বেশে দেশের কেন্দ্রস্থলে ঢুকে পড়েন এবং অনায়াসে কায়রো দখল করে নেন। মামলূকগণ সৈন্যদের প্রস্তুতির সামর্থ না থাকায় এই অভিযানে বাঁধা প্রদান করেননি। অথবা মিসরীয় অধিবাসীদের কেউ বিদ্রোহ করেনি। এমনিভাবে বিনা কষ্টে নেপোলিয়ন মিসর জয় করেন।[১৩] নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের বাণিজ্যিক তৎপরতা খর্ব করা এবং ভারত বর্ষের উপর বৃটেনের দখল দায়িত্বের বিরুদ্ধে ফরাসী ভীতি সৃষ্টি করা।

এই অভিযান আরব বিশ্বে ইউরোপীয়দের অনুপ্রবেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুসলিম ঐক্যের প্রতীক উসমানী খেলাফতের আন্ত:স্থানীয় এলাকায় ইউরোপীয়দের আগ্রহ জাগাতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। নেপোলিয়ন মিসর অধিকার করে

[১১] হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি)*, পৃ. ৮৯৫

[১২] ড. হাসসান হাল্লাক, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বরূত: দারু এহয়াউল'উলুম, ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ খ্রি.) ১ম সংস্করণ*, পৃ. ৫১১

[১৩] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৫১২; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

মিসরবাসীকে এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি ইসলাম ও উসমানী খলীফার কল্যাণ কামনায় মিসর আগমণ করেছেন এবং মামলুকদের অত্যাচার হতে মিসর বাসীকে মুক্ত করার ঘোষণা দেন।[১৪]

তিনি ধর্মীয় সহনশীলতা দ্বারা মিসরবাসীর হৃদয় জয় করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে সৈন্যদের উদ্দেশ্য এক ঘোষণায় বলেন, [১৫] "আমরা যাহাদের মধ্যে যাইতেছি তাহারা মুসলমান। তাহাদের বিশ্বাসের প্রথম কথা হইল 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স.) তাহার প্রেরিত পূরুষ ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিওনা। ইয়াহুদী ও ইতালীয়দের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, মিসরীয়দের সাথেও অনুরূপ ব্যবহার করিবে। ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে যেভাবে সম্মান কর মুফতী ও ইমামদের সেভাবে সম্মান করিবে। খ্রীষ্টান ও ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মুসা ও যীশুর ধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন কর, কুরআন নির্দেশিত পর্ব সমূহ ও মসজিদ গুলির প্রতি সেভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এখানকার আচার, আচরণ ইউরোপীয় আচার আচরণ হইতে পৃথক হইলেও এইগুলির এখানকার লোকের ব্যবহার আমাদের ব্যবহার হইতে অনেক পৃথক। তবুও একথা মনে রাখিতে হইবে যে, একজন নারীর অসম্মানকারী নিকৃষ্ট ধরনের পাষাণ্ড বৈ আর কিছুই নয় বরং লুণ্ঠন কয়েকজনকে ধনী করিলেও আমাদের জন্য ইহা অসম্মানজনক। ইহা আমাদের আয়ের উৎস নষ্ট করে এবং যাহাদের আমাদের বন্ধু হওয়া উচিত তাহাদেরকেও শত্রুতে পরিণত করে"।

নেপোলিয়ন কর্তৃক মিসর অভিযানের সময় হতেই মিসরে আধুনিক যুগের সূচনা হয় এবং আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। কিন্তু মিসরে ফরাসী শাসন (১৭৯৮ ১লা জুলাই-১৮০১ খ্রি.) তিন বছরের অধিক স্থায়ী হতে পারেনি। অল্পকাল পরে নেপোলিয়ন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রসর হন। ১২১৬ হি. মোতাবেক ১৮০১ খ্রি. ইংরেজ ও তুর্কীর সম্মিলিত বাহিনী ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করত বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়। ফলে মিসর পূনরায় নামে মাত্র উসমানী খেলাফতের অধীন এবং কায়রো মামলূক শাসনাধীন হয়ে পড়ে।[১৬] উসমানী খিলাফতে মিসরে আরবদেরকে বিশেষত উলামায়েই-কিরামকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। তাদের কথা ইস্তাম্বুল কর্তৃপক্ষ মনোযোগ সহকারে শুনতেন।[১৭] নেপোলিয়ন কায়রো প্রবেশের পর উলামায়ে ই-কিরামের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তাদের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা চালান। তিনি ১৭৯৮ খ্রি. ২৫ জুলাই মিসরীয় জনগনের মতামত জানার উদ্দেশ্যে গঠন করেন উপদেষ্টা পরিষদ।[১৮] তিনি মিসরকে অধিকতর জানার জন্য বিভিন্ন

[১৪] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২১৬।
[১৫] ড. সফিউদ্দিন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭ খ্রি.)*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২০, ৩২১
[১৬] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১২; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২১৬
[১৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৯শ খণ্ড, পৃ. ২১৫
[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে পারদর্শী একদল সুদক্ষ শিক্ষক, প্রকৌশলী, ডাক্তার সহ ১৪৬ জন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ মিসর অধিকারের সময় নিয়ে আসেন। তারা মিসরে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ছড়াতে প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।[১৯]

ফরাসী হামলার ফলাফল

নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণ করার মাধ্যমে মিসরের সামাজিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী ফলাফল বয়ে আনে। সংক্ষেপে তা নিম্নে আলোকপাত করা হল:

এক: ফরাসী হামলার সময় নেপোলিয়নের সাথে একদল উচ্চ শিক্ষিত ফরাসী পণ্ডিত বিদ্বান ও বিজ্ঞানীর আগমণ। যারা সমগ্র মিসরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে মিসরে আগমন করেছিলেন। তারা ১৮০৯ খ্রি. থেকে ১৮২২ খ্রি. মধ্যে গবেষণা পরিচালনা করে وصف مصر নামে একটি সুপরিসর মিসরের সামগ্রিক ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। যেটি মিসরের ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান গবেষণার মূল ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত।[২০]

দুই: প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার। যার মাধ্যমে প্রাচীন মিসরের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

তিন: মিসরীয় বিজ্ঞান একাডেমী (المجمع العلمي المصري) প্রতিষ্ঠা।

চার: দীওয়ান প্রতিষ্ঠা, আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ديوان القاهرة ও ديوان العام প্রণয়ন।

পাঁচ: রাষ্ট্রীয় দলিল দস্তাবেজ রেজিষ্ট্রার প্রবর্তন।

ছয়: মিসরীয় অর্থব্যবস্থা, বাণিজ্যনীতি, শিল্পনীতি ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সংস্কার প্রকল্প প্রতিষ্ঠা।

সাত: المطبعة الاهلية ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা এবং ১৮০০ খ্রি. التنبيه পত্রিকা প্রকাশ। যেটি আল মতবা'আতুল আহলিয়া প্রেস থেকে প্রকাশিত হতো।

আট: সামাজিক সংস্কার চালূকরণ এবং ফরাসী ও মিসরীয়দের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিক প্রভাব সংঘঠন।

নয়: স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্লিনিক স্থাপন, স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিশন গঠন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ব্যুরো স্থাপন।

দশ: জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্র আবিষ্কার এবং শিল্প-কারখানা স্থাপন।

এগার: পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠাগার ও ফরাসী হামলার সাথে আগত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ পাঠাগার স্থাপন এবং মানমন্দির প্রতিষ্ঠা।

বার: মিসরীয় বিভিন্ন ভূখণ্ডের জন্য ভূমি জরীপ চালু করণ এবং মিসরের জন্য বিশেষ মানচিত্র সম্পাদন।

---

[১৯] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৫১২

[২০] *প্রগুক্ত*, পৃ. ৫১৪

Dhaka University Institutional Repository

তেরঃ আল মতবা'আতুল আহলিয়া প্রেস স্থাপন। এটি আরবী, ফরাসী ও গ্রীক ভাষায় সমৃদ্ধ একটি প্রেস। এখান থেকে সরকারী নির্দেশনামা, বিধিবিধান ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ ছাপা হতো।

চৌদ্দঃ لو كوريه د اجبت সাময়িকী প্রকাশ। এবং আল 'আশুরিয়া আল মিসরিয়্যা সাময়িকী প্রকাশ।[২১]

ফরাসী হামলার ফলাফল অন্যান্য ক্ষেত্রে আর যাই হোক, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিদ্যমান। কার্যত তখন থেকে আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়।

[২১] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৫১৪, ৫১৫

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রেনেসাঁ

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে রেনেসাঁ

ল্যাটিন শব্দ rinascere থেকে renaissance শব্দটি উদ্ভব হয়েছে। অর্থ পূনর্জন্ম বা নবজাগরণ। সাধারণত রেনেসাঁ বলতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা সম্পর্কে জানার এক অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনাকে বুঝায়। মধ্যযুগে ক্যাথলিক খৃষ্টান ও প্রতিপত্তিশালী চার্চের কারণে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান ভাষা, সাহিত্য, দর্শন শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান কার্যত: স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারণ মধ্যযুগীয় সাহিত্য ছিল প্রধানত খৃষ্টান ধর্ম কেন্দ্রিক। এমনি প্রেক্ষাপটে দীর্ঘকালের অবহেলিত প্রাচীন গ্রীক ও রোমান কৃষ্টি, সাহিত্যকে নবজন্ম প্রদানের উদ্দেশ্যে সমগ্র ইউরোপে গড়ে উঠে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁ হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করে।[১]

রেনেসাঁর অর্থ পূনর্জন্ম বলার কারণ দুটি। যেমন:

প্রথমত: রেনেসাঁর কারণে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি পূনরুজ্জীবিত হয়, যা মধ্যযুগে বর্বর জাতি ধ্বংশ সাধন করেছিল।

দ্বিতীয়ত: প্রাচীন জ্ঞান ও দর্শন পূণ:প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষের মনোজগতে, চিন্তা চেতনায় নতুন ধারা সৃষ্টি হয়। মানুষ জীবনকে নতুনভাবে ভাবতে শিখে। তাদের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিদূরিত হয়। যুক্তিবাদী ভাবধারা তাদের চিন্তাধারায় ও মন মানসে জাগরিত হয়। যার ফলে তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এমনিভাবে প্রাচীন শিক্ষা ও দর্শন পূনর্জাগরণ হয়।[২]

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Davis যথার্থই বলেছেন, [৩]

"The word Renaissance signifies the rebirth of the freedom loveing adventurous thought of men, which during the middle ages had been fettered and imorisoned."

আধুনিক ইতিহাসবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগের সামন্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্থবিরতার অবসান ঘটিয়ে নতুন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্মেষ ও বিকাশের মধ্য দিয়ে ইউরোপের সমাজ জীবনে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয় তাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ।

---

[১] দিলীপ কুমার সাহা, *ইউরোপের ইতিহাস, (১৪৫৩-১৮১৫) (ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৬ খ্রি.)*, পৃ. ২১, ২৯; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *আধুনিক ইওরোপ (কোলকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১০), ১০ম সংস্করণ*, পৃ. ১২

[২] ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *আধুনিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস (ঢাকা : প্রগ্রেসিভ বুক কর্ণার, জানুয়ারী,২০০০), ৪র্থ সংস্করণ*, পৃ. ৮৬

[৩] দিলীপ কুমার সাহা, *প্রগুক্ত*, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ শতকে এই আন্দোলনের সূচনা হয় ইতালীতে এবং চতুর্দশ শতকের শেষে রেনেসাঁ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, স্পেন ও অন্যান্য দেশে।[৪]

হঠাৎ করে চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁ শুরু হয়েছে তা বলা যাবে না। ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জেরুজালেম উদ্ধারের নামে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সৈন্যবাহিনী ক্রুসেড তথা ধর্মযুদ্ধের সূচনা করে। সেই সূত্রে আরব সভ্যতার সাথে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটে। তখন থেকে ধীরে ধীরে ইউরোপে রেনেসাঁর ক্ষেত্র তৈরী হতে থাকে।[৫]

এ প্রসঙ্গে আবদুল কাজেম তুফায়লী ইউরোপীয় রেনেসাঁর ব্যাপ্তিকাল একাদশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, [৬]

إن النهضة في التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي طرات على اوروبا في أواخر العصور الوسطى وبالتجديد عن القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر.

"ইউরোপে মধ্যযুগের শেষের দিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চিন্তার জগতের আমূল পরিবর্তন সাধন এবং নবজাগরণ সৃষ্টিতে রেনেসাঁ ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। আর এর ব্যাপ্তিকাল একাদশ থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।"

অবশ্য ইউরোপীয় রেনেসাঁ সৃষ্টির পিছনে বেশ কিছু কারণ সক্রিয় ছিল। ঐতিহাসিক সূত্রে এ সম্পর্কে জানা যায়।

আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব

ইউরোপীয় রেনেসাঁ আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান অপরিসীম। মধ্যযুগের সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী সভ্যতা হলো আরবীয় সভ্যতা। মানবতাবাদী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে মধ্যযুগ ছিল ইউরোপীয়দের জন্য অন্ধকার যুগ। অপর দিকে প্রাচ্যে সেই সময় আব্বাসীয় যুগ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণ যুগ। আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং স্পেনের মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। খলিফাগণ একাধারে শিক্ষানুরাগী ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেন। আরবীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। ইতালীতে গড়ে উঠে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়সহ নতুন নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র । তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। এমনিভাবে ইউরোপ মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ইউরোপীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাগতে শুরু করে।[৭]

---

[৪] দিলীপ কুমার সাহা. *প্রগুক্ত*, পৃ. ২১

[৫] *প্রগুক্ত*, পৃ. ২২;

[৬] http:// www.uobabylon.edu

[৭] ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৮৭; দিলীপ কুমার সাহা, *প্রগুক্ত*, পৃ. ২২, ৩০; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রুসেডের ফল

মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার ও বাণিজ্য প্রাধান্যের প্রেক্ষাপটে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আবরানের নির্দেশে যে সর্বাত্মক ক্রুসেড আরম্ভ করে তার ব্যাপ্তিকাল ১০৯৬-১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুশ বছর। তুরস্কের অধীন থেকে জেরুজালেমকে উদ্ধার করার জন্য এই ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনা। এই ক্রুসেড যুদ্ধের মাধ্যমে ইউরোপীয়রা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সান্নিধ্যে আসেন। টয়েনবির মতে, "ক্রুসেডের ফলে আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে।" হুটন ওয়েবস্টার বলেন, "তারা (ধর্মযুদ্ধাগণ) মার্জিত রুচিজ্ঞান, উন্নতর ভাবধারা ও উদার সহানুভূতি নিয়ে স্বদেশে ফিরে যায়। মুসলিম মুজাহিদদের প্রভাবে যে রেনেসাঁ সৃষ্টির হয় তা আধুনিক ইউরোপের জন্ম দেয়।"[৮]

বাগদাদ, কর্ডোভা ও কায়রোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের অবদান

ইরাকের বাগদাদ, স্পেনের কর্ডোভা ও মিসরের কায়রোয় ইউরোপীয় বহু শিক্ষার্থী লেখাপড়া করত। এসব শিক্ষার্থী মুসলিম সভ্যতার মার্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপে রেনেসাঁর বীজ বপন করে।[৯]

মধ্যযুগের গীর্জার অবদান

মধ্য যুগে খ্রিষ্টান ধর্মীয় শিক্ষাই ছিল মূল বিষয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো সুযোগ ছিল না। চার্চ নির্ভর শিক্ষার বাইরে স্বার্থান্বেষী ধর্মজাযকগণ অন্য কোনো শিক্ষার সুযোগ জনগণকে দিতেন না। এতদসত্ত্বেও মঠে ও গীর্জায় জ্ঞানের আলোকবর্তিকা ছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রাথমিক রেনেসাঁয় যার প্রকাশ দেখা যায়।[১০]

পোপের ক্ষমতা হ্রাস

সাম্রাজ্যভীতি এবং পোপের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার কারণে ইউরোপীয়রা নতুনভাবে উজ্জীবিত হন। ফলে গ্রীক দর্শনের প্রতি সংযোগ স্থাপনে সুযোগ সৃষ্টি হয়।[১১]

ইতালীর শহরগুলোর অবদান

ইতালীর শহরগুলো রেনেসাঁ দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মধ্যযুগের ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত ছিল এখানকার শহরগুলো। ক্রুসেড যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আরব ও ইউরোপের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে ইতালীর ফ্লোরেন্স, জেনেভা বন্দকিয়া ইত্যাদি শহরের অবদান অনস্বীকার্য। এই শহরগুলোতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের ফলে ধনীক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল্। শহরগুলো মধ্য যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও

[৮] ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৩; ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৮৭; দিলীপ কুমার সাহা. *প্রগুক্ত*, পৃ. ২২; আশকার ইবনে শাইখ, ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত, (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশান্স, জানুয়ারী ,২০১৪ খ্রি.), ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩; http:// www. uobabylon.edu

[৯] ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৮৭; http:// www. uobabylon.edu

[১০] ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *প্রগুক্ত*,পৃ. ১৩; দিলীপ কুমার সাহা, *প্রগুক্ত*, পৃ. ২২

[১১] ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সংস্কার মুক্ত ছিল। শহরগুলোর অধিবাসীগণ অধিকতর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন ছিল। এই সব শহরে মধ্যযুগীয় সভ্যতা সর্বপ্রথম আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছিল ফ্লোরেন্স শহরেই। এ প্রসঙ্গে Symonds বলেন,[১২]

"in florence had been produced such glorious human being as the world has rarely seen. the whole population fornd an aristocracy of genius."

হিউম্যানিস্টদের প্রভাব

মানবতাবাদী লেখক বা মানব প্রকৃতিবেত্তাগণের অবদান রেনেসাঁয় অপরিসীম। মধ্যযুগের শিক্ষা ছিল খ্রিষ্টান ধর্মকেন্দ্রিক। তারা চার্চের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অনুবাদ করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপীয়রা নিজেদেরকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। রেনেসাঁ আন্দোলনের সাহিত্য চর্চার ধারাকে বলা হয় মানবতাবাদ বা humanism। এ ধারার লেখকগণ ধর্মতত্ত্বের চেয়ে মানবধর্মী সাহিত্য রচনায় আগ্রহী ছিলেন। বিখ্যাত হিউম্যানিস্টদের মধ্যে ছিলেন পেত্রাক (১৩০৪-১৩৭৪ খ্রি.), তিনি প্রায় দুশত ল্যাটিন ও প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডলিপি সংগ্রহ করেন। তম্মধ্যে Letters to Athens Ges Marcustullius cicero এর পত্রাবলী উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন রেনেসাঁ আন্দোলনের জন্মদাতা। তিনি সনেট কবিতার স্রষ্টা। বোকাচো (১৩১৩-১৩৭৫ খ্রি.) পেত্রাকের নির্দেশে গ্রীক ভাষা আয়ত্ব করেন। তিনি হোমারের মহাকাব্য দুটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। তাকে ইতালীর গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন কবি ও ছোট গল্পকার। তার উৎকৃষ্ট গদ্য সাহিত্যের নাম ডেকামেরন।[১৩]

কনস্টানটিনোপলের পতন

পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টানটিনোপল। ১৪৫৩ খ্রি. অটোমান তুর্কীরা এটি অধিকার করে নেন। এটি বিজয়ের মাধ্যমে তুর্কীরা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের এক হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতির অবসান ঘটায়। এ সময় বাইজাইন্টাইন সাম্রাজ্যের গ্রীক পণ্ডিতগণ আত্মরক্ষার্থে ইতালীর বিভন্ন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অনেক বিদ্ধান পণ্ডিত ইতালীর বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। তাদের আগমণে ইতালীতে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য, দশর্ন, বিজ্ঞান, শিল্প নতুন করে চর্চা শুরু হয়। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রেনেসাঁর সূচনা করে।[১৪]

---

[১২] ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *প্রগুক্ত*, পৃ.১৯; দিলীপ কুমার সাহা, *প্রগুক্ত*, পৃ.২৩; http:// www. uobabylon.edu

[১৩] দিলীপ কুমার সাহা, *প্রগুক্ত*, পৃ. ২৩, ২৫,২৬; ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৫; ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

[১৪] *প্রগুক্ত*, পৃ. ২৪; *প্রগুক্ত*, পৃ. ১৭; *প্রগুক্ত*, পৃ. ৮৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে আরবী কবিতায় আধুনিকতা

الحداثة শব্দের আভিধানিক অর্থ তারুণ্য, শৈশব, নবীনত্ব, নতুনত্ব, আরম্ভ, সূচনা ইত্যাদি।[১] কমুসে ইলিয়াসে حداثة এর অর্থ করেছে Newness, recency, novelty ইত্যাদি। যেমন: حدث: كان حديثا এর অর্থ To be new, recent, novel ইত্যাদি।[২]

আধুনিক এর আরবি প্রতিশব্দ حديث আর حداثة আধুনিকতা।[৩] ইবনে মানযুরের মু'জামুল লিসানিল 'আরব অভিধানে الحداثة এর পরিচয় সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো الحداثة শব্দটি حدث শব্দ থেকে গৃহিত الحديث এর বিপরীত হলো القديم আর الحدوث এর বিপরিত হলো القدمة । মানুষের যৌবন ও তারুণ্য কেও حداثة বলা হয়। যেহেতু মানুষ তার যৌবন কালেই অগ্রগতি লাভ করে। নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা কে স্বাগত যানায়। কাজেই الحداثة এর অর্থ التجديد , التغيير যার অর্থ পরিবর্তন ও নতুনকরণ ও সংস্ককরণ।[৪] যেহেতু আধুনিকতা নতুনত্ব, পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে অগ্রসর হয়।

সাহিত্য সমালোচক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে الحداثة এর পারিভাষিক অর্থ হলো,

الحداثة رفض للعالم القديم من اجل بناء عالم جديد والقيم الانسانية والنزعات الفكرية الفلسفية والتي ينبغي ان تكون كونية-

"আধুনিকতা হলো প্রাচীন বিশ্ব ব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করে একটি নতুন বিশ্ব নির্মাণ করা। মানবতাবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও দার্শনিক চিন্তামূলক প্রবনতা যা হবে বিশ্বজনীন।"[৫]

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে আরবী কবিতায় আধুনিকতা

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আরবদের আধুনিকতা সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। বনী উমাইয়্যা যুগের সুচনার মাধ্যমে প্রাচ্যে আধুনিক সাহিত্যের সুচনা হয়। সে যুগের কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিকদের সর্বাত্নক চেষ্টায় মাধ্যমে আধুনিকতার ভিত্তি স্থাপিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক এই আন্দোলন পরিসমাপ্ত ও পরিপূর্নতা লাভ করে আব্বাসীয় যুগে। এই সময় রাষ্ট্রের সম্প্রসারণের কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন ইসলামে প্রবেশ করে। তাদের সমাজ বা সংস্কৃতির সাথে

---

[১] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মুজামুল ওয়াফি আধুনিক আরবি বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, মে ২০১২ খ্রি.), ১০ম সংস্করণ, পৃ. ৩৯৪*

[২] ইলিয়াস আনতুন, *কামুসে ইলিয়াস আল আসরী (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৭ খ্রি), পৃ. ১৩৮*

[৩] মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল বাতেন, *আল কাওসার আধুনিক বাংলা আরবী অভিধান (ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স ১৯৮৭ খ্রি), ২য় সংস্করণ, পৃ. ২৬*

[৪] ড. আমের রেজা, *আশ শিরুল আরবী আল হাদীস ওয়াল মু'আসির (লেবানন: মারকাযু জালীলুল বাহাস আল 'ইলমী, আগস্ট ২১৬ খ্রি.), পৃ. ১২*

[৫] *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সভ্যতার পরিচয় ঘটে। বিশেষ করে খ্রিষ্টান ও ইয়াহুদীদের কৃষ্টি-কালচার ও সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে আরব বিশ্বের পরিচয় ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার নতুনত্বেও পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়।[৬] এমন প্রেক্ষাপটে আরবী কবিতায় আধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ পরিস্ফুটিত হয়। কবি আবু নুওয়াজ (৭৬৩-৮১৪ খ্রি.), বাশশার ইবনে বুরদ (৭১৪-৭৮৪ খ্রি.) ও অন্যান্য কবিদের কবিতায় আধুনিকতার আলামাত প্রকাশ পায়। আরবী কবিতার পদ্ধতি ও আঙ্গিক এবং উদ্দেশ্য ও বিষয়কস্তুতে বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ সময় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। যেমন: ইখওয়ানুস সফা, আশা'য়েরা, ম'ুতাযিলা মুরজিয়া ইত্যাদি বুদ্ধিবৃত্তিক মতাদর্শ ও চিন্তামূলক সংগঠন। আরবী কবিতায় এসব চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করার মত। ১৭৯৮ খ্রি. আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর সূচনার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক বিনিময় শুরু হয়। এ সময় আরবী কবিতা নতুনভাবে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর হাত ধরে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিয়ে পায়। রেনেসাঁর সুবাদে ছাপাখানা, পত্রিকা, অনুবাদ কর্মের মাধ্যমে নতুন চিন্তাধারার বিস্তার ঘটে। সমাজ সংস্কার আন্দোলনে জামালুদ্দীন আফগানী , মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু, আবদুর রহমান কাউকাবী, আল বারুনী, আবদুল হামীদ ইবনে বাদীস সহ অনেকে ভুমিকা রাখেন। কবি সাহিত্যিকগণ সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে সে চিন্তাধারা কবিতা ও সাহিত্যে ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনে আরব বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ বিশেষ ভুমিকা রাখেন। সিরিয়ার গালী শুকরী, আলী আহমদ সায়ীদ, খালেদা সায়ীদ, মরক্কোর আবদুল্লাহ উরবী, ফিলিস্তিনের কামাল আবুদিব, মিসরের সালমা আল খাজরা আল জুয়ুশী, মাহমুদ দরবীশ, সালাহ ফজল, সালাহ আবদুস সবুর, ইরাকের আবদুল ওয়াহাব আল বয়াতী, ইয়েমানের আবদুল আজীজ আল মকালীহ, লেবাননের হুসায়ন মারওয়া, জাযায়েরের কারীবা আন নাহাওবী, মালেক ইবনে নবী, সৌদী আরবের আব্দুল্লাহ গুজামী, সাঈদ সুরায়হী প্রমুখ আধুনিক সাহিত্য ও আধুনিক চিন্তাধারার প্রচারক। যেমনিভাবে প্রাচীন আরবী সাহিত্যের পূণর্জাগরণে ভুমিকা রাখেন আল মুবাররদ, ইবনু মু'তজ, ইবনু জনী, ইবনু রশীক। পরবর্তীতে আরব রেনেসাঁয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন আধুনিকতা আনয়নে ভুমিকা রাখে। যার ফলশ্রুতিতেআধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ মিসরের কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী, কবি সম্রাট শাওকী, হাফিয ইব্রাহীম প্রমুখ কবির হাত ধরে আরবী কবিতায় আধুনিকতা আরো বিকাশ লাভ করে।[৭]

পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে আরবী কবিতায় আধুনিকতা

আরবী কবিতা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে আরবী কবিতায় আধুনিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হলো:

---

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬, ১৭

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যে আধুনিকতার ছোঁয়া প্রকাশ পায় যুগপৎ ভাবে, স্বভাবগত আকর্ষণ প্রকাশ হওয়ার সাথে। যা পাশ্চাত্যে ইউরোপ, গ্রীক ও রোমান যুগের মর্তি পুজার সময়কালে প্রবেশ করেছিল। এ সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল অন্ধকার যুগ পর্যন্ত। যা পরস্পর বিরোধী ও সম্পূরক চিন্তা-দর্শন ও মতবাদ সমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ঐ সময়ে প্রতিটি মতাদর্শের পূর্ববর্তী বিপরীত মতাদর্শও চলমান ছিল। তবে প্রতিটি মতাদর্শই বৈশিষ্ট্যগতভাবে উহার ব্যাপ্তি ও হ্রাসের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করত। তবে যারা পাশ্চাত্যের আধুনিকতার জন্য নিজেদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি হালকা ভাবে আবলোকন করেছিল তাদের মধ্য থেকে অনেকেই পাশ্চাত্যের আরবী কবিতায় আধুনিকতার সূচনা সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছে। কার হাত দিয়ে এ আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, খ্রিস্টাব্দ উনিশ শতকের শেষ দিকে পাশ্চাত্যে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল ফরাসী লেখক শার্ল বুদলীর হাতে যিনি ازهار الشر কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। তবে এ কথা সত্য যে এটি শূন্য থেকে শুরু হয়নি। বরং এর আগে বড় বড় ঐতিহাসিক নিদর্শন অতিক্রম করেছে। অতঃপর প্রাচ্যে আধুনিকতার সংস্করণ লাগাতরভাবে চলতে থাকে। চলতে থাকে যুগপৎ ভাবে দুটি মতাদগর্শের গতিধারার মাধ্যমে। প্রথম মতাদর্শ মনে করে যে, পাশ্চাত্যের আধুনিকতা দীর্ঘায়িত হচ্ছিল সাহিত্যিক চিন্তা-চেতনা এবং ফরাসী ও জার্মান বুদ্ধিভিত্তিক দর্শনের প্রভাবের মাধ্যমে। এর প্রবক্তা হলেন: হায়জল, কান্ট ও ডেকার্ত। দ্বিতীয় মতাদর্শের প্রবর্তক জুম। তিনি মনে করেন পাশ্চাত্যে আধুনিকতা লাতিন ও গ্রীস সভ্যতার স্তরে স্তরে গ্রথিত অবস্থায় ছিল। তিনি আরো মনে করেন এ দুটি সভ্যতা দীর্ঘায়িত হওয়ার উপরেই আধুনিক ও প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল।[৮]

ইংরেজ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটন এর মতে ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অটোমান বা উসমানী তুর্কীদের হাতে পতন হওয়ার সময় থেকে ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। রেনেসাঁ, ভৌগলিক আবিষ্কার, ধর্ম সংস্কার আন্দোলন, জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, মুদ্রার প্রচলন, পুঁজিবাদের উদ্ভব ইত্যাদি আধুনিক যুগের সূচনা নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্য। কাজেই ইউরোপের ইতিহাসে প্রাচীন সভ্যতা ও আধুনিক সভ্যতার বিভাজন রেখা হলো ১৪৫৩ খ্রি.।[৯]

আবার কারো কারো মতে পাশ্চাত্যে আধুনিক সাহিত্যের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। কেউ কেউ মনে করেন ১৯০১ খ্রি. রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এর সমাপ্তি ঘটে। তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে আধুনিকতা বলতে সমকালীন বা সম-সাময়িক সাহিত্যকে বুঝানো হয়। যেহেতু আজ যা আধুনিক আগামী কাল তা প্রাচীন।[১০]

---

[৮] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

[৯] দিলীপ কুমার সাহা, *ইউরোপের ইতিহাস (১৪৫৩-১৮১৫) (ঢাকা: ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৬ খ্রি.)*, পৃ. ১২, ১৩

[১০] এম এইচ রহমান, *ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: সিয়াম প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.)*, পৃ. ২১০, ২১১

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতা ও তার বিকাশের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ড. আমের রেজা বলেন,[১১]

ومع نهاية القرن التاسع وبداية القرن العشرين ونمو المذهب الادبية وتطورها التاريخي

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও ঐতিহাসিক বিকাশ সাধিত হয়।"

[১১] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

রেনেসাঁ পূর্ব আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি

আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলামের সূচনা কাল (৬১০খ্রি.) হতে মিসরে ফরাসী হামলার (১৭৯৮ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পরিসরে আরবী কবিতার অবস্থা কেমন ছিল। এই দীর্ঘ যুগ পরিক্রমায় বিভিন্ন পর্যায়ে আরবী কবিতা কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করতে প্রয়াসী।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কবিতার গতি প্রকৃতি

সামী ভাষার নিকটতম ভাষা আরবী। যেটি ইয়ামনের দক্ষিণ আরবী ভাষা এবং হিজাযের উত্তর আরবী ভাষা নামে খ্যাত। সাবা ভাষা ও হিময়র ভাষা দক্ষিণ আরবী ভাষার অর্ন্তভূক্ত । উত্তর আরবের ভাষা অর্থাৎ হিজাযের ভাষা হল আদনানীদের ভাষা। উত্তর আরবের ভাষাকে আরবী-ই-মুবীন বলা হয়। জাহিলী যুগের কবিগন আদনানীদের এই ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন । জাহিলী যুগে যেসব কবি কবিতা রচনা করেছেন তারা ছিলেন রবীআহ ও মুদার গোত্রের। রবীআহ ও মুদার আদনানীদের শাখা গোত্র। ইয়ামনের যেসব গোত্র উত্তর আরবে আবাসিত হয়েছেন তারা তাদের ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। যেমন তায় (**طي**), কিন্দা (**كنده**), তানূখ (**تنوخ**), গোত্র । ভাষাবিদগণ উত্তর আরবের ভাষাকে সামী ভাষার অধিকতর নিকটবর্তী ভাষা বলেছেন। এটির কারণ স্বরূপ তারা বলেন, আদনানী আরবগণ অন্যান্য জাতির সাথে একাত্বভাবে মিশেন নি। অন্য কোন জাতির অধীনে তারা শাসিত হয়নি। অথচ অন্যান্য সামী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে তা রক্ষিত হয়নি। যেমন: ইবরানীয়ন, ব্যবিলনিয়ন ও আশূরিয়ন ইত্যাদি জাতি ও সভ্যতা। এদিক থেকে তারা শত্রুর আগ্রাসন থেকে সাহারা মরুভূমিকে রক্ষা করেছেন এবং ভিন্ন জাতীর শাসন থেকে আরবকে হেফাযত করেছেন। দেশ এবং জাতীকে রক্ষার পাশাপাশি তারা তাদের ভাষাকে ভিন্ন ভাষার বড় ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে। সামী ভাষা সমূহের মধ্যে আরবী ভাষা অধিকতর উন্নত ভাষা হিসেবে পরিগণিত। যেহেতু এ ভাষার বহুল ব্যবহার, শব্দের ব্যুৎপত্তি ও প্রাচুর্যতায় সমৃদ্ধ। তারা তাদের প্রতিটি অনুভূতির জন্য এক বা একাধিক শব্দ ও বাক্য তৈরি করেছেন। সর্বশেষ আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ভাষা ও অর্থ আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে । অতঃপর মুসলিম বিজেতাগণ আরবী ভাষাকে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকাসহ বিশ্বের সকল দেশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং সেসব দেশে আরবী ভাষা প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছে। [১]

সপ্তম শতাব্দীর (৬১০ খ্রি.) গোড়ার দিকে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। যার প্রবর্তক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর আল কুরআনের প্রত্যাদেশ (ওহী) অবতীর্ণের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে আল কুরআন এর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বিশেষত আরবী কবিতার উন্নতি ও কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। আল কুরআনের বিভিন্ন শব্দ, অর্থ ও উদ্দেশ্যের সাথে আরব জাতি পরিচিত

[১] ড. হাস্‌সান হাল্লাক *(সম্পাদনা), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম, ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ.* ২০,২১

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে ইতোপূর্বে তারা যা জানতো না। যেমন: ফুরকান, কুফর, ঈমান, শিরক, ইসলাম, সাওম, সালাত, যাকাত, রুকু, সিজদা, বা'আস (পূনরুত্থান), 'ইকাব (শাস্তি), সওয়াব, ইবাদত ইত্যাদি।[২]

আরবদের নিকট কবিতা ছিল তাদের সাহিত্যের দিওয়ান এবং তাদের মুখের ভাষারূপ। যা কিছু তারা অনুভব করতেন এবং তাদের অন্তরে উদিত হত তা হতে তারা **وصف** (গুনাগুন বর্ণনা), **تشيب** (প্রণয়গীতি), **مدح** (প্রশংসা), **فخر** (গৌরবগাঁথা), **رثا** (শোকগাঁথা) জাতীয় ধারণা বিশুদ্ধ কাব্যালাপে প্রকাশ পেত। এমনিভাবে তাদের জীবনের বিচিত্র অঙ্গন ছিল উর্বর কাব্যভূমি। যেমন: প্রতিমাদের উপাসনা, আকাশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয় ইত্যাদি ধ্যান ধারণা বিশুদ্ধ কাব্যরূপে প্রতিভাত হত। হযরত মুহাম্মদ (স.) সূচিত ইসলামী আন্দোলনের ফলে আরব জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। তাদের চরিত্রে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাদের কাব্যগাঁথা, বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগল। জাহিলী আরব সাহিত্যাঙ্গনে রাসূল (স.) ও খোলাফায়ে রাশিদার যুগে মুখাদ্দারামীন কবি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।[৩] যেমন- হাসসান ইবনে সাবিত (মৃ.৫৪ হিজরী, ৬৭৪ খ্রি.), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ। ইসলামের রূপ-রঙ, সংস্কৃতি তাদের কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ (স.) ও ইসলামের স্বপক্ষে অবস্থান নিয়ে মক্কার মুশরিক কবিদের হিজামূলক কবিতার জবাব দিতেন। রাসূলুল্লাহ (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে যারা কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে যব'আরী, আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, দারার ইবনুল খাত্তাব, আমর ইবনুল হারিছ, ও আমর ইবনুল আছ প্রমুখ। এমনিভাবে রাসূল (স.) এর যুগে ইসলামী ধারা ও ইসলাম বিরোধী ধারায় কবিতা রচিত হতে থাকে।[৪] ইসলামের কুৎসা রটনাকারী অনেক কবি ইসলাম গ্রহণ করার পর কবিতা রচনা পরিত্যাগ করেছেন। যেমন: আব্দুল্লাহ ইবনে যবআরী, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস, দারার ইবনে খাত্তাব ও আমর ইবনুল আস প্রমুখ কবি।[৫] তাছাড়া মু'আল্লকা রচয়িতা কবি লাবীদ আল 'আমেরীও ইসলাম গ্রহণের পর আর কাব্য চর্চা করেননি।[৬] অনেক কবি কাব্য চর্চা থামিয়ে দেয়ার কারণ ছিল আল কুরআন অধ্যয়ন ও আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকায় এবং ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভ্রান্ত পথে যাওয়ার ভয়।[৭]

---

[২] ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *মিন রওয়া'ইল আদবিল 'আরবী (কুয়েত: দারুল বুহুছ আল 'ইলমীয়া, ১৯৭৯ খ্রি.)*, পৃ.২১

[৩] যেসব কবি জাহিলী ও ইসলামী যুগ পেয়েছেন। জাহিলী যুগে কাব্য চর্চার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ ও ইসলামের প্রতি ঈমান এনে তাদের কাব্য চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন তাদেরকে মুখাদ্দারিমীন কবি বলা হয়। الشعراء الذين ادركوا الجا هلية والاسلام جا معا 'কবিগণ যারা জাহিলী ও ইসলামী যুগ একত্রে লাভ করেছেন।' ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

[৪] ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

[৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পূর্ব যুগে কুরায়শ গোত্রে উল্লেখযোগ্য কোন কবি না থাকলেও রাসূল (স.)ও ইসলামের বিরোধিতা কালে তাদের কাব্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। তারা কবিতা দ্বারা রাসুলুল্লাহ (স.), আনসার, মুহাজিরদের কুৎসা রটনা করতেন। তারা ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক কবিতা রচনা করে ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[৮]

তারা রাসূল (স.), ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ করে কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, আব্দুল্লাহ ইবনুল যবআরী, দারার ইবনে খাত্তাব, আল ফিহরী, আমর ইবনুল আস, আল হারিছ ইবনে হিশাম, বুজায়ের, মু'আবিয়া ইব্ন যুহায়র, আবু 'ইজ্জাহ আল জামহী, হুরায়রা মাখজুমি প্রমুখ কবি রয়েছেন।[৯] তাদের রচিত নিন্দাবাদমূলক কবিতার সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষায় মদীনার মুসলমানদের পক্ষ থেকে এগিয়ে আসেন হাস্‌সান বিন ছাবিত, কাব বিন মালিক, ও আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা প্রমূখ কবিবর্গ। রাসূলুল্লাহ (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগে তৎকালীন আরবে দুটি ধারায় কবিতা রচিত হতে থাকে। একটি মক্কার ধারায়, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। অপরটি মদীনার ধারায় যারা রাসূল (স.)ও ইসলামের স্বপক্ষে অবস্থান নেন। [১০]

প্রাচীন আরবী সাহিত্য বিশারদগণ মুখাদ্দারাম কবিদেরকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন এবং তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন। তৎমধ্যে আরবের ওয়াবার (الوبر) কবি সম্প্রদায় তারা হলেন- নজদ, ইয়ামামা ও উহার উপাত্যকার কবি সম্প্রদায়। অপরটি মাদার (المدر) কবি সম্প্রদায়। তারা হলেন- মদীনা, মক্কা, তায়েফ, বাহরাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রভূক্ত কবি সম্প্রদায়। প্রচীন আরবী সাহিত্যবিশারদগণ মনে করেন যে, নজদ ও ইয়ামামা কেন্দ্রিক কবি সম্প্রদায়ের কবিতা মক্কা ও মদীনা কেন্দ্রিক কবি সম্প্রদায়ের কবিতার চেয়ে অধিকতর উচ্চমানসম্পন্ন, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অলংকারিক পূর্ণ অর্থের দিক থেকে অধিকতর উদার এবং বাক্যের বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে অধিকতর প্রশস্ত ও প্রাঞ্জল। কিন্তু তাদের কবিতা দুর্বোধ্য থেকে মুক্ত ছিলনা। তারা ছিলেন জাহিলী যুগের কবি সম্প্রদায়। অপর দিকে মক্কা-মদীনা কেন্দ্রিক কবি সম্প্রদায়ের কবিতা অধিকতর প্রাঞ্জল, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে সুক্ষ্ম, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে চৌকস, এবং পদ্ধতিগতভাবে অধিকতর পরিশিলীত ও নম্র। তারা সকলে ছিলেন মদীনাবাসী কবি। তাদের মধ্যে রয়েছে কুরাইশদের মধ্যে থেকে রাসূলুল্লাহর (স.) পক্ষ অবলম্বনকারী নবাগত তরুন কবিগণ। রাসূলুল্লাহর (স.) যুগে আউস ও খাযরাজের আনসারী কবি সম্প্রদায়ের কবিতা শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে নম্র ও অর্থের দিক থেকে সহজ যেরূপ জাহিলী যুগে ছিল।[১১]

---

[৮] ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *আসহাবে রাসুলুল্লাহ কাব্য প্রতিভা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, মে, ২০০৩ খ্রি.)*, পৃ. ১৩

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

[১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

মদীনার কবিগণের কবিতার শৈল্পিক ধারা ছিল মক্কার কবিগণ থেকে ভিন্ন। মদীনার কবিদের সুস্পষ্ট দুটি ধারা ছিল। একটি হল জাহিলী ধারা। যার ধারক বাহক ছিলেন হাস্‌সান ইবন ছাবিত ও ক'াব ইবন মালিক। তারা কুরায়শদের নিন্দাবাদ করতেন জাহিলী যুগের মর্ম ও বিষয়বস্তু দ্বারা। যেমন বিভিন্ন ঘটনা যুদ্ধ-বিগ্রহ, ও রীতি-নীতি নিয়ে কবিতা রচনা করে লজ্জা দিতেন। অপরটি ছিল ইসলামী ধারা। যার ধারক বাহক ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা। তিনি কুরায়শদেরকে নিন্দাবাদ করতেন তাদের কুফর, শিরক, মূর্তি পূজা, সত্য ও নতুন দীনের আহবানে সাঁড়া না দেয়া নিয়ে। এ ধারা চলতে থাকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। মক্কা বিজয়ের পর আরববাসী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। যে সব কবিরা ইতোপূর্বে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল তারা ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মক্কা মদীনার কাব্যিক দ্বন্দ্বের অবসান হল। তারা রাসূল,ইসলাম, মুসলমান ও দীনের গৌরব ও মাহাত্ন প্রচারে রত হল। আল কুরআনের প্রভাবে কবিতায় ইসলামী শব্দের সমারোহ আমরা দেখতে পাই।

কবি কা'ব ইবনে যুহায়রের কবিতায় মৃত্যুর কথা ফুটে উঠেছে-[১২]

ومن اها ب أسبا ب المنا يا ينيله + ولورام أسبا ب السماء بسلم

"মৃত্যু থেকে পালাও তুমি মরণ তোমায় লইবে ঘিরি

যদিও সুদূর আকাশ পানে লুকাও সেথায় লাগিয়ে সিঁড়ি।"

মানুষ আল্লাহর অভিমূখী। তারা আল্লাহর কাছেই চায়। আল্লাহ কাউকে বিমুখ করেন না। এই মর্মটি কবি আবীদ ইবনুল আবরাসের কবিতায় ফুটে উঠেছে-[১৩]

من يســـئا ل النا س يحرموه + وسا ئل الله لا يخيب

"মানুষের কাছে চায় যে জন, বঞ্চিত সে জন হতাশ

আল্লার কাছে যাঞ্চাকারী, হয়না কখনো নিরাশ।"

আরব ভূমিতে মূর্তি পুজার ব্যপক প্রচলন ঘটেছিল এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বহু আয়াত দেখা যায়। গাতফান গোত্রের মূর্তির নাম উজ্জা, এই উজ্জাকে লক্ষ্য করে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ বলেন- [১৪]

يا عزكفرانك لا سبحانك + اني رايت الله قد اهانك

"মানিনা তোমায় হে উজ্জা, তুমি কিসে পবিত্র

দেখছি আমি আল্লাহ তা'আলা করছে তোমায় অপদস্ত।"

---

[১২] ড. শওকী দায়ফ, *তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরিল জাহিলী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ,তাবি)*, ৩১তম *সংস্করণ*, পৃ. ৮৭

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আরবী 'কবিতা জাহিলী যুগের কবিতার তুলনায় শাব্দিক দিক থেকে সহজ সরল ও বোধগম্য ছিল। এ যুগে অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল শব্দ দিয়ে রচিত হয়েছে আরবী কবিতার ভিত। এ সময় আরবী কবিতায় কুরআনিক শব্দ সমূহের বহুল প্রচলন ঘটে।

আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা এর কবিতা-[১৫]

شهدت بأن وعد الله حق + وأن ألنار مثوي للكافرين

وأن العرش فوق اللما ء طاف + وفوق العرش رب العالمين

وتحمله ملا ئكة غلاظ + ملائكة الا له مقربين

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য। আর জাহান্নাম কাফিরদের ঠিকানা। নিশ্চয় 'আরশ পানির উপর ভাসমান। আর 'আরশের উপর হলেন বিশ্ব জাহানের রব। উহাকে (আরশ) বহন করেছে নির্মম হৃদয়ের ফিরিশতাগণ। আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ।"

আব্দুল্লাহ ইবন যব'আরী এর কবিতায়- [১৬]

يا رسول المليك إن لسا ني + أنابور راتق ما فتقت إذ

اذا أ جاري الشيطان في سنن + الغيّ ومن مال ميله مبثور

آمن اللحم والعظام بما قلت + فنفسي الفداء وانت ال نذير

"হে আল্লাহর রাসূল আমার জিহবা ভুল করেছে যখন আমি গোমরাহ ছিলাম। যখন ভ্রান্ত পথে আমি শয়তানকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আর যে সেদিকে ঝোঁকে তার সে ধ্বংশ হয়ে যায়। আপনি যা বলেছেন তার প্রতি আমার গোশত ও হাড্ডি (সর্বাঙ্গ) ঈমান এনেছে। তাই আমার অন্তর আপনার প্রতি নিবেদিত, আর আপনি তো সতর্ককারী।"

রাসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিছ এর নিন্দাবাদের জবাবে কবি হাস্‌সান বলেন-[১৭]

هجوت محمدا فاجبت عنه + وعند الله في ذالك الجزاء

هجوت مباركا برا حنيفا + امين الله شيمته الوفاء

اتهجوه و لست له بكفو + فشركما لخيركما الفداء

فان ابي و والده و عرضي + لعرض محمد منكم وقاء

[১৫] ড. শওকী দায়ফ, *তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরিল ইসলামী, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ,তাবি)*, পৃ. ৬৮

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[১৭] ড. মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছো আমি তার পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। এটার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। তুমি একজন পবিত্র, পূণ্যবান ও সত্যপন্থী ব্যক্তির নিন্দা করেছো। যিনি আল্লাহর পরম বিশ্বাসী এবং ওয়াদা পালন করা যার স্বভাব। তুমি তার নিন্দা কর? অথচ তুমি তার সমকক্ষ নও। অতঃপর তোমাদের দুজনের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ হোক। অবশ্যই আমার পিতা, তার তার পিতা মাতা এবং আমার ইজ্জত তোমাদের থেকে মুহাম্মদের মান সম্মান রক্ষায় নিবেদিত।"

ইসলামের আবির্ভাবের ফলে ইসলামী মূল্যবোধ আরবী কবিতায় ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে আরবী কবিতার বিষয়বস্তুতেও ইসলামী ভাবধারা বিরাজমান।

রাসুলুল্লাহর (স.) শানে রচিত কা'ব ইবনে জুহায়রের প্রসংশা মূলক কবিতা-[১৮]

نبئت أن رسول الله أوعدني + والعفو عند رسول الله مأمول

مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال + قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم + أذنب ولو كثرت في الأقاويل

إن الرسول لنور يستضاء به + مهند من سيوف الله مسلول

في عصبة من قريش قال قائلهم + ببطن مكة لما أسلموا زولوا

زالوا فما زال أنكاس ولا كشف + عند اللقاء ولا ميل معازيل

"আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল স. আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছেই তো ক্ষমা লাভ করা যায়। আমাকে একটু সময় দিন। সেই মহান আল্লাহ আপনাকে হিদায়াত দান করুন, যিনি অতিরিক্ত অনুগ্রহ স্বরূপ আপনাকে কুরআন দান করেছেন। যাতে রয়েছে উপদেশমালা ও বিশদব্যাখ্যা।

নিন্দুকদের কথায় আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। কারণ, আমি কোন অপরাধ করিনি, যদিও আমার সম্পর্কে অনেক বেশী কথাবার্তা হয়ে গেছে। নিশ্চয় রাসূল (স.) এমনই এক জ্যোতি, যা দ্বারা আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহর ধারালো তরবারি সমূহের অন্যতম তরবারি যা সতত কোষমুক্ত। কুরায়শদের একটি দল যখন মক্কার উপত্যাকায় ইসলাম গ্রহণ করে তখন তাদের একজন বলেছিল, তোমরা মক্কা থেকে মদীনায় সরে যাও। তাই তারা মদীনার দিকে সরে পড়ে। তবে যারা দুর্বল এবং সম্মুখ সমরে বর্মহীন, অস্ত্রহীন, তারা সরেনি।"

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২, ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাসসানের (মৃ. ৫৪ হি./৬৭৪ খ্রি.) ইসলামী কবিতা- [১৯]

إِنَّ الذَوائِبَ مِن فِهرٍ وَإِخوَتَهُم + قَد بَيَّنوا سُنَّةً لِلناسِ تُتَّبَعُ
يَرضى بِها كُلُّ مَن كانَت سَريرَتُهُ + تَقوى الإِلَهِ وَبِالأَمرِ الَّذي شَرَعوا
قَومٌ إِذا حارَبوا ضَروا عَدُوَّهُمُ + أَو حاوَلوا النَفعَ في أَشياعِهِم نَفَعوا
سَجِيَّةٌ تِلكَ مِنهُم غَيرُ مُحدَثَةٍ + إِنَّ الخَلائِقَ حَقّاً شَرُّها البِدَعُ
أَعِفَّةٌ ذُكِرَت في الوَحيِ عِفَّتُهُم + لا يَطمَعونَ وَلا يُرديهِمُ الطَمَعُ
أَكرِم بِقَومٍ رَسولُ اللَهِ قائِدُهُم + إِذا تَفَرَّقَتِ الأَهواءُ وَالشِيَعُ

"মদীনার মুহাজির কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের ভায়েরা মিলে মানুষের জন্য অনুসরণযোগ্য একটি নিয়ম-পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন। যাঁদের অন্তর খোদাভীতি আছে তাঁরা সকলে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং সব ধরণের কল্যাণধর্মী কাজ তারা করেন। তারা এমন একটি সম্প্রদায় যে, যুদ্ধ করলে তাদের শত্রুর ক্ষতি সাধন করেন এবং তাদের আপনজনদের উপকার করতে চাইলে তারা উপকার করেন। এটা তাদের জন্মগত স্বভাব, নতুন কোন জিনিস নয়। জেনে রাখ, সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ কর্ম হলো গোত্রের আদত-অভ্যাসের পরিপন্থী কোন নতুন পন্থা-পদ্ধতি চালু করা। তারা পূত:পবিত্র লোক, তাদের পবিত্রতার কথা ওহীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তারা কদাচারে কলুষিত হন না এবং লোভ লালসাও তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেনা। তুমি এমন একটি সম্প্রদায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর যাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহর রাসূল। যখন বিভিন্ন জনের কামনা-বসনা ও বিভিন্ন সাহায্যকারীরা বিভিন্ন মুখী হয়ে পড়েছে।"

এই সময় কবিতা যে সব উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল তা হল :

১. অশ্লীল গযল (الغزل المفحش), প্রশংসার দ্বারা মানুষের চাটুকারিতা করা ও ইসলামের বিরোধীতা না করা ও কুফরী না করার জন্য অমুসলিম কবিরা কটাক্ষমুলক কবিতা রচনা করতো। মিথ্যা গৌরব করা, মদের গুনাগুন বর্ণনা করা, বন্য প্রাণীদের গুনাগুন বর্ণনা করা ।

২. অপরদিকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত আনসার ও কুরায়শ কবিদের মধ্যে কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করতে দেখা যায়। এই যুগে মুশরিকদেরকে কুফ্‌রী করার জন্য, মুর্তি পূজা করার জন্য ও ইসলামের ক্ষতিসাধন করার জন্য কটাক্ষমূলক কবিতা (هجاء) রচনা করেছেন কবিগণ। তৎমধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা অন্যতম। তার হিজা বা কটাক্ষমূলক কবিতা ছিল সহজ অধিক বোধগম্য ও প্রাঞ্জল। রাসূলুল্লাহ (স.) তাকে মুশরিকদের হিজার জবাব দিতে উৎসাহিত করেছেন।

[১৯] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১, ১২২

Dhaka University Institutional Repository

৩. এই সময় ইসলামের দাওয়াতকে শক্তিশালী করার জন্য কবিতার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করা, উত্তম উপদেশ দেয়া, রাসূলুল্লাহ (স.) ও আনসারদের প্রশংসা করা, ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উৎসাহিত করা। যেসব যোদ্ধা ইসলামের জন্য শহীদ হয়েছেন তাদের শোকগাঁথা রচনা করা। আর যেসব সাহাবীরা অন্যায়ভাবে জুলুমের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের শোকগাঁথা রচনা করা।

৪. ইসলামের গৌরব বর্ণনা, পারস্য, রোমের সৈন্যদের উপর বিজয় হওয়ার গৌরবগাঁথা বর্ণনা, মুসলমানদের বীরত্ব ও সৌর্য-বীর্যের প্রশংসা, যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা, হাতী-ঘোড়ার বর্ণনা, বরফের পাহাড়, নদী, সমুদ্রের নৌযান ইত্যাদির বর্ণনা কবিতায় স্থান পেয়েছে।[২০]

সাধারণভাবে মুখাদ্দারাম কবিদের কবিতায় বিশেষভাবে সাহাবী কবিদের কবিতায় উন্নতি ও অগ্রগতিতে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ভাষণ ও হাদীসের বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। এসব কবি সম্প্রদায় আল কুরআনের শব্দ ও পদ্ধতি কবিতায় ব্যবহার করেছেন। কবিতার মাধ্যমে ইসলামী আকিদা বিশ্বাস ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতায় ইসলামী শব্দমালা ব্যবহার করেছেন। যেমন: الصلاة (সালাত), الزكاة (যাকাত), الصيام (সিয়াম), الجنة (জান্নাত), النار (নার), الثواب (সওয়াব), العقاب (শাস্তি),البعث (পূনরুত্থান), তাছাড়া বিভিন্ন ফিরিস্তা ও নবী রাসুলগণের সুন্দর নাম।[২১]

আল কুরআনের প্রভাব ভাষা, সাহিত্য ও কবিতায় যেমন পড়েছিল ঠিক মানুষের মনের মুকুরেও তরঙ্গায়িত হয়েছিল যা ওয়ালিদ ইবনে মুগীরার মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। তিনি রাসূলুল্লাহর (স.) মুখে আল কুরআনের আয়াত শুনে আশ্চর্য হয়ে কুরায়শভূক্ত তার গোত্রের নিকট গিয়ে বললেন, [২২]

والله لقد سمعت من محمد كلاما ما هومن كلام الانس ولا من كلام الجن وان له لحلا وة وان عليه لطلا وة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغد ق

"আল্লাহর শপথ আমি মুহাম্মদের নিকট থেকে এমন কথা শুনেছি যা কোন মানুষ কিংবা জীনের কথা নয়। নিশ্চয় তার কথায় রয়েছে মিষ্টতা এবং তার সামগ্রিক কথায় রয়েছে মনোহারিত্ব। নিশ্চয় তার উপরি ভাগ ফলপ্রদ এবং নিচের ভাগ পর্যাপ্ত।"

এমনি ভাবে আরবী সাহিত্য ও কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব ছিল লক্ষ্য করার মত। যা শোনে তৎকালীন আরববাসী আশ্চর্য্যান্বিত হত।

---

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১, ১১২

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

[২২] ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়্যা যুগে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি

উমাইয়্যা যুগে (৪১-১৩২হি./৬৬১-৭৫০খ্রি.) কবিতা ইসলামী জীবনের প্রতিনিধিত্বকারী ও ইসলামী সালতানাতের অনুগামী। এ যুগের কবিতা ছিল জাহিলী চিন্তা দর্শন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। উমায়্যা যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক ও বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব ঘটে। বিজিত অঞ্চলসমূহে এসব মতবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে কবিতার গতিধারায় এর সুস্পষ্ট প্রভাব পরিদৃশ্যমান। কিন্তু কবিতার বিষয় ও উদ্দেশ্যে পরিবর্তন সূচিত হলেও কবিতার আঙ্গিকে যথা وزن , قافية এবং কবিতা রচনার পদ্ধতি জাহিলী যুগ ও ইসলামের প্রথম যুগের কবিতা রচনার পদ্ধতির মতই বহাল থাকে।[১] যা হোক, উমায়্যা যুগে রজয ছন্দে রচিত কবিতা আরাজীয (الاراجيز) রচনায় কবিরা মনোযোগী হন। বেদুঈনগণ রজয ছন্দে কবিতা রচনা করতেন। এটি কয়েকটি লাইন বিশিষ্ট কবিতা (দুই থেকে ছয় লাইন)। রজয ছন্দে রচিত কবিতা গেয়ে তারা উট চালাত। অথবা তারা এই ছন্দে রচিত কবিতায় উট (ابل) হরিণ (ظبي) উট পাখি (ظليم) বন্য গাভী (ثوروحشي) ইত্যাদির গুনাগুন বর্ণনা করত। উমায়্যা যুগে কবিরা বিভিন্ন বিষয়ে আরাজীয কবিতা রচনা করেন। এ যুগে আরাজীয এর শ্লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তা কাসীদার ফর্মে উন্নীত হয়। রজয রচয়িতাগণ এটিকে কাসীদার বৈশিষ্ট্যের দিকে নিয়ে যান। তারা রজয কবিতায় المدح, الهجاء,الفخر, الرثاء সংযোজন করেন। কসীদার ন্যায় এতে নসীব (نسيب) বা প্রণয়মূলক বিষয় যেমন প্রেয়সীর বাস্তভিটার বর্ণনা, এর নিদর্শন, প্রেয়সীর উষ্ট্রাবাহন ও তার সামানা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। আবূ নজম আল 'ইজলী, ও আল 'আজ্জাজ আত্তামীমী এবং তার পুত্র রবা (মৃ. ১৪৫ হি.৭৬৩ খ্রি.) এ যুগে আরাজীয রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তারা আরাজীয রচনায় নতুনত্ব আনয়ন করেন।[২]

আরাজীয কবিতার অধিকাংশই গানের উপযুক্ত ছিল। এ জাতীয় কবিতা উমায়্যা খলিফা, উমারা, শাসক শ্রেণী এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চোখে অতি মূল্যবান ও উচ্চমানসম্পন্ন ছিল। ফলে তাদের প্রত্যেকেই এই কবিতাকে তাদের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেমন: শী'আ, খারিজী, যুবায়রী (আবদুলাহ ইবন যুবায়েরের দল), উমুবীদের মধ্যে 'উমাইয়্যা দল অন্যান্য দলের উপর শক্তিশালী ছিল। প্রতিটি দলের সমর্থক কবি ছিল। তাদের 'উমারা ও নেতৃবৃন্দ প্রায় কবিদের মাঝে উসকানী দিত ফলে কবিদের মাঝে হিজা

[১] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *(সম্পা.), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম ,১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ১৩৭

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ও নাকাইজ সংঘটিত হত।[৩] নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি ভাষা ও সাহিত্যের 'আলিমগণও কবিদের কবিতা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হত এবং এক কবির উপর অন্য কবিকে প্রাধান্য দিত। তারা কাব্য সমালোচনা করত। ফলে কবিগণ 'উলামাদের কাব্য সমালোচনা মাথায় রেখে উন্নত কবিতা রচনা করতেন। তাদের কবিতা ত্রুটিমুক্ত করতেন এবং কাফিয়ার দোষত্রুটি থেকে কবিতাকে মুক্ত রাখতেন।[৪]

কবিতার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য

উমাইয়্যা যুগে বিভিন্ন বিষয়ে ও উদ্দেশ্যে কবিতা রচিত হয়েছে। আরবী কবিতার কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। যা প্রতিটি যুগে কবিগণ ঐসব বিষয়বস্তুর উপর কবিতা লিখেছেন। যেমন: الغزل، الوصف، الهجاء، المدح অন্যতম। এই বিষয়গুলো জাহিলী যুগের কবিতায় যেমন ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগের কবিতায়ও ঠিক তেমন রয়েছে। আর উমায়্যা যুগের কবিতায়ও অনুরূপ বিষয়বস্তু বিদ্যমান।

তবে কবিতার বিষয়বস্তু এক হলেও ভাবার্থ ও মর্মার্থে রয়েছে নতুনত্ব। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পরিবেশে কবিতা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ধারণ করে অগ্রসর হয়। তাই নতুন জীবন নতুন পরিবেশে কবিতাও নতুন রূপ পরিগ্রহ করে সৃষ্টি হয় নতুন জাগরণ। প্রাচীন ও নতুন বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে অগ্রসর হয় কবিতা।

الشعر الديني (জীবনাদর্শ ভিত্তিক কবিতা)

উমাইয়্যা যুগ ছিল খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নবুয়তের যুগের নিকটবর্তী একটি যুগ। তারা ইসলামী চিন্তা চেতনায় ছিল সমৃদ্ধ। মন মানসিকতায় ছিল দ্বীনী প্রভাব। তাদের কবি, সাহিত্যিক, আইনশাস্ত্রবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ ইসলামী রঙ্গে ছিল উদ্ভাসিত। এই যুগের গদ্য ও পদ্যসহ সাহিত্যের সব শাখায় ইসলামী ভাবধারা বিদ্যমান ছিল।[৫]

المدح (প্রশংসা)

জাহিলী যুগ থেকেই কবিতার উদ্দেশ্য হিসেবে المدح প্রচলিত হয়ে এসেছে। ইসলামের আবির্ভাবের পর মহানবী (স.) প্রশংসা শুনা ও ইসলামী দাওয়াতের সমর্থনে এটিকে অনুমতি প্রদান করেছেন। কিন্তু রাসূল (স.) অবান্তর প্রশংসা ও তোষামোদ জাতীয় প্রশংসা শুনা নিষেধ করেছেন। উমাইয়্যা যুগে মু'আবিয়া (র.) ইসলামী দাওয়াত

---

[৩] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮; উমাইয়্যা যুগেও কবিগণ হিজা বা ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। কোন স্বার্থ সিদ্ধি উদ্দেশ্য ছিলনা। উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ প্রদান। এই কবিতাগুলোকে نقائض (নাকাইজ) বলা হয়। এক বচনে نقيض। نقض ধাতু থেকে এটির উদ্ভূত । যার আভিধানিক অর্থ উল্টো, বিপরীত ভাঙ্গন ইত্যাদি। نقائض কবিতার শর্ত হল- দু কবি একই ছন্দে এবং একই কাফিয়াতে (চরণের শেষ শব্দের উচ্চারণে একই মিল রক্ষা করে) কবিতা রচনা করা। উমায়্যা যুগে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই জরীর (মৃ. ১১০ হি. ৭২৮ খ্রি.) ও ফরযদক (মৃ. ১১০হি. ৭২৭ খ্রি.) এবং জরীর ও আখতল (মৃ. ৯৫ হি.) এর মধ্যে কবিতার লড়াই হয়েছে। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তা প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে আরবী সাহিত্য ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে, তৎকালীন সমাজ-চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে এবং সাধারণ মানুষ আনন্দিত হয়েছে। আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইফাবা, জুন ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২০২

[৪] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

[৫] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *আল আদবু ওয়া তারীখুহু (মিসর: আল মতাবি'উল আমীরিয়্যা,১৯৯২ খ্রি.)*, পৃ. ২৭

Dhaka University Institutional Repository

জোরদার করণে এ জাতীয় প্রশংসাকে সীমিতভাবে অনুমোদন করেছেন। বনু মারওয়ান হক কিংবা নাহক প্রশংসা শুনার পথ সুগম করেছেন। তারা এক্ষেত্রে বাৎসরিক পুরষ্কারের ব্যবস্থাও করেছেন। ফলে কবিগণ প্রশংসামূলক কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা করত। তারা শাসকদের প্রশংসা করে তাক লাগিয়ে দিত।

জাহিলী কবিগণ বীরত্ব, মর্যাদা, প্রতিবেশির হেফাজত, ওয়াদা পালন ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশংসা মূলক কবিতা রচনা করতেন। উমাইয়্যা কবিগণ অনুরূপ প্রশংসার পাশাপাশি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ইসলামী সৈনিকদের বিজয় গাঁথা প্রশংসামূলক কবিতায় তুলে ধরেছেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদের জীবনকে উৎর্স করেছেন। তারা না চেয়েছে পার্থিব ধন সম্পদ আর না চেয়েছে সম্মান মর্যাদা।[৬]

الهجاء (ব্যঙ্গ কবিতা)

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে কবিদের মধ্যে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার প্রথা দেখা যায়। মহানবী (স.) হযরত হাসসান বিন সাবিতকে মুশরিকদের ব্যঙ্গ কবিতার বিপরীতে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে ইসলামী শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে এই ব্যঙ্গ কবিতা পরিচালিত হত। এই জন্যই দেখা যায় হযরত উমার (র.) কবি হুতাইয়া কে ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্য গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং তওবা করার পর তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। উমায়্যা যুগে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হতো। কবি জারীর, আখতল ও ফরযদক এর হিজা আবরী সাহিত্যাঙ্গনে সু-প্রসিদ্ধ। কয়সীনগণ ব্যঙ্গ করেছেন। অতঃপর আরবের এক গোত্র অন্য গোত্রের ব্যঙ্গ করেছেন।[৭]

উমাইয়্যা যুগে দু'ধরনের হিজা বা ব্যঙ্গমূলক কবিতার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

এক: الهجاء الشخصي (ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিজা) দুই: الهجاء السياسى (রাজনৈতিক হিজা)

ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে আরোপিত হিজা হলো ব্যক্তির অসৎ চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যঙ্গ করা। যেমন: কৃপনতা, ভীরুতা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা. বংশগত অবস্থান ইত্যাদি।

অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যঙ্গ এর মধ্যে রয়েছে খলিফা, আমির-'উমরা, সমাজের নেতৃবৃন্দ, শাসকদের জুলুম নির্যাতন, প্রজাদের মাল সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা, প্রজাদের উপর শাসকদের নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, ঘুষ, প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা ইত্যাদি বিষয়ে কবিগন ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন। যাতে মানুষ প্রকৃত তাথ্য জানতে পারতেন এবং তাদের অধিকার সুরক্ষিত হতো। শাসকগোষ্ঠি ও উচ্চ শ্রেনীর লোকেরা কবিদের হিজাকে ভয় করতেন। ফলে তারা কবিদের তোষামোদ করতেন। হিজার মাত্রা বেড়ে গেলে তাদের জিহবা কেটে নেয়ার হুমকি

[৬] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯, ৩০

[৭] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন। কুফা বাসিরা ল্যাংড়া কবি আল হিকমকে ভয় করতেন। তিনি লাঠি নিয়ে চলতেন। অন্য একজন কবি তার ব্যাপারে বলেছেন-[৮]

عصا (حكم) في الدار اول داخل + ونحن عن الأبواب نقصي ونحجب

"লাঠিওয়ালা অর্থাৎ হিকম ঘরে প্রথম প্রবেশ করলে আমরা অন্যান্য দরজা দিয়ে নির্ধারিত দূরত্ব বজায় রাখতাম এবং একটু আড়ালে যেতাম।"

এই যুগে জরীর ও ফরযদকের নাকাইজ আরবী সাহিত্যাঙ্গনে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

الفخر (গৌরব গাঁথা বর্ণনা)

আল্লাহর নি'আমতের বর্ণনা, আল্লাহর মহত্ব ও ইসলামের মর্যাদা বর্ণনা, মুশরিকদের উপর ইসলামের বিজয়ের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করা ইসলাম অনুমোদন করে। আসবিয়াত বা গোত্র প্রীতি সম্পর্কিত গৌরব বর্ণনা ইসলাম অনুমোদন করেনা। উমায়্যা যুগে কবিগণ জাহিলী যুগের মত গৌরবগাঁথা বর্ণনা করেছেন।

الشعر السياسي (রাজনৈতিক কবিতা)

উমায়্যা যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়। উমায়্যা, বনী হাশেম, শী'আ, খারিজী, যুবায়রী (আবদুলাহ ইবনে যুবায়রের দল) ইত্যাদি। হযরত 'আলী ও হযরত মু'আবিয়া এর দ্বন্দের মাধ্যমে রাজনৈতিক কবিতার সূত্রপাত হয়। উমায়্যা যুগে এটি ব্যাপকতা লাভ করে। কবিগণ স্ব-স্ব মতাদর্শ প্রচারে কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কবি আখতল, জারীর ও ফরযদককে বনী উমায়্যার কবি বলা হয়ে থাকে। 'আবদুলাহ ইবন কায়িস আল রূকায়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়ের এর সমর্থক কবি। ইমরান ইবন হিত্তান ও তারিমাহ ইবন হাকীম খারিজী সমর্থক কবি। শী'আ সমর্থিত কবি, হলেন আল কুমিয়ত আল আসদী ।

উমায়্যা যুগের রাজনৈতিক কবিতা একটি নতুন বিষয়। সে যুগের রাজনৈতিক কবিতা অর্থগতভাবেও সম্পূর্ণ নতুন। মক্কায় কুরায়শ কবি ও রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কবিদের গোত্র ভিত্তিক কবিতার প্রচলন আমরা দেখতে পাই। উমায়্যা যুগে এরূপ কবিতা অর্থগতভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক দলগত কবিতায় রূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যায়।

الرثاء (শোকগাঁথা)

সন্তান সন্ততি, আমির উমরা, খলিফা ও প্রিয়জনদের মৃত্যুতে রচিত হতো শোকগাঁথা কবিতা। উমাইয়্যা কবিগন খলিফা, আলিম, 'উলামা ও নেতাদের জন্য শোকগাঁথা রচনা করতেন। তাছাড়া আহলে বায়তের নিহত ব্যক্তি ও মৃতদের নিয়ে শোকগাঁথা রচিত হতো।[৯]

[৮] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১, ৩২

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬, ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

الغزل الصريح القصصي (সুস্পষ্ট কাহিনীমূলক প্রেম কবিতা)

এ জাতীয় কবিতা মক্কা মদীনার মুহাজির ও আনসার এবং যুদ্ধ বিজয়ী গাজীদের প্রজন্মে উৎপত্তি লাভ করে। ইসলাম তাদেরকে জীবনের নিরাপত্তা ধন-দৌলত ও প্রচুর নি'আমত দান করেছেন। তাদের মধ্যে কবি, গায়ক-গায়িকা ও কৌতুক অভিনেতা ছিল। তারা প্রেম কবিতার দ্বারা আনন্দ করতেন এবং গান করতেন। এক্ষেত্রে আনসারী কবি আহওয়াস এবং কুরায়শী কবি 'উমার ইবনে আবি বারিআহ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন।

الغزل العفيف البدوي (বেদুঈনী নির্মল প্রেম কবিতা)

এই জাতীয় কবিতা হিজাযের বনু আযরাহ ও বনু খুজা'আ এর তরুণ যুবকদের মধ্যে উৎপত্তি হয়। তাদের এরূপ গযল অশ্লীলতা ও মিথ্যা থেকে মুক্ত ছিল। প্রেম কবিতা ছিল তাদের সত্যিকারের প্রেমের বহি:প্রকাশ। এরূপ গযল রচয়িতা কবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন কবি জামীল ইবনু মা'মর (মৃ.২৮ হি./৭০১ খ্রি.)। তিনি ছিলেন সে যুগের প্রেমিক কবি। তিনি তার প্রেমিকা বুসায়নাকে দারুণভাবে ভালবাসতেন। তিনি তাকে নিয়ে অনেক প্রেম কবিতা লিখেছেন। যা পাঠকদের আনন্দ প্রদান করতো। তাকে আরবী কাব্য জগতে ইমামুল মুহিব্বীন বা প্রেমিকদের ইমাম বলা হয়।[১০]

الوصف (বর্ণনামূলক কবিতা)

কবি আখতল মদের গুনাগুন বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। কবি জু-রম্মাহ ময়দান, গাছপালা, তরুলতা, ঝর্ণা, পানি, উট, বন্যপ্রাণীর বর্ণনা দিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাছাড়া এযুগে বাগান, দালান, বাগান. যুদ্ধরত সৈন্যদের বীরত্ব নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।[১১]

উমাইয়্যা যুগের কবিতার ধরন ও পদ্ধতি

উমাইয়্যা যুগে আরবী কবিতার পদ্ধতির ধরণ ছিল জাহিলী যুগ ও ইসলামের প্রথম যুগের মতই। কবিগণ কবিতা শুরু করতেন নসীব দ্বারা অতঃপর প্রেয়সীর বাস্তভিটার বর্ণনা, প্রেয়সীর উষ্ট্রাবাহন অতঃপর নিজের অথবা স্বীয় গোত্রের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করতেন। বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে কবিতার মূল উদ্দেশ্য যথা مدح , هجاء , رثاء এর দিকে কবিতা পরিবর্তিত হতো। তাদের কবিতায় নসীব বা প্রণয়মূলক বিষয়াদী সত্যিকারের প্রেম ছিলনা বরং তা ছিল প্রাচীনকাল থেকে কবিদের চলে আসা অনুকরণীয় অভ্যাস। কবিতার ভাষা ও শব্দে সৌন্দর্য ও অলঙ্কারিতা প্রাধান্য পেয়েছে। কবিতার বিভিন্ন বিষয়বস্তু যেমন: مدح, فخر , وصف , وحش , فلاة, ناقة, ও صيد ইত্যাদি বিষয়ে রচিত কবিতায় غرابت শব্দের ব্যবহার হয়েছে। সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দের ব্যবহার প্রবল হয়েছে। প্রকৃত

[১০] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১
[১১] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে উমায়্যা যুগে আরবী কবিতার বিকাশধারা জাহিলী কবিতা ও মুখদ্দারামীনদের কবিতাকেও ছাড়িয়ে গেছে।[১২] উমায়্যা যুগের কবিতার গতি-প্রকৃতি কবিতার অবয়ব, উদ্দেশ্য, ও বিষয় ইত্যাদি পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান থাকলেও নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছোঁয়া পেয়ে কবিতা আগের চেয়ে অনেক উন্নত, মার্জিত ও সাবলীল ভাবধারা সম্বলিত সুন্দর শিল্পে পরিণত হয়।[১৩] শব্দচয়নে কবিগণ দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগ পরিহার করে আল কুরআনের ভাষারীতি গ্রহণ করেছেন। গানে কবিতায় এর ভাব বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও কিছু কবির কবিতায় গরীব, দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দ প্রয়োগের ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[১৪]

এ যুগের কাব্য কুরআন হাদীসের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। স্বভাবতই কাব্যের বর্ণনাভঙ্গি, মর্ম, বিষয়বস্তু ও ইসলামী ভাবধারায় সিক্ত হয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে। উমায়্যা যুগে زهديات বা দুনিয়া বিরাগ মূলক কবিতার উন্মেষ ঘটে যা ইতোপূর্বে ছিলনা। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিকে আরবীতে যুহদ বলা হয়। এই যুহদ সম্পর্কে এ যুগে অসংখ্য কবিতা রচিত হয়েছে। তাতে ইসলামী চেতনা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। উমায়্যা যুগে هجاء -نقائض ও زهديات মূলক কবিতা প্রসার লাভ করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে খিলাফত ও বায়'আত নিয়ে বনু উমায়্যা ও হাশেমিয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার আলোকে সৃষ্ট বিভিন্ন দল উপদল সম্মুখ যুদ্ধে যেমন লিপ্ত হয়েছে তেমনি কবিতা যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছে। ফলে রচিত হয়েছে অসংখ্য هجاء মূলক কবিতা। এগুলো জাহিলী ভাবধারা ও স্টাইলে রচিত হয়েছে। তবে ইসলামী ভাবধারা তাতে ফুটে উঠেছে।

উমাইয়্যা যুগের প্রসিদ্ধ কবিদের মধ্যে কবি জবির আখতল, ফরজদাক, জামিল. ইমর ইবনে রবিয়া আবুল মুস্তাহিল কুমিত এর নাম উল্লেখ করতে পারি।

উমায়্যা যুগের কবিতার নমুনা।

জারীর (২৮-১১০ হি:/৬৬৪-৭২৮ খ্রি.) এর কবিতা-[১৫]

ودع امامة حان منک رحيل + ان الوداع لمن تحب قليل

مثل الكشيب تهيلت اعطافه + فالريح تجير متنة وتهيل

تلک القلوب صواديا تيمتها + واري الشفاء وما اليه سبيل

"উমামাকে বিদায় দাও, তোমার তো বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, নিশ্চয় প্রিয়ার বিদায় মুহূর্ত বিরল। বালুর চুড়ার মত মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, বাতাস তো তার পিঠকে জোড়া লাগায় আবার ভেঙ্গেও দেয়।

[১২] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১, ৪২২

[১৩] ড. আহমাদ নাসীফ আল জানাবী, *মালামিহ মিন তারীখিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা (ইরাক: দারুর রশীদ, ১৯৮১ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ১০৫

[১৪] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[১৫] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সেই অন্তর গুলোকে তুমি মরিচিকা ধরিয়ে জ্ঞান শূন্য করে দিয়েছো, আমি তো আরোগ্যতা দেখছি কিন্তু চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই।"

আখতাল (৬৪০-৭০৮ খ্রি.) এর বনী উমায়্যাদের প্রশংসায় রচিত কবিতা-[১৬]

حشد علي الحق عيا فو الخنا انف + اذا المت بهم مكروهة صبروا

وان تدجت علي الافاق مظلمة + كان لهم مخرج منها ومعتصر

اعطا هم الله جد ينصرون به + لا جد الا صغير بعد محتقر

لم ياشروا فيه اذ كانوا مو اليه + ولو يكون لقوم غيرهم اشيروا

شمس العداوة حتي يستقاد لهم + واعظم الناس احلا ما اذا قدروا

"তারা সত্য প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধ, অশ্লীল কথা ঘৃণা করে। যদি অপছন্দনীয় বিষয় তাদের উপর আপতিত হয় তখন তারা ধৈর্য্যধারণ করে। দিগন্ত জুড়ে যদি বিপদের অন্ধকার নেমে আসে, তখন তাদের জন্য সেখান থেকে বের হওয়ার পথ ও আশ্রয়স্থল রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন প্রচুর প্রাচুর্য যার দ্বারা তারা সাহায্য করে। এই প্রাচুর্য শুধু হীন, নগণ্যদের জন্য। দানের ক্ষেত্রে তারা কার্পণ্য করে না যখন তারা পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। যদিও তারা অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কার্পণ্য করে। কঠিন শত্রুর নিকট থেকে তারা তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়। ক্ষমতাশালী হওয়ার পরেও অধিকাংশ মানুষের প্রতি তারা সহনশীল।"

জামীল ইবনে মা'মর (মৃ. ৮২ হি./৭০১ খ্রি.) এর কবিতার- [১৭]

خليلي فيما عشتما هل رايتما + قتيلا بكي من حب قا تله مثلي

ابيت مع الهلاک ضيفا لا هلها + واهلي قريب مو سعون ذوو فضل

فلو تر كت عقلي معي ما طلبتها + ولكن طلا بيها لما فات من عقلي

"বন্ধুগণ, তোমাদের জীবনে কি নিহত ব্যক্তিকে হত্যাকারীর জন্য কাঁদতে দেখেছো। আমি ভিক্ষুকদের সাথে তাদের মেহমান হয়ে রাত্রিযাপন করি, অথচ আমার পরিবারবর্গ খুব কাছেই স্বচ্ছল ও দান দাক্ষিণ্যের অধিকারী হিসেবে রয়েছে। অতএব যদি আমার আকলকে আমার সাথে ছেড়ে দিতাম তাহলে আর তাকে পাওয়ার আশা করতাম না, কিন্তু আমার আকলের যা কিছু হারিয়ে গেছে তা আবার ফিরে পাওয়ার আশায় থাকি।"

[১৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২, ১৫৩

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আব্বাসীয় যুগের কবিতার গতি প্রকৃতি

আব্বাসীয় যুগকে (৭৫০-১২৫৮ খ্রি.) জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে একঝাঁক প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান কবির আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে আরবী কবিতা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১] আল মুতানব্বী (৯১৫/১৬-৯৬৫ খ্রি.), বশশার ইবনু বুরদ (৭১৪-৭৮০খ্রি.), আবু নুওয়াস, (৭৬৩-৮১৪খ্রি.) আবুল আতহিয়া (৭৪৮-৮২৬ খ্রি.), আবুল 'আলা আল মা'আররী (৯৭৩-১০৫৭ খ্রি.), আবু তম্মাম (মৃ. ২৩১ হি.) এ যুগের খ্যাতিমান উল্লেখযোগ্য কবি।

এ যুগের কবিতায় আল্লাহর প্রশংসা রাসূলুল্লাহর (স.) শ্রদ্ধা ও ভালবাসা কবিদের তওবা ও অনুতাপ দুনিয়া বিরাগ, খলিফাদের প্রশংসা, সৈন্য ও সেনাপতিদের প্রশংসা, ফিকাহবিদ ও সৎলোকদের প্রশংসা, রাজনৈতিক নিন্দাবাদ, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শোকগাঁথা ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। তাদের কবিতায় ইসলামী চিন্তাচেতনার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

কবিতা একটি সুন্দর শাস্ত্র। যার সৌন্দর্য্য মানুষকে আনন্দ দান করে। যেমনিভাবে সুন্দর দৃশ্য চক্ষুকে শীতল করে এবং সুন্দর ভাবার্থপূর্ণ গান মানুষের কর্ণকুহরকে মুহিত করে তোলে। কবিতা এমন একটি মূল্যবান বস্তু যা সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন। জাহিলী যুগে ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবী কবিতার প্রচলন যে পরিসরে ছিল, উমায়্যা যুগে শহরগুলোর বিস্তৃতির সাথে সাথে বড় বড় শহরগুলোতেও আরবী কবিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

আরবী কবিতা বলা ও আরবী কবিতা অন্বেষণ করা শুধু আরবদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং বিজিত অঞ্চলের অনারবরা উত্তম কবিতা রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করে। আব্বাসীয় যুগে কবিতার ক্ষেত্রে সুবিস্তৃত পরিসরে আরো সম্প্রসারিত হয়। কূফা, বসরা, ফুরাত উপদ্বীপের নগরসমূহ, সিরিয়ার পূবাঞ্চলের অধিবাসীগণ আরব সংস্কৃতি গ্রহণ করে ও আরবী ভাষা রপ্ত করে আরবী কবিতা চর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করে। শহুরে কবি ও গ্রামীন জনপদের কবিগণ শাসকদের দরবারে ভীড় করত। শাসকদের আনূকূল্য পেয়ে কোন কোন কবি শাসন ক্ষমাতর কর্তৃত্ব ও মন্ত্রীত্ব লাভ করেছেন। তম্মধ্যে মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল মালিক আয যয়্যাত, মুসলিম ইবনুল ওয়ালীদ ও আবূ তম্মাম প্রমূখ কবিগণ।[২]

---

[১] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *(সম্পা.), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম ,১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, প. ১৮১

[২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় যুগের প্রথম পর্যায়ের দশ জন খলিফা কবিতা ও কবিগণের প্রতি মনোযোগ দিতেন। তারা কবিদের জন্য বাৎসরিক কাব্যমেলা অনুষ্ঠান করতেন। সেই অনুষ্ঠানে কবিদের কবিতা তারা শুনতেন। সেখানে তাদের মন্ত্রী, আমলা রাজন্য কর্মচারীবর্গ, কবি, সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করতেন। কবিদেরকে তাদের কবিতার জন্য কিংবা শাসকগণের মতাদর্শ অনুযায়ী রাজনৈতিক কবিতার জন্য পুরস্কার প্রদান করা হত। আব্বাসীয় যুগকে আরবী সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ বলা হয়। আব্বাসীয় যুগে আরবী কবিতা ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে।[৩] নবাগত কবি সম্প্রদায়ের কবিতার উদ্দেশ্য, ভাবের নতুনত্ব তাদের কবিতার পদ্ধতির উন্নয়ন সত্ত্বেও তারা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে জাহিলী যুগ থেকে চলে আসা কবিতার قافية , وزن ও আঙ্গিককে সংরক্ষণ করে অগ্রসর হয়েছে। জাহিলী যুগের কবিদের মত আব্বাসীয় যুগের কবিগণও গযল ও নসীব বা প্রণয়মূলক বিষয়াদি দ্বারা কবিতা শুরু করতেন। তারা কবিতায় প্রেয়সীর বাস্তুভিটার স্মরণ, তার উষ্ট্রাবাহন ও সামানার বর্ণনা, উটের গুনাগুন বর্ণনা, মরুভূমিতে ভ্রমণ এবং সেখানকার বণ্যপ্রাণী, শিকারী পশু ইত্যাদি অনুসঙ্গের আবতরণা করে কবিতার মূল উদ্দেশ্য যেমন: প্রশংসা (مدح), অভিনন্দন (تهنية), ব্যঙ্গ (هجا) ইত্যাদি বর্ণনা করতেন। অথচ এ যুগের কবিগণ বেদুইন কবিদের মত মরভূমিতেও ভ্রমণ করেননি কিংবা উঠের পিঠেও চড়েননি। এতদসত্ত্বেও আব্বাসীয় কবিগণ জাহিলী যুগের অনবদ্য কবিতার প্রথা কবিতায় ধারণ করে অগ্রসর হয়েছেন। এটি ছিল কবিতার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আব্বাসীয় কবি আবু নুওয়াস (৭২৩-৮১৪ খ্রি./ ১৪৬-১৯৮ হি.) কবিতার এই প্রাচীন ধারাকে আঁকড়ে ধরতে রাজী নন। তিনি কবিদেরকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করেছেন। তাই তিনি তার কবিতাকে নতুনত্বের দিকে ধাবিত করেছেন। তিনি কবিতা শুরু করেছেন خمريات ও مجونيات দ্বারা। তিনি কবিতায় সুরম্য রাজপ্রাসাদের গুনাগুন বর্ণনা করেছেন। ফুল ফলের বাগানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য কবিতায় তুলে এনেছেন। উষ্ঠারোহনের পরিবর্তে জলযানে আরোহন প্রসঙ্গ কবিতায় নিয়ে এসেছেন।[৪]

কবিতার পূর্ববর্তী যুগ সমূহে যেখানে কবিতায় বেদুঈন জীবন ধারার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, শহরে বসেও কবিগণ বেদুঈন জীবনের স্বপ্ন দেখেছেন। সেখানে আমরা আব্বাসীয় যুগের কবিতা বেদুঈন জীবনের প্রভাব মুক্ত হয়ে নগর জীবনে পদার্পণ করতে দেখি। এ যুগে আরবী কবিতা বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ পেয়ে ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই কবিগণ বেদুঈন জীবন বোধের চেয়ে নগর জীবন, আন্তর্জাতিক অনুষঙ্গ, চিত্ত বিনোদন, বিলাস বৈভব প্রভৃতি বিষয়কে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কবিতায় স্বাগত জানালো।[৫]

---

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

[৪] গোলাম সামদানী কোরায়শী, *আবরী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.)*, পৃ. ৮৬।

[৫] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার বিষয় ও উদ্দেশ্য

আব্বাসীয় যুগের কবিগণ জাহিলী ও ইসলামী কবিদের মত প্রশংসাগাঁথা (مدح), নিন্দাবাদ (الهجاء), শোকগাঁথা (الرثاء), গুণ বর্ণনা (الوصف) ইত্যাদি বিষয়ে ও উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছেন। এ যুগের কবিগণ এসব বিষয় ও উদ্দ্যেশ্যকে আরো অর্থগতভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এবং জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়াবলী বর্ণনা করেছেন।

প্রশংসা (المدح)

মাদহিয়া কবিতার পরিসর ছিল সুবিস্তৃত। এটি ছিল কবিদের রাজদরবারে সুসম্পর্ক তৈরীর একটি উন্নত উপায়। ধন-সম্পদ উপার্জন ও উত্তম আশ্রয়স্থল লাভ করার অন্যতম মাধ্যম। এ সময় আমীর উমরা, ওযীর ও নেতাদের সমর্থক কবি ছিল। তারা তাদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করতেন। কবিদের মাদহিয়া শুনে খলিফাগণ তাদেরকে পুরুস্কৃত করতেন। এ যুগের প্রসিদ্ধ প্রশংসাকারী কবিদের মধ্যে বাশ্শার ইবনে বুরদ, আবূ নুওয়াস, মারওয়ান ইবনে আবী হাফছা, আবূ তম্মাম অন্যতম। [৬]

হিজা (الهجاء)

এই যুগে হিজা রচনায় তারা পারদর্শিতা অর্জন করেন। কবিগণ কৃপণতা, চরিত্রহীনতা, খলিফা, ওযির, তাদের সন্তান, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে হিজা রচনা করতেন। যেমন: দু'বল ইবনে আলী খুযায়া এর হিজা থেকে কেউ নিরাপদ ছিল না। সকলে তার হিজাবানে জর্জরিত হতো। [৭]

শোকগাঁথা (الرثاء)

শোকগাঁথা কবিতার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল এই যুগে। খলিফাদের সান্নিধ্য পেতে তারা যেমন প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন ঠিক তেমনি তাদের মৃত্যুতে শোকগাঁথা (الرثاء) রচনা করতেন। শোকগাঁথা কবিতাকে আরবী কবিতায় অন্যতম উৎস বলা হত এই যুগে শী'আ কবিগণ আহলে বায়তদের নিয়ে মর্সিয়া রচনা করেছেন। তাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে মর্সিয়া রচনা করতেন। [৮]

বর্ণনামূলক কবিতা (الوصف)

আব্বাসীয় কবিগণ সুরম্য প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা, মদ, মদের পান পাত্রের গুনাগুন বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। শীত, গ্রীষ্মের অবস্থা, উহার দিবস ও রাত্র, উহার ফুলের গুণাগুণ বর্ণনা করতেন। যুদ্ধ বিগ্রহ, যুদ্ধ সরঞ্জাম, তীর তরবারী, বল্লম এমন কোনো বিষয় বাদ পড়তো না কবিদের বর্ণনামুলক কবিতায়। এ ধরনের কবিতায় প্রসিদ্ধি অর্জন করছেন একদল কবি তম্মধ্যে, আবূ নূয়াস মদের বর্ণনায় ও শিকারী কুকুরের বর্ণনা

---

[৬] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *আল আদবু ওয়া তারীখুহু (মিসর: আল মতাবি'উল আমীরিয়্যা,১৯৯২ খ্রি.)*, পৃ. ৭৭

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। এই وصف বিষয়ক প্রসিদ্ধ কসিদা হলো الثلاثين যা তরদিয়াত (الطرديات) নামে পরিচিত। প্রকৃতির বর্ণনায় ইবনে মু'তজ প্রসিদ্ধ। আর ইবনে রুমী ছিলেন আরবের বিখ্যাত ওয়াসসাফীনদের অন্যতম।[৯]

রাজনৈতিক কবিতা (الشعر السياسي)

উমায়্যা যুগের চেয়ে এ যুগে রাজনৈতিক কবিতার প্রসার ঘটেছিল বেশী। এ যুগে গোত্র প্রীতি, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, খেলাফতের হকদার ইত্যাদি বিষয় রাজনৈতিক কবিতার উৎস হিসেবে বিবেচ্য।[১০]

জ্ঞানদীপ্ত কাহিনীকাব্য (نظم القصص والعلوم)

জ্ঞানদীপ্ত কাহিনী কাব্য এই বিষয়টি আরবী কবিতায় একেবারে নতুন। এটির উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন জ্ঞানকে মনে রাখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন কারীদের জন্য জ্ঞানকে সহজভাবে উপস্থাপন করা এবং বুঝানো যায়। যেমন: শিশুদেরকে জ্ঞানদীপ্ত কাহিনীর মাধ্যমে জ্ঞান প্রদান করা। আবান ইবনে আবদুল হামীদ এটির প্রথম শুরু করেছিলেন। তিনি ছিলেন মাওয়ালী কবিদের অন্যতম একজন কবি। তিনি বারমাকী ওযিরদের বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তাদের নির্দেশে ইবনে মুকফ্ফা এর كليلة ودمنة কলিলাহ দিমনাহ গ্রন্থটি কবিতায় রূপান্তর করেন। মূলত এটি ছিল ফারসী ভাষায় বিন্যস্ত। যার প্রথম লাইন হলো-

هذا كتاب أدب وحكمة + وهو الذى يدعى كليلة ودمنه

فيه احتيالات وفيه رشد + وهو كتاب وضعته الهند

"এটি একটি নৈতিক শিক্ষামূলক গ্রন্থ, যেটিকে কলিল ওয়া দিমনা বলা হয়। যার মধ্যে আছে অনেক কৌশল এবং সঠিক পথ নির্দেশনা। আর এই গ্রন্থটি রচনা করেছে হিন্দুস্থান।"

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাজ এর কবিতা রয়েছে। প্রথমটি ইতিহাস বিষয়ক যাতে রয়েছে খলিফা মু'তাজিদ বিল্লাহ এর পূর্বে সংগঠিত বিভিন্ন ফেতনা ফাসাদ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ও ঘটনা প্রবাহ। যেমন,

وكل يوم ملك مقتول + أو خائف مروع ذليل

وكم امير كان رأس جيش + قد نغصوا عليه كل عيش

"প্রত্যেক দিন স্বাধীন ইচ্ছা ও অধিকার নিহত হয়, কিংবা ভীত থাকে অপমানিত হওয়ার ভয়ে। কত আমীর শাসক রয়েছে যারা সৈন্যদের মাথার তাজ হয়ে আছেন, তারা তাদের জীবন যাত্রা টালমাতাল করে দেয়।"

[৯] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫*

[১০] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়টি হলো ذم الصبوح বা সকালে মদ পান সংক্রান্ত তিরস্কার বিষয়ক। এই কবিতায় তিনি বিভিন্ন বাগ বাগিচা ও বাগানের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি এমন কতগুলো বিষয় বর্ণনা করেছেন যার কারণে প্রাতরাশে অনিহা দেখা দেয়। যেমন- সকাল বেলা মদ পান করা।

আব্বাসীয় যুগের অনেক কবি শিক্ষণীয় কাহিনী কাব্য রচনায় অগ্রসর হয়েছে। এমনকি আব্বাসী যুগের শেষের দিকে ভূগোল ও গণিত বিষয়েও কবিগণ কবিতা রচনা করেছেন।[১১]

আবার কিছু কিছু নতুন উদ্দেশ্য এতে সংযোজিত হয়েছে। এই যুগে কবিতায় অধিক প্রচলিত ও গতানুগতিক কিছু উদ্দেশ্য হল নিম্মরূপ:

এক: গোত্র প্রীতি

ইতোপূর্বে গোত্র প্রীতি আরবের এক গোত্র অপর গোত্রের গৌরব বর্ণনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর এটি আরব এবং অনারব এর মাঝে সম্প্রসারিত হয়। যেমন: শুয়ূবীয়াদের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এমনিভাবে বসরা ও কূফার নাহুবিদ এবং বিভিন্ন মযহাবের ফকীহ ও কালাম শাস্ত্রবিদদের মধ্যেও এই প্রথা বিরাজিত ছিল।

দুই: কবিতায় রাজনীতির ব্যবহার

আব্বাসীয় যুগেও কবিতা গোত্রের গণ্ডি পেরিয়ে দলীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের ময়দানে অবতীর্ণ হয়। যেমন: শী'আদের দ্বন্দ সংঘাত। আব্বাসীয় যুগে শী'আগণের দুটি দল দেখা যায়। একটি হল شيعة العلويين অপরটি হল شيعة العباسيين তাদের দ্বন্দ্ব সংঘাত কবিতায় দৃশ্যমান। তাছাড়া আরবের উপর অনারবের প্রভাব, রাজনৈতিক সমালোচনা কবিতায় উঠে আসে।

তিন: বিভিন্ন গুনাগুন বর্ণনা

এ যুগের কবিগণ নয়নাভিরাম প্রাসাদ, বাগান, সভা সমাবেশ, শৈল্পিক কারুকাজ, প্রাচীন নিদর্শন, শিকারী পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদির গুনাগুন কবিতায় বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হরেক রকম নৌকা ও জলযান যেমন: ভ্রমণের নৌযান, খেয়াপারাপারের নৌকা, যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদির গুনাগুন কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। প্রাকৃতিক অবস্থার বিচিত্র গুনাগুন কবিতায় আলোকপাত করেছেন।

চার: কবিতায় কৌতুক ও অশ্লীলতার ব্যবহার

এই যুগে কবিতায় কৌতুকের ব্যবহার দেখা যায়। তাছাড়া অশ্লীলতা অনৈতিকতা, অনৈতিক কাহিনী ইত্যাদি কবিতায় ব্যবহার হয়েছে। কুৎসিত কবিতা রচনার গতি আব্বাসীয় যুগে ব্যাপকতা লাভ করেছিল। যা উমায়্যা

[১১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১*

Dhaka University Institutional Repository

যুগেও এত ছিল না। এরূপ কবিদের মধ্যে আবূ নুওয়াসের নাম উল্লেখযোগ্য এবং এ জাতীয় তার অধিক কবিতা রয়েছে।

পাঁচঃ কবিতায় হিকমাহ ও প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার

কবিতায় হিকমাহ ও প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার জাহিলী কবিতায়, ইসলামের প্রাথমিক যুগের কবিতায় ও উমায়্যা যুগের কবিদের কবিতায় কম-বেশী হয়েছে। আব্বাসীয় যুগে যখন ইউনান, পারস্য ও হিন্দুস্থানের হিকমাহ বা জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থাদি আরবীতে অনুদিত হল তখন কবিগণও তাদের কবিতায় حكمة ও ضرب المثل বা প্রবাদ বাক্যের ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে সালেহ ইবনে আবদুল কুদ্দুস ও আবূ তাম্মাম এর নাম উলেখ করা যায়।[১২]

কবিতার উদ্দেশ্যে যেসব নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে তা হলঃ

একঃ পুরুষ প্রেম

এই যুগে পুরুষ প্রেম (الغزل المذكر) নামে এক ভিন্ন মাত্রার গযল জন্ম লাভ করে। আরবগণ ইতোপূর্বে তা কখনো দেখেনি। এই জাতীয় কবিতা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতায় মোহগ্রস্থ শাসকদের সন্তানদের থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের সাথে ঘনিষ্টজনদের মাঝে এটি বিস্তার লাভ করে। অতঃপর এ জাতীয় কবিতা ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যপকতা লাভ করে। পুরুষ প্রেম নামক কবিতা যারা সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এটির মাহিত্ম প্রচার করেছেন তাদের মধ্যে আবূ নুওয়াস ও হুসাইন ইবনু আয যাহহাক অন্যতম।

দুইঃ মদের গুনাগুন বর্ণনা

জাহিলী যুগের কোন কোন কবি মদের গুনাগুন বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর মদ নিষিদ্ধ হওয়াতে মুসলিম কবিগণ এদিকে অগ্রসর হয়নি। খ্রিষ্টান কবি আখতাল এর ব্যতিক্রম। উমায়্যা যুগের শেষের দিকে মদের গুনাগুন বর্ণনায় কবিতা রচিত হতে থাকে। আববাসীয় যুগে কবিগণ মদের গুনাগুন বর্ণনায় ডুবে থাকে।

তিনঃ ধর্মানুরাগ ও দুনিয়া বিমুখতা

এ যুগে زهديات আরো গুরুত্ব লাভ করে। মৃত্যুর স্মরণ ও অনৈতিকতা মুক্ত চিন্তার বিস্তারে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফিকাহবিদ, 'উলামা, কালাম শাস্ত্রবিদ, মুহাদ্দীস, ধর্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এ জাতীয় কবিতাকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে আবু আতাহিয়া (১৩০-২১১ হি:/৭৪৮-৮২৬ খ্রি.) অনন্য

[১২] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪, ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা পালন করেছেন। এ যুগে অশ্লীলতা ও ধর্মদ্রোহীতার যে প্রবণতা ব্যাপকতা লাভ করেছিল তার বিরুদ্ধে যুহদ একটি কাব্য আন্দোলনে পরিণত হয়।

চারঃ উপখ্যান

মানুষকে আদব ও তাহযিব তমদ্দুন শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী মানুষ ও পশূ-পাখির জবান দিয়ে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা। বরামেকাদের জনৈক শিল্পী আবান লাহেকী প্রথম এই কাজ সম্পাদন করেন। তিনি বরামেকাদের জন্য كليل ودمنة গ্রন্থটি কবিতায় রূপদান করেন। পরে অন্যান্যরা তার অনুসরণ করে কাব্য রচনায় অগ্রসর হন।

পাঁচঃ ইলমী বিষয়ে কাব্যিক ধারা

ফিকাহের মাস'আলা মাসায়েল, ইবাদতের বিভিন্ন বিষয়, আরবী ব্যাকরণ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে কাব্যিক রূপ দান করার ধারা প্রচলিত হয়। শিক্ষামূলক কাব্য রচনা এই যুগের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য।[১৩]

ছয়ঃ কবিতায় তাসাওউফ, দর্শন, হিকমা এর ব্যবহার

আব্বাসীয় যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে কবিতায় নতুন বিষয় বস্তুগুলোর মধ্যে তাসাওউফ (التصوف), দর্শন (الفلسفة), হিকমা (الحكمة) বা যুক্তি নির্ভর কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব কবিতায় সৃষ্টি জগত, জীবন-মৃত্যু, ইহকাল ও পরকাল, পাপ পূণ্য দেহ ও আত্মা এবং ঈমান ও আকীদা ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটেছে। সূফীদের কবিতায় আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা, আল্লাহ ভক্তি আলাহর দয়া, তার গুণাবলী ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে।[১৪]

তাছাড়া এ যুগে রসিকতাপূর্ণ হাস্যোদ্দীপক কবিতার (الشعر التهكمي والهزلي) প্রসার ঘটে। পত্র যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাব্যিক ভাষার প্রচলন ঘটে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মৌসুমকে কেন্দ্র করে অভিনন্দন সূচক কবিতার প্রসার লক্ষ করা যায়। মুসলমানদের সাথে ক্রোসেডারদের যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা প্রবাহ কবিতায় স্থান লাভ করে। এতে কবিগণ মুসলমানদের যুদ্ধ বিজয়ে অভিনন্দন সূচক কবিতা রচনা করেছেন এবং জিহাদের প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহ যুগিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।[১৫]

---

[১৩] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

[১৪] ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১, ৮২; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪।

[১৫] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

আব্বাসীয় যুগের কবিতার নমুনা-

আবু নুওয়াসের কবিতা-[১৬]

الا كل حي هالک وابن هالک + وذو حسب في الهالكين عريق

فقل لمقيم الدار انک ظاعن + الي سفر نائي المحل سحيق

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت + له عن عدو في ثياب صديق

"যেনে রাখ প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। আর মৃতদের মাঝে বংশীয় ব্যক্তি অধিক মর্যাদা সম্পন্ন। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তিকে বলো নিশ্চয়ই দূরের সফরে তোমাকে যেতেই হবে। জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়াকে পরীক্ষা করলে বন্ধুর পোষাকে শত্রু হিসেবে পাবে।"

আবূল আতাহিয়ার জুহদিয়াত মূলক কবিতা-[১৭]

حسبک مما تبتغيه القوت + ما اكثر القوت لمن يموت

هي المقا دير فدعني اوفذر + ان كنت اخطات فما اخطا القدر

ان الشباب والفراغ والجده + مفسدة للمرء اي مفسده

"জীবিকার যতটুকু উপার্জন করেছো তাই তোমার জন্য যথেষ্ঠ। মৃত ব্যক্তির জন্য এই জীবিকাই কত কিছু। এই টুকুই জীবন যাত্রার জন্য যথেষ্ঠ। আর যদি আমি ভুল বলে থাকি তাহলে আমাকে ক্ষমা করো, কেননা তাকদীর তো ভুল করে নাই। নিশ্চয় যৌবন ,অবসর সময় আর ধনাঢ্যতা ব্যক্তিকে চুড়ান্ত পর্যায়ে ধ্বংস করে ছাড়ে।"

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পতন যুগে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ পতন [১] এর পর থেকে ১৭৯৮ খ্রি. পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশত চল্লিশ বছর সময়কাল আরবী কবিতার ইতিহাসে পতনের যুগ হিসেবে খ্যাত। আব্বাসীয় খলিফা মুতওয়াক্কিল এর পর ইরানী এবং তুর্কিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, শী'আ-সুন্নি যুদ্ধ, খিলাফত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে আব্বাসীয়দের কর্তৃত্ব ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমশ সংকোচিত হতে থাকে। এমনি সময় ১২৫৮ খ্রি. হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করার মাধ্যমে আব্বাসীয় খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।[২]

এদিকে স্পেনে বার্বারী এবং মওয়ালীদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে উমায়্যাদের কর্তৃত্ব সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং মুসলিম দেশগুলো ছোট ছোট আকারে শতধা বিভক্ত হওয়ায় ইউরোপীয়রা খুব সহজে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সর্বশেষ ৮৯৭ হিজরী নাগাদ পুরো স্পেন ইউরোপের করায়ত্ব হয়ে যায়। মিসর ও সিরিয়া হয়ে ফাতেমীয়দের রাজ কর্তৃত্ব চলে গিয়ে মামলুকদের আওতাধীন হয়। ৯২৩ হিজরী নাগাদ পূরা এলাকা উসমানীয়দের শাসনাধীনে এসে যায়। এমনিভাবে ইসলামী বিশ্বে সুদীর্ঘ ৫৪০ বৎসর সময়ে আরবদের কর্তৃত্ব এতই সংকুচিত হয়ে পড়ে যে না তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে পেরেছে না তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছে। বরং তাদের দেশ, কৃষ্টি, তমদ্দুন, সংস্কৃতি মোগল, তুর্কী, ইরানী সর্বশেষ স্পেনীয়রা লুটের মালের মত ব্যবহার করেছে। এই অনারবরা আরবীয় ঐতিহ্য ও তাদের সাহিত্য সংস্কৃতিকে বিনাশ সাধন করেছে এবং ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। সম্মান ও ইজ্জতের মুকুট ছিনিয়ে নিয়েছে। অসংখ্য কুতুবখানা জালিয়ে দিয়েছে। মাদরাসা ধবংস করেছে। জ্ঞানীগুণী 'আলিম 'উলামাদের হত্যা করে তারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে পঙ্গু করে দেয়। এই

---

[১] বাগদাদ পতন : আব্বাসীয় বংশের সর্বশেষ খলিফা ছিলেন আল মুসতাসীম বিল্লাহ (১২৪৭-১২৫৮ খ্রি.) তৎকালীন সময়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের ফলে মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে চেঙ্গিস খানের পুত্র হালাকু খান বাগদাদ আক্রমণ করেন। ৬৪০ হিজরী মোতাবেক ১২৫৬ খ্রি. হালাকু খান বাগদাদের খলিফা মুসতাসীম বিল্লাহকে আলামূতের ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের (এসাসিনা) বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতার আহবান জানিয়ে একটি পত্র লিখেন। খলিফা এ বিষয়ে কোন সাড়া দেননি। ১২৫৬ খ্রি. হালাকু খান ইসমাঈলী এসাসিনাদের পরাজিত করেন। ১২৫৭ খ্রি. খলিফাকে একটি চরম পত্র প্রেরণ করে বাগদাদের প্রতিরক্ষা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলার দাবী জানান অথবা আত্মসমর্পনের নির্দেশ দেন। খলিফা এসব দাবী পূরণে অস্বীকৃতি জানালে হালাকু বাহিনী খলিফাদের প্রাচীন নগরীর দিকে যাত্রা শুরু করেন। এমন সময় খলিফা দূত মারফত হালাকু খানকে বাৎসরিক একটি উপঢৌকন প্রদানের প্রস্তাব করেও মন গলাতে পারেনি। মুহররম ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক জানুয়ারী ১২৫৮ খ্রি. নাগাদ মোঙ্গল বাহিনী বাগদাদের তোরণদ্বারে উপস্থিত হয়। এদিকে আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর ৪ সফর ৬৫৬ হিজরী মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারী ১২৫৮ খ্রি. মোঙ্গলবাহিনী নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। খলিফা মুসতাসীম বিল্লাহ তার তিনশত কর্মচারীসহ হালাকু খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে বাগদাদ নগরী বিধ্বস্থ হল। এভাবে আব্বাসীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। *ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইফাবা, এপ্রিল ১৯৯৬ খ্রি.), ২০শ খণ্ড, পৃ. ৪৩০; ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইফাবা, মে ১৯৯৪ খ্রি.), পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ.* ৩৭৫, *ড. মফীজুল্লাহ কবীর, ইসলাম ও খিলাফত (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, জুলাই ১৯৭৪খ্রি.), পৃ.* ২৮৬, ২৮৮ । সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খলদুনের মতে,"একক ব্যক্তি ভিত্তিক বংশানুক্রমিক শাসন শতাব্দীর অধিককাল পূর্ণতেজে চলতে পারেনা।" এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "রুগ্নব্যক্তি পূর্বেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। তখন সিধেল চোরেরা দরজা ভেঙ্গে ঢুকল এবং রাজকীয় উত্তরাধিকার হতে তাদের অংশটুকু ছিনিয়ে নিয়ে গেল।" *ড. মফীজুল্লাহ কবীর,প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৮৬, ২৮৮ । প্রকৃত পক্ষে হালাকু খানের আক্রমণ ও বাগদাদ পতন মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দূর্বলতা ও শতধা বিভক্ত রাজ্যের শেষ পরিণতি মাত্র।

[২] আহমাদ হাসান যয়্যাত, তারীখু আদাবু 'আরবী (উর্দ্দু) (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৬৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ধবংসযজ্ঞ পরিচালনা করে তাতারীরা বাগদাদ ও বুখারায়, ছুলাইবিরা সিরিয়ায় এবং ইউরোপিয়ানরা স্পেনে। তারা আরবী ভাষা ও সাহিত্যের ওপর যে ধবংসযজ্ঞ পরিচালনা করেছেন এতে আরবী ভাষা পৃথিবী থেকে মুছে গেলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকতনা। বরং এটিই আশ্চর্যের বিষয় আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর এত বড় আঘাতের পরেও মরক্কো, মিসর, সিরিয়া, জাযিরাতুল আরবে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দীনের ভাষা এবং জাতি ও রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে আরবী ভাষা আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে সমর্থ হয়। বাস্তবতা এটিই হত যদি তুর্কিদের হঠকারিতা ও ইরানীদের জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিহার করত, তাহলে আরবী সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করত।[৩]

এই সব ধবংসযজ্ঞের পর আরবী ভাষা বলার মত লোক শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কি করে এই ভাষার অস্তিত্ব টিকে রইল তা এক ধরনের মুজেযা বলা যায়। আল কুরআনের প্রভাবের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মিসরের জামে'আ আযহার, আইয়্যুবী শাসক ও মামলুক সুলতানদের সহযোগিতা মূলক মনোভাব আরবী ভাষা মিসর ও সিরিয়ায় আপন মহিমায় বেঁচে থাকার অন্যতম কারণ। আর এগুলোই ছিল আরবী ভাষাভাষীদের হাতে খড়ি ও আশ্রয়স্থল এবং আরবী ভাষাভাষী 'উলামা ও জ্ঞানীগুনীদের ঠিকানা। যখন মোঙ্গলদের হামলায় খুরাসান, ইরান এবং ইরাক ধবংস হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে আরবী ভাষা ও সাহিত্যর প্রতি তারা বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন। আয়্যুবী শাসকরা তাদের জাতি সত্তার পাশাপাশি তারা আরবী ভাষা বলতেন, আরবী সাহিত্য শিখতেন। তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত আরবী কবি, জ্ঞানী, ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটে। যেমন-'আলী ইব্ন সালাহ উদ্দিন (মৃ. ৬২১ হিজরী) তিনি অলস ও দুর্বল চিত্তের একজন শাসক ছিলেন। যখন তার চাচা 'আদিল আবু বকর এবং তার ভাই 'আযীয উসমান তার নিকট থেকে সিরিয়া ও মিসরের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন তখন খলিফা নাছির 'আব্বাসীর নিকট তিনি যে অভিযোগপত্র লিখেন তাতে দুটি কবিতার চরণ দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন। কবিতা দুটি হল:

مولاي ان ابا بكروصاحبه + عثما ن قداخذ بالسيف حق علي

فانظر الي حرف هذا لاسم كيف لقي + من الا واخر مالاقي من الاول

"হে আমার মনিব আবু বকর ও তার সাথী উসমান তরবারির জোরে আলীর অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। আপনি দেখুন সেই নামের দিকে কীভাবে তার উপর অন্যজন এমনিভাবে বিপদে ফেলেছেন যা ওরা আপতিত করল।"

খলিফা নাছেরও তার জবাব দেন কবিতার মাধ্যমে। যেমন:

وافي كتابك يا ابن يوسف معلنا + با لصدق يخبران اصلك طاهر

غصبو اعليا حقه ان لم يكن + بعد النبي له بيثرب ناصر

[৩] যয়্যাত,উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৭.

Dhaka University Institutional Repository

فاصبر فان غدا عليه حسابهم + وابشر فناصرك الامام الناصر

"হে ইবনে ইউসুফ তোমার অভিযোগনামা পেয়েছি, যেখানে তুমি কথা বর্ণনা করেছ। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, তুমি পবিত্র। তারা নবী (স.) এর পর আলীর অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল যখন ইয়াসরিবে তার কোন সাহায্যকারী ছিল না। তুমি ধৈর্য্যধারণ কর্ আগামীতে তাদের হিসাব নেয়া হবে। তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমার সাহায্যকারী স্বয়ং ইমাম নাছের।"

মামলুক শাসকদের মধ্যেও প্রসিদ্ধ ও উঁচুমানের কবি ছিল। তম্মধ্যে কানসু গওরী (মৃ. ৯২২ হি.) অন্যতম। যেহেতু তারা মিসরকে আপন দেশ, ইসলামকে দীন এবং আরবীকে নিজেদের ভাষা করে নিয়েছিলেন। তারা 'আলিমদেরকে সাহায্য করতেন। সাহিত্যিকদেরকে নৈকট্য দান করতেন। তারা শিক্ষক এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের এমনভাবে উৎসাহ প্রদান করতেন যাদের ছত্র ছায়ায় সেই সময় অনেক নামী দামি ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। যারা আরবী ভাষা ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে গ্রন্থবদ্ধ করেন। তারা বিভিন্ন গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও সারমর্ম গ্রন্থ লিখেন। ইতিহাস সংস্কৃতি, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ের পাশাপাশি আরবী কবিতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন লিসানুল আদব গ্রন্থের প্রণেতা ইবনু মানজুর, কামূছ প্রণেতা ফিরোজাবাদী, মুকদ্দামা রচয়িতা ইব্নু খালদূন, সুবহুল আ'শা প্রণেতা কলকশান্দী প্রমূখ।[৪] পতনের যুগে আরবী কবিতার উপরও অনেক কাজ হয়েছে। এ যুগের প্রসিদ্ধ কবির মধ্যে রয়েছেন শারফ আদ্দীন আনসারী (মৃ. ৬৬৬ হি.), জামাল উদ্দীন ইব্নু নুবাতা আল মিসরী (মৃ.৭৯৮ হি.), শিহাব আদ্দীন আত্তালা'ফরী (মৃ. ৬৭৫ হি.), আশ শাব আয যারীফ (মৃ. ৬৮৭ হি.), আল ইমাম আল বুসিরী (মৃ. ৬৯৫ হি.), ইবনু আল্ ওয়ারদী (মৃ. ৭৪৯ হি.), আবূ বকর ইব্ন হুজ্জাহ (মৃ. ৭৭৬ হি.), ছফী উদ্দীন আল হাল্লী (মৃ. ৭৫০ হি.), ফখর আদ্দীন ইবন মকানিছ (মৃ. ৭৯৪ হি.), ইবনু মা'তুক আল মাওচুয়ী (মৃ. ১১১১ হি.)।[৫] আব্বাসীয়দের পতনের পর হিন্দুস্থান, খুরাসান, ইরান, ইরাক, রোম এবং স্পেন থেকে আরবী ভাষার জৌলুস হারিয়ে গেল। মিসর, সিরিয়া এবং আরবে আরবী ভাষা নিবু নিবু অবস্থায় বেঁচে রইল। পতনের যুগে মিসরের মামলুক সুলতানগণ তুর্কী হয়েও আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে আপন করে নিয়েছিল। সিরিয়ায় আইয়্যুবী সুলতানগণ অতি আগ্রহের সাথে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করেন। এইসব শাসকদের সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ফলে ভাষা ও ভাবের দূর্বলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনুদারতা সত্ত্বেও আরবী কবিতার অগ্রযাত্রাকে তারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬]

---

[৪] যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৮

[৫] যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৮; সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, জওয়াহিরুল আদব (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৩৬

[৬] যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৮; সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

পতন যুগের কবিতার রচনারীতি

কবিতা ও গদ্য লিখনের ক্ষেত্রে এ যুগের কবি সাহিত্যিকদের কবিতা ও গদ্য রচনারীতি আব্বাসীয় যুগের সর্বশেষ পর্যায়ের কবি ও সাহিত্যিকদের পদ্ধতির মতই ছিল দূর্বল অতিরঞ্জিত ও অশৈল্পিক। কিন্তু তারা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অনুসরণ করতে পারেনি। তারা কবিতা রচনায় সঠিক পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। কবিতার শব্দ, ভাব ও অর্থ এবং রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যধারা অনুসরণ করেও তাদের কবিতার মান ধরে রাখতে পারেনি। তাদের কবিতা শব্দ ও শাব্দিক অলংকারিক অতিরঞ্জন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তারা سجع, تجنيس ও تورية ইত্যাদি শাব্দিক অলংকরণ রীতি দ্বারা বাক্যের শোভা বৃদ্ধি করতো। কবিতার ভাব ও চিত্র ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না।[৭]

যখন মামলুক সুলতানদের উপর উসমানীয়রা বিজয় লাভ করল তখন খিলাফত উসমানীয়দের হাতে এসে পড়ে। ইসলামী সরকারের কর্তৃত্ব মিসরের কায়রো এর স্থলে তুরস্কে স্থানান্তরিত হল। আরবীর পরিবর্তে তুর্কি ভাষাকে তাদের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করল। এমনিভাবে আরবী কবিতা ও গদ্য রচনা রীতিতে অনারব শব্দ ও ভাবধারা প্রবিষ্ট হয়। আরবী ভাষায় অনারব তুর্কীদের অসংখ্য শব্দ প্রবিষ্ট হতে লাগলো। সরকারী বিভিন্ন দফতরে আরবী ভাষার উপর তুর্কি ভাষার প্রভাব চলতে লাগল। আরবী কবিতা ও গদ্য রচনারীতিতে বিশুদ্ধ আরবী পদ্ধতি দূর্বল ও কমজোর হয়ে গেল। অন্য দিকে তাদের মাঝে গোলামীর মানসিকতা ও দুর্বল অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ায় তাদের স্বভাব জাত জৌলুস নিস্প্রভ হয়ে যায় এবং জ্ঞানের রাজ্য শুকিয়ে যায়। তাদের পাঠাগারগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজী প্রশান্ত চিত্তে পড়ে রইল। শুধু উইপোকা ও বইপোকা গ্রন্থগুলোর পাতা নষ্ট করে প্রশান্ত চিত্তে থাকা গ্রন্থগুলোর আরামের ব্যাঘাত ঘটালো।[৮]

পতনের যুগে প্রকাশনার আধিক্য

আরবী সাহিত্যের পতনের যুগে সাহিত্য চর্চা ও গ্রন্থের প্রকাশনা ব্যাপকতা লাভ করেছিল যা গর্ব করার মত। পণ্ডিত ও বিদ্যান লোকেরা গ্রন্থ সংকলনও লিপিবদ্ধ করনের কাজে মনোনিবেশ করেছিল। তারা ধর্মীয়, বৈষয়িক ও জাগতিক প্রয়োজনে এক বা একাধিক গ্রন্থ প্রণয়নে মনোযোগী হন। তারা গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। তারা তাদের লিখনীর মাধ্যমে ছোট বিষয় থেকে শুরু করে জ্ঞানের বিশালায়তনে এমন বিষয় উদ্ভাবন করেছেন যা মানুষের অজানা ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই সময় মিসর ও সিরিয়া জ্ঞানের চর্চা ও শিক্ষা

[৭] যয়্যাত, *উর্দ্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৮

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানে ভরপুর ছিল। সেই সময়ে মিসরের কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও কূস এবং সিরিয়ার দামেষ্ক, হালব ইত্যাদি শহর জ্ঞানী, বিদ্যান ও ছাত্র-ছাত্রীর পদভারে মুখরিত ছিল।[৯]

পতনযুগে প্রকাশনায় রেনেসাঁর কারণ

গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে রেনেসাঁর কারণ হিসেবে আমরা নিম্নের বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারি-

এক: যখন বাগদাদ পতন হল। তাতারীগন অসংখ্য গ্রন্থ জ্বালিয়ে দিল। সব কিছুই তারা ধবংস করে ফেলল। তখন বিদ্যান ও জ্ঞানীদের দীনী অনুভূতি তাদের সেই অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে কাজের প্রতি দায়বদ্ধ করল যেই ঐতিহ্য যুদ্ধে ধবংস হয়েছিল। ইসলামের সেই হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা চালাল যা দীর্ঘ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে তারা সংস্কারের লক্ষ্যে গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এবং তারা ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসংখ্য নতুন গ্রন্থ রচনা করেন।

দুই: জ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের প্রতি তৎকালীন শাসকদের আগ্রহ ও আনুকূল্য গ্রন্থ প্রণয়নে এবং বিরল গ্রন্থাদি সংরক্ষনে শাসক গোষ্ঠির ঝোঁক প্রবণতা ছিল। এমনকি কিছু কিছু গ্রন্থ বিশেষত তাদের জন্য রচনা করা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাকারদের গ্রন্থ যাচাই করে তাদের ভান্ডার সমূহে রাখতেন। এমনিভাবে গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। ইব্নু নবাতা এর কবিতায় এমন একটি অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে-

امرت شعري ياخير الملوك علي + اشعار قوم فلي امر وديوان

"হে উত্তম শাসক আপনি নির্দেশ দিয়েছেন আমার কবিতা কওমের কবিতার সাথে রাখতে। অতঃপর আমার রয়েছে কর্তৃত্ব এবং দিওয়ান।"

তিন: মিসর ও সিরিয়ার জ্ঞানী গুনীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছিল। মিসর ও সিরিয়ার দূরত্ব সত্বেও সাহিত্যের চর্চা চলতে লাগল। সেই সময় এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, জ্ঞানী ও সাহিত্যিক মানেই তাদের সাহিত্য কর্মের প্রকাশনা।[১০]

পতনের যুগে অনুসরণ ও উদ্ভাবন

অনেকে মনে করেন আরবী সাহিত্যের পতন যুগে যা কিছু রচিত হয়েছে তা শুধু অনুসরণ জাতীয় সাহিত্য একথা কিন্তু সঠিক নয়। যেমন আমরা ইবনে খালদূনের মুকাদ্দামা, মুকরীযী এর খিতাত, ইবনু খাল্লিকান এর ওয়াফয়াত, ইবনু মানযুর এর লিসানুল 'আরব, ইত্যাদি গ্রন্থ অনুকরণ জাতীয় সাহিত্য নয় বরং এগুলো উদ্ভাবন মূলক গ্রন্থ।

আরবী সাহিত্যর পতনের এই সুদীর্ঘ সময়ে অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা বিশেষ করে আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র ও ধর্মীয় বিষয়ে মৌলিকগ্রন্থ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন: মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে আমরা ইবনু মালিকের ইলমে নাহু

[৯] ড. হাস্সান হাল্লাক, *(সম্পা.), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম ,১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ.* ৪৮০

[১০] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৪৮০, ৪৮১

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ক গ্রন্থ 'আলফিয়া (الفية), শাতিবী এর কিরা'আত বিষয়ক গ্রন্থ আশ শাতিবীয়া (الشاطبية), নাসাফী এর হানাফী ফিকহের উপর রচিত মতনুল কানয (متن الكنز) ইত্যাদি উল্লেখ করতে পারি। এই যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রচুর কাজ হয়েছে। যেমন ফিকাহ্, হাদীস, শরীর চর্চা বিদ্যা, সাহিত্য, কবিতা, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। যে গুলো ইতিহাসে পতনের যুগের চাদরে ঢাকা পড়েছে।[১১]

পতন যুগের প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক

বাগদাদ পতনের পর মোঘল যুগে আরবী সাহিত্যের আকাশে অন্ধকার নেমে আসে। অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষ ঘোরপাক খাচ্ছিল। প্রভাবশালী তুর্কিদের আরবীর প্রতি অনীহা ভাব সত্ত্বেও মিসর ও সিরিয়া আরবী ভাষার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। পতিত সাহিত্যকে দাঁড় করানোর প্রয়াস চালিয়েছেন। জ্ঞানের প্রসারে কাজ করেছেন। যদি সেই সময় মিসর ও সিরিয়া আরবী সাহিত্যর তত্বাবধান না করতেন তাহলে প্রাচীন ও আধুনিক আরবী সাহিত্যের সেতু বন্ধন রচিত হতোনা। আরবী সাহিত্যের এমন কঠিন দুর্দিনেও তারা বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাদের পাশাপাশি ইরানী ও মাগরীবী জ্ঞানী ও পন্ডিতগন সাহিত্য সেবায় অবদান রাখেন।[১২]

দ্বীন বা ধর্ম বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতাগণ

ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম আহমদ ইবন 'আবদুল হালীম তিনি ৬৬১ হি. মোতাবেক ১২৬৩ খ্রি. হাররান নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে তার পিতা মাতার সাথে ৬৬৭ হিজরী সনে দামেস্কে হিজরত করেন। সেখানেই তিনি বেড়ে উঠেন। পারিবারিক ভাবে ধর্মীয় ঐতিহ্যে লালিত পালিত হন। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি তিন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন তার অধিকাংশই তাফসীর, ফিকাহ, উসূল, দর্শন শাস্ত্র বিষয়ক রচনা। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে মুনতাকিউল আখবার (منتقي الاخبار), ফতওয়া ইবনূ তাইমিয়া (فتاوي ابن تيمية), আল ঈমান (الايمان), আল্ জাম'উ বায়নাল 'আকল ওয়াল নকল, (الجمع بين العقل والنقل), আল ওয়াসিতু বায়নাল হাক্কি ওয়াল খালকি (الواسط بين الحق والخلق)।[১৩]

আল কুসতালানী (৮৫১-৯২৩ হি./১৪৪৭-১৫১৭ খ্রি.)

[১১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮১, ৮২
[১২] যয়্যাত, *উর্দ্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮০
[১৩] ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩, ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

তার প্রকৃত নাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর ইবনে 'আবদুল মালিক আল কুসতুলানী। তিনি একাধারে খ্যাতনামা মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ। তিনি ৮৫১ হিজরী ২২ যিলকদ মাসে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছেন। অনেক পণ্ডিত জ্ঞানী গুণীদের সান্নিধ্য অর্জন করেছেন। তিনি ৯২৩ হিজরী সনের মুহররম মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে: এরশাদুল সারী ইলা শারহিল বুখারী (ارشاد الساري الي شرح البخاري) এটি হাদীস শরীফের ব্যখ্যা গ্রন্থ। এটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত। তার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ হল- আল মাওয়াহিব আল লাদুনীয়্যা ফীল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়া (المواهب اللدنية في المنح المحمدية) । এই গ্রন্থে রাসূল (স.) এর বংশ তাঁর জন্ম, শৈশব কাল, তাঁর যুদ্ধ বিগ্রহ তাঁর সন্তানাদী তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর চাচাগণ তাঁর খাদেমগণ তাঁর আলৌকিক বিষয়াবলী ও তার বৈশিষ্ট্য অতি নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটি ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এটি তুর্কি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। মসালিকুল হুনাফা ফীস সালাত 'আলাল মুসতফা (مسالك الحنفافي الصلاة علي المصطفي), লতাইফুল ইশারাত ফীল কিরাআত (لطا ئف الاشارات في القراءات)।[১৪]

আরবী জ্ঞানবিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতাগণ

ইবনু হিশাম (৭০৮-৭৬১ হি./ ১৩০৮-১৩৬০ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম জামাল উদ্দিন 'আব্দুল্লাহ ইবনে হিশাম আল মিসরী। তিনি ৭০৮ হিজরী সনে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি ছিলেন আরব জগতের একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পণ্ডিত। তিনি ৭৬১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার ইলমে নাহু বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ রয়েছে। তম্মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল মুগান্নী আল লাবীব 'আন কুতুবিল আ'আরীব (مغني اللبيب عن كتب الاعاريب), কতরুল নাদী ওয়া বাললু আস সাদী (قطر الندي وبل الصدي), শুযূরু আয্ যাহাব (شذور الذهاب)।[১৫]

ইবনু মালিক (৬০০-৬৭২ হি./১২০৪-১২৭৮ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম আবূ 'আবদুল্লাহ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ। তিনি স্পেনের জায়্যান নামক স্থানে ৬০০ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তার যুগের নাহুর ইমাম ও ভাষার হাফিজ। তিনি দামেস্কে লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ভ্রমণ করেন। তিনি ৬৭২ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি ত্রিশটিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার অধিকাংশই

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৫
[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৬

Dhaka University Institutional Repository

নাহু, ছরফ কিরাআত ও ভাষা বিষয়ক। তম্মধ্যে কয়েকটি হল আত তাসহীল (التسهيل), আল কিফায়াতু আশ শাফিয়া (الكفاية الشافعة), আল আলফিয়া (الالفية)।[১৬]

আস সুয়ুতী (৮৪৯-৯১১ হি./১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম জালালুদ্দীন আস সুয়ুতী তিনি মিসরের আসয়ুত প্রদেশে ৮৪৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আট বছর বয়সে কুরআন হিফজ করেন। তিনি কাযরোতে লেখাপড়া করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। ৯ম হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আল ইতকান ফী উলুমিল কুরআন (الا تقا ن في علوم القران), ভাষা বিষয়ক গ্রন্থ আল মুযহির (المذهر), ইলমে নাহু বিষয়ক গ্রন্থ-আল এশবাহু ওয়াল নযাইরু (الا شباه والنظائر), ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ- হুসনুল মুহাফারাতি ফী আখবারি নিসা ওয়াল কাহেরা (حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة)।[১৭]

ইবনু মানযুর (৬৩০-৭১১ হি./১২৩৩-১৩১১ খ্রি.)

তিনি হলেন জামালুদ্দীন ইবনে মুকাররম আল আফ্রীকী । তিনি ৬৩০ হিজরীতে কায়রোতে জন্ম গ্রহণ করেন। এবং ৭১১ হিজরীতে তথায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তম্মধ্যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল- লিসানুল আরব (لسان العرب) এটি একটি বৃহদাকার অভিধান। যেটিকে ভাষা-তফসীর, হাদীস ও আদবের বিশ্বকোষও বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে আযহারীর, তাহযীর, ইবনে সায়দাহু এর মু'জাম, জাওহারীর আস্‌সিহাহ, ইবনে দুরাইদ এর জামহারা, ইবনু আছীর এর নিহায়া ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থকে সন্নিবেশিত করেছেন। ১৩০০ হিজরী সনে মিসর থেকে এটি ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল- কিতাবু সুরুরিন নাফসি বি মাদারিকিল হাওয়াস আল খামস (كتاب سرور النفس بمدارك الحواس الخمس)। এ গ্রন্থে ঐ সমস্ত বিষয়াদী আলোকপাত করা হয়েছে যা অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত।[১৮]

আল ফীরোযা আবাদী (৭২৯-৮১৭ হি./১৩২৯-১৪১৪ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ আল ফিরোজাবাদী তিনি ৭২৯ হিজরীতে শীরায এর নিকটবর্তী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাষা, হাদীস ও তাফসিরে দক্ষ ছিলেন। তার চল্লিশের বেশী গ্রন্থ রয়েছে। তার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৬, ৮৭
[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৭, ৮৮
[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৯; যয়্যাত, *উর্দ্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮৪, ৫৮৫

Dhaka University Institutional Repository

হল- আল কামূস আল মুহীত (القاموس المحيط)। যেটি الجامع بين المحكم , اللامع المعلم العجاب গ্রন্থের সার সংক্ষেপ। তিনি ৮১৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯]

এই যুগের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদগণ

ইবনু খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১ হি./১২১২-১২৮২ খ্রি.)

তার আসল নাম শামসুদ্দীন আবূল 'আব্বাস আহমদ ইবনে খাল্লিকান। তিনি ৬০৮ হিজরী সনে ইরবিল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন শিক্ষক। লেখাপড়ার হতে খড়ি তার হাতে। জ্ঞান অর্জনের জন্য হালব ও দামেস্কে গমন করেন। পরে তিনি কায়রো গমন করেন। সেখানে মাদরাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ৬৮১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল- ওয়াফয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাই আবনাইয যামান (وفيات الا عيان وا نباء ابناء الزمان)। এটি একটি ইতিহাস মূলক অভিধান । এটি ফার্সী ভাষায় ৮৯৫ হিজরী সনে অনুদিত হয়। ডি সিলান ইংরেজী ভাষায় এটি অনুবাদ করেন। ১৮৪২ খ্রি. চার খণ্ডে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।[২০]

ইবনু খালদূন (৭৩২-৮০৭ হি./ ১৩৩২-১৪০৫ খ্রি.)

তার নাম আবূ যায়েদ 'আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদূন । তিনি ৭৩২ হিজরী সনে নিউনিসে জন্ম গ্রহণ করেন। ৮০৮ হিজরী সনে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ইতিহাস মূলক গ্রন্থ 'আল 'ইবার ওয়া দিওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর (العبروديوان المبتداءوالخبر) রচনা করেন। এটি ৭ খণ্ডে বিভক্ত । তিনি এটি রচনার জন্য দীর্ঘ আট বছর আরবের বিভিন্ন গোত্রে ও মরুভূমিতে অবস্থান করেন। তার এই গ্রন্থটি মুকাদ্দামা নামে বহুল পরিচিত।[২১]

আল মুকরীযী (৭৬৬-৮৪৫ হি./১৩৬৫-১৪৪১ খ্রি.)

তার নাম আবুল 'আব্বাস তাকিউদ্দীন ইবনে 'আলাউদ্দীন আল হুসাইনী । তিনি কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'আল মুওয়া'ইযু ওয়াল ই'তিবারু বিযিকরিল খিতাত ওয়াল আচার' (المواعظ والا عتبار بذكر الخطط والا ثار), আল সুলূক লিমা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলূক (السلوك لمعرفة دول الملوك) গ্রন্থটিতে ৫৭৭ হিজরী থেকে ৮৪৪ হিজরী পর্যন্ত মিসরের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। আল দুরর আল মাযীয়্যা ফী তারীখিদ

[১৯] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৯; যয়্যাত, *উর্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮০

[২০] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১-৪৯২; যয়্যাত, *উর্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮০

[২১] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৩-৪৯৪; সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

দাওলাতিল ইসলামিয়া (الدرر المضيئة في تاريخ الدولة الاسلامية) এটিকে হযরত 'উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে বাগদাদের আব্বাসীয় সর্বশেষ খলিফা মু'তাসিম পর্যন্ত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে।[২২]

মানচিত্র ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক গ্রন্থ

মানচিত্র ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে রয়েছেন দিমাশ্কী (মৃ. ৭৬৭ হিজরী) রচিত নুখবাতু আদ দাহর ফী 'আজাইব আল বাররি ওয়াল বাহর (نخبة الدهر في عجائب البروالبحر), আবুল ফিদা (মৃ. ৭৩২ হিজরী) রচিত তাকবীম আল বুলদান (تقويم البلدان), ইবন মাজেদ আল নজদী তিনি একজন আরবী নাবিক। তিনি সমুদ্র বিষয়ে এবং ভারত মহাসাগরের নাবিকদের দিক নির্দেশিকা মূলক কবিতা লিখেছেন ১৪৮৯ খ্রি.।

ইবনে বতুতা (৭০৩-৭৭৯ হি./১৩০৩-১৩৭৭ খ্রি.)

তার নাম আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল লওয়াতী আত্ তানযী। তিনি তানযায় ৭০৩ হিজরী সনে জন্মগ্রহন করেন। তিনি মরাকেশ নামক স্থানে ৭৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ৭২৫ হিজরীতে স্বদেশ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্য বের হন। হারামাইন শরীফ, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য (ইরান), এশিয়া মাইনয়ের নদী বিধৌত এলাকা উত্তর রাশিয়া, উসতানা, এশিয়া মাইনর, বুখারা, আফগানিস্তান থেকে দিল্লী, বাংলাদেশ অতঃপর শ্রীলংকা থেকে চীন ভ্রমণ করেন। তিনি ৭৫০ হিজরীতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক গ্রন্থ হল তুহফাতু আন নাযযার ফী গরাইবুল আমছার ওয়া 'আযাইবুল আসফার, (تحفة النظار في غرائب الامصار وعجا ئب الاسفار) এটি মিসর ও ইউরোপে মুদ্রিত হয়েছে।[২৩]

সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাবলী

জামালুদ্দীন আল ওতওয়াত (মৃ. ৭১৮হি.) রচিত গ্রন্থ গুরার আল খছাইছ আল ওয়াযিহা ওয়া ওরার আল নকাইসু আল ফাযিহা (غرر الخصا ئص الواضحة و عررالنقائص الفاضحة) 'আলাউদ্দিন আল বাহাওউদ দিমাশকী রচিত মুতালি'আ আল বুদূর ফী মনাযিল আস সুরুর (مطالع البدور في منازل السرور) এটি কবিতাও সাহিত্যের ভাণ্ডার মূলক গ্রন্থ। আল আবশীহী রচিত গ্রন্থ আল মসততারাফ ফী কুলি ফান্নিন মুসততারাফ (المستطرف في كل فن مستطرف)। শামছুদ্দীন নওয়াজী আল কাহিরী (মৃ. ৮৫৯ হি.) তার রচিত গ্রন্থ হালবাতু আল কুমাইত (حلبة الكميت)। ইবনু হাবীব আল হালবী (মৃ. ৭৭৯ হি.) তিনি একজন সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ। তার রচিত

[২২] ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৫-৯৬; যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮০.
[২৩] ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৭.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ হল নাসীমুস সাবা (نسيم الصبا)। ইবনু হুজজাহ আল হামাওয়ী (মৃ. ৮৩৭ হি.) তিনি তার যুগের সাহিত্য সম্রাট। তার রচিত গ্রন্থ খাযানাতুল আদব ওয়া গায়তুল আরব (خزا نة الادب وغاية الارب)।[২৪]

যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থাবলী

'আলা উদ্দিন ইবনে নাফিস (মৃ. ৬৮৭ হি.) যুক্তিবিদ্যা, শরীরচর্চাবিদ্যা তিনি লিখেছেন। তার রচিত চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থ হলো আল মুখতারু মিন আল আগযিয়া' (المختارمن الاغذية)। শিহাবুদ্দীন ইবনে আল হায়েস (মৃ. ৮১৫ হি.) রচিত গ্রন্থ হল মুরশিদু আত তালিব (مرشد الطالب) এটি গণিত শাস্ত্র। তাছাড়া ইবনে শাতির (মৃ. ৭৭৭ হি.) ভূগোল ও শরীরবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আদ দুমাইরী (মৃ. ৮০৮ হি.) রচনা করেছেন জীব জন্তুর জীবনালেখ্য জাতীয় অভিধান যেটি ধারাবাহিক আরবী বর্ণমালা অনুসারে সাজানো।

কাহিনী গ্রন্থ

এই যুগে কাহিনী বা গল্প গ্রন্থের প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। আলফে লায়লা ও শায়লা (الف ليلة وليلة) গ্রন্থটি সর্বশেষ পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিল। আরবী সাহিত্যিকগণ ইরানীদের নিকট থেকে বিভিন্ন কাহিনী চয়ন করেছেন। মূলত 'আলফে লায়লা ওয়া লায়লা" গ্রন্থটি ফর্সি ভাষায় রচিত 'হাজারা আফসানা গ্রন্থের পরিমার্জিত আরবী রূপ। আরবী সাহিত্যে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিরল কাহিনীগুলো মূল ফার্সী গ্রন্থে সংযোজন করা হয়েছে। যেমন- হিন্দুস্থানী বিভিন্ন কাহিনী, ইয়াহুদীদের কাহিনী, রাজা বাদশাহ ও সুলতানদের ঘটনাবলী, জাহিলী ও ইসলামী যুগের দানশীল বীরদের কাহিনী ইত্যাদি। এই গ্রন্থে এক বাদশাহ উযীর এবং তার কন্যা শাহরযাদ ও দুনিয়াযাদ এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটির রচয়িতা একজন নয়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় এটি রচনা করেছেন। আরব সাহিত্যিক হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষপর্যায়ে এই ফার্সী গ্রন্থটি আরবীতে অনুবাদ করেন। আর ইউরোপে সর্বপ্রথম জালিন্দ (১৭০৪-১৭১১ খ্রি.) গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। তাছাড়া এই যুগে আরো অনেক কাহিনী গ্রন্থের প্রচার প্রসার লক্ষ্য করা যায়। যেমন সীরাতু 'আনতারা ইবনে শাদ্দাদ (سيرة عنترة بن شداد), সায়ফ ইবনে যী ইয়াযান (سيف بن ذي يزن), ইয়াবরিস এর কিস্সাতু আয যাহের (قصة الظاهر) এটি সুলায়বীদের যুদ্ধ বিগ্রহ সংক্রান্ত গ্রন্থ। আবূ যায়েদ আল হেলাল এর কাহিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২৫] এই কাহিনী গুলো কফি হাউজে, টী স্টলে আলোচিত হতো। আরবী সাহিত্যে রেনেসাঁর কারণে

[২৪] ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৮

[২৫] যয়্যাত, উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০, ৭১; ড. হাস্সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৯-৫০০

Dhaka University Institutional Repository

এই কাহিনীগুলো আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। এবং সাধারণ জনগণ ও পাঠক সমাজ আধুনিক গল্পের দিকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়ে।[২৬]

উপদেশ জাতীয় গ্রন্থ

আল কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ জাতীয় কাহিনীর অস্থিত্ব আমরা লাভ করেছি। যা মানুষ আগে জানতো না। যেমন: ইব্রাহীম (আ.), আইয়্যুব (আ.), এর ঘটনা। নবী রাসূলদের বিভিন্ন উপদেশ মূলক কাহিনী এ জাতীয় সাহিত্যকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।[২৭]

امثال এর শুরু হয় পাশ্চত্যে। পরে হিন্দুস্তান, চীন, ইরানে এর চর্চা অব্যাহত থাকে। ইরান থেকে আরবে ও ইউনানে এটির প্রচলন ঘটে। প্রাচীন, امثال এর মধ্যে আমরা লোকমান হাকীমের উপদেশ কাহিনী পেয়ে থাকি। আরবী সাহিত্যে সর্ব প্রথম যিনি এ বিষয়ে কলম ধরেছেন তিনি হলেন ইবনে মুকাফফা যিনি (كليل ودمنه) কালিল ওয়া দিমনা এটি বায়দরা হিন্দী বিশ শতাব্দী পূর্বে দেবশালীম বাদশাহ এর জন্য জীব-জন্তু ও পশু পাখিদের জবানে লিখেছেন। পরে এটি ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়। ফার্সি ভাষা থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুফাফফা আরবী ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন। উপদেশের মাধ্যমে মানব চরিত্র সংশোধন এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যের দ্বারা মানুষের বিবেক বুদ্ধি উন্নতকরণের জন্য এটি একটি অনন্য গ্রন্থ।[২৮] তাছাড়া তিনি অনুবাদ করেন আলিফ লাইলা ওয়া লাইলা (الف ليلة وليلة),সিন্দাবাদ কবীর (سندباد كبير), সিন্দাবাদ সগীর (سندباد صغير) গ্রন্থ।[২৯]

ভৌতিক কাহিনী

হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে ভৌতিক কাহিনীর (خيال الظل) প্রকাশ ঘটে। ইবনে দানিয়াল (মৃ. ৭১০ হি.) এ বিষয়ে তায়ফুল খিয়াল (طيف الخيال) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সেখানে ঠাট্টা তামাশামূলক ভৌতিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন। 'খাজানাতু আত তায়মুরিয়া' এটিও একটি কৌতুক ও রসিকতামূলক কাহিনী। যেখানে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এই ছায়াগল্প বা ভৌতিক কাহিনীর সূচনা হয়েছিল কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে। যা ধীরে ধীরে কাহিনী নাট্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু এটি বেশী দূর উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করতে পারে নি। এটি আরবী ভাষায় কাহিনী নাট্যে অলস ও নিস্প্রভ হয়ে থাকে। সর্বশেষ আধুনিক যুগে আবার প্রকাশিত হতে থাকে।[৩০]

---

[২৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০১

[২৭] ড. ওয়াফাই আলী সলীম, *মিন বওয়াইল আদবিল আরবী (দারুল বহুস আল ইলমিয়া, ১৯৭৯খ্রি.)*, পৃ. ৩০, ৩১

[২৭] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৬, ৫৭

[২৮] যয়্যাত, উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭১, ৭২

[২৯] ড. ওয়াফাই আলী সলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

[৩০] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০১

Dhaka University Institutional Repository

পতনের যুগের কবিদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আশ্ শাবু আয যরীফ (৬৬১-৬৮৮ হি./ ১২৬৩-১২৮৯ খ্রি.)

তার নাম মুহাম্মদ সুলায়মান। তিনি ৬৬১ হিজরী সনে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্প বয়সে যৌবন কালে ৬৮৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন সেই যুগের তরফা। পারিবারিক ঐতিহ্যগতভাবে তিনি কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তার পিতা আফীফ উদ্দীন ছিলেন একজন ভাল মানের কবি। কবি যরীফ ছিলেন সুক্ষ্মদর্শী কোমল মনের অধিকারী একজন সুদর্শন তরুণ কবি। তার কবিতায় ছিল মিসরীয় ব্যক্তিত্বের ছোঁয়া। তার কবিতা ছিল সেই যুগের অন্যান্য কবিদের মত অলংকারপূর্ণ কবিতা। সে যুগের অন্যান্য কবিদের মত তার অধিকাংশ কবিতাও ছিল গজল বিষয়ক।[৩১] তার কবিতার কিছু নমুনা-

مثل الغزال نظرة ولفتة + من ذا رأه مقبلا ولا افتتن

اعذب خلق الله ثغراً و فما + ان لم يكن أحق بالحسن فمن

في ثغره وخده وشكله + الما ء والخضرة والوجه الحسن

"চোখ ও চাহনি হরিণের মত, তার আগমন দৃশ্যে সবাই মুদ্ধ। চেহারা ও দাতের বিচারে হরিণ আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি, যদি হরিণ উৎকৃষ্টতার স্বীকৃতি না পায় তাহলে কে পাবে! তার গণ্ডদেশ দাত ও আকৃতিতে রয়েছে সজিবতা প্রাণ ও সুদর্শন।"

তার কবিতার মধ্যে আরও রয়েছে-[৩২]

عفا الله عن قوم عفا الصبر عنهم + فلو رمت ذكري غير هم خانني الفم

تجنوا كا ن لا ود بيني و بينهم + قديما وحتي ما كانهم هم

وبا لجذع أحبا ب اذا ما ذكر تهم + شر قت بدمع في أواخره دم

ألم وما في الر كب منا متيم + وعاد وما في الر كب الا متيم

وليس الهوي الا التفا تة طامح + يروق لعينيه الجمال المنعم

خليلي ما للقلب هاجت شجونه + وعاوده داء من الشوق مؤ لم

أظن ديار الحي منا قريبة + والا فمنها نفخة تتنسم

"আল্লাহ সেই সম্প্রদায় কে রক্ষা করুন ধৈর্য যাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে, যদি আমি অন্যের স্মৃতি চারণ করি তাহলে মুখ বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা আমার সাথে এমন দুর্ব্যাবহার করলো যেন তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই আর যেন তারা অন্য কেউ। আর গোড়ায় এমন ব্যক্তিগণ রয়েছেন যদি তাদের আলোচনা করি তাহলে

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৬, ৪৫৭

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৭

Dhaka University Institutional Repository

রক্ত অশ্রু প্রবাহিত হবে। আমরা রওয়ানা হলাম এমতাবস্থায় একজনও উন্মাদ ছিলনা, আর ফিরে আসলাম তখন উন্মাদ ছাড়া আর কেউ ছিলনা । ভালোবাসাতো উচ্চাবিলাসী ব্যক্তির চাহনির মতো, তার চোখে কেবল মসৃণ সৌন্দর্যই ভালো লাগে। বন্ধুগণ অন্তরের কি হলো, তার উন্মাদনা তো বেড়েই চলছে, আর ব্যথিত আগ্রহের রোগ ও অন্তরের সাথে সাক্ষাৎ করেছে। মনে হচ্ছে বসত বাড়ি খুব নিকটে অথবা গ্রাম তার সুবাস বিতরণ করছে।"

ইবনু আল ওয়ারদী (৬৮৯-৭৪৯ হি./১২৯০-১৩৪৮ খ্রি.)

তার নাম যায়নুদ্দীন ওমর তিনি ৬৮৯ হিজরী সনে মি'রাতে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৪৯ হিজরী সনে হালাবে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে কবি, আদিব, নাহুবিদ, ফিকাহবিদ ও ইতিহাসবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন কোমল মনের মানুষ। তিনি তার কবিতাকে বেশী মূল্যবান হিসেবে দাবী করতেন না। তার প্রকাশিত কবিতার গ্রন্থ রয়েছে। তার কবিতা মধ্যম মানের ও অলংকার শাস্ত্রে পরিপূর্ণ। বিশেষত তাওরিয়া ব্যবহার করেছেন তার কবিতায়। কখনো কখনো তার কবিতায় বিজ্ঞান বিষয়ক ও ফেকহী মত পার্থক্যমূলক কবিতা প্রকাশ পেয়েছে।[৩৩] তার কবিতার কিছু নমুনা-[৩৪]

دهر نا أمسي ضنينا + باللقا حتي ضنينا

يا ليا لي الو صل عو دي + أجمعينا وا جمعينا

أنتم أحبا ئي وقد + فعلتم فعل العدا

حتي تركتم خبري + في العا لمين مبتدا

"যুগ সাক্ষাত বিষয়ে কৃপণতা করেছে, একপর্যায়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। হে মিলনের রজনী ফিরে এসো, আর আমাদের কে আবার মিলিয়ে দাও। তোমরা তো আমার বন্ধু অথচ আচরণ করেছো শত্রুর মতো! এক পর্যায়ে আমার খবর কে জাতির সামনে মুবতাদা বানিয়ে ছেড়ে দিলে! "

তিনি দামেস্কের কারাগারে ইবনে তাইমিয়্যার মৃত্যুতে একটি শোকগাঁথা রচনা করেন। তার রচিত শোকগাঁথা,

عثا في عرضه قوم سلا ط + لهم من نثر جوهره التقاط

تقي الدين أ حمد خير حبر + خيو ط المعضلا ت بم تخاط

توفي وهو محبوس فريد + وليس له الي الدنيا انبساط

قضي نحبا وليس له قر ين + ولا كنظيره لف القما ط

"তার সম্পর্কে কটু ভাষিরা বিরূপ মন্তব্য করেছে, এমতাবস্থায় সম্প্রদায়ের লোকেরা তৎকর্তৃক ছিটানো মুক্তা সংগ্রহে ব্যস্ত। তকী উদ্দিন আহমদ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, কঠিন বিষয়ে তার সূতা দিয়েই সেলাই করা হয় (সমাধান দেয়া

[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৮

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৮, ৪৫৯

Dhaka University Institutional Repository

হয়)। তিনি বন্দী অবস্থায় একাকী মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ তার পাশে নেই অথচ পুরা দুনিয়ায় তার জন্যে বিস্তৃত। একাকী জীবনাবসান ঘটিয়েছেন, তার কোন সাথী ছিল না। আর তার মত কেউ শিশুকে পেচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়নি (সমাধান দিতে সক্ষম হয়নি)।"

তার বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রসিদ্ধ কবিতা-

اعتز ل ذكر الا غا ني والغزل + وقل الفصل وجانب من هزل

الصبا ودع الذ كر لا يا م + فلا يا م الصبا نجم أفل

ان أهنا عيشة قضيتها + ذهبت لذ اتها والا ثم حل

وا هجر الخمرة ان كنت فتي + كيف يسعي في جنو ن من عقل

صدق الشرع ولا تر كن الي + رجل يرصد بالليل زحل

حارت الا فكار في قدرة من + قد هدانا سبلنا عزوجل

كتب الموت علي الخلق فكم + فل من جمع وأفني من دول

"গান-গজল, টিটকারী বর্জন করে সত্য বলার গুণ অর্জন করুন। উন্মাদনার কথা ভুলে যাও, ভালোবাসার দিনগুলোর সূর্য কবে ডুবে গেছে। উদযাপিত সর্বোৎকৃষ্ট দিনগুলো বিদায় নিয়েছে, আর জীবনে দুঃখ-কষ্ট নেমে এসেছে। যদি বাস্তবেই পুরুষ হয়ে থাকো তবে মদ বর্জন করো, কিভাবে বুদ্ধিমানরা উন্মাদোনার পিছনে ছুটে বেড়ায়! শরীয়ত মেনে চলো আর গণক কে পরিত্যাগ করো। মহান স্রষ্টার পথ প্রদর্শন পদ্ধতি দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। সৃষ্টির মৃত্যু অবধারিত কত বড় বড় দলের সদস্য বিদায় নিল আর কত দেশ অস্তিত্বহীন হলো।"

বদর উদ্দীন আয যাহাবী (মৃ. ৬৮০ হি./ ১২৮১ খ্রি.)

বদর উদ্দীন ছিলেন সিরিয়ার একজন কবি। তার রচনাশৈলী ছিল সুক্ষ্মদর্শী। কবিতা রচনার দিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বাধিক কোমল। তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে অধিক গুনাগুন বর্ণনা, কবিতার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অলংকার শাস্ত্রের পরিপূর্ণতা। তার কবিতার নমুনা-[৩৫]

وريا ض وقفت أشجارها + وتمشت نسمة الصبح اليها

طالعت اوراقها شمس الضحي + بعد أو وقعت الورق عليها

عرج علي الر وض يا نديمي + ومل الي ظله الظليل

فالزهر يلقاك با بتسام + والريح تلقاك بالقبول

[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

"এমন বাগান যার বৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রভাতের মৃদু বাতাস তার দিকে হেটে এসেছে। এখনো হয়তো সকালের কিরণের সাথে সূর্যের সাক্ষাত হয়নি , কিংবা পাতা গুলোর উপর মুদ্রা সাক্ষর করেছে। ও দুঃখী দোস্ত আমার বাগানে প্রবেশ করো, আর তার দীর্ঘ ছায়ায় শুয়ে পড়। ফুল তো তোমাকে হাসি মুখে সাক্ষাৎ দিবে আর বাতাস তোমাকে স্বাগত জানাবে।"

সালাহ উদ্দীন আস সফদী (৬৯৬-৭৬৪ হি./১২৯৭-১৩৬৩ খ্রি.)

সালাহউদ্দীন একজন লেখক, কবি ও ইতিহাসবিদ। তিনি ৬৯৬ হিজরী সনে সফদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইবনু নুবাতা আল মিসরী এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি হালব, কায়রো ও সফদ এর রেজিস্ট্রি অফিসে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আল ওয়াফী বিল ওয়াফয়াত' (الوافي بالوفيات) এটি জীবনীমূলক একটি বিশাল অভিধান। এটি ৫০ খণ্ডে বিভক্ত। যা মিসর, তিউনিশিয়া, লন্ডন, অক্সফোর্ড ও প্যারিসে সংরক্ষিত রয়েছে। তিনি ৭৬৪ হিজরীর সাওয়াল মাসের ১০ তারিখ দামেস্কে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার নমুনা। মহানবী (স.) এর প্রসংসায় রচিত তার দীর্ঘ কবিতার কিছু অংশ-[৩৬]

سلوا الد موع فان الصب مشغو ل + ولا تملوا ففي املا ئها طول

واستخبر واصادحات الا يك عن شجني + هل في الغر ام الذي تبد يه تبد يل

وهل لما ضمت الا حشا ء بعد كم + من الجوي عند ما تحويه تحويل

أحبتي لا وعيش مر لي بكم + وربع لهوي با للذ ات ماهول

ماكان لي مذ عرفت الوجد قط ولا + يكون في غير كم قصد ولا سول

"অশ্রুকে জিজ্ঞেস করোনা কারণ তা প্রবাহিত হচ্ছে আর কিছু লিখো না কারণ লেখা বেড়ে যাবে। ঘন গাছের গায়ককে আমার দুঃখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো প্রকাশিত ভালোবাসার কি কোন পরিবর্তন বা স্থানান্তর আছে? পেটে তোমাদেরকে ভরে নেয়ার পর দুঃখ কষ্ট ভরার কোন উপায় আছে! বন্ধুগণ তোমাদের সাথে কাটানো প্রতিটা দিবসে আমার আনন্দের এক চতুর্থাংশ আনন্দিত ছিল। তোমাদের ভালোবাসা পাওয়ার পর থেকে তোমাদের কাছে চাওয়া পাওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা।"

কবি সালাহ উদ্দীন একদা অসুস্থ হয়ে পড়লে তৎকালীন কবি ইবনু নাবাতা কবিতার মাধ্যমে তাকে সমবেদনা জানালেন। তার জবাবে তিনি বলেন-

لحماي نار جاء ها منك جنة + غصون ربا ها بالبد يع تميل

تهد لت الا فنان منها فخاطري + له بين هاتيك الظلال مقيل

[৩৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৪, ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

وأنت حبيب الشعر أصبحت سيداً + كما أنني مولي والا سم خليل

"আমারতো জ্বরের আগুনে শরীর জ্বলছে অথচ তোমার থেকে বাগান স্বরূপ সান্তনা পেলাম, সেই বাগানের টিলায় অবস্থিত উচু উচু ডালপালাগুলো সৃষ্টির সৌন্দর্য নিয়ে হেলে দুলে বেড়ায়। এসব দেখে আমার মন নড়ে চড়ে উঠলো, ফলে আমার অন্তর সেই বাগানের ছায়া তলে শায়িত হলো। আর তুমি কবিতা প্রেমিক আজ হয়েছো সরদার, যেমন আমি সরদার অথচ নাম খলীল (বন্ধু)।"

ছফী উদ্দীন আল হিল্লী (৬৭৭-৭৫০ হি./ ১২৬৯-১৩৪৯ খ্রি.)

তার পুরা নাম ছফী উদ্দীন আবূল বারাকাত 'আবদুল 'আযীয ইবনে সরায়া ইবনে 'আলী। তিনি ইরাকের, হিল্লা নামক স্থানে ৬৭৭ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তথায় শৈশব কাটে এবং শিক্ষা দীক্ষা ও কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। রাজনৈতিক ডামাডোলে তিনি মারদীন এ হিজরত করতে বাধ্য হন। সেখানে তিনি বাদশা আল আরতক (৬৬৩-৭১২ হি.) এর সান্নিধ্য গ্রহণ করেন।[৩৭] খলিফা তাকে অত্যন্ত সমাদর করলেন। তার সার্বিক পৃষ্টপোষকতা করলেন। কবি বাদশাহর প্রশংসায় ২৯টি কবিতা রচনা করেছেন যেটি আরবী বর্ণমালা দিয়ে পর্যায়ক্রমে সাজিয়েছেন এবং একই বর্ণ দিয়ে কবিতা সমাপ্ত করেছেন। তার কবিতাটির নাম দুরারুল বাহুর ফী মাদায়ীহীল মালিক আল মনসুর (درر البحور في مدائح الملک المنصور) যে কবিতাটি এরতাকিয়াত (ارتقيات) এর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৩৮]

৭২৬ হিজরী সনে তিনি মিসর গমণ করেন। সুলতান নাসির ইবনে কিলাউন এর রাজ দরবারে তিনি উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। বাদশাহ কবিকে পুরস্কৃত করেন। পরে তিনি আবার মারদীন প্রত্যাবর্তন করেন। সেখান থেকে বাগদাদ গমন করেন। ৭৫০ হিজরী সনে তিনি বাগদাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি তার যুগের কবিদের নেতা ছিলেন। তার কবিতায় ফসাহাতপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার রচনাশৈলী ছিল চিত্তাকর্ষক ও উৎকৃষ্ট। তার কবিতায় ছিল সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। তিনি তার কবিতায় নতুনত্ব আনয়ন করেন। সম-সাময়িক হরেক রকম বিষয়ের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন। কবিতায় নতুন ছন্দ আবিস্কার করেছেন। যায় মধ্য মুওয়াশশাহ (موشح) একটি ছন্দ। একাধিক অন্ত্যমিলবিশিষ্ট এক প্রকার আরবী কবিতা যা সংগীতের উপযোগী।[৩৯] আবু নুওয়াসের উপর লিখিত একটি কবিতায় আমরা পাই। যেমন-[৪০]

وحق الهوي ما حات يوما عن الهوي + ولكن نجمي في المحبة قد هوي

[৩৭] যয়্যাত, উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮২; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬০
[৩৮] যয়্যাত, উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭২
[৩৯] যয়্যাত, উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮২
[৪০] যয়্যাত, উর্দ্দু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮২

Dhaka University Institutional Repository

ومن كنت ارجو وصله قتلي نوي + و اضني فؤا دي بالقطيعه والنو ي

ليس في الهوي عجب + هن اصابني تعب

حامل الهوي تعب + يستخفه الطرب

গৌরব ও বীরত্ব গাঁথা কবিতা-[৪১]

سل الرماح العوالي عن معالينا + واستثهد البيض هل خاب الرجا فينا

وسائل العرب والاتراك ما فعلت + في أرض قبر عبيد الله أيد ينا

لما سعينا فما رقت عزائمنا + عما نر وم ولا خابت مساعينا

يا يوم وقعة زوراء العراق وقد + دنا الاعادي كما كانوا يدينونا

بضمر ما ربطناها مسومة + الا لنغزو بها من بات يغزونا

وفتية ان نقل أصغوا مسا معهم + لقولنا أو دعوناهم أجا بونا

قوم اذا استخصموا كانوا فراعنة + يوما وان حكموا كانوا موازينا

"তীর ও বল্লমকে আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, আর সুন্দরী রমনীকে স্বাক্ষী রেখে একথাও জিজ্ঞেস করো আমাদের মাঝে কোন প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে কি? উবায়দুল্লাহর কবরে আমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আরব এবং তুরস্কের অধিবাসিদের জিজ্ঞেস করো। যখন আমরা অগ্রসর হই তখন আমাদের ইচ্ছ দূর্বল হয়না এবং আমাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়না। হে ইরাক ভ্রমন দিবস আমাদের কথা স্বরণ করো, শত্রু কে আমরণ পরাজিত করেছি যেমন তারা আমাদেরকে পরাজিত করত। আমাদের উপর আক্রমণকারীদের জন্য বাছাইকৃত চিহ্নিত অবস্থায় আক্রমনের উট বেঁধে রেখেছি । আমাদের নিকট এমনও যুবক রয়েছে যাদেরকে ডাকলে সাড়া দেয় এবং কথা শুনে ও মানে। আমরা এমন সম্প্রদায় যখন তর্ক হয় তখন ফিরা'উনে পরিণত হই, আর বিচারের ক্ষেত্রে দাঁড়িপাল্লা স্বরূপ।"

সায়্যিদা 'আয়েশা বা'উনীয়া (মৃ. ৯২২ হি.)

সায়্যিদা 'আয়েশা বিন্‌তে ইউসুফ ইবনে আহমদ বা'উনীয়া সিরিয়ার সালেহীয়া নামক স্থানে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ইসলামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা, চাচা, ভাই ইলমে ফিকাহ, হাদীস, তাসাওউফ, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। তিনি সেই যুগের জ্ঞানী গুণীদের নিকট থেকে 'ইলম, ফিকাহ, ইলমে নাহু, ইলমে 'আরুয বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পরে তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য মিসর চলে যান। সেখানে তিনি আবূল 'আব্বাস কুসতুলানী এর নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেন। এমনিভাবে তিনি জ্ঞানচর্চা, অধ্যাপনা ও গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ

[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮২; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬১, ৪৬২

Dhaka University Institutional Repository

করেন। অসংখ্য ছাত্র ছাত্রী তার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করে উপকৃত হন। তিনি ৯২২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'আল ফাতহুল মুবীন ফী মাদহিল আমীন' (الفتح المبين في مدح الامين), ফায়যুল ফাযলি (فيض الفضل), এটি রাসূল (স.) এর স্মৃতিমূলক কবিতা, তার অন্য একটি গ্রন্থ হল আল মাওয়ারিদুল আহনা ফীল মাওলিদিল আছনা (الموارد الاهني في المولد الاسني) এটি রাসূল (স.) এর জীবনী ধর্মী হৃদয় স্পর্শী গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রনে রচিত গ্রন্থ। তিনি ছিলেন উঁচু মাপের একজন জ্ঞানী ও সাহিত্যিক। তিনি তার কবিতায় সেই দৃশ্যের প্রচলিত রচনারীতি ব্যবহার করেছেন। তিনি মহানবী (স.) এর প্রশংসায় কাব্য রচনা করেছেন। এবং দীনি বিষয়গুলো কেন্দ্রিক কবিতা রচনা করেছেন। এক কথায় তিনি সেই যুগের কৃষ্টি, ইসলাম, সংস্কৃতি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়কে মনের মাধুরী মিশিয়ে গদ্য ও পদ্যে প্রকাশ করেছেন।[৪২]

তার রচিত 'আল ফাতহুল মুবীন ফী মাদহিল আমীন' কাব্য গ্রন্থের কিছু কবিতার নমুনা-[৪৩]

يا سعد ان ابصر ت عيناك كاظمة + وجئت سلعا فسل عن اهله القدم

فثم اقمار ثم طالعين علي + طويلع حيهم وانزل بحيهم

"হে সা'দ যদি তুমি কাজেমাকে দেখ এবং সুলা'আ পৌঁছে যাও। তাহলে তাদের প্রাচীন বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করো। সেখানে রয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ যাকে তারা নিরাপদ রেখেছে। এবং তাদের কবিলায় অবতরণ কর।"

واستوطنوا السر مني فهو موضعهم + يوما لغيرهم ابوح به ولا

قا لوا هو الغيث قلت الغيث اونة + يهمي وغيث نداه لايزال همي

مدحت مجدك والا خلاص ملتزمي + فيه وحسن امتدا حي فيك مختتمي

"আমার গোপন তথ্যে তারা এমনভাবে বসত গড়েছে, যেন এটি তাদের স্থান। আমি কখনো তাদের ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে আমার গোপন তথ্য প্রকাশ করবো না। তারা বলেছে এটি বর্ষা, আমি বলেছি বর্ষা শান্তভাবে বয়ে যায়। তাদের বকশিশের বন্যা মুষলধারে বয়ে যায়। আমি নিষ্ঠার সাথে তোমার সম্মানের প্রশংসা করেছি। আমার আমার সর্বাত্মক চেষ্টা আমি তোমার উত্তম প্রশংসা করতে থাকবো।"

সুলতান বারকুক এর প্রসংশায় তিনি বলেন-

بني سلطاننا برقوق جسرا + بامر والانا م له مطيعه

مجازفي الحقيقة للبرا يا + وامر بالمرورعلي الشريعة

"আমাদের বাদশা বরকূক পুল বানিয়েছেন। সব প্রজা তার প্রতি আনূগত্যশীল। প্রকৃতপক্ষে এটি জনগনের জন্য একটি পার হওয়ার জায়গা। এবং মানুষের জন্য শরীয়ত মত চলার একটি নির্দেশ।"

[৪২] যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯০

[৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯১

Dhaka University Institutional Repository

দামেস্কের সৌন্দর্যগুণ বর্ণনা করে তিনি বলেন- [৪৪]

نزه الطرف في دمشق ففيها + كل ما تشتهي وما تختار

هي في الارض جنة فتامل + كيف تجري من تحتها الانهار

كم سما في ربوعها كل قصر + اشرقت من وجوهه الاقمار

وتناغيك بينها صادحات + خرست عند نطقها الا وتار

كلها روضة وماء زلال + وقصورمشيدة وديار

"দামেস্কের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি যা চাইবে তাই পাবে এবং তোমার পছন্দনীয় সব কিছু। এটি হচ্ছে পৃথিবীর জান্নাত। চিন্তা করে দেখো তার পাদদেশে কীভাবে ঝর্ণধারা প্রবাহিত হয়েছে। তার ভূখণ্ডে কতইবা এমন প্রাসাদ রয়েছে যেখান থেকে চাঁদ আলো বিতরণ করে। সেখানে রয়েছে এমন সুমধুর আওয়াজ যা আনন্দকারীদের সামনে বাদ্য যন্ত্রের আওয়াজকেও নিস্প্রভ করে দেয়। উহার বুকজুড়ে রয়েছে বাগান, পানির ফোয়ারা এবং সুরম্য প্রাসাদ আর মনোরম স্থানের আধিক্য।"

ইবনু নুবাতা আল মিসরী (৬৭৬-৭৬৮ হি./ ১২৮৭-১৩৬৭ খ্রি.)

তার প্রকৃত নাম জামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ । তার পূর্ব পুরুষের নামানুসারে তিনি ইবনু নবাতা নামে সমধিক পরিচিত। তিনি তুর্কী মামলুক যুগ (৬৫৬-১২৬০ হিজরী) এর একজন মিসরীয় কবি।[৪৫] তিনি ৬৮৬ হিজরী সনে মিসরের যুকাক আল রুনাদীল নামক স্থানে রবিউল আউয়াল মাসে একটি সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আনন্দঘন পারিবারিক পরিবেশে শৈশবকাল অতিবাহিত করেন।[৪৬] তিনি বাল্য কালে খেলা-ধুলা ও আনন্দ আহ্লাদ করে কাটিয়েছেন। তা তার কবিতায় ফুটে উঠেছে-

وا ها لا يامي التي سلفت + مابين ذالک النعيم والمرح

لاينزل الدهر من يدي قدحا + كاني صورةعلي قدح

"আনন্দে উৎফুল্লে অতিবাহিত দিবস সমুহের উপর আফসোস। যুগ আমার কাছে কেবল নিন্দিত, আর যেন আমি পাত্রে অংকিত ছবি।"

ইবনু নবাতা একটি সাহিত্যিক পরিবারে বেড়ে উঠেন। তার পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাহিত্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। তিনি বলেছেন-[৪৭]

[৪৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯২

[৪৫] সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭

[৪৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৯

[৪৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩০

Dhaka University Institutional Repository

ورثت اللفظ عن سلفي واكرم + بال نبا تة الغر السراة

فلا عجب للفظي حين يحلو + فهذا القطرمن ذالک النبات

"পূর্বসূরিদের থেকে শব্দ চয়ন উত্তরাধিকার হিসেবে আমি পেয়েছি। এ কারণে সম্মানিত সুউচ্চ বংশ আল নুবাতা বংশকে সম্মান করো। অতএব আমার শব্দ প্রয়োগ অসাধারণ হলে আশ্চর্যের কিছু নাই, কেননা এই ফোটা তো ঐ বটবৃক্ষের।"

ইবনু নবাতার বাল্যকাল ও যৌবন কাল কাটে মিসরের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে। মিসরে তখন রাজনৈতিকভাবে মারাত্মক হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল। তিনি এই সব ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছেন ও শুনেছেন । স্বাভাবিকবাবে তার জীবনে এর প্রভাব পড়েছিল। যা তার দীর্ঘ কবি জীবনে প্রতিভাত হয়েছিল। তার কবিতায় আত্মশক্তি, সুদৃঢ় মত কোন কাজের সমালোচনা, মহৎ ও দুর্বল ব্যক্তির কুৎসা রটনা ইত্যাদি অনুসঙ্গ অনুপস্থিত।[৪৮]

তার অধিকাংশ কবিতাই প্রশংসা ও শোকগাঁথা মূলক। তিনি মহানবী (স.) এর প্রশংসায় অধিকাংশ কবিতা রচনা করেছেন। তৎকালীন শাসক, বিশেষত মুওয়ায়্যিদ ও তার পরিবার পরিজন, নাছির বিন কিলাউন এবং সুলতান হাসান অতঃপর বিচারকমণ্ডলী, নেতৃবৃন্দের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। হিজা মূলক কবিতা নেই বললেই চলে। যা আছে তা যৎসামান্য। তিনি গজল মূলক কবিতাও রচনা করেছেন। খামরিয়াত বা মদ্যপান বিষয়ক কবিতাও রচনা করেছেন।[৪৯] তার রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- মাতলাউল ফাওয়াইদ ওয়া মাজমা'ইল ফারাইদ (مطلع الفوائد ومجمع الفرائد) এটি একটি সাহিত্যের বড় গ্রন্থ। সরহিল ওয়ুনু ফী শরহি রিসালাতি ইবনু যায়দূন (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون) এটি তার রচিত একটি উত্তম গ্রন্থ। এটি ভাষা সাহিত্য এবং আরবের ইতিহাসধর্মী একটি গ্রন্থ। তার একটি কবিতার দেওয়ান রয়েছে। যেটি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুযায়ী রচিত হয়েছে। এটি কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়েছে।[৫০]

রাসূলের প্রশংসায় রচিত ইবনু নুবাতার গজলের অংশ বিশেষ-[৫১]

صحا القلب لولا نسمة تتخطر + ولمعة بر ق بالغضا تتسعر

وذكر جبين البابلية إذ بدا + هلال الدجي والشيء بالشيء يذكر

سقا الله أكناف الغضا سائل الحيا + وإن كنت أسقي أدمعا تتحدر

[৪৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩১, ৪৩২

[৪৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫২

[৫০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৫

[৫১] সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩১, ৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

"প্রবাহিত বাতাসে এবং সৌন্দর্যে প্রজ্বলিত বিদ্যুতের চমকানোতে অন্তর জেগে উঠেছে । বাবেলিয়ার ভিরুতার কথা স্মরণ করো, যখন অমাবশ্যার চাঁদ উদিত হয়েছিল। আর কথা অন্য কথাকে টেনে আনে।"

তার খামরীয়াতমূলক কবিতার অংশবিশেষ-[৫২]

عوض بكا سک ما أتلفت من نشب + فالكأس من فضة والراح من ذهب

واخطب الي الشرب الدحر ان نسبت + أخت المسرة واللهو ابنة العنب

غراء حا لية الا بعطا تخطر في + ثوب من النور أوعقد من الحبب

" তোমার কাঁচের যেই মূল্যবান সম্পদ হারিয়েছো তা আবার পুনরায় ক্ষতিপুরণ দিয়ে নিওনা, কেননা গ্লাসটি রুপার আর হারিয়ে যওয়া বস্তু স্বর্ণের। সুন্দরী চাদর পরিহিতা আলোর পোষাক অথবা বধুদের মালায় প্রকাশিত হয়।"

আল বূসীরি (মৃ. ৬৯৫ হি.)

তার প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সা'য়িদ ইবনে হাম্মাদ-আল বূসীরি তাকে সাহেবুল বুরদা ও সাহেবুল হামযিয়াহ বলা হয়। তিনি দালাস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং বূসির নামক স্থানে লালিত-পালিত হন। অতঃপর তিনি কায়রো গমন করেন। তথায় তিনি আরবী ব্যকরণ শাস্ত্র ও সাহিত্যে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা করেন। তার প্রসিদ্ধ কবিতার নাম কাসিদাতুল বুরদাহ। যেটি তিনি মহানবী (স.) এর শানে রচনা করেছিলেন। কাসীদাতুল হামযিয়া নামে তিনি রাসূল (সা.) এর প্রশংসা সূচক আরেকটি কবিতা রচনা করেন, যেটি কাসীদাতুল বুরদার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তিনি ৬৯৫ হিজরীতে ইসকান্দারিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন।[৫৩]

তার প্রসিদ্ধ কবিতা কাসীদাতূল বুরদায়ের কিছু অংশ-[৫৪]

امن تذكر جيران بذي سلم + مزجت دمعا جري من مقلة بدم

ام هبت الريح من تلقاء كاظمة + واومض البرق في الظلماء من اضم

فما لعينيک ان قلت اكففا همتا + وما لقلبک ان قلت استفک يهم

ايحسب الصب أن الحب منكتم + مابين منسجم منه ومضطرم

والنفس كالطفل إن تهمله شب علي + حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

فاصرف هؤها وحاذز أن توليه + إن الهوي ما تولي يضم أو يص

موراعها وهي في لاعمال سائمة + وإن هي استحلت الرعي فلا تسم

[৫২] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৩

[৫৩] সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬, ৩৩৭

[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

كم حسنت لذة للمرء قاتلة + من حيث لم يدر أن السم في الدسم

واخش الدسا ئس من جوع ومن شبع + فرب مخمصة شرمن التخم

واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت + من المحارم والزم حمية الندم

ইবনে মা'তূক আল মূসাওবী (১০২৫-১১১১ হি.)

তার প্রকৃত নাম শিহাব উদ্দীন ইবনে মা'তূক আল মূসাওবী। তিনি ইরাকী কবি। তিনি ১০২৫ হিজরী সনে ইরাকে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বসরায় লালিত-পালিত হন। তথায় তিনি শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করেন। পরিণত বয়সে তার মাঝে কাব্য প্রতিভার উম্মেষ ঘটে। তিনি উন্নতমানের কবিতা রচনা করেছেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে দারিদ্র অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি বসরার আমীর সায়্যিদ 'আলী খান এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি সেই সময় ইরাক ও বাহ্‌রাইনের যাশদ নিযুক্ত হন। তিনি তার প্রশংসার কবিতা রচনা করেন। তার অধিকাংশ কবিতায় তার ও তার পরিবার পরিজনকে নিয়ে রচিত। বাদশাহ তাকে পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং তাকে উপঢৌকন দিয়ে হাত ভরে দেন। ইবনে মা'তূক একজন বড় মাপের শী'আ কবি। তিনি হযরত আলী (র.) প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তার পরিবার পরিজন ও শহীদানদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ১১১১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৫]

[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭, ৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফরাসী আক্রমণ পূর্ব মিসরের অবস্থা ও আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি

কোন প্রেক্ষাপটে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর সূত্রপাত হয় সেগুলো আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব। এই রেনেসাঁর পটভূমির পশ্চাতে যে সকল কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালাব। এখন আমরা ফরাসী আক্রমণ পূর্ব মিসরের অবস্থা আলোকপাত করব।

মিসর [১] ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় ৬৩৯ খ্রি. আরব বাহিনী হযরত 'ইবনু আসের নেতৃত্বে মিসর জয় করেন। অতঃপর মিসর স্থায়ীভাবে ইসলামী রাজ্য সমূহের অন্তর্ভূক্ত হয়। তিনি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মিসরবাসীদের মন জয় করতে সমর্থ হন। তিনি তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেন। মিসরবাসীর কর ও রাজস্ব আদায়ের ভার ক্বিবতীদের উপর অর্পণ করেন। রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্র ও কিবতী ভাষায় অপরিবর্তিত রাখতে নির্দেশ দেন। তিনি নীল নদ হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত খাল খনন করেন। মিসরের খাদ্য শষ্য এ পথ দিয়ে পৌঁছত। তার সদ্ব্যবহার, সাম্য ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে মিসরীয় জনগণ ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ করেন। ২১ হি. মোতাবেক ৬৪১ খ্রি. পর্যন্ত এই যুগ স্থায়ী হয়। খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ ২১-৩৮ হি. থেকে ৬৪১-৬৫৮ খ্রি. পর্যন্ত মিসর শাসন করেন।[২] হযরত উসমান খলিফা হওয়ার পর স্বীয় দুধ ভাই আব্দুল্লাহ ইব্ন সাদ-ইব্ সারাহ (র.) কে মিসরের শাসক নিযুক্ত করেন। হযরত আলী তার শাসনামলে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (র.) কে মিসরের শাসককর্তা নিয়োগ করেন। তিনি নিহত হবার পর হযরত মু'আবিয়া (র) হযরত আমর ইবনুল আসকে পূনর্বার মিসরের শাসক নিযুক্ত করেন। ৪০ হি. মোতাবেক ৬৬১ খ্রি. থেকে ১৩২ হি. মোতাবেক ৭৪৯ খ্রি. পর্যন্ত সময়কাল উমাইয়্যা বংশীয় খলিফাগণ কর্তৃক নিযুক্ত শাসককর্তাগণ মিসর শাসন করেন। উমাইয়্যা যুগে মিসরে নিযুক্ত সর্বাধিক প্রতিপত্তিশালী শাসক ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিকের ভাই আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান এবং

---

[১] আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্বে নীল নদের মোহনাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে মিসর গঠিত। মিসর এর বর্তমান নাম আল জুমহুরিয়্যাতু মিসর আল 'আরাবিয়্যাহ (আরব প্রজাতন্ত্র মিসর)। (*ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইফাবা, অক্টোবর, ১৯৯৫ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড*, পৃ. ১৯২। ভূগোলবিদ হিরোডোটাস প্রায় দুহাজার তিনশত বছর আগে মিসরকে নীল নদের দান আখ্যা দেন। বহু জাতি জিবীকার অন্বেষণে নীল নদের আশে-পাশে বসবাস শুরু করে। তাদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে মিসরীয় সভ্যতা। আরব ভূখন্ড হতে সেমেটিক জাতি এখানে আগমণ করেন। হযরত ঈসা (অ.) এর জন্মের তিন হাজার দু'শো বছর পূর্বে মিসরের ফারাও রাজা নারমার প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এসব রাজাদের মধ্যে মেনেস, খে অপ্স, মেনকাউরে, রামোসিম প্রমূখ উল্লেখযোগ্য। তাদের সমাধির উপর নির্মিত পিরামিড পৃথিবীর বিস্ময়কর আবিষ্কার। খৃ. পূ. ৩৩২ সনে আলেকজেন্ডার মিসর জয় করেন। তিনি তথায় আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর গোড়া পত্তন করেন। খৃ. পূ. ৩০ হতে ৩৯৪ খৃ.পর্যন্ত মিসরে রোমান শাসন এবং ৩৯৪-৬৪২ সন পর্যন্ত বাইজান্টাইন সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত ছিল। টলেমীদের শাসনামলে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প কলা চর্চার কেন্দ্র। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ইউক্লিড গণিত শিক্ষার জন্য এখানে একটি শিক্ষা নিকেতন প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার গ্রীস জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা সংরক্ষণাগার ছিল। খৃ. পূ. ৪৮ সনে জুলিয়াস সিজারের হাতে এ গ্রন্থাগারটি ধ্বংশ হয়। *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০১, ২০২। মিসরের নীল নদের তীরে হাজার বছর পূর্বে উৎপন্ন হত নল-খাগড়া। তা থেকে তৈরী হত প্যাপিরাস কাগজ। এটি তৎকালীন হায়ারো গ্লিফিক বা চিত্রলেখ পদ্ধতিতে জ্ঞান চর্চার কাজে ব্যবহৃত হত। বিজ্ঞানী আর্কিমেডিস (খৃ. পূ. ২৮৭-২১২) আলেকজান্দ্রিয়ায় লেখা পড়া করেন বলে জানা যায়। বিজ্ঞানী গ্যালেন (খৃ.পূ. ১৩০-২০০) এখানে বায়োলজী ও এনাটমী বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখা (ঢাকা: ইফাবা), ২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪, পৃ. ৪৮,৪৯*

[২] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০২, ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মালিক। তিনি উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে মিসরের রাজস্ব বিভাগীয় হিসাব পত্রে কিবতী ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। ১৩২ হি. মোতাবেক ৭৫০ খ্রি. থেকে ২৫৪ হি. মোতাবেক ৮৬৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে আববাসীয় খিলাফতের প্রথম যুগের খলিফাগণ কর্তৃক নিযুক্ত শাসকগণ মিসর শাসন করেন।[৩] আববাসীয় খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে ২৪২ হি. ৮৫৬ খ্রি. সমকাল ব্যাপী তা বিভিন্ন ব্যক্তি মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ২৫৪ হি. মোতাবেক ৮৬৮ খ্রি. পর্যন্ত সময়কাল ব্যাপী আববাসীয় খলিফাগণ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে তুর্কী শাসনকর্তাগণ মিসর শাসন করেন।

নবম শতকে বাগদাদের খলিফাগণের দুর্বলতার সুযোগে ২৫৪ হি. মোতাবেক ৮৬৮ খ্রি. আহমদ ইবনে তুলুন মিসরে স্বাধীন তুর্কী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় তুলুনী বংশ। তুলুনী রাজবংশ ২৯২ হি. মোতাবেক ৯০৫ খ্রি. পর্যন্ত মিসরের শাসন করেন। তাদের শাসনামলের পূর্বে অধিকাংশ মিসরবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা বিজয়ীদের ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহন করেছিল। তাদের আলিম ও লেখকগণ আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। তুলুনী শাসনামলে মিসরে ইসলামী নব যুগের সূচনা হয়। তারা মিসরকে তাদের স্বদেশরূপে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আহমদ ইবনে তুলূনের স্থলাভিষিক্ত শাসকদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব ও অদূরদর্শিতার কারণে মিসর পুনরায় খিলাফতের শাসনামলে চলে যায়। ২৯২ হি. মোতাবেক ৯০৫ খ্রি. থেকে ৩২৩ হি. মোতাবেক ৯৩৫ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে মিসরে দ্বিতীয় আব্বাসীয় খিলাফত কায়েম ছিল। খলিফা রাদীবিল্লাহ ৩২২ হি. মোতাবেক ৯৩৪ খ্রি. আমীর ইবনে তুগজকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি খলিফা রাদীবিল্লাহ এর সীমাহীন দূর্বলতা ও শক্তিহীনতার সুযোগে ৩২৩ হি. মোতাবেক ৯৩৫ খ্রি. নিজেকে মিসরের স্বাধীন, শাসনকর্তা হিসেবে ঘোষণা করেন। খলিফা রাদীবিল্লাহ স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে ইখশীদ (জাহানশাহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তার নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয় ইখশিদীয়া বংশ । এ বংশের শাসনকাল ৩৫৮ হিজরী মোতাবেক ৯৬৯ খ্রি. পর্যন্ত স্থায়ী থাকে।[৪] ইখশীদের পৌত্র আহমদ মিসরে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর কিছুসংখ্যক আমত্য ফাতেমী খলিফা মু'ইয লিদীনিল্লাহ কে মিসর আক্রমণ করার আহবান জানান। খলিফা স্বীয় দাস জাওহার আল সিকিল্লীর নেতৃত্বে মিসরে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনী কোন রূপ প্রতেরোধের সম্মুখীন না হয়ে ৩৫৮ হি. মোতাবেক ৯৬৯ খ্রি. মিসর অধিকার করেন। ফাতেমী বংশের খলিফাগণ ৫৬৭ হি. মোতাবেক ১১৭১ খ্রি. পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। এমনিভাবে আইয়্যুবী রাজবংশ ৫৬৭ হি. মোতাবেক ১১৭১ খ্রি. থেকে ৬৪৮ হি. মোতাবেক ১২৫০ খ্রি. পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। মামলুক শাসকগণ ৬৪৮

[৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০২, ২০৩
[৪] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

হি. মোতাবেক ১২৫০ খ্রি. থেকে ৯২২ হি. মোতাবেক ১৫১৭ খ্রি. পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। উসমানী খলিফাগণ ৯২৩ হি. মোতাবেক ১৫১৭ খ্রি. থেকে ১২০২ হি. মোতাবেক ১৭৯৮ খ্রি. পর্যন্ত মিসর শাসন করেন।[৫]

এভাবে আমরা মিসরের ক্ষমতার পালাবদল দেখতে পাই।

১২৫৮ খ্রি. বাগদাদ পতনের পর থেকে ফরাসী সমর নায়ক নেপোলিয়ন কর্তৃক ১৭৯৮ খ্রি. মিসর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ে আরবী কবিতায় যে বন্ধ্যাত্ব তৈরি হয়েছিল তা ঘোচানোর জন্য বেশ কিছু সাহিত্যপ্রেমী কবি সাহিত্যিক আরবী কবিতায় গতি সঞ্চারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও তাদের কবিতা শাসক গোষ্ঠীর প্রশংসায় নিবেদিত ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইখশিদ, ফাতেমী, আয়্যুবী, মামলুকী ও ওসমানী যুগের কবি সাহিত্যিক।

ইখশীদের যুগে কবিতা (৩২৩-৩৫৭ হি. ৯২৮-৯৬২খ্রি.)

যখন মিসর ও সিরিয়ায় মুহাম্মদ ইবনে তুগজ আল ইখশীদ এর শাসনকাল শুরু হয়। সেই যুগে কবিরা অবচেতন অবস্থায় ছিল। তাদের কারোর কাছ থেকে সুন্দর রচনা উপলব্ধি করা যায়নি। তবে অবশ্য আমরা একথা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সেই সময়ে মিসর এমন কোন কবি থেকে খালি ছিল না যারা ভাল কিছু কবিতা রচনা করেছে। হয়তবা তারা খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি। তখনকার বিখ্যাত কোন বাদশার সাথে তাদের কবিতা সম্পৃক্ত না হওয়াতে তাদের কবিতাও বাদশাহর খ্যাতির সাথে শীর্ষে উঠতে পারেনি। কিংবা ইতিহাস খ্যাত কোন বাদশাহ তখন না থাকায় কবিতাও একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানে পৌঁছতে পারেনি। ইখশীদ বংশের শাসনকাল ছিল ৩৪ বছর। শাসনকাল স্বল্প হওয়াতে কবিতায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ যুগে ইখশীদ বংশীয় মিসরীয় শাসক কাফুরের দরবারে বিখ্যাত কবি আল মুতানাব্বী (৯১৫-৯৬৫ খ্রি.) আগমন করেন এবং কাফুরের প্রশংসায় কতগুলো কবিতা রচনা করেন।[৬]

ইবনে তুবাতবা (মৃ. ৩৪৫ হি. ৯৫৬ খ্রি.)

ইবনে তুবাতবা ছিলেন ইখশিদ যুগের একজন নামকরা কবি। তিনি ৩৪৫ হিজরী মোতাবেক ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। তার পূর্ণ নাম আবুল কাসেম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তুবাতবা। তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইবনু খাল্লিকান বলেন,

كان نقيب الطالبين بمصر و كان من اكابر روسائها و له شعر مليح في الجهد و الغزل و غير ذالك

[৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০২

[৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *(সম্পাদনা), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম ,১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ.* ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

"তিনি ছিলেন মিসরীয় ছাত্রদের নেতা এবং মিসরীয় আকাবিরদের প্রধান নেতা। জুহুদ, গযল ও অন্যান্য বিষয়ে তার চমৎকার কবিতা রয়েছে।"

ইবনে তুবাতুবার কবিতা-[৭]

خـليـلي إنـي للثـريـا لحـاسـد + وإني على صرف الزمان لواجدا

أيبقى جميعاً شملها وهي سبعة + وأفقد من أحببته وهو واحد

"হে বন্ধু আমি সুরাইয়া নক্ষত্রকে ঈর্শা করি, এবং কালের সংশয়ে আমি অস্থির। সুরাইয়া নক্ষত্র পুঞ্জের ছয়টি নক্ষত্রই কি একত্রে আছে? আমিতো সপ্তম নক্ষত্রকে হারিয়ে ফেলেছি যাকে আমি ভালোবাসি।"

তিনি আরো বলেন-

كأن نجوم الليل سارت نهارها + فوافت عشاء وهي أنضاء أسفار

وقد خيمت كي يستريح ركابها + فلا فلك جارولا كوكب سار

"মনে হয় যেন রাতের তারকারাজী উহার দিবসকে নিয়ে আনন্দিত, সন্ধ্যারাতকে নিয়ে উৎফুল্ল এমতাবস্থায় উহা সফরের ক্লান্তিতে হীনবল। যেন উহার অশ্বারোহীরা শিবির স্থাপন করেছে বিশ্রামের জন্য। তখন কোন নক্ষত্র বেগবান হয় না, আনন্দও করে না।"

ইব্রাহীম আল জিযী

তার পূর্ণ নাম ইব্রাহীম ইবনে আবদুল্লাহ আল জিযী আল লাগবী আল আখবারী। ইব্রাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আল জিযী ছিলেন একজন খ্যাতনামা কবি ও রাজ কর্মচারী । ইব্রাহীম আল জিযী ইখশীদ যুগের একজন খ্যাতিমান কবি। তিনি খলিফা কাফুরের লিপিকার ছিলেন। তিনি ইখশীদ যুগের অন্যতম কবি।[৮] তার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ইবনু খাল্লীকান বলেন,

دخل رجل مجلس كافور الاخشيدي ودعا له وقال له دعائه ادم الله ايام مولانا بكسر الميم من ايام فتحدث جماعة من الحاضرين في ذالك فقام الجيجزي و انشد مرتجلا-

"জনৈক ব্যক্তি কাফূর আল ইখশিদীর দরবারে প্রবেশ করে তার জন্য দু'আ করলেন। তিনি দু'আর সময় বললেন ادم الله ايام مولانا (আল্লাহ এই সময়ে আমাদের বাদশাকে মিলইছেন।) তিনি এই বাক্যের ايام শব্দটি যের যুগে উচ্চারণ করেছেন। তখন উপস্থিত সবাই বলাবলি করতে লাগল। অতঃপর আল জিযী দাঁড়ালেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এই কবিতা আবৃত্তি করলেন।" [৯] যেমন-

---

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭, ২৫৮

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

لا غرو أن لحن الداعي لسيدنا + اوغصّ من دهش بالريق اوبهر

فتلك هيبته حالت جلالتها + بين الاديب وبين القول بالحصر

فان يكن خفض الأيام عن غلط + في موضع النصب لاعن قلة النظر

فقد تفاءلت عن هذا لسيدنا + والفأل مأثورة عن سيّد البشر

بأن أيامه خفض بلا نصب + وأن أيامه صفو بلا كدر

"এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে আমাদের নেতার জন্য আহবানকারীর কথায়, কিংবা কিংকর্তব্যবিমুঢ় হওয়ার কিছু নেই দিপ্তীময় বা অগুছালো কথায়। এটি তার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা । যা বিজ্ঞজন ও কথার মাঝে সীমাবদ্ধ। যদি আয়্যাম শব্দে যবরের স্থানে যের দেয়া হয় এটি সামান্য ভুল যা চোখে পড়ার মত নয়। ইহাকে আমি আমাদের নেতার জন্য শুভকামনা মনে করি। মানবজাতির নেতার জন্য শুভকামনা ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত। আর আয়্যাম শব্দকে যবরের স্থলে যের দিলেও তা বিরক্তির নয় আন্তরিকতার।"

ফাতেমী শাসনামল (৩৫৮-৫৬৭ হি. ৯৬২-১১৭১ খ্রি.)

ইখশীদ বংশের পর মিসরে ফাতেমী শাসনামল এর গোড়াপত্তন হয়। ফাতেমী খিলাফতের সূচনা হয় সর্বপ্রথম তিউনিসিয়ায়। উবায়দুল্লাহ আল মাহদী ছিলেন ফাতেমী বংশের প্রথম খলিফা। তিনি ইমাম জাফর আস সাদিক এর পুত্র ইসমাঈলের বংশধর এবং নিজেকে খিলাফতের প্রকৃত হকদার দাবী করতেন। অনুরূপ বিশ্বাসের জায়গা থেকে তিনি মক্কা থেকে মিসর পর্যন্ত আফ্রিকার সকল দেশ ফাতেমী খিলাফতের আওতাভুক্ত করতে সমর্থ হন।[১০] সেনাপতি জাওহার ৩৫৮ হি./৯৬২ খ্রি. বিনা বাঁধায় মিসরের আল ফুসতাত এর শহরতলীতে উপণীত হলে ইখশিদীয় আমত্যবর্গ, উযীরগণ ও উলামাগণ তাকে ফুসতাতে স্বাগত জানান। তিনি বাগদাদের অনুকরণে কায়রো শহরে ভিত্তি স্থাপন করেন। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে খলিফার জন্য দুটি প্রাসাদ তৈরি করেন। ইসমাঈল শী'আ সম্প্রদায়ের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য তিনি ৯৭০ খ্রি. আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় [১১] প্রতিষ্ঠা করেন। সেনাপতি জাওহার তার বিশ্বস্ত সেনাপতির নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করে সিরিয়া জয় করে ফাতেমী খিলাফতের আওতাভুক্ত করে নেন।[১২] ফাতেমী বংশের পঞ্চম খলিফা আবু মনসুর আল আযীয বিল্লাহ এর

[১০] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০৪.

[১১] এটি বর্তমান বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প কলা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ধর্মতত্ব, ভাষাতত্ব ও সাহিত্য অনুষদ সহ সকল শাখার জ্ঞান-বিস্তারের জন্য একটি স্বনামধন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে এসে থাকে। (*ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০৫)

[১২] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

শাসনকালে (৯৭৫-৯৯৬ খ্রি.) আর্টলান্টিক মহাসাগর হতে লোহিত সাগর পর্যন্ত ভূখণ্ডের ইয়ামান, মক্কা ও দামিস্কের মসজিদ সমূহে জুমু'আর খুৎবায় তার নাম পড়ার ব্যবস্থা করেন।[১৩]

ফাতেমী যুগে কবিতা

ফাতেমীয় শাসকরা ছিল আরব বংশোদ্ভুত। তারা কবিতা বুঝতেন। তারা তাদের মাযহাবের প্রচার প্রসার করন, রাষ্ট্রেকে শক্তিশালী করন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কবিতাকে একটি উপায় হিসেবে পরিগণিত করতেন। তারা তাদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারা বিকাশে কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। ফাতেমী খলিফাগণ বিশেষ করে মু'ইয লিদীনিল্লাহ জ্ঞান চর্চা, সাহিত্য চর্চা ও সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বাগদাদের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। সেই সময় প্রতি বছর কবিতার মেলাও উৎসব হত। অসংখ্য কবি খলিফাদের আশে পাশে আবর্তিত হতো। খলিফাদের স্মৃতি মূলক কবিতা রচনা করে তাদের দয়া দাক্ষিণ্য পেতে কবিতা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো। অসংখ্য শী'আ ও সুন্নী কবি তাদের সাথে যুক্ত ছিলেন।[১৪] খলিফাগণ কবিতার প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং কবিদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন।

এ প্রসঙ্গে আল মুকরীযি বলেন,[১৫]

في هذه المنظرة طاقات وعليها صور الشعراء ، كل شاعر واسمه وبلده ، وعلي جانب كل من هذه الطاقات قطعة من القماش كتب عليها قطعة من شعر الشاعر في المدح ، وعلي الجانب الاخر رف لطيف مذهب فلما دخل الخليفة وقرأ الاشعار أمر أن توضع علي كل رف صرة مختومة فيها خمسون ديناراً ، وأن يدخل كل شاعر ويا خذ صرته بيده -

"এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন খিলান রয়েছে, যাতে প্রত্যেক কবির প্রতিকৃতি, তার নাম ও শহরের নাম লিপিবদ্ধ থাকতো। প্রতিটি খিলানের পাশে একটি সংগ্রহ স্থান রয়েছে যেখানে কবিদের 'প্রশংসামূলক' কবিতা লিপিবদ্ধ করা হতো। খিলানের অপর পাশে রয়েছে মনোরম সোনালী শেলফ। যখন খলিফা প্রবেশ করতেন এবং কবিতাগুলো পড়তেন। তিনি প্রতিটি শেলফে পঞ্চাশ দিনার সম্বলিত মুখবন্ধ থলে রাখার নির্দেশ দিতেন। এবং প্রত্যেক কবিকে প্রবেশের নির্দেশ দিতেন যাতে তারা স্বহস্তে নিজ নিজ থলে গ্রহণ করতে পারে।"

কবিরা তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পুরষ্কার লাভ করতেন। বছরের প্রতিটি কবিতা উৎসবের মৌসুমে কবিগণ স্তুতিমূলক কবিতা রচনা করে খলিফাদের নিকট থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অনুদান লাভ করতেন। সারমর্ম স্বরূপ আমরা বলতে পারি-

---

[১৩] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২০৫

[১৪] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৫৮,২৫৯

[১৫] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমত: এই যুগে কবিদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তারা খলিফাদের নিকট থেকে পুরষ্কার লাভ করতেন।

দ্বিতীয়ত: এই যুগে সঠিক কাব্য সমালোচনা ছিল শক্তিশালী।

তৃতীয়ত: কবিগণ পরস্পর পদমর্যাদা লাভের জন্য কাব্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতেন।

চতুর্থত: সেই যুগে বিভিন্ন স্তরের কবি সম্প্রদায় ছিলেন।[১৬]

এ যুগের কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আবু হামেদ আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আনতাকী (মৃ. ৩৯৯ হি.)

তিনি একজন মিসরীয় কবি। তিনি মু'ইয লিদীনিল্লাহ এর কাব্য সভার একজন কবি। তাকে ইরাকের হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে তুলনা করা হতো। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, "তিনি মিসর প্রবেশ করেন খলিফা মু'ইয ও তার পরিবার বর্গ এবং উযীর ইবনে কিল্লাস এবং প্রসংসা করলেন।" তিনি ৩৯৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

মিসর প্রসঙ্গে তার কবিতা।[১৭] যেমন-

لیالي النیل لا أنساك ما هتفت + ورق الحمام على دوح وأغصان

أصبو إلى هفوات فيك لي سلفت + قطعتهن وعين الدهر ترعاني

مع سادة نجب غر غطارفة + في ذروة المجد من ذهل بن شيبان

"হে নীল নদের রজনী গুলো তোমাদের আমি ততদিন ভূলতে পারবো না যতদিন ধুসর বর্ণের কবুতরগুলো উঁচু বৃক্ষের এবং তার শাখা প্রশাখায় আওয়াজ করতে থাকবে। অতীতে তোমার প্রতি আমার কিছু ভূলের বিষয়ে আমি ব্যাকুল আছি। সে ভুলগুলিকে আমি কাটিয়ে উঠেছি আর যুগের চক্ষু আমাকে লক্ষ্য রাখছে। যহুল বিন শায়বান গোত্রের কিছু মর্যাদা বান সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে সাথে নিয়ে।"

সালেহ বিন রুযযাইক (মৃ. ৫৫৬ হি.)

তিনি ছিলেন একাধারে কবি ও উযীর। তিনি উন্নতমানের কবিতা রচনা করতেন। তার এমন অসংখ্য কবিতা রয়েছে যেখানে তিনি ক্রোসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। এমন একটি কবিতায় চরণ হলো-

ألا هكذا في الله تمضي العزائم + وتنضي لدي الحرب السيوف الصوارم

"এমনিভাবে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় দৃঢ় মনোবলকে কাজে লাগাও। যুদ্ধের ময়দানে ধারালো তরবারি গুলো উম্মুক্ত রাখো।"

---

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৩,২৬৪

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৯, ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

আবার অনেকে এরূপ ধারণা করেছেন যে, কবি মুহাযযব ইবনে যুবায়র এবং জালীস ইবনে হাবাব তার কবিতাগুলো রচনা করে দিয়েছেন। তার কাব্য সংকলন রয়েছে। তিনি ৫৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মন্ত্রীর আসনে বসেও তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করতেন। যেমন-[১৮]

انظر الي ذي الداركم + قد حل ساحتها وزير

ولكم تبختر امنا + وسط الصفوف بها أمير

ذهبوا فلا والله ما + يبقي الصغير ولا الكبير

ولمثل ما صاروا اليه + من الفناء غدا نصير

"আমি এই ভবনের দিকে তাকিয়ে আছি কত উজির এর আঙ্গিনায় অবতরণ করেছে। কত আমির কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে দম্ভ সহকারে হেটেছে। আল্লাহর কসম তারা বিদায় নিয়ে গেছে তাদের ছোট বড় কেউই আজ আর বাকি নেই। আগামীকাল তাদের মত আমিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।"

আল মাহাযযব ইবনে যুবাইর (মৃ. ৫৬১ হি.)

তিনি সমসাময়িক যুগের খ্যাতনামা কবি। তার অনেক কবিতা রয়েছে। তিনি ৫৬১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। সালেহ ইবনে রুযযাইক এর প্রশংসায় রচিত তার কবিতার কিয়দাংশ:

ولقد بعثت الي الفرنج كتائبا + كالأسد حين تصول في خفان

لبسوا الدروع ولم نخل من قبلهم + ان البحار تحل في غدران

"আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিংহের মত সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছেন, তারা যখন খফ্ফান নামক এলাকায় আক্রমণ করে। তখন তারা বর্ম পরিধান করে আর খোলে না। ইতিপূর্বে আমার ধারণাই ছিলনা যে সাগর পুকুরে অবতরণ করতে পারে।"

স্বীয় ভ্রাতার গ্রেপ্তারে সহাভূনুতি চেয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন এভাবে-[১৯]

يا ربع أين ترى الأحبة يمموا + هل أنجدوا من بعدنا أم اتهموا؟

نزلوا من العَين السَّوادَ وإن نَأوا + ومن الفؤاد مكانَ ما انا أكتُمُ

رحلوا وفي القلب المعني بعدهم + وجد علي مر الزمان مخيم

وتعوضت بالأنس روحي وحشةَ + لا أوحش الله المنازل منكم

لا تبعثوا لي في النسيم تحيةً + إني أغار من النسيم عليكم

[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০,২৬১

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

إني امرؤ قد بعت حظي راضياً + من هذه الدنيا بحظي منكم

"হে রবি বন্ধুরা কোথায় চলে গিয়েছে তারা কি আমাদের পর রুজির তালাশে বের হয়ে গেছে? নাকি এই শহরের আবহাওয়া অনুপযোগী মনে করেছে? তারা তো নয়নের পরিবর্তে আমার নয়ন মনিতে বাস করে, অন্তরের পরিবর্তে অন্তস্থলে বাস করে। তারা এমতাবস্থায় চলে গেছে যে আমার ব্যাকুল মনে তাদের ব্যাপারে ব্যাকুলতা তাবু গেড়ে বসেছে দীর্ঘ দিন কেটে যাওয়া সত্ত্বেও। আমার প্রাণ বন্ধুত্বের বিনিময়ে একাকিত্বকে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তোমাদের ঘর বাড়িকে নিঃসঙ্গ না করুক। তোমরা আমার জন্য মৃদু বাতাসের মাধ্যমে সালাম পাঠাইয়োনা, কেননা আমি তোমাদেরকে মৃদু বাতাসের উপর ঈর্ষা করি। আমি এমন এক লোক বা আমি আমার ভাগ্যকে বিক্রি করে দিয়েছি এই পৃথিবীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্বের বিনিময়ে।"

আল জালীস ইবনে আল হাব্বাব (মৃ. ৫৬১ হি.)

মিসরের প্রতিনিধিত্বকারী কবি। মিসরে গদ্য এবং পদ্য লেখকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তার কবিতা ছিল প্রভাব সৃষ্টিকারী। তিনি ৫৬১ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তার কবিতার নমুনা-[২০]

وأصل بليتي من قد غزاني + من السقم الملح بعسكرين

طبيب طبه كغراب بين + يفرق بين عافيتي وبيني

أتى الحمى وقد شاخت وباخت + فرد لها الشباب بنسختين

ودبرها بتدبير لطيف + حكاه عن سنان أو حنين

وكانت نوبة في كل يوم + فصيرها بحدق نوبتين

"আমার মূল আপদ হচ্ছে ঐ লোকটিকে নিয়ে যিনি আমার মরণ ব্যাধির সাথে লড়াই করছে দুই প্লাটুন সৈন্য নিয়ে। তিনি এমন চিকিৎসক যার চিকিৎসা বিচ্ছেদের কাকের মত, তার চিকিৎসা আমার ও আমার সুস্থতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। তিনি জ্বরের কাছে আসেন, জ্বর বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাবার পর, তারপর ঐ দুইটি ব্যবস্থা পত্রের সাহায্যে যৌবনকে ফিরিয়ে আনেন। এবং জ্বর নিবারণের জন্য এমন সুক্ষ্ম তদবির করেন যা তিনি বর্ণনা করেন সিনান ও হুনাইনের কাছ থেকে। সেই জ্বর প্রতিদিন একবার করে আসতো কিন্তু তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে সেই জ্বরকে দিনে দুইবার করে নিয়ে আসেন।"

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬২

Dhaka University Institutional Repository

তামীম ইবনে আল মু'ইয (মৃ. ৩৬৮ হি.)

তিনি ফাতেমী খলিফা মু'ইয এর পুত্র। তিনি তার পিতা ও ভাই আযীয এর মন্ত্রী সভার সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন বড় মনের অধিকারী। দীর্ঘ আশা পোষণকারী। কখনো কখনো তার মনে খিলাফত লাভের আকাঙ্খা জাগরিত হলে এটার জন্য মনে মনে দু:খ পেলে কবিতাই তাকে ভর্ৎসনা করত।[২১] যেমন-

يا دهر ما أقساك مِن مُتَلَوّنٍ + في حالَتَيك وما أقلّك مُنْصِفا

أتروح للنَّكْسِ الجهولِ ممهدا + وعلى اللّبيب الحُرِّ سَيْفاً مُرْهَفا

ما قام خَيْرُك يا زمانُ بشَرِّه + أوْلَى بنا ما قلّ منك وما كفى

"হে জামানা তুমি কত পাষাণ উভয় অবস্থাতে তুমি তোমার রং পরিবর্তনকারী তুমি কত বড় জালিম! তুমি ইতর গুলোর পথ সুগোম করেছো আর স্বাধীন বুদ্ধিমান লোকের মাথায় তলোয়ার ধরে রেখেছো! হে জামানা তোমার কল্যাণ তার অনিষ্ঠকে স্পর্শ করেনি। তোমার কল্যাণ আমার খুব প্রয়োজন যা অতি অল্প হয় এবং যথেষ্ট হয়।"

তার চরিত্র ছিল রাজকীয় স্বভাবের। তিনি বিপদাপদকে সহজে মোকাবিলা করতে পারতেন। তিনি ছিলেন সরল চিত্তের অধিকারী। মৃত্যুকে ভয় করতেন না। তিনি ছিলেন সাহসী। তিনি ৩৬৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।

তার পঞ্চপদী কবিতা-[২২]

دم العشاق مطلول + ودين الحب ممطول

وسيف اللحظ مسلول + ومبدي الحب معذول

وان لم يصغ للائم

"অধিক প্রেমিকদের শোণিতের প্রতিশোধ গ্রহন করা হয়নি। ভালোবাসার ঋণ দীর্ঘ সুত্রিতা। দৃষ্টির তরবারী কোষমুক্ত। ভালোবাসা প্রকাশকারী তিরস্কৃত হয়।"

ইমারাতুল ইয়ামনী (৫১৫- ৫৬৯ হি. ১১২১-১১৭৪ খ্রি.)

তিনি ছিলেন বড় মাপের একজন রাজনৈতিক কবি। তিনি ৫১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছেন।সুখে দুঃখে তার জীবন কাটত। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ, আদীব ও কবি। ইয়ামেন ও মিসরের ইতিহাস নিয়ে তার গ্রন্থ রয়েছে। তিনি অধিকাংশ কবিতা ফাতেমী যুগে রচনা করেছেন। আয়্যুবী যুগেও তিনি কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি ৫৬৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তার কবিতার নমুনা-[২৩]

---

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

دار الضيافة كانت أنس وافدكم + واليوم أوحش من رسم ومن طلل
وفطرة الصوم إن أصغت مكارمكم + تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل
وكسوة الناس في الفصلين قد درست + ورث منها جديد عندهم وبلي
وموسم كان في كسر الخليج لكم + يأتي تجملكم فيه على الجمل
وأول العام والعيدين كم لكم + فيهن من وبل جود ليس بالوشل
والأرض تهتز في يوم الغدير لما + يهتز ما بين قصريكم من الأسل
والخيل تعرض في وشي وفي شية + مثل العرائس في حلي وفي حلل
ولا حملتم قرى الأضياف من سعة ال + أطباق إلا على الأكتاف والعجل
وما خصصتم ببر أهل ملتكم + حتي عممتم به الاقصي من الملل
وللجوامع من أحباسكم نعم + لمن تصدر في علم وفي عمل

ফাতিমী যুগে অসংখ্য কবি কাব্য চর্চা করেছেন। উযীর ইয়াকুব ইবনে কিলাস এর মৃত্যুতে কবিগণ তার কবর যিয়ারত করেছেন একশত জন কবি তার শোকগাঁথা রচনা করেছেন। আর এ জন্য প্রত্যেককে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।[২৪]

আইয়্যুবীর শাসনামল (৫৬৭- ৬৪৮ হি./ ১১৭১- ১২৫০ খ্রি.)

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়্যুবী (৫৩২-৫৮৭ হি. ১১৩৮-১১৯৩ খ্রি.) মিসর অধিকার করে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসমাঈলী শি'আ মতবাদের শিক্ষা বন্ধ করে চার মাযহাবের শিক্ষা চালু করেন। তিনি মিসরের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক শোচনীয় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটান। মিসরের জনগণের উপর ফাতেমী খলিফাগণের আরোপিত অবৈধ কর তিনি রহিত করেন ও অনাদায়ী কর মওকুফ করেন। তিনি আলিম সমাজের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। সে যুগের বিখ্যাত লেখক কাজী আল ফাযিল ইমামুদ্দীন আল কাত্তিক আল ইসফাহানী ছিলেন তার শাসনকার্যের সাথে সম্পৃক্ত। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর মিসর ও সিরিয়ায় পূর্ণ শাসনক্ষমতা সুলতান সালাহ উদ্দীনের অধিকারে চলে আসে। তিনি মিসরের শাসনভার স্বীয় উজির বাহাউদ্দীন আসাদীর উপর ন্যাস্ত করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ফিলিস্তিন চলে যান। উজির বাহাউদ্দিন মিসরে সার্বিক শান্তি ও উন্নতি বিধান করেন। আমত্যবর্গের পরামর্শে সুলতান সালাহ উদ্দীন স্বীয় জীবদ্দসায় নিজ সম্রাজ্যকে তিন পুত্রের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি পুত্র ইমামুদ্দীন উসমানকে সালিম 'আযীয উপাদীতে ভূষিত করে মিসরের

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

শাসনভার প্রদান করেন। ১১৯৬-১১৯৯ খ্রি.এর মধ্যবর্তী সময়ে সুলতান সালাহ উদ্দীনের পুত্রদের আন্ত-কোন্দল ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময় তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আল মালিকুল আদিল সিরিয়া ও মিসর অধিকার করেন। তিনি আইয়্যুবী সাম্রাজ্যকে পুনরায় এক পতাকার তলে ঐক্যবদ্ধ করেন। ৬১৩ হিজরী সনে ক্রুসেডারগণ ৬ষ্ঠ বারের মত মুসলিম সাম্রাজ্য আক্রমণ করে সিরিয়ার অধিকাংশ এলাকা অধিকার করে মিসরের দিম্য়াত জয় করে নেয়। এমন সময় সুলতান আদিলের মৃত্যু হয়। সুলতান আল আদিলের মৃত্যুর পর তার পুত্র আল কামিল (১২১৮-১২৩৮ খ্রি.) মিসরের ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি বিখ্যাত সুফী কবি উমার ইবনুল ফায়িদ এর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনিই ইমাম শাফেইর মাযারের উপর ইমারত নির্মাণ করেন। তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য একটি বিশাল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মাদরাসাই কামালিয়া নামে পরিচিত। আল কামিলের মৃত্যুর পর তার পুত্র সায়ফুদ্দীন আবূ বকর আদিল ক্ষমতাসীন হন। দুই বৎসর পর তার ভ্রাতা মালিক সালিহ নাজমুদ্দীন মিসর অধিকার করে নেন। এই সময় ফরাসী সম্রাট নবম লুই মিসর আক্রমণ করত দিম্য়াত দখল করে কায়রো অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু নীল নদের বৈরী আবহাওয়ায় তার সেনাবাহিনীর মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সম্রাট লুই তার আমত্যবর্গসহ মুসলিম বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন। ইতোমধ্যে মালিক সালিহ ইন্তেকাল করেন। তার পত্নী শাজরাতুদ দুর্র স্বীয় পুত্র মালিক মু'আজজম তুরান শাহ-ইরাক থেকে মিসর ফিরে এসে সিংহাসনে আরোহণ না করা পর্যন্ত স্বামীর মৃত্যুর খবর গোপন রাখেন। সম্রাট লুইকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেন। দিময়াত পুনরায় মিসরীয়দের অধিকারে চলে আসে। তুর্কী মামলূকগণের সাথে বলাবলি না হওয়ায় সুলতান তুরান শাহ দুই মাসের মাথায় (৭ মহররম ৬৪৮ হি. ১২৫০ খ্রি.) নিহত হন। অতঃপর তার মাতা শাজারাতুদ দুর্র মামলূকগণের নেতা 'ইয্যুদ্দীনের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক নিজে মিসরের সিংহাসনে আরোহন করেন। (৬৪৮ হি. ১২৫০ খ্রি). তিনি 'ইয্যুদ্দীনকে তার উজির নিযুক্ত করেন। শাজারাতুদ দুর্র ছিলেন তুর্কী মতান্তরে আর্মেনীয় বংশদ্ভুত নারী। তিনি মাত্র আশি দিন রাজ্য শাসন করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা চালু করেন। জুমু'আর খুতবায় তার নাম উচ্চারিত হত। তার শাসনামলে মিসর হতে পবিত্র মক্কায় গিলাফে কাবা প্রেরণের নিয়ম প্রচলিত হয়। উযীর ইয্যুদ্দীন আয়বাক শাজারাতুদ দুর্রকে বিবাহ করে নিজে মিসরের সিংহাসনে আরোহন করেন। মিসরে তার ক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আয়্যুবী শাসনামলের অবসান ঘটে এবং মামলূক শাসনামলের সূচনা হয়।[২৫]

আইয়্যুবী যুগের কবিতা

আইয়্যুবী যুগের কয়েকজন কবির পরিচয় আলোচনা করা হলো।

[২৫] ইসলামী বিশ্বকোষ ১৯শ খন্ড, পৃ. ২০৮, ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইবনু কালাকিস (৫৩২- ৫৬৭ হি.)

তার পুরা নাম নাসরুল্লাহ ইবনে কালাকিস তিনি ইসকান্দরিয়ার সগর নামক স্থানে ৫৩২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬৭ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আইয়্যুবী যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি। একদা তিনি ইয়েমেন প্রবেশ করে ইয়াসির ও তার উযীরদের প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করলে তিনি উদারভাবে তাকে পুরস্কৃত করেন । অতঃপর তিনি সমুদ্র পাড়ি দিলেন। পথিমধ্যে নৌযান ভেঙ্গে গেলে তার সাথের সকলে ডুবে গেল। তিনি বেঁচে গেলেন।[২৬] এ প্রসঙ্গে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-

يا راوياً عن ياسر + خبراً ولم يعرفه خبرا
اقرأ بصفحة وجهه + صحف المنى إن كنت تقرا
والثم بنان يمينه + وقلِ السلام عليك بحرا
وغلطت في تشبيهه + بالبحر فاللّهم غفرا
أولست نلت بذا غنىً + جماً ونلت بذاك فقرا
وعهدت هذا لم يزل + مدّاً وذاك يعود جزرا

ইবনে সিনা আল মালিক (মৃ. ৬০৮ হি.)

তার পূর্ন নাম আল কাজী আস সাঈদ ইবনে সিনা আল মালিক। তিনি ছিলেন একজন সৌভাগ্যবান কবি। তিনি কবিতায় কল্পনাশক্তি ও অলংকারপূর্ণ কবিতা রচনার কারীগর। তার কবিতার দিওয়ানের নাম دارالطراز । এটি موشحات ধর্মী কবিতার একটি দিওয়ান। সেই যুগে কবিদের বৈঠক ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। তারা সেখানে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি ৬০৮ হিজরীতে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

তার কবিতায় কিছু নমুনা-[২৭]

سِوَايَ يَخَافُ الدَّهْرَ أو يَرْهَبُ الرَّدى + وغيرِي يَهْوَى أنْ يَكونَ مخلّدَا
ولكنّني لا أرْهَبُ الدهرَ إنْ سَطَا + ولا أحْذَرُ الموتَ الزُؤَامَ إذَا عَدا
ولو مدَّ نحوي حادِثَ الدهرِ طَرْفهُ + لحدَّثت نَفْسِي أنْ أمُدَّ لَهُ يَدا
فلو ابصر النظام جوهر ثغرها + شك فيه الجوهرالفرد لما
ومن قال ان الخيزرانة قدها + فقولوا له اياك ان يسمع القد

[২৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৪
[২৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

ইবন আসসা'আতী (মৃ. ৬০৪ হি.)

তার নাম 'আলী ইবন রুস্তম প্রকাশ ইবন আস সা'আতী। তার কাব্যগ্রন্থের নাম مقطعات النيل তিনি ৬০৪ হিজরীতে কায়রোতে মৃত্যুবরণ করেন।

তবে কবিতায় নমুনা-[২৮]

لله يومٌ في سيوط وليلةٌ + صرفُ الزمان بأختها لا يغلطَ

بتنا وعمرُ الليل في غلوائهِ + وله بنور البدر فرعٌ أشمط

والطلُّ في سلك الغصون كلؤلوءٍ + نظمٍ يصافحهُ النسيم فيسقط

والطير تقرأ والغدير صفيحةٌ + والريح تكتب والغمامة تنقط

ইবন মম্মাতী (মৃ. ৬১৬ হি.)

তার পূর্ণনাম আস'আদ ইবন মম্মাতী। তিনি মিসরের সরকারী দপ্তরের পরিদর্শক ছিলেন। তিনি সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়্যুবীর জীবনচরিত এবং كليلة ودمنة গ্রন্থটি গ্রন্থনা করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। ইমাদ বলেন আমি তাকে মিসরে মালিক আল নাছির এর সৈন্যদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে পয়েছি। তিনি এবং তার সেনাদল ছিলেন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করেন আল মালিক আল সালাহী এর সূচনালগ্নে। তিনি ৬১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার নমুনা-[২৯]

حكى نهرين ما في الأر + ض من يحكيهما أبدا

حكي في خلقه ثوراً + وفي أخلاقه بردي

"তিনি পৃথিবীর দুইটি নদীর কথা বর্ণনা করেছেন। যারা সর্বদা উহাদের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন তার সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৃষরাশির কথা এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে শীতলতার কথা।"

ইবনু আল নবীহা (মৃ. ৬১৯ হি.)

তার পূর্ণনাম কামালুদ্দীন ইবনে নবীহা তিনি ছিলেন মিসরীয় ক্রীতদাস কবি। তিনি বনি আইয়্যুবের প্রশংসায় কবিতা লিখেছেন। তিনি মালিক আল আশরাফ মুসা এর সাথে সংযুক্ত হন এবং তার প্রশংসায় কবিতা লিখেন। তিনি ৬১৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার নমুনা-[৩০]

باكِرْ صَبوحَكَ أهنا العَيْشِ باكِرُهُ + فَقَدْ تَرَنَّمَ فَوْقَ الأيْكِ طَائِرُهُ

وَاللّيلُ تَجري الدّراري فِي مَجَرَّتِه + كَالرَّوضِ تَطْفُو عَلى نَهْرٍ أزاهِرُهُ

---

[২৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫, ৩০৬

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

وَكَوْكَبُ الصُّبحِ نَجَّابٌ عَلى يَدِهِ + مُخَلّقٌ تَمْلأ الدُّنيا بَشائِرُهُ

"জীবনযাত্রার আনন্দের মাধ্যমে তোমার প্রত্যুষের সূচনা হোক। বনে বা বীণ গাছের উপর পাখি গুলো গণগুনিয়ে গান গাইতেছে। রাত্রি তার ছায়াপথে মুক্তামালার ন্যায় ধাবমান। যেমন বাগানের ফুলগুলো নদীর উপর ভেসে বেড়ায়। সকালের তারা বা শোকতারা ধাবমান তার হাতে সুবাসের মত। উহার সুসংবাদের মাধ্যমে পৃথিবীকে পূর্ণ করে।"

خُذ مِن زَمانِكَ ما أعْطاكَ مُغْتَنِماً + وَأنتَ ناهٍ لِهذا الدَّهرِ آمِرُهُ

فَالعُمْرُ كَالكَأسِ تُسْتَحْلى أوائِلُهُ + لكِنّهُ رُبَّما مرت أواخِرُهُ

"গণিমত স্বরূপ যা কিছু তোমাকে প্রদান করা হবে তা তুমি গ্রহন কর তোমার সময়ের আবর্তন থেকে। আর তুমি অমান্যকারী হও এই যুগের নির্দেশনা। জীবন কাঁচের ন্যায় যা উহার প্রারম্ভিকতাকে বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু জীবন খুব কম তার প্রান্ত সীমায় পৌঁছে।"

ইবনু মাতরুহ (মৃ. ৬৪৯ হি.)

তার পূর্ণনাম ইবনে মাত্রুহ জামালুদ্দীন আবুল হাসান। তিনি রুমে লালিত-পালিত হয়েছেন। অতঃপর তিনি মালিক আল সালেহ আল আইয়্যুবীর খেদমতে যুক্ত হন। তার কবিতায় কোমলতা, স্বচ্ছতা ও মিসরীয় দুর্দশা চিহ্নিত হয়েছে। তিনি ৬৪৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার নমুনা-[৩১]

أيا مَن راحَ عَن حالي + يُسائِلُ مُشفِقاً حَدِبا

وَمَن أضحى أخاً لي في ال + وِدادِ وَفي الحُنُوِّ أبا

وَحَقِّكَ لَو نَظَرتَ إلَ + يَّ كُنتَ تُشاهِدُ العَجَبا

جُفونٌ تَشتَكي غَرَقاً + وَقَلبٌ يَشتَكي لَهَبا

وَجِسمٌ جالَتِ الأسقا + مُ فيهِ فَراحَ مُنتَهَبا

تُسائِلُ أعيُنُ الواشي + نَ عَنّي أعيُنَ الرُقَبا

فَتَذكُرُ أنّها لَمَحَت + خَيالاً في خِلالِ هَبا

فَيا حَرباً وَهَل يَشفي + أديباً قَولُ واحَربا

فَبِالوُدِّ الّذي أمسى + وَأصبَحَ بَينَنا نَسَبا

إذا انا مُتُّ فَاِندُبني + فَرُبَّ أخٍ أخاً نَدَبا

وَقُل ماتَ الغَريبُ فَأي + نَ مَن يَبكي عَلى الغُرَبا

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৬, ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

قَضى أَسَفاً كَما شاءَ ال + غَرامُ وَما قَضى أَرَبا

উমার ইবন আল ফারেস (৬৩২-৫৭৬ হি.)

পূর্ণনাম 'উমার ইবন 'আলী ইবন আল মুরশিদ আল হামুবী তার কুনিয়ত আবু হাফ্স ও আবুল কাসেম। তার লকব শরফুদ্দীন। তিনি কায়রোয় জন্ম গ্রহণ করেছেন ৫৭৬ হিজরীতে। তিনি সূফীতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক কবি ছিলেন। তার রয়েছে কবিতার দিওয়ান। তার নাতী 'আলী তার কবিতার দিওয়ান সংকলন করেছেন। কাব্যগ্রন্থের শুরুতে তিনি তার দাদার সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করেছেন। এই জীবনীর আলোকে আমরা জানতে পারি উমার ইবন আল ফারেয ছিলেন অতি সুদর্শন পুরুষ। তিনি অত্যন্ত ঘামতেন। তার শরীর থেকে এমনভাবে ঘাম ঝরত তাতে মাটি পর্যন্ত সিক্ত হত। তিনি শহরের চলাফেরা করার সময় লোকেরা তার চারপাশে ভীড় করত তার হাত চুম্বন করার জন্য । কিন্তু তিনি তাদের সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করতেই পছন্দ করতেন। তিনি তার পিতা-মাতার অনুমতি নিয়ে মাকতাম পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেন। মানুষের থেকে দুরে থেকে তিনি রাত-দিন এখানে কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মধ্যে শহরে তার পিতার সাথে থাকতেন। সেই সময় তার পিতা শরয়ী সংক্রান্ত একটি পদে সমাসীন ছিলেন। ইসলামী শরী'আতে নারীদের ফরয কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা ছিল তার পিতার কাজ। এই জন্য তাকে ইবনু ফারেয বলা হয়। তার আগমনে পিতা আনন্দিত হতেন।[৩২]

তার পিতার মৃত্যুর পর ইনবু ফারেয পুনরায় মানুষ থেকে দুরে অবস্থান করেন এবং একাকীত্ব ও যুহদিয়াত গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে একজন সুফী ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাকে মক্কা শরীফ ভ্রমণ করার নছিহত করেন। তিনি কথামত মক্কা শরীফ গমন করেন এবং তথায় পনের বৎসর অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি কায়রোয় প্রত্যাবর্তন করেন। মানুষ তাকে অত্যধিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতেন। তার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মানুষ প্রতিযোগিতা করত। তিনি দ্বিতীয়বার হজ্জ আদায় করেন। তিনি ৬৩২ হিজরী সনে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন। মাকতাম পাহাড়ের পাদদেশে কবর স্থানে তাকে দাফন করা হয়। তার বহুল প্রচলিত কবিতার দিওয়ান রয়েছে। তার অধিকাংশ কবিতা উৎকৃষ্ট, সুক্ষ, ও জীবনধর্মী অলংকারিকপূর্ণ কবিতা। তার কবিতা কবি সাহিত্যিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তার কবিতার শাব্দিক ও অর্থগত ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন শায়খ হাসান আল বুরীনী (মৃ. ১০২৪ হি.) সূফীতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার কবিতার ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন, শায়খ আবদুল গণী আল নাবুলিসী (মৃ. ১১৪৩ হি.) তার আরেকটি কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যেটি সাতশত একষট্টি চরণ সম্বলিত । যার অধিকাংশই মানুষের জীবন চলার রহস্য সম্পর্কিত। তার কবিতার নমুনা-[৩৩]

---

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭

[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

هو الحب إن لم تقض لم تقض مأربا + من الوصل فاختر ذاك أو خل خلتي
ودع عنك دعوى الحب واختر لغيره + فؤادك وادفع عنه غيك بالتي
وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن + وها أنت حي إن تكن صادقا مت
وقالوا تلاف ما بقي منك قلت لا + أراني إلا للتلاف تلفتي
غرامي أقم صبري انصرم دمعي انسجم + عدوي انتقم دهري احتكم حاسدي اشمت

বাহাউদ্দিন যুহাইর (মৃ. ৬৫৬ হি.)

পূর্ণনাম আবুল ফযল যুহায়র ইবন মুহাম্মদ ইবনু 'আলী আল মাহনবী । তিনি ছিলেন যে যুগের পদ্য ও গদ্য লেখক এবং হস্ত লিপিকার। তিনি মালিক সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়্যুব এর সাথে সম্পৃক্ত হন। তিনি তাতে রচনা সংকলের দায়িত্ব দেন। তার ও কবি ইবনে মাতরুহ এবং মধ্যে সম্প্রীতি ছিল এবং তাদের মাঝে সাহিত্য বিতর্ক হতো। তার কবিতা কোমল, প্রাণস্পন্দনকারী, সহজ ও প্রাঞ্জল। তার অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে স্থান পেয়েছে। তার অনেক কৌতুকধর্মী কবিতা রয়েছে। তিনি ৬৫৬ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার কিছু নমুনা-[৩৪]

إِن شَكا القَلبُ هَجرَكُم + مَهَّدَ الحُبُّ عُذرَكُم
لَو رأيتم مَحَلّكُم + من فُؤادي لَسَرَّكُم
قَصِّروا مدة الجَفا + طَوَّلَ اللهُ عُمرَكُم

তার শোকগাঁথামূলক কবিতা -

يا واحِداً ما كانَ لي غَيرُهُ + بَعدَكَ وا قِلّةَ أنصاري
يا مُنتَهى سُؤلي وَيا مُشتَكى + حُزني وَيا حافِظَ أسراري
الدارُ مِن بَعدِكَ قَد أصبَحَت + في وَحشَةٍ يا مُؤنِسَ الدارِ
إِن كُنتَ قَد أصبَحتَ في جَنّةٍ + إِنّيَ مِن فَقدِكَ في نارِ
جارُكَ قَلبي كَيفَ أحرَقتَهُ + وَاللهُ أوصى الجارَ بِالجارِ

মামলূক শাসনামল (৬৪৮- ৯২৩ হি. ১২৫০- ১৫১৭ খ্রি.)

আয়্যুবী সুলতান মালিকুস সালিহ তার বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এশিয়ার বাজার হতে কয়েক হাজার তুর্কী দাস ক্রয় করে মিসরে নিয়ে আসেন। এদেরকে মামলূক বলা হয়। মামলূকগণ এক সময় বিপুল ক্ষমতা অর্জন করে দাস থেকে শাসকের আসনে সমাসীন হয়। মামলূকগণের দুটি শাখা ১২৫০ খ্রি. থেকে ১৫১৭ খ্রি. পর্যন্ত দক্ষতার

[৩৪] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯, ৩১০

Dhaka University Institutional Repository

সাথে মিসর শাসন করেন। তৎমধ্যে বাহরী মামলূকদের শাসনকালে (১২৫০-১৩৮২ খ্রি.) অধিকাংশ সুলতান ছিলেন তুর্কী ও মোঙ্গল ক্রীতদাস। আর বুরজী মামলূকদের শাসনকালে (৭৮৪- ৯২৩ হি. ১৩৮২- ১৫১৭ খ্রি.) সারকাসিয়ান ক্রীতদাসগণ মিসর শাসন করেন।

ফাতেমী খলিফা মালিক সালিহ নাজমুদ্দীন বাহ্‌রী মামলূকদের ক্রয় করে স্বীয় দেহরক্ষী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের অনেককে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত করেছিলেন। আইয়্যুবী সাম্রাজ্যের দূর্বলতার সুযোগে এবং প্রশাসনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে তারা মিসরের সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হন। বাহারী মামলূকগণের মধ্যে চব্বিশ জন শাসনকর্তা মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাদের মধ্যে 'ইয়্যুদ্দীন আয়বাক ছিলেন সর্বপ্রথম শাসনকর্তা।

বাহরী মামলূক সুলতানগণের মধ্য হতে সুলতান মনসুর ও সুলতান আশরাফ বিপুল সংখ্যক বুরজী মামলূক ক্রয় করেছিলেন। তারা ছিল সাহসী, নির্ভীক ও পূর্ববর্তী মামলূকগণের তুলনায় অধিকতর বুদ্ধিমান। তাই তাদের উপর কেল্লা ও দুর্গসমূহ পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। ক্রমে রাজপ্রাসাদ সম্পর্কিত বিষয়াবলীর কর্তৃত্ব ও তাদের অধিকারে চলে আসে। সর্বমোট ২৩ জন বুরজী মামলূক সুলতান মিসর শাসন করেন। তাদের মধ্যে বারকুকসহ মোট নয়জন শাসনকর্তা ১৩৪ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। বাকী চৌদ্দজন শাসনকর্তা শুধু নাম মাত্র শাসনকর্তা ছিলেন।[৩৫]

মামলূক যুগের কবিতা

মামলূক যুগের কবিতা দ্বিতীয় আব্বাসীয় যুগের কবিদের কবিতার পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। তারাও শাব্দিক অলংকরণ এর দিকে ঝুঁকে পড়ে।[৩৬] আব্বাসীয় যুগের সর্বশেষ পর্যায়ের কবিদের মত এ যুগের কবিদের রচনাশৈলী ছিল অত্যন্ত দুর্বল, অশৈল্পিক, অলংকারিক অতিরঞ্জনপূর্ণ। এই যুগের কবিগণ কবিতা সৌন্দর্যকরণে অলংকারিক শব্দ ব্যবহারে এমন অতিরঞ্জন করছে যাতে আমরা এ যুগের কবিতাকে شعر الالفاظ والزينة হিসেবে নামকরণ করতে পারি। এই যুগে কবিদের মধ্যে সৃজনশীল সক্ষমতা, অর্থপূর্ণ কবিতার ব্যবহার, সুন্দর চিন্তাধারা নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিশ্ব প্রকৃতির জ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তাধারা বিস্মৃত হওয়ার কারণে তাদের কবিতা ছিল নতুনত্ববিহীন, গতানুগতিক ও সংকীর্ণ। এ যুগে কবিতা শুধু তার অবয়ব নিয়ে বেঁচেছিল। মামলূক সুলতানগণ কবিতা চর্চায় খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেননি। তাদের খুব কম সংখ্যক সুলতানই কবিতার চমজদার ছিলেন। আলে কেলাউন, সুলতান হাসান, আল মুয়াইয়িদ 'শায়খ, সুলতান আল গাওরী প্রমুখ কবিতা বুঝতেন, কবিতা রচনা করতেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতেন। এ যুগের কবিগণ কবিতা রচনার

[৩৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২১২

[৩৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২২

Dhaka University Institutional Repository

জন্য পর্যাপ্ত পৃষ্ঠপোষকতা পাননি। দুই হাত ভরে মনি-মুক্তা, জওহর লাভ করেনি এবং কবিতার মাধ্যমে রিযকের সংস্থান করতে পারেননি। ফলে অনেক কবি টাকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে দিওয়ানে লিখন ও শিল্পকর্মে ঝুকে পড়েন। যেমন: আল জযযার, আল হামামী, কাহহাল, ও আদ দুহহান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

কবিগণ কবিতা চর্চা করেছেন শুধু মাত্র কবিতাকে ভালবেসে। তারা কবিতাকে একটি উন্নত শাস্ত্র মনে করত। কবিতার প্রতি তাদের অন্তর ছিল সহানুভূতিশীল। তারা কবিতাকে সম্পদ ও উপাজর্নের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি। কবিতার প্রতি একান্ত অনুরাগের বশবর্তী হয়ে এবং কবিতা শাস্ত্রের প্রতি ভালবেসে তারা কাব্যচর্চা করেছেন। খ্যাতি অর্জন কিংবা সম্পদ লাভের আশায় কবিতা চর্চা করেননি।[৩৭]

মামলূক যুগে মিসর ও সিরিয়ায় কাব্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। কোন এক স্থানে কোন কবি নতুন কবিতা রচনা করলে অন্য স্থানের কবিরা কাব্য সমালোচনায় মুখর হতো কিংবা কবিতার মোকাবিলায় কবিতা রচনা করতো কিংবা কবিতা চুরি করত। একথা বর্ণিত আছে যে, কবি ইবনু নুবাতার কবিতার হুবহু কিংবা সামান্য পরিবর্তন করে সালাহ উদ্দীন সফদী বহু কবিতা রচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু নুবাতা একটি সন্দর্ভ বা পুস্তিকা রচনা করেছেন। যার নামকরণ করেছেন خبز الشعير।[৩৮]

মামলূক যুগের কবিগণ কবিতায় শাব্দিক অলংকরণের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন। তাদের কবিতায় الصناعة اللفظية এর আধিক্য প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হত। তবে এটি কবিতার আঙ্গিক, ওজন ও কাফিয়ায় কোন পরিবর্তন সাধন করতোনা। এই যুগে কবিতায় بديعيات এর প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এটি بحر البسيط এর আঙ্গিকে রচিত قصائد বা কবিতা, রাসুলুল্লাহর (স.) প্রশংসায় কবিগণ بديع কবিতা রচনা করেছেন। এই যুগের কবি ছফীউদ্দিন আল হিল্লী প্রথম بديع কবিতা রচনা করেছেন। এরপর ইয়্যুদ্দীন আল মুত্তাসিলী, ইবনু হুজ্জাহ আল হামওয়ারী এবং আইশা আল বাউনিয়াহ প্রমূখ কবিগণ بديعيات কবিতা রচনা করেছেন। আল বুসিরী এর কাসিদাতুল বুরদাতে এর উদ্ভব। পরবর্তী পর্যায়ে কবিগন কাসিদাতুল বুরদার بديعيات এর মত কবিতা কিংবা তার চেয়েও উন্নত কবিতা রচনা করতে প্রয়াসী হয় কিন্তু তারা তা অতিক্রম করতে সক্ষম হননি। এই যুগের কবিগণ কবিতায় তাওরিয়া (توريۃ) এর প্রতি আগ্রহী হন। এক্ষেত্রে তারা নতুনত্ব আনয়নে প্রয়াসী হন। তাওরিয়া মূলক কবিতা রচনা করতে পারাটা কাব্য প্রতিভার সূচক মনে করা হতো। এই যুগের কবিগণ تضمين জাতীয় কবিতা রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেন। তাদমীন বলা হয় নিজের কবিতার সাথে অন্যের কবিতার কিছু অংশ মিলিয়ে কবিতা রচনা

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩
[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪

Dhaka University Institutional Repository

করা। এরূপ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন পারদর্শী। এ যুগে তাদমীন জাতীয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকারী কবি হিসেবে মুজীরুদ্দীন ইবনে তামীম এর নাম উল্লেখযোগ্য।[৩৯]

তিনি বলেন-

اطالع كل ديوان اراه + ولم ازجرعن التضمين طيري

اضمن كل بيت فيه معني + فشعري نصفه من شعر غيري

"আমি প্রতিটি দিওয়ান দেখেছি, পড়েছি। তাদমিন করা থেকে আমার মনোভাব বারণ করেনি। আমি প্রতিটি চরণে তাদমিন করেছি। ফলে কবিতার অর্ধেক আমার বাকিটুকু অন্যের।"

এ যুগে অনেক কবি ছোট ছোট খণ্ড কবিতা বা লিমিরিক (المقطوعات القصيرة) রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। কবিদের মধ্যে এমন অভ্যাস গড়ে উঠে যে, চিঠিপত্র আদান-প্রদান এবং ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ছোট ছোট খণ্ড কবিতা বা লিমিরিককে যথেষ্ট মনে করা হতো। এই জাতীয় দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুর্পদী কবিতা ইবন নুবাতার কাব্য সংকলনে পাওয়া যায়।[৪০]

মিসরীয় কবিগণ কৌতুকধর্মী কবিতাও রচনা করেছেন। এই যুগে সিরিয়ার কবিগণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিতায় বর্ণনা করেছেন। সিরিয়ায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পাহাড়-পর্বত, বাগান, বরফ, বৃষ্টি ইত্যাদি বিরাজমান থাকার কারণে কবিগণ তাদের কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এ যুগে কবিগণ গযল, ওসফ, অশ্লীল, প্রশংসা, শোকগাঁথা, অভিযোগ, কৌতুক, ধাঁধা জাতীয় কবিতা, ফিকহী মাসআলা জাতীয় কবিতা, ব্যাকরণ মূলক কবিতা সহ বিভিন্ন বিষয়কে উপজীব্য করে কবিতা রচনা করেছেন। এই যুগে এমন অনেককে দেখা যায় যারা কাব্য প্রতিভার অধিকারী না হয়েও কবিতা লিখেছেন। তাদের সেসব কবিতাও সে যুগের মিসরীয় ইতিহাসবিদ ইবন আয়াস (১৪৪৮-১৫২৩ খ্রি.) স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থ تاريخ ابن اياس এ সংকলিত করেছেন।

দুর্বল ও রুগ্ন কবিতা সে যুগের কবিতার ধারাকে ব্যাহত করেছিল বলে মনে হয়। এ যুগে الموشح , الدوبيت, الزجل প্রভৃতি ছন্দের প্রসার ঘটে। কিলাওউন ও বারকুক গোত্রীয় কবিগণ এই ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। যজল রচয়িতাদের তারা পুরুস্কৃত করতেন এবং তাদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখতেন। শায়খ খলফ আল গুবারী ছিলেন শ্রেষ্ঠ যজল রচয়িতা। তিনি মিসরে যজলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। অন্যদিকে আহমদ ইবনে উসমান আল আমশাতী (মৃ. ৭২৫ হি.) সিরিয়ায় যজল জনপ্রিয় করে তোলেন। তারিখে ইবনে আয়াছ ও কুতুবীর فوات الوفيات গ্রন্থে এরূপ বহু ছন্দ (الاوزان المولدة) পাওয়া যায়।[৪১]

---

[৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬

[৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৭

[৪১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৮

Dhaka University Institutional Repository

মামলূক যুগের কবিতার নমুনা

মিসরের প্রসিদ্ধ তাওরিয়া রচয়িতা কবি সিরাজুদ্দীন আল ওয়াররাক (মৃ. ৬৯৫ হি.) এর রচিত কবিতা-

اطنبوافي عرفات وغدوا + يتعاطون له حسن الصفات

ثم قالوا لي هل وافقتنا + قلت عندي وقفة عرفات

"তারা আরাফাতের দীর্ঘ প্রশংসা গাইলো, আর তাকে উত্তম গুণাবলির স্বীকৃতি দিয়ে প্রভাত উপণীত হলো। এরপর আমাকে বললো আমাদের সাথে সহমত? বললাম আরাফাত সম্পর্কে আমার ভিন্ন মত রয়েছে।"

নুসাইর উদ্দীন আল হুমামী (মৃ. ৭১২ হি.) এর কবিতা-

جودوا لنسجع بالمديح + علاكم سرمدا علي

فالطير احسن ما تغر + رد عندما يقع الندي

"তোমাদের সরদারকে সুন্দর ভাবে দীর্ঘ প্রশংসায় ভুষিত করো। কেননা শিশির পড়ার সময় পাখি সর্বোৎকৃষ্ট গান গায়।"

সিরিয়ার প্রসিদ্ধ তাওরিয়া রচয়িতা কবি মুজীরুদ্দীন ইবন তামীম (মৃ. ৬৮১ হি.) এর কবিতা-[৪২]

ونهر بحب الروض اصبح مغرما + ير وح ويغدو هائما بوصالها

بعدت عنه شكا بخريره اذا + جفاها وامسي قا نعا بخيالها

"বাগানের ভালোবাসায় নদী উন্মাদ হয়ে গেছে, প্রেম বিচ্ছেদের কারণে উন্মাদ হয়ে সকাল সন্ধ্যা অতিবাহিত করছে। যখনই দূরে সরে যায় তখনই ঢেউয়ের শব্দ দিয়ে অভিযোগ করে, আর তার কল্পনায় তুষ্ট হয়ে রাত্রিযাপন করে।"

আবুল হুসায়ন আল জযরার রচিত কৌতুক মূলক কবিতা-[৪৩]

ودَارِ خَرابٍ بها قَد نزَلتُ + ولكن نزلتُ إلى السَّابعة

فلا فَرّقَ ما بين أني أكونُ + بها أو أكون على القارِعة

تُساوِرُها هَفوات النّسيمِ + فتُصغى بلا أذَن سَامعة

واخشى بها ان اقيم الصلاة + فتسجد حيطانها الراكعة

إذا ما قرأت إذا زلزلت + حَشيتُ بأن تقرا الواقعة

"ধ্বংস প্রাপ্ত ঘরে আমি অবতরণ করলাম। কিন্তু আমি অবতরণ করলাম উহার সপ্তম বর্ষে। দুর্বিপাকের উপর অবস্থান কিংবা উহার সাথে থাকা সত্বেও বিভেদ সৃষ্টি করলোনা। প্রবাহমান সমীরণ উহাকে আছন্ন করলো ।

[৪২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৫

[৪৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৭

Dhaka University Institutional Repository

শ্রবণকারীরা কান পেতে শুনে। সেখানে সালাত আদায় করতে আমি শঙ্কিত। অতঃপর রুকুকারীরা নিরাপদে সেজদা করতে পারবে কিনা। যখন আমি কেরাত পাঠ করি, যখন কম্পন সৃষ্টি হয় তখন আমি শঙ্কিত হই ঘটনা পাঠ করবো কিনা।"

'উসমানী শাসনামল (৯২৩-১২০২ হি. ১৫১৭-১৭৯৮ খ্রি.)

ত্রয়োদশ শতকের শেষ নাগাদ 'উসমানী তুর্কীদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। সেলজুক আমির আলাউদ্দীন মোগলদের বিতাড়নের জন্য তুর্কী উপজাতীয় দলের নেতা আর্তুগ্রুল এর সাহায্য কামনা করেন। তুর্কী নেতা তার সমর্থকদের ভূমি প্রদানের বিনিময়ে সাহায্য করার নিমিত্তে চুক্তি করেন। আলাউদ্দীন তাদের সাহায্যে মোগলদের বিতাড়িত করেন। এদিকে চুক্তি অনুযায়ী তুর্কীরা দলে দলে নতুন ভূমিতে বসতি স্থাপন শুরু করেন। ১২৯৯ খ্রি. সেলযুক সাম্রাজ্য কর্তৃক আর্তুগ্রুল গাজী উত্তর পশ্চিম আনাতোলিয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি উসমান নামে একজন ব্যক্তিকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তিনি নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে উসমানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২৬ খ্রি. তার ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত অটোমান বা উসমানী সাম্রাজ্যের সীমা কৃষ্ণসাগর ও বসফোরাস পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ব্রুসা ছিল তার রাজধানী। অতঃপর ১৯২২ খ্রি. অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৫৯৬ বছর ৩৬ জন সুলতান শাসন করেছিলেন যার অধিকাংশই ছিল উসমানের বংশধর।[৪৪]

১৬ শতকের গোড়ার দিকে মিসরে 'উসমানীয় তুর্কীদের উত্থান ঘটে। তুর্কী সুলতান সালীম ১৫১৭ খ্রি. ৯২২ হি. আলেপ্পোর উত্তরে মারজে দাবিক নামক স্থানে সংঘঠিত এক যুদ্ধে মামলূক সুলতান কানসু গাওরী (১৫০১-১৫১৬ খ্রি.) কে পরাজিত করে সিরিয়া ও সানাই উপদ্বীপ অধিকার করেন। অতপর কায়রোর সন্নিকটে সংঘটিত আরেক যুদ্ধে কানসু গাওরীর স্থলাভিষিক্ত শেষ সুলতান আল আশরাফ তুমান বায়কে (১৫১৬-১৫১৭ খ্রি.) পরাজিত করে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার মাধ্যমে সমগ্র মিসর 'উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়।[৪৫] তুর্কী সুলতান সালীম (১৫১২-১৫২২ খ্রি.) মিসর অধিকার করার পর থেকে ১৮৮২ খ্রি. পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এটি 'উসমানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৪৬] 'উসমানী তুর্কী সুলতান সালীম মিসর অধিকার করার পর হালাব এর শাসনকর্তা খায়র বে কে মিসরে তার স্থলাভিষিক্ত করে তিনি ইস্তাম্বুল প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালীন সময়ে মিসর বারটি শানজাক বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। 'উসমানী শাসনামলেও তা বহাল রাখা হল। মামলূকগণই প্রতিটি প্রদেশ শাসন করতেন । শাসকগণ স্বতন্ত্র সেনাবাহিনী রাখতেন। তারা নিজ নিজ প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা ও শাসনব্যবস্থা রক্ষা করত এবং রাজস্ব সংগ্রহ করে ইস্তাম্বুল প্রেরণ করত। ১৫৫২ খ্রি. খায়র বে

---

[৪৪] এ্যান্থনী নাটিং, *আরবের ইতিহাস, আখতার-উল-আলম সম্পাদিত (ঢাকা: স্বজন পাবলিকেশনস, ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ১৫১

[৪৫] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০২

[৪৬] ড. শফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), ২য় খণ্ড*, পৃ. ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর থেকে ইস্তাম্বুল কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে পাশাগণ মিসর শাসন আরম্ভ করেন। পাশাগণ প্রশাসন ও রাজস্ব বিভাগ ও বিচার বিভাগের তদারকির ক্ষেত্রে ইস্তাম্বুলের সুলতানের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকতেন। 'উসমানী সুলতান পরিক্ষিত ও অনুগত ব্যক্তিদের এক বছরের জন্য পাশা নিয়োগ দান করতেন।[৪৭] পাশাগণ এক বছরের জন্য মনোনীত হলেও তাদের সময়কাল প্রায়ই বর্ধিত হতো। অনেক সময় একজন পাশা কয়েক মাসের বেশী সময় ক্ষমতাসীন থাকতে পারতেননা। ১৫১৭ খ্রি. থেকে ১৭৯৮ খ্রি. পর্যন্ত ২৮১ বছর সময়কালে মিসরে ১১০ জন পাশা শাসনকর্তা হিসেবে মিসর শাসন করেন।[৪৮] উল্লেখ্য যে উসমানিয়া রাজবংশের সর্বশেষ সদস্য ও মিসরের দ্বিতীয় আব্বাস হিলমীর স্ত্রী ফাতিমা নেসলিসাহ (১৯২১-২০১২ খ্রি.) ২ এপ্রিল ২০১২ খ্রি. রোজ সোমবার ইস্তাম্বুলে ইন্তেকালের মাধ্যমে রাজ বংশের সর্বশেষ সদস্য বিদায় নিল।[৪৯]

'উসমানী বিজয়ের নিদর্শন

'উসমানী শাসনামলে মিসরে আরবদেরকে বিশেষত 'আলিম 'উলামাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। পাশা তথা শাসনকর্তাদের অন্যায় ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে উলামায়েকিরাম কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ ইস্তাম্বুল কর্তৃপক্ষ মনোযোগ সহকারে শুনতেন ও তার প্রতিকার করতেন। তারা তুর্কী ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা প্রদান করে। কিন্তু আরবী ভাষা শুধু শ্রেষ্ঠ ভাষা নয় বরং পবিত্র ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল।[৫০] আরবী ছিল তাদের জাতীয় ভাষা, দিওয়ানের ভাষা ও শর'য়ী বিচার বিভাগের ভাষা। এতদসত্ত্বেও আরবীতে তুর্কী শব্দের আগ্রাসন সেই যুগের সাহিত্যিকদের লেখায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়।[৫১]

মিসরীয় ইতিহাসবিদ ইবনু আয়াস (১৪৪৮-১৫২৩ খ্রি.) তারিখে ইবনে আয়াসে তৎকালীন মিসরের চিত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তা থেকে জানা যায় 'উসমানীগণ মিসরের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ইস্তাম্বুলে স্থানান্তর করেন। ফলে মিসর তার মূল্যবান জ্ঞান-ভান্ডার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তারা মিসরের অনেক জ্ঞানী-গুনী, 'উলামা, সাহিত্যিক, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, প্রকৌশলী, নকলনবীশ ও দক্ষ কারীগর ইস্তাম্বুলে নিয়ে আসেন। ইবনু আয়াস বলেন, এই সংখ্যা প্রায় এক হাজার আটশত। 'উসমানী বিজয়ের ফলে খিলাফত মিসর থেকে ইস্তাম্বুলে স্থানান্তরিত হল এবং ইস্তাম্বুল ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।[৫২] এই বিজয়ের ফলে মিসরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্পদ যা জ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের নিকট ছিল তা কমতে লাগল।

---

[৪৭] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২১৪

[৪৮] J A Haywood, *Modern Arabic Literature 1890-1970 (London: Lundhum Phries,1965),* p. 2

[৪৯] *দৈনিক কালের কণ্ঠ, ৪ এপ্রিল, ২০১২, বর্ষ ৩য়, সংখ্যা ৮৫, ১ম সংস্করণ, পৃ.* ১৬

[৫০] *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.* ২১৬

[৫১] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ২১৫

[৫২] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীগণ বিভক্ত হল এবং জ্ঞানের বাজার দুরে সরে গেল। মিসরের আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ নি:শ্বাসটুকু দ্বারা তৎকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান তথায় অবশিষ্ট রইল।[৫৩]

'উসমানী যুগের কবিতা

'উসমানী যুগের কবিতা তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছিল। কবিতার বাগান শুকিয়ে গিয়েছিল। কবিতা তার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব থেকে মুক্ত ছিল। কবিতা শৈল্পিক সৌন্দর্য বিবর্জিত ছিল। এই যুগে কবিতা শিল্প মনতুষ্ট হওয়ার মতন বিকাশ লাভ করেনি। এই যুগের কবিতা পূর্ববর্তী যুগের কবিতা অনুকরণ করে অগ্রসর হয়েছে। এতে নতুনত্ব কিছুই নেই তবে এই যুগে শৈল্পিক গজল ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাতীয় কবিতার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।[৫৪]

'উসমানী যুগের প্রসিদ্ধ কবি

'উসমানী যুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও তাদের কবিতার নমুনা আলোকপাত করা হল।

শিহাব আল খাফ্ফাজী (মৃ. ১০৬৯ হি.)

তার পূর্ণনাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবন শিহাব উদ্দীন আল খাফ্ফাজী আল মিসরী তিনি সারিয়াকূস নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কায়রোতে লেখাপড়া করেছেন। অতঃপর তার পিতার সাথে তিনি মক্কা ও মদীনা নগরী পরবর্তী সময় ইস্তাম্বুল গমণ করেন। তিনি রওমালী ও সালানীক এর বিচারক নিযুক্ত হন। সুলতান মুরাদ বে তাকে মিসরের সামরিক আদালতে বিচারক নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি পদত্যাগ করে দামিস্ক, হালব পরে ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন সে যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিক, কবি, গ্রন্থ প্রণেতা ও ভাষাতাত্ত্বিক। তার প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে রয়েছে ريحانة الالباء এটি তার যুগের সাহিত্যিকদের জীবনীমূলক গ্রন্থ। شفاء الغليل بما في لغة العرب من الدخيل এই গ্রন্থে আরবী ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট শব্দাবলী একত্রিত করেছেন এবং বিভিন্ন উপকারী বিষয় এটিতে সংযুক্ত করেছেন। তিনি ১০৬৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার নমুনা-

إن وَجْدِي بمصرَ وَجْد مقيم + وحنِينِي كما ترَون حِنِينِي

لم يزَلْ في خيالِيَ النِّيلُ حتَّى + زاد عن فِكْرتي ففاضَتْ عيُونِي

"নিশ্চয় মিসরের প্রতি আমার অধিক ভালোবাসা হলো স্থায়ী ভালোবাসা এবং টান যেমনিভাবে তোমরা দেখতে পাও আমার টান। যখনই আমার মনে নীল নদের চিন্তা ভাবনা উদিত হয় তখনই আমার দুচোখ কান্নার পানিতে ভেসে যায়।"

তিনি বলেন-

---

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০২, ৫০৩

[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৩

Dhaka University Institutional Repository

فديتك يا من بالشجاعة يرتدي + وليس لغير السمر في الحرب يغرس

فإن عشق الناس المها وعيونها + من الدل في روض المحاسن تنعس

فدرعك قد ضمتك ضمة عاشق + وصارت جميعا أعينا لك تحرس

"হে বীরত্বের পোশাক পরিধানকারী তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। যুদ্ধের ময়দানে গল্প গুজব বপনকারীর জন্য নয়। কেননা মানুষ ও তার দৃষ্টি সৌর্যবীর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রশিক্ষণের সৌন্দর্য সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। তোমার বর্ম তোমাকে আবদ্ধ করেছে প্রেমিকের ন্যায়। কাজেই সবার দৃষ্টি তোমার দিকে নিবদ্ধ।"

তাদমীন জাতীয় কবিতা-[৫৫]

يا صاح إن وافيت روضة نرجسٍ + إياك فيها المشي فهو محرم

حاكت عيون معذبي بذبولها + ولأجل عينٍ ألفُ عين تكرم

"হে আহবানকারী হঠাৎ যদি নার্গিস ফুলের বাগানে এসে পড় তখন তোমার উচিত হবে সেখানে হাটা। আর এটি হলো পবিত্র। বাগান বিবর্ণ হওয়ার কারণে আমার শাস্তিপ্রাপ্ত নয়ন চিন্তায় ভেসে যায়। আর ঝর্ণার কারণে সহস্র পরিদর্শককে মর্যাদাবান করে।"

ইবনে মানজিক (মৃ. ১০৮০ হি.)

তার নাম আমীর মুহাম্মদ ইবনে মানজিক আল জারকাসী । তিনি সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় বেড়ে উঠেন। তিনি ছিলেন অনন্য সাহিত্যিক ও কবি। তিনি ১০৮০ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তার কবিতার নমুনা-

سقى الله يوم القصر إذ كان بيننا + حديث كمرفض الجمان المنضد

بروض يجول الماء تحت ظلاله + كأيم مروع أو حسام مجرد

يلوح به قاني الشقيق وقد حكى + لواحظ مخمور كحلن بإثمد

ويهمى به قطر الندى فتخاله + مبدد عقد في فراش زمرد

وريحانة الغض الشهي كأنه + مبادى عذار فوق خد مورد

তিনি বলেন-[৫৬]

قَصر الأمير بَوادي النيرين سَقى + رباك عَني مِن الوَسميّ مِدرار

كَم مرلي فيكَ أيام هَواجرها + أصائل وَلياليهنَّ أسحار

حَيث الشَبيبة بكر في غضارتها + وَلِلصَبابة أحلاف وَأنصارُ

حَيث الرِياض تَغنيني حَمائمها + بِالدَف وَالجنك وَالمنثورلي جار

---

[৫৫] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫*

[৫৬] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৬*

Dhaka University Institutional Repository

حَيث الخَمائل أفلاك بِها طَلَعَت + زهر مِن الزهر وَالندمان أقمار

আব্দুল্লাহ আল শব্‌রাওবী (মৃ. ১১৭২ হি.)

তিনি আবদুল্লাহ ইবনে শরফুদ্দীন আল শব্‌রাওবী আল কাহেরী । তিনি আযহারের অন্যতম শায়খ ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ কবি। তার কবিতা কোমল ও সহজ। তার অধিকাংশ কবিতা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) ও আহলে বাইত এর প্রশংসায় রচিত। তিনি ১১৭২ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৭] তার কবিতার নমুনা-

آل طه وَمن يقل آل طه + مُستَجيرا بجاهكم لا يردّ

حُبكم مَذهبي وَعقد يَقيني + لَيسَ لي مَذهَب سِواه وَعَقد

مِنكُم استمد بل كُل من في الك + ون من فَيض فَضلِكُم يَستَمد

بيتكم مَهبط الرِسالَة وَالوَح + ي وَمِنكُم نور النُبُوّة يَبدو

وَلَكُم في العُلا مَقام رَفيع + ما لَكُم فيه آل ياسين نَدّ

يا اِبنَ بِنت الرَسول من ذا يُضاهي + ك اِفتِخارا وَأنتَ لِلفَخر عَقد

يا حسبنا هَل مِثل أمّك أم + لِشَريف أو مِثل جَدّك جَدّ

তার রিছামূলক কবিতা-[৫৮]

سالَت الشِعر هل لَك مِن صَديق + وَقَد سَكن الدَلنجاوي لحده

فصاح وخر مغشياً عليه + وأصبح ساكنا في القبر عنده

فَقُلت لِمَن أراد الشِعر اِقصر + فَقَد أرّخت مات الشِعر بَعدَه

“আমি কবিতাকে জিজ্ঞাসা করি তোমার কি কোন বন্ধু আছে? আর দিলনজাওবী কি কবরে অবস্থান করছে? সে চিৎকার করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। এবং কবরের মধ্যে তার সাথে অবস্থানকারী হয়। আমি বললাম কার জন্য কবিতাকে কমিয়ে দিলে? আমি ইতিহাস লিখলাম তার মৃত্যুর পরে কবিতা মারা গেল।”

তার অভিযোগমূলক কবিতা-[৫৯]

إِنَّ ذَنبي وَالله ذَنب كَبير + غَير أني بحلمكم أستَجير

ضاقَ صَدري وَأخجَل الذَنب وَجهي + وَاِعتَراني من الحَيا تَغيير

وَتَأسفت حين كان الّذي كا + نَ وَلكن جَرى بِهِ المَقدور

وَتَأخرت عن لقاكم حياء + ثَمّ اني أعياني التَأخير

[৫৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৬, ৫০৭

[৫৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৭

[৫৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৮

Dhaka University Institutional Repository

وَتَرَكت الحُضور بَينَ يَديكم + خَجلا حين عمني التَقصير
لكن العَفو لَيس يبعد عَنكُم + فَعَسى أن يصح قَلب كَسير
ان ظني وَالله فيكم جَميل + وَلساني عن اِعتِذاري قَصير
سعة الصَدر قَد دَعَتني اِلى ما + كانَ مني وَالحلم عَنكُم شَهير
شيمَة الاكرَمين عَفو وَصفح + كل ذنب لَدَيكُم مَغفور

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা

আল যুবায়দী (মৃ. ১১৪৫-১২০৫ হি.)

এই যুগের প্রসিদ্ধ مولفين গণের মধ্যে আল যুবায়দী অন্যতম। তার পূর্ণ নাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ। তিনি মুরতুজা হোসাইনী আল যুবায়দী নামে সমধিক খ্যাত। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি ১১৪৫ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞান অর্জনের নিমিত্তে মিসর গমন করেন। তিনি তার ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার এই কাজ জ্ঞানী-গুনী ও আমীর ওমরাদের মাঝে সমাদৃত হয়। অতঃপর তিনি القاموس المحيط এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্যোগী হন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এটি সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থের নামকরণ করেন تاج العروس তিনি তুর্কী, , ফারসী ও কুর্দী ভাষায় সুদক্ষ ছিলেন। তার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে اتحاف السادة المتقين এটি ইমাম গাযালীর الاحياء العلوم গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ। তিনি ১২০৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৬০]

২. আবদুল কাদির আল বাগদাদী (মৃ. ১৪৯৩ হি.)

আবদুল কাদির ইবনে উমার আল বাগদাদী এই যুগের একজন খ্যাতনামা গ্রন্থ প্রণেতা। তিনি দামেস্কে লেখাপড়া করেন। তিনি বারংবার কায়রো গমন করেন। অতঃপর তিনি ইস্তাম্বুলের আদ্‌রানায় গমন করেন এবং তুর্কী সালতানাতের লোকদের সাথে মিলিত হন। অতঃপর তিনি কায়রো গমন করেন। তিনি ছিলেন ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল- خزانة الادب ولب لباب لسان العرب এই গ্রন্থে জাহিলী যুগের কবি সাহিত্যিক ও ইসলামের প্রথম যুগের কবি সাহিত্যিকদের জীবনী সন্নিবেশিত করেছেন।[৬১]

[৬০] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮*
[৬১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৯*

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

রেনেসাঁ যুগে আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারা

১৭৯৮ খ্রি. রেনেসাঁর সূচনার পর আধুনিক আরবী কবিতা কিভাবে অগ্রসর হয়েছে তার চিত্র পাঁচটি পরিচ্ছেদের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হবে। এখানে আরবী কবিতার বিভিন্ন পর্যায়, কবিতায় রেনেসাঁর গতি প্রকৃতির অবস্থা, বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যগোষ্ঠীর ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনা করা হবে। তাছাড়া কবিতার বিভিন্ন প্রকার, কবিতার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী কবিতার স্তর বিন্যাস

আরবী কবিতা সাহিত্য বিভিন্ন যুগ পরিক্রমা অতিক্রম করে আধুনিক যুগে প্রবেশ করেছে। আরব জাতীর ইতিহাসের সাথে আরবী কবিতার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আরবী কবিতা আরবদের জীবনালেখ্য। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,[১]

الشعر ديوان العرب . فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزل الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذالك منه-

"কবিতা হলো আরবদের জীবনালেখ্য। মহান আল্লাহ আরবদের ভাষায় যে কুরআন নাজিল করেছেন তাতে যদি কুরআনের কোন হরফ বিলুপ্ত হয় তাহলে আমরা উহার কবিতার দীওয়ানের দিকে প্রত্যাবর্তন করবো। অতঃপর আমরা অনুসন্ধান করবো উহার পরিচয় সেই দিওয়ান থেকে।"

ইবনু আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, [২]

إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب. فإن الشعر ديوان العرب-

"যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কিছু বুঝতে না পার তবে তার অর্থ আরবদের কবিতায় তালাশ কর। কারণ কবিতা তাদের জীবনালেখ্য।"

মহানবী (স.) এর উপর কুরআন নাযিলের মাধ্যমে যখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়, তখন অধিকাংশ আরব কবি ইসলামের জীবনাদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করেন। তারা জাহিলী যুগের গোত্র প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে কবিতাকে নিয়ে যান। ইসলামী যুগে তারা নতুন আঙ্গিকে কবিতা চর্চা করেন। কবিতায় তারা ইসলামের রূপ, রঙ ও সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন। হাসসান ইবনে ছাবিত (৫৬৩-৬৭৪ খ্রি./৫৪ হিজরী), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, কা'ব ইবনে মালিক (৫৯৮-৬৭০/৬৭৩খ্রি.) প্রমূখ তাদের মধ্যে অন্যতম।[৩]

এমনিভাবে আরবী কবিতা উমায়্যা যুগ ও আব্বাসীয় যুগে ক্রমসমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে কবি সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন দেশে স্থানান্তরিত হন। তারা সেসব ভূখণ্ড ও দেশে কবিতার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যেমন, ইরান, ইরাক, খুরাসান, তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান, হিন্দুস্তান, যুরজান, মিসর সিরিয়া, স্পেন, মরক্কো, আফ্রিকা, ত্রিপলী, তিউনিসিয়া ইত্যাদি দেশ উল্লেখযোগ্য।[৪] ১২৫৮ খ্রি. মোঙ্গলদের হাতে বাগদাদের পতনের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রি. ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিসর

---

[১] আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, *আরবী সাহত্যের ইতিহাস (ঢাকা: ইফাবা, জুন ১৯৯৫ খ্রি.) ৩য় সংস্করণ*, পৃ. ৯

[২] আ. ত. ম. মুছলেহউদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

[৩] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *(সম্পা.), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম ,১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ১১০

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বিজয় পর্যন্ত সময়কাল আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে عصر الانحطاط বা পতনের যুগ নামে খ্যাত। ১২১৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৯৮ খ্রি. মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে রেনেসাঁ যুগের সূচনা হয়।[৫] রেনেসাঁকে ধারণ করে আধুনিক আরবী কবিতা কীভাবে অগ্রসর হয়েছে তার যুগ বিভাগ ও সময়ক্ষণ সম্পর্কে আরবী সাহিত্য বিশারদগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। সেগুলোকে আমরা فترة، مرحلة বা period পর্যায় বলতে পারি।

ড. আহমদ হায়কল নিম্ন লিখিতভাবে আধুনিক আরবী সাহিত্য ও কবিতার যুগ বিভাজন দেখিয়েছেন।

প্রথম পর্যায়: মিসরে ফরাসী হামলা থেকে ইসমাঈল পাশার শাসনকাল পর্যন্ত। (১৭৯৮-১৮৬৩ খ্রি.)

দ্বিতীয় পর্যায়: ইসমাঈল পাশার শাসনকাল থেকে উরাবী বিপ্লব পর্যন্ত। (১৮৬৩-১৮৮২ খ্রি.)

তৃতীয় পর্যায়: ইংরেজ দখলদারিত্ব থেকে উরাবী বিপ্লবের সমাপ্তি পর্যন্ত। (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.)

চতুর্থ পর্যায়: প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়। (১৯২২-১৯৩৯ খ্রি.)

পঞ্চম পর্যায়: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ২৩ জুলাই ১৯৫২ এর সামরিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত। (১৯৩৯-১৯৫২ খ্রি.)

ষষ্ঠ পর্যায়: সামরিক অভ্যুত্থান থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। (১৯৫২-বর্তমান)।[৬]

ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস আধুনিক যুগে আরবী কবিতার গতিধারাকে তিনটি পর্বে বিভাজন করেছেন। যেমন:

প্রথম পর্ব: مرحلة الجمود (জড়তা ও স্থবিরতার স্তর) : ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ফরাসী হামলা থেকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসমাঈল পাশা মিসরের ক্ষমতাশীল হওয়া পর্যন্ত। (১৭৯৮-১৮৬৩ খ্রি.)

দ্বিতীয় পর্ব: مرحلة الانتقال (অন্তরবর্তীকালীন স্তর বা প্রাচীন ধারা থেকে আধুনিক ধারায় পদার্পন স্তর) : ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসমাঈল পাশা ক্ষমতারোহন থেকে ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে উরাবী বিপ্লব ও কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত। (১৮৬৩-১৮৮২ খ্রি.)

তৃতীয় পর্ব: مرحلة الازدهار (সমৃদ্ধ স্তর) : ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে উরাবী পাশার বিপ্লব ও মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে এই পর্বের সূচনা হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত। (১৮৮২-বর্তমান)[৭]

হান্না আল ফখুরী আধুনিক আরবী কবিতার বিকাশধারাকে দুইটি স্তরে বিন্যাস করেছেন। যেমন:

প্রথম স্তর: الطور التقليدي (অনুকরণমূলক স্তর) : যেটিকে طور البعث والايقاظ বা জাগরণের স্তরও বলা হয়। এই স্তরটি পূনর্জাগরণের প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে দুই ধরনের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়-

এক: অধ:পতনের যুগ প্রভাবিত অনুকরণ স্তর।

দুই: আব্বাসীয় রীতির অনুকরণ স্তর। যার ব্যাপ্তিকাল মিসরে ফরাসী হামলা থেকে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত। (১৭৯৮-১৮৬৩ খ্রি.)

---

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১০, ৫১১

[৬] ড. আহমদ হায়কল, *তাতাওউরুল আদবিল হাদীস ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি)*, ৭ম সংস্করণ, পৃ. ১৪

[৭] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৩২, ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় স্তরঃ الطور التجديدي (নতুনত্বের স্তর) : এই স্তরটিকে প্রকৃত রেনেসাঁর স্তর বলা হয়। এই স্তরের ব্যাপ্তিকাল হিসেবে আমরা কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর অভ্যুদয় থেকে বর্তমান অবধি ধরতে পারি। (১৮৬৩-বর্তমান।)[৮]

আধুনিক আরবী কবিতার সূচনা হয় মিসর থেকে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর হাত ধরে। আধুনিক আরবী কবিতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একই যুগের একাধিক নাম আছে। কারণ বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য সমালোচকগণ একই যুগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। এভাবেই একটা বিশেষ যুগের স্থিতিকাল বা duration ঐতিহাসিকদের কারণেই ভিন্ন হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যে ইতিহাসবিদ ও সাহিত্য সমালোচকগণ সাহিত্যের যুগ বিভাগের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

এক: Sometime according to the name of a king or queen (কখনো কখনো রাজা বা রাণীর নাম অনুসাওে। যা ইংরেজি সাহিত্যে দেখা যায়।)

দুই: Sometime according to the name of great poet or writier (কখনো বা বিখ্যাত কবি বা লেখকের নাম অনুসারে।)

তিন: Sometime according to the spirit of the age কোন কোন সময় যুগের মূলধারা অনুসারে।)

চার: Sometime according to the name of a trib or nation (কখনো জাতি বা উপজাতির নাম অনুসারে।)[৯]

মূলত আরবী সাহিত্যের ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত। প্রাচীন ও আধুনিক দুটো আপেক্ষিক বিষয়। যেটি আজ নতুন বা আধুনিক আগামীকাল সেটি পুরাতন বা প্রাচীন। আজ যেটি পুরাতন বা প্রাচীন গতকাল সেটি ছিল নতুন বা আধুনিক। ড. আহমদ হায়কল এ প্রসঙ্গে বলেন-[১০]

أن القديم والحديث من الأمور النسبية ، فما هو حديث اليوم سوف يكون قديما في الغد، وما هو قديم اليوم قد كان حديثا بالامس.

"প্রাচীন ও আধুনিক এটা একটি আপেক্ষিক বিষয়। আজ যেটি আধুনিক আগামীকাল সেটি হবে প্রাচীন। আজ যেটি প্রাচীন গতকাল ছিল সেটি আধুনিক।"

এমনিভাবে আরবী কবিতা ধারাবাহিক বিকাশের মাধ্যমে রেনেসাঁর বদৌলতে আধুনিক ধারায় পদার্পণ করেছে।

[৮] হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদবিল 'আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি), পৃ.* ৯২৩

[৯] এম এইচ রহমান, *ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: সিযাম প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.), পৃ.* ৯

[১০] ড. আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৪

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক আরবী কবিতার স্তর

আধুনিক আরবী কবিতা রেনেসাঁয় অবগাহন করে বিভিন্ন পরিবেশ, পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করেছে। আরবী কবিতা এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। কখনো দুর্বল গতিতে আবার কখনো উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে ধাবিত হয়েছে। এটার কারণ হলো, কবিতা স্বভাবতই পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ, পরিস্থিতি ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। এবং দেশের গণমানুষের হৃদয় মনের আবেগ অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে আরবী কবিতার গতিধারার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এই সময় আরবী কবিতা এমন পরিস্থিতি ও অবস্থার সম্মুখিন হয়েছিল যখন রেনেসাঁর উপাদান পূর্ন মাত্রায় বিরাজমান। যা কবিতার উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। যার ফলে আরবী কবিতা দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতার বিভিন্ন কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি ও সম্মৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে।

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নেতৃত্বে মিসরে ফরাসী হামলার মাধ্যমে এই সময় আরবী সাহিত্যে আধুনিক যুগ ও রেনেসাঁর সূচনা হয় । কিন্তু মিসরে ফরাসী শাসন (১৭৯৮-১৮০১ খ্রি.) তিন বছরের অধিক স্থায়ী হতে পারেনি। বিধায় স্বল্প সময়ে তারা আরবী সাহিত্যের প্রতি নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখা কিংবা এটির প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব প্রদান করার অবকাশ তাদের ছিল না। মূলত তাদের লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যে অবস্থান সুদৃঢ় করা। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, দেশের যাবতীয় অসন্তোষ ও বিদ্রোহের দাবানল প্রশমনের প্রতিই তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। যার ফলে আরবী কবিতা শাসকদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেনি। কাজেই আরবী কবিতা উন্নতি ও সম্মৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারেনি। যার ফলশ্রুতিতে আরবী কবিতা উসমানী যুগের কবিতার ন্যায় স্থবির, গতিহীন, পশ্চাদপদ ও দুর্বলই থেকে যায়।

ফরাসীদের শাসনামলে আরবী কবিতার যে গতিধারা ছিল, মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে (১৮০৫-১৮৪১ খ্রি.) তার কিছুটা উন্নতি হয়েছে এমনটা বলা যায় না। যেহেতু উভয় যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল প্রায় অভিন্ন। মুহাম্মদ আলী পাশার রেনেসাঁর মূল লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। সামরিক বাহিনীর পূনর্গঠনে কবিতার কোন ভূমিকা না থাকায় কবিতা তার পৃষ্ঠকোষকতা লাভ করতে এবং কোন প্রকার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেনি। ফলে আরবী কবিতা, পশ্চাদপদ. গতিহীন ও দুর্বল থেকে যায়।[১১]

যখন ইসমাঈল পাশা মিসরের মসনদে (১৮৬০-১৮৮১খ্রি.) আরোহণ করেন তখন নতুনভাবে নবজাগরণের সূচনা হয়। তিনি দারুল কুতুব, দারুল উলূম, দারুল অবেরা প্রভৃতির ন্যায় এমন সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যা অরবী সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এ সময় আরবী কবিতা প্রচীনরীতি ছিন্ন করে আপন শক্তিতে দাঁড়াতে

[১১] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

আরম্ভ করে। এমনিভাবে ইসমাঈল পাশার বহুমুখী সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে আরবী কবিতা বিপুল প্রাণশক্তি লাভ করে। অতঃপর আহমদ উরাবীর নেতৃত্বে উরাবী বিপ্লব (১৮৮২ খ্রি.) এবং তার সাথে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর অংশগ্রহণ করেন। এমন এক সন্ধিক্ষণে মাহমুদ সামী আল বারূদীর হাতেই আরবী কবিতার ঝর্ণাধারা নতুন ভাবে প্রভাবিত হয়। আরবী কবিতা শক্তি ও সমৃদ্ধির পথে চলতে শুরু করে। আরবী কবিতার উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগসূত্র অন্যতম উপাদান হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যখন তারা পাশ্চাত্যের নতুন জীবনধারা দেখল তখন আধুনিক চিন্তাদর্শনে প্রভাবিত হয়ে তাদের কবিতার দ্বারা আরব কবিগণ উজ্জীবিত হন। আবার অনেক কবি পাশ্চাত্য কবিতা থেকে উপকৃত হন। এমনিভাবে তারা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে আরবী কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আরবী কবিতার এই গতিধারায় কবি আল বারূদীর প্রভাব কেবল মিসরীয় কবিদের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সমগ্র আরব বিশ্বের কবিদের উপর তার প্রভাব পড়ে। ফলে কবিগণ কবিতা রচনায় তার মানহাজ বা পদ্ধতি ও রীতিনীতির অনুরণ করেছেন। তার রচনারীতি অনুযায়ী কবিতা রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। আবার অনেকে তাকলীদ বা অনুকরণ অনুসরণের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। বরং কবিতায় নতুনত্ব আনয়ন ও উন্নতি সাধনে অগ্রসর হয়েছেন। এমনিভাবে আরবী কবিতা উন্নতির উচ্চ সোপানে পৌঁছে যায়। কবিতার এই নবজাগরণের গতিধারায় মিসর, ইরাক ও সিরিয়ার কবিগণ বিশষেভাবে ভূমিকা রেখেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন কবি সম্প্রদায় ও সাহিত্যগোষ্ঠি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবী কবিতা বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছে।[১২]

ঐতিহাসিক ও আরবী সাহিত্যবিশারদগণ আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারাকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন।

এক: مرحلة الجمود (জড়তা ও স্থবিরতার স্তর)

দুই: مرحلة الانتقال (অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায় বা প্রাচীন ধারা থেকে আধুনিক ধারায় পদার্পন স্তর)

তিন: مرحلة الازدهار (সমৃদ্ধপর্ব বা উন্নতি ও অগ্রগতির স্তর)

স্থবিরতার স্তরে (১৭৯৮-১৮৬৩ খ্রি.) কবিতার অবস্থা

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিসর বিজয় থেকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে খেদিভ ইসমাঈল পাশার মিসরে ক্ষমতাসীন হওয়া পর্যন্ত স্থবিরতা পর্বের সময়কাল। এই পর্যায়ে আরবী কবিতা উসমানী যুগের কবিতার মত পশ্চাদপদ, স্থবির ও অনুন্নত ছিল। এ যুগের কবিতার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও রূপকল্পে একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। শাব্দিক অলংকার, নিম্নমানের বিষয়বস্তু, অতি সাধারণ চিন্তাদর্শন এবং গতানুগতিক ভাবের প্রাধান্যে কবিতা অধোগতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ছিল। এই পর্যায়ে আরবী কবিতায় কোন ধরণের আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। এই সময়ের কবিগণ ছিলেন গতানুগতিক রীতিনীতির অনুসারী। তারা উসমানী রীতি ও ভাবধারায় কবিতা রচনা

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। এতদসত্ত্বেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিছু সংখ্যক কবি এই যুগেও ছিল। তবে তারা সমৃদ্ধ পর্বের কবিদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। তাদের মধ্যে রয়েছে মিসরের শায়খ হাসান আত্তার (১৭৬৬-১৮৩৫ খ্রি.), তার ছাত্র শায়খ হাসান কুওয়ায়দির (১৭৮৯-১৮৪৭ খ্রি.). সায়্যিদ আলী দরবেশ (১৭৯৬-১৮৫৩ খ্রি.), শিহাবউদ্দীন আলূসী (১৮০২-১৮৫৪), লেবাননের আহমদ আল বারবীর (১৭৪৭-১৮১১ খ্রি.), নিকুলা আল তুরক (১৭৬৩-১৮২৮ খ্রি.), মু'আল্লিম বুতরুস কারামা (১৭৭৪-১৮৫১ খ্রি.)। সিরিয়ার শায়খ আমীন আল জুন্দী (১৭৬৬-১৮৪১ খ্রি.)। ইরাকের সালিহ আল তামীমী (১৭৬৬-১৮৪৫ খ্রি.). আবদুল বাকী আল 'উমরী (১৭৯০-১৮৬২ খ্রি.)।[১৩]

আরবী কবিতার এই স্থবিতার পর্যায়কে আমরা মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলের কবিতা বা রেনেসাঁর প্রথম পর্যায়ের কবিতা নামেও আখ্যায়িত করতে পারি। মুহাম্মদ আলী পাশার সময়ের কবি সাহিত্যিকগণ রেনেসাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এটা বলা যাবে না। কিন্তু তারা পূর্ববর্তী যুগের প্রভাব সত্ত্বেও রেনেসাঁ দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তার শাসনামলে রেনেসাঁর প্রথম পর্যায়ে এমন সব বিষয়ের অবতারণা হয়েছিল যা ইতোপূর্বে তারা প্রত্যক্ষ করেনি। রেনেসাঁ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও তারা কবিতায় শব্দ ও বাক্য প্রয়োগে আলংকারিক বাহুল্যে বন্দী ছিল।[১৪]

এই স্তরে আরবী কবিতার উদ্দেশ্য

উসমানী যুগে প্রচলিত কবিতার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এ পর্যায়ের কবিগণ অতিক্রম করতে পারে নি। যেমন: مدح (প্রশংসাগীতি), هجاء (ব্যঙ্গকবিতা), غزل (প্রেম সংগীত), وصف (বর্ণনামূলক) বিষয়ভিত্তিক কবিতা। তাছাড়া ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে গুরুত্ব প্রদান করা হতো। এমনিভাবে পূর্ববর্তী যুগের কবিতার প্রচলিত প্রাচীন বিষয়বস্তুতে এ পর্যায়ের কবিগণ কোন ধরণের উদ্ভাবন ও নতুনত্ব আনয়ন করতে সক্ষম হয়নি।

এই স্তরে কবিতার ভাব

এ পর্যায়ের কবিতায় পূর্ববর্তী কবিদের প্রাচীন ভাবধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়। যেমন: হিকমত, বীরত্বগাঁথা, মহানুভবতা, দানশীলতা ইত্যাদি ভাব লক্ষ্য করা যায়, যা আরবী কবিতায় প্রচলিত রয়েছে। কবিতার ভাব ও চিন্তা দর্শন অতি ভাসা ভাসা। তাতে কোন গভীরতার ছাপ নেই। কবিতায় কবির চেষ্টা সাধনার চিহ্ন অনুপস্থিত। তেমনিভাবে কবির অভিজ্ঞতাপূর্ণ কাব্যিক অর্জন কিংবা সুনিপুণ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করে না।

---

[১৩] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩; উমর আদ দাসুকী, *ফীল আদাবিল হাদীস (কায়রো : দারুল ফিকর আল আরবী, ১৯৭৩ খ্রি.), ৭ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড*, পৃ. ৪৫, ৫৯

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

এই স্তরে কবিতার রচনারীতি

এ পর্যায়ের কবিতার পদ্ধতি, ধরন, রীতি বা স্টাইল, আঙ্গিক ও রূপকল্প ছিল অত্যন্ত দুর্বল ও নিম্নমানের। কবিগণ শব্দ চয়নে যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনিভাবে ভাব ও অর্থের প্রতি গুরুত্ব দেননি। বাক্য ও শব্দের অলংকার ও সৌন্দর্যের প্রতি সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাতেন। ভাব, অর্থ ও চিন্তার অন্তরায় হলেও তারা বাক্য ও শব্দে সৌন্দর্য বিধান করতে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন।[১৫]

১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী হামলার মাধ্যমে নেপোলিয়ন মিসর বিজয় করেন। এই বিজয়ের মাধ্যমে রেনেসাঁর সূচনা হওয়ার প্রেক্ষিতে আরবী সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। কিন্তু তখন থেকে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় আরবী কাব্য জগতে পূর্ণ স্থবিরতা বিরাজ করছিল। ফলে আরবী কবিতার গতিধারায় দৃশ্যমান কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না বরং আরবী কবিতার বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ও ভাবধারায় পূর্বের ন্যায় নিছক অনুকরণমূলক, গতানুগতিক ও চিরাচরিত নিয়মের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছিল।

এ স্তরে দূর্বলতার কারণ সমূহ

এ পর্যায়ের কবিতার দূর্বলতা ও পশ্চাদপদতার কারণগুলো নিম্নরূপ:

এক: আরবী সাহিত্যের উন্নয়নে ফরাসীদের কার্যকর ভূমিকা না রাখা, বিজিত দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত থাকায় কবিতার প্রতি মনোযোগী না হওয়া এবং আরব প্রাচ্যে তাদের ভীত মজবুতকরণে ব্যস্ত থাকা।

দুই: মুহাম্মদ আলী পাশার রেনেসাঁ আন্দোলন ছিল মূলত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের দিকে নিবদ্ধ। কাজেই তিনি কবিতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। ফলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কাব্যচর্চা কাঙ্খিত মানে পৌঁছতে পারেনি। যার ফলে কবিতার দ্বার সংকোচিত হয়ে পড়ে।

তিন: শাসকদের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আর্থিক অনুদান ও পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকায় কবিদের মধ্যে পারস্পরিক কাব্য প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কবিতার প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়ে কবিতাকে দুর্বল করে ফেলে।

চার: জাতির মাঝে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার বিস্তার লাভ। সুন্দর ও মননশীল কবিতা রচনার প্রতি কবিদের উৎসাহ ও প্রেরণাদানকারী সংস্কৃতিবান লোকের দারুণ অভাব।

পাঁচ: আরবী কবিতায় দক্ষ সমালোচকের অনুপস্থিতি। যারা কবিদের মন-মানসকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করতে সক্ষম হত এবং তারা কবিদের সামনে মডেল হিসেবে কবিতায় অনুপম নমুনা তুলে ধরতে পারত।

ছয়. প্রতিভাবান ও কোন উঁচুমানের কবির আবির্ভাব না হওয়ায় নবীন কবিগণ অনুসরণযোগ্য কাউকে পায় নি। ফলে কবিগণ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে পূববর্তী কবিদের মনহাজ বা রীতি পদ্ধতিতেই থেকে যায়।

[১৫] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩, ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

এই স্তরের কবিতার নমুনা

শায়খ হাসান আত্তার এর গযল বা প্রেম বিষয়ক কবিতা-[১৬]

الزمت نفسي الصبر يك تأسيا + والصبر أصعب ما يقاد نحيبه

وبليت منك بكل لاح لو + تبدي نحو طود أثقلته كروبه

أفلا رثيت لعاشق لعبت به + أيدى المنون ونازعته خطوبه

أنت النعيم له ، ومن عجب + تعذبه وترضه، وأنت طبيبه

"হে প্রেয়সী, আমি আদর্শ স্থাপনের জন্যে তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের পরেও নিজেকে ধৈর্য্যধারণ করতে বাধ্য করেছি। আর উত্তম ধৈর্য্য না থাকলে ধৈর্য্যধারণ করা বড়ই কষ্টকর। আমি প্রতিটি ব্যবহারেই তোমার পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়েছি। কোন পর্বতের সাথে যদি বিচ্ছিন্ন ভাবে তোমার ব্যবহার সমূহ করা হতো তাহলে বর্পতও বিপদাপদে ভরাক্রান্ত হয়ে পড়তো। তুমি কি সে প্রেমিকের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবে না, যাকে নিয়ে মৃত্যুর করাল গ্রাস বহু খেলা খেলেছে এবং যে কঠিন বিপদাপদের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছে? তুমি তো তার সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের উপলক্ষ। আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো, তুমি তার চিকৎসক হওয়া সত্ত্বেও তুমি তাকে কষ্টই দিয়ে যাচ্ছো এবং রোগাক্রান্ত করেই চলেছো।"

শায়খ হাসান কুয়ায়দির এর কবিতা-[১৭]

يا طالب النصح خذ مني محبرة + تلقي إليها على الرغم المقاليد

عروسة من بنات الفكر قد كسيت + ملاحة ولها في الخد توريد

كأنها وهي بالأمثال ناطقة + طير له في صميم القلب تغريد

واحذر من الناس لا تركن إلى أحد + فالخل في مثل هذا العصر مفقود

بواطن الناس في ذا الدهر قد فسدت + فالشر طبع لهم والخير تقليد

"হে সদুপদেশ প্রার্থী, তুমি আমার নিকট থেকে দোয়াত নাও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুমি তাতে বিভিন্ন বিষয় সঁপে দিতে পারো। চিন্তার বিবাহ উপযোগী কনেদেরকে লাবণ্যের চাদর পরানো হয়েছে। তদুপরি তার কাপোল লাল রঙে সুশোভিত। প্রবাদ-প্রবচন বলার সময় চিন্তার কনেরা যেন পবিত্র অন্তরে কলরবরত পাখির মতো। সে সব লোকদের থেকে দুরে থাকবে যারা করো প্রতি আকৃষ্ট হয় না। উপরন্তু এ যুগে প্রকৃত বন্ধুই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ যুগে মানুষের অন্তর বিকৃত হয়ে গেছে। দুষ্কৃতি হচ্ছে তাদের স্বভাব আর সৎকর্ম হচ্ছে গতানুগতিক অনুকরণ।"

---

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[১৭] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫; ড. আহমদ হায়কল, *তাতাওউরুল আদবিল হাদীস ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৪ খ্রি.), ৬ষ্ট সংস্করণ*, পৃ. ৩২

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ শিহাবউদ্দীন আল আলূসী এর কবিতা-[১৮]

أهيم بآثار العراق وذكره + وتغدو عيوني من مسرتها عبري

وألثم أخفافا وطئن ترابه + وأكحل أجفانا بتربته العطري

وأسهر أرعى في الدياجي كواكتا + تمر إذا سارت على ساكني الزورا

وانشق ريح الشرق عند هبوبها + أداوي بها يامي مهجتي الحرا

"ইরাকের নিদর্শন ও স্মৃতির প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে পড়েছি এবং আমার চক্ষুগুলো আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করছে। আমি এমন সব পা চুম্বন করছি, যেগুলো তার ভূমিতে বিচরণ করেছে এবং তার সুরভিত মাটি দ্বারা চোখের পলকগুলোতে সুরমা লাগচ্ছি। আমি অন্ধকারে নক্ষত্রগুলো দেখে দেখে বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছি। সেগুলো অন্ধকারের সাথে সাথে বাগদাদ নগরীর অধিবাসীদের ওপর দিয়ে পরিভ্রমণ করছে। পূবালী হাওয়া প্রবাহের সময় আমি প্রাণ ভরে শ্বাস নিই। উহার দ্বারা আমি আমার হৃদপিণ্ডকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করি।"

এই সময়ের কবিগণ শব্দ ও বাক্যের শোভা বর্ধনে বেশী মনোযোগ দিতেন। আমরা শায়খ আলী দরবেশ এর কবিতার উল্লেখ করতে পারি। কবিতার প্রতিটি শব্দ (ع) 'আইন অক্ষর দিয়ে শুরু করেছেন।

على على عينيك عذل عواذلى + عذات عليها عند عاشقها عذب

عذارك عذرى عجب عطفك عدتي + عيونك عضبى عاد عائبها عضب

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ শিহাব আল মিসরি এর গুনগান বর্ণনামূলক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য-[১৯]

راح دن أدرت أم ذوب ورد + رق إذ دار دون آس وورد

رب روض اراك دوح أراك + دون أوراق ورده راق وردى

إن ذوى زاره وازن رواه + در ودق ورده أى رد

অবশ্য এই যুগের শেষ পর্যায়ে আরবী কবিতায় নতুনত্ব আনয়নের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন রিফায়া বেগ তাহতাবী এবং তার ছাত্র সালেহ মজদী। তারা আরবী সংস্কৃতির সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মেল বন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাহতাবী দেশাত্ববোধক কবিতা (الشعر الوطني) এবং বীরত্বগাঁথা সংগীত (الاناشيد الحماسية) রচনা করেন। এই জন্য তাকে এই যুগের দেশাত্ববোধক কবিতা ও সংগীতের পথিকৃৎ বলা হয়। তাতে কবিতা ও সংগীতে نشيد الثورة الفرنسيس ও نشيد المارسيليز এর প্রভাব বিদ্যমান।[২০]

রিফা'আ বেক তাহতাবীর দেশাত্ববোধক কবিতার নমুনা-[২১]

[১৮] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৯

[১৯] ড. আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২

[২০] ড. আহমদ হায়কল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫, ৩৭

[২১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

ولئن حلفت بأن مصر لجنة + وقطوفها للفائزين دوانى

والنيل كوثرها الشهى شرابه + لأبر كل البر في أيمانى

"যদি আমি শপথ করে বলি যে, মিসর একটি বাগান। আর উহার ফলের থোকা বিজয়ীদের জন্য উপহার স্বরূপ। নীলনদ হলো উহার আবে কাউসার যার পানীয় অত্যন্ত লোভনীয়। প্রতিটি পূণ্য কাজের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি পুরণ করা হয়।"

তার বীরত্ব গাঁথামূলক সংগীত-[২২]

يا أيها الجنود + والقادة الأسود

إن أمكم حسود + يعود هامى المدمع

"হে সৈন্যদল এবং কৃষ্ণবর্ণের নেতা । তোমাদের মাতা তোমাদের নিয়ে ঈর্ষা করে। অশ্রু সজল নেত্রে প্রত্যাবর্তন করে গুরুত্বপূর্ণ খবর।"

আধুনিক আরবী কবিতায় সংগীত বিষয়ে রিফা'আ বেক নতুনত্ব আনয়ন করেছেন।[২৩] যেমন:

يا حزبنا قم بنا نسود + فنحن في حربنا أسود

عند اللقا بأسنا شديد + هام عدانا لنا حصيد

حامى حمى مصرنا سعيد + في عصره مجدنا يعود

"হে আমাদের সেনাদল আমাদেরকে নিয়ে অগ্রসর হও। যুদ্ধের ময়দানে আমরা নেতৃত্ব দিব।সম্মুখ সমরে কঠিন বিপদ আপতিত হবে। আমাদের শত্রুদের ভালোবাসা হলো আমাদেরকে হত্যা করা খেদিভ সাঈদ আমাদের মিসরকে রক্ষা করবে। তার যুগে সম্মমান মর্যাদা ফিরে আসবে।"

ফুলের গুণাগুণ বর্ণনা করে নাসিফ আল ইয়াজীযি বলেন-[২৪]

مر النسيم على الرياض مسلما + سحرا فرد هزارها مترنما

وحنى إليه الزهر مفرق رأسه + أدبا، ولو ملك الكلام تكلما

يا حبذا ماء الغدير وشمسه + تعطيه دينارا فيقلب درهما

"প্রভাতের সমীরণ বাগানের উপর দিয়ে শান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রত্যুষে বাগানের বুলবুলি, পাপিয়া (গায়ক পাখি) গান ধরেছে। বাগানের ফুল বাতাসে বিনয়ের সাথে দুলছে। যদি কথা বলতে পারতো তবে কথা বলতো। পুকুরের পানি আর উহার সূর্য কতইনা সুন্দর! যেটি উহাকে দীনার প্রদান করছে আর সে দেরহামে পরিবর্তন করছে।"

---

[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

[২৪] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

পদার্পন স্তরে (১৮৬৩-১৮৮২ খ্রি.) কবিতার অবস্থা

ইসমাঈল পাশা মিসরের সিংহাসনে আরোহণের সময় (১৮৬৩ খ্রি.) থেকে উরাবী বিপ্লব ও কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশ (১৮৮২ খ্রি.) পর্যন্ত সময় আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে مرحلة الانتقال বা পদার্পন পর্ব বা অন্তবর্তীকালীন পর্যায় হিসেবে পরিচিত।

ইসমাঈল পাশা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মিসরকে সর্বক্ষেত্রে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। তার এই রেনেসাঁ আন্দেলন শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং সাহিত্য সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট জোরালো ছিল। এই রেনেসাঁয় কবিতা আরো সচেতন ও অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে উঠলো। অতঃপর উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হলো । কবিতা তার পশ্চাদপদতার জায়গায় থেমে থাকেনি। বরং কবিদের একটি দল কাব্য প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। তারা বাক্য ও শব্দের আলংকারিক বাহুল্যের ভিতর দিয়েও নিজেদের স্বতন্ত্র ও নিজস্বতা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন।[২৫]

ইসমাঈল পাশার সময়ে রেনেসাঁর উন্নতি, অগ্রগতি আরো বেগবান হয়। ইউরোপের সাথে মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। তার সময়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচ্চশিক্ষা মিশন পুনরায় চালু হয়। এই উচ্চশিক্ষা মিশনের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আরবী সাহিত্যে পড়ে। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ কর্ম এ সময় কিছু কিছু হয়েছে। বিশেষ করে উপন্যাস ও নাটক সাহিত্যের কথা আমরা বলতে পারি। এ যুগের কবি সাহিত্যিকগণ এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। তবে তারা এগুলোকে সুষ্টিশীলতার দৃষ্টিতে গ্রহণ করেনি। কেননা তাদের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা পূর্ববর্তী উসমানীয় ইনহিতাত যুগের গতিধারায় সীমাবদ্ধ ছিল। কাজেই দেখা যায় কবিতার আঙ্গিক, ভাবার্থ, আবেগ-অনুভূতি প্রাচীন ধারায় রয়ে গেছে। এ পর্যায়ে অধিকাংশ কবি প্রাচীন রীতি পদ্ধতির উপর বহাল থাকে। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু কবি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনয়ন করতে সচেষ্ট হন। তবে সার্বিকভাবে প্রচলিত কাব্যধারার প্রভাব এবং বাক্য ও শব্দের অলংকারের বেষ্টনী থেকে বের হয়ে আসতে পারেন নি।[২৬]

এ পর্যায়ে কিছু কিছু কবি সেই প্রাচীন নিগড় থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তারা দুর্বুধ্য শব্দচয়ন, অলংকারপূর্ণ বাক্য ব্যবহার, দুর্বল চিন্তাধারা ও অনুন্নত ভাবধারার অনুসরণে কবিতা রচনা করতেন। সায়্যিদ আলী আবু নছর ও শায়খ আলী আল লাইছী অন্যতম।

আবার কিছু কবি পূর্ববর্তীদের বাক্যরীতি অনুসরণ করলেও তারা কাব্য প্রতিভাকে শানিত করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই ধারার কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছে মাহমুদ সাফওয়াত আস সা'আতী, ইবরাহীম মরজুক ও সালেহ মাজদী।

এই সময় কবিদের অন্য একটি দল আমরা দেখতে পাই যারা স্বীয় ব্যক্তিত্বে মনের মাধুরী মিশিয়ে কবিতায় নতুনত্ব আনয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এবং তাদের সাহিত্যকে আরো বর্ণিল করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। তারা

[২৫] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[২৬] উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

তাদের এই প্রচেষ্টায় অনেক সময় সফলতা লাভ করেছেন সত্য কিন্তু তারা পূর্বে প্রাপ্ত সাহিত্যের প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়নি। ফলে তাদের কবিতা সাহিত্য পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করেই অগ্রসর হয়েছে। এই ধারার কবিদের মধ্যে আমরা আবু আবদুল্লাহ ফিকরী (মৃ. ১৮৮৯ খ্রি.) এর নাম উল্লেখ করতে পারি।

ইসমাঈল পাশার শাসনামলের শেষের দিকে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর হাত ধরে আরবী কবিতা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। এ প্রসঙ্গে উমর আদ দাসূকী বলেন, [২৭]

قد ظهر في اخريات عصر اسماعيل فجر نهضة جديدة في الادب

"ইসমাঈল পাশার যুগের শেষের দিকে আরবী সাহিত্যে আধুনিক রেনেসাঁর উষাকাল প্রকাশিত হয়।"

এই স্তরে আরবী কবিতার উদ্দেশ্য

এ পর্যায়ে কবিতা যেসব উদ্দেশ্য ও বিষয়ে রচিত হয়েছিল যেমন, মাদাহ বা প্রশংসাগীতি, হিজা বা ব্যঙ্গ, ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক, রাছা বা শোঁকগাথা, গযল বা প্রেমবিষয়ক সহ অন্যান্য বিষয় প্রথম পর্যায়ের কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে এ পর্যায়ে নতুন বিষয় ও ভাব সম্বলিত কোন কবিতা দৃষ্টি গোচর হয় না। এর কারণ হলো, জীবন ধারায় এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি, যা কবিদেরকে সজাগ করে তুলতে পারে। তা ছাড়া এমন কোন কবিরও জন্ম হয়নি যিনি নতুন জীবনকে কবিতার অভিনব পদ্ধতি ও স্টাইলে ফুটিয়ে তুলতে বা চিত্রিত করতে সক্ষম হন।

এই স্তরে আরবী কবিতার ভাব

এসব কারণে কবিতার ভাব ও চিন্তধারা পূর্বের মত থেকে যায়। কবিতায় বিশেষ কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। তবে এ পর্যায়ে কবিতার আঙ্গিক, রূপকল্প ও শৈল্পিকতায় কিছুটা পরিবর্তনের ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। শব্দ প্রয়োগের বিধি নিষেধ থেকে কবিতা অনেকাংশে মুক্তি লাভ করে।

এই স্তরে আরবী কবিতার রচনারীতি

পদ্ধতিগত দিক দিয়ে আলংকারিক শব্দ চয়ন, কবিতায় ভাবের চেয়ে শব্দ চয়নে অধিক গুরুত্ব প্রদানের মত সীমাবদ্ধতা থেকে এ পর্যায়ের কবিতা মুক্তি লাভ করে। ফলে কবিতা পূর্বের মত শব্দ চয়নের দোষ ত্রুটি, দুর্বোধ্য ও আলংকারিক দুর্বলতা থেকে অনেকটা সরে এসে কবিতার ভাব ও পদ্ধতিতে নতুনত্বের আভাস পরিলক্ষিত হয়।[২৮]

দ্বিতীয় স্তরে কবিতার উন্নতিতে নিম্নের কারণগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে:

এক: আধুনিক রেনেসাঁর দিক নির্দেশক ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব। সেই রেনেসাঁর সূচনা হয়েছিল ইসমাঈল পাশার যুগে মিসরে। অতঃপর আরব বিশ্ব তার পদাংক অনুসরণ করে।

[২৭] উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২, ১২৩; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[২৮] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দুই: দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা প্রতিষ্ঠা। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারের ভূমিকা। দামিশক পাঠাগার ও অনুরূপ অন্যান্য পাঠাগারের ভুমিকা।

তিন: দারুল 'উলুম প্রতিষ্ঠা। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া একদল প্রতিভাবান ছাত্রের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সংরক্ষণ ও সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

চার: মিসর তথা সমগ্র আরব বিশ্বে বিভিন্ন রকমের পত্র পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশনার সূচনা। এসব পত্রিকা ও সাময়িকীতে কবি সাহিত্যিকদের কবিতা ও লেখা প্রকাশ করে নতুন দিগন্তের উন্মোচন।

পাঁচ: ছাপাখানার বদৌলতে প্রাচীন কবিতার দিওয়ান প্রকাশিত হওয়া।

ছয়: মাহম্মদ আলী পাশা আল আযহারের যে সব বিদ্বান ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসবে ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন তাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। স্বদেশে ফিরে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞান, কবিতা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক নব জাগরণ সৃষ্টির অনন্য প্রয়াস চালান।[২৯]

এই পর্যায়ে কবিদের কিছু কবিতা,

আবদুল ফিকরী তার কবিতায় বিভিন্ন বস্তুর উপমা পেশ করতেন। ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গারের মধ্যে প্রজ্জলিত আগুনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-[৩০]

كأنما الفحم ما بين الرماد وقد + أذكت به الريح وهنا ساطع اللهب

أرض من المسك كافور جوانبها + يموج من فوقها بحر من الذهب

"মনে হয় যেন ভস্ম আচ্ছাদিত উজ্জল অঙ্গার, যাকে বাতাস প্রজ্বলিত করে তোলে। যেন মিশক সুরভিত ভূখণ্ড যার চারপাশ সুগন্ধময়। যার উপরে তরঙ্গায়িত হচ্ছে স্বর্ণের সমুদ্র।"

মাসের প্রথম তারিখের সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন-[৩১]

وبدر تبدّى شاهراً سيف جفنه + فروّع أهل الحب من ذلك الشهر

وليلة أبصرنا هلال جبينه + علمنا يقينا أنها غرّة الشهر

"প্রতি মাসে পূর্ণিমার চাঁদ উদ্ভাসিত হয় কোষমুক্ত তরবারির মত। ঐ মাসের চাঁদ প্রেমিকদেরকে মুগ্ধ করে। উহার ললাটে যখন দেখতে পেলাম নতুন চাঁদ তখন আমরা নিশ্চিত হলাম এটি মাসের সূচনা।"

তার কবিতায় পূর্ববর্তী কবিদের মতো বিচক্ষণতার ছাপ লক্ষ্যণীয়। তাৎক্ষণিক তিনি উত্তর দিতেন কবিতার ভাষায়। জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, (كيف اصبحت) সকাল কেমন কাটালেন? তাৎক্ষণিক তিনি বললেন-[৩২]

---

[২৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

[৩২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

أصبحت من فرط وجدي فيك ذا شجن + وكانت الروح كادت أن تفارقني

فمذ لقيتك كل الهم فارقني + وألف الله بين الروح والبدن

"তোমার প্রতি আমার অধিক অনুরক্ততার কারণে দুঃখ ক্লিষ্ট অবস্থায় আমি সকালে উপনীত হলাম। আর তখন আমার প্রাণ বায়ু বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আর তোমার সাথে সাক্ষাতের পর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে। মহান আল্লাহ প্রাণ আর শরীরের মাঝে মিল সাধন করুন।"

মাহমুদ সাফওয়াত সা'আতী (মৃ. ১৮৮০ খ্রি.) শরীফ ইবনে আউনের প্রশংসা ও তার শত্রুদের নিন্দামূলক কবিতায় বলেন-[৩৩]

فويل لقحطان وكهلان رهطهم + اذا ارتكبوا أمرأ عسيرا فأجهدأ

اثاروا لهم نقعا كحلت عيونهم + به وجعمت السمهرية مرودا

وماهم من الصيد الكماة وانما + استأئد السنور لما تفردا

أمن حمير أم لؤي بن غالب + قد اختار رب العالمين محمدا

أليسوا بني من أغرق الفأر أرضهم + فكيف بهم والعاديات بهم غدا

তার শিক্ষকের মৃত্যুতে রাছা বা শোকগাঁথা কবিতায় বলেন-[৩৪]

يا شمس فضل فدتك الشهب قاطبة + إذ عنك لا أنجم تغني ولا شهب

لما أصابك لا قوس ولا وتر + سهم المنية كاد الكون ينقلب

ما حيلة العبد والأقدار جارية + العمر يوهب والأيام تنتهب

لو افتدتك المنايا عندما فتكت + بخيرنا لفدتك العجم والعرب

وأمست لفقدك عين العلم سائلة + ترجو الشفاء وأنّى ينجح الطلب

" হে মর্যাদার সূর্য সব জ্যোতিষ্ক তোমার জন্য নিবেদিত। কেননা তুমি অভাব মুক্ত তারকারাজি ও জ্যোতিষ্ক সমূহ থেকে। যখন তুমি আক্রান্ত হয়েছো সেটা ধনুকও নয় তীরও নয়। বরং তা মৃত্যুর তীর ফলে পৃথিবী উলট পালট হওয়ার উপক্রম। এ ক্ষেত্রে বান্দার কোন কৌশল কার্যকর নয় বরং তাকদীরই কার্যকর হয়। আয়ুষ্কাল দান করা হয় আর যুগের দুর্বিপাক তা সময় মত ছিনিয়ে নেয়। মৃত্যু যদি তোমার বিনিময় গ্রহন করতো, যখন তা আমাদের উত্তম ব্যক্তির উপর আপতিত হলো। তবে আরব অনারব সবাই তোমার জন্য উৎসর্গিত হতো। তোমাকে হারিয়ে জ্ঞানের প্রবাহমান ঝর্ণাধারা আরোগ্য কামনা করছে। আর এই কামনা কি সফল হবে? "

[৩৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[৩৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্মৃদ্ধ স্তরে (১৮৮২-বর্তমান) কবিতার অবস্থা

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'উরাবী পাশার বিপ্লব ও মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সম্মৃদ্ধ পর্বের সূচনা হয়ে। এ প্রসঙ্গে আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ বলেন,[৩৫]

ظهرت طلائع النهضة الشعرية في مصرحين ظهرت فيها طلائع الثورة التي عرفت باسم الثورة العرابية-

"'উরাবী বিপ্লব নামে পরিচিত বিপ্লবের অগ্রপথিকদের আত্ম প্রকাশের সাথে মিসরে কাব্যক্ষেত্রে রেনেসাঁর অগ্রপথিকদেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে।"

কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আরবী কবিতায় সম্মৃদ্ধ পর্বের সূচনা হয়। আরবী কবিতায় দৃশ্যমান পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময় আরবী কবিতা এক বড় ধরনের উন্নতি ও অগ্রগতির উচ্চ সোপানে পৌঁছে যায়। প্রকৃত-পক্ষে কবিতা তার যুগের এবং সমকালীন মানুষের দর্পণে পরিণত হয়। তৎকালীন আরব বিশ্বের সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আধুনিক আরবী কবিতার অগ্রগতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছে। বিদেশী উপনিবেশ শক্তি আরববাসীর উপর চেপে বসে। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলে। অতি প্রিয় পবিত্র ভূমির অবমাননা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে আঘাত হানে। আরব বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ ঔপনিবেশিক শক্তির ভাণ্ডারে পরিণত হয়। এমন এক পরিবেশে কবিতা অগ্রসর হতে থাকে। এ সময় কবিতা আরব জাতীর সর্বপ্রকার প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছে। স্বাধীনতাকামী সংগ্রামীদের প্রয়াস লিপিবদ্ধ করেছে। তরুণ যুবকদের মধ্যে সাহস ও বীরত্বের প্রেরণা দান করেছে। এবং সাম্রাজ্যবাদীদের স্বৈরাচারী আচরণ ও তাদের যন্ত্রনাদায়ক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তিরস্কার ও তাদের করুণ পরিণতির বাণী শুনানোর দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী ছিলেন এই রেনেসাঁর নিশানবরদার। আরবী কবিতায় তিনি স্বর্ণযুগের সেই স্টাইল ফিরিয়ে আনেন। কবিতায় এমন প্রাণশক্তি সৃষ্টি করেন যা সমকালীন জীবনের যাবতীয় বোঝা বহনের উপযোগী। এবং কবিতা জীবনের আশা-আকাংখা ব্যক্ত করার মত শক্তিমান হয়ে ওঠে। তার পরে আবির্ভাব হয় কবি আহমাদ শাওকী (মৃ. ১৯৩২ খ্রি.) ও হাফিজ ইব্রাহীমের (মৃ. ১৯৩২ খ্রি.)। তাদের দুজনের প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা আধুনিক যুগে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে যায়। এই সময় কবিতার ভাব, বিষয়বস্তুর পরিধির বিস্তৃতি ঘটে, রীতিপদ্ধতির উন্নতি হয়। কবিতা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে বেষ্টন করে নেয়। জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সমস্যা-সংকট, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অত্যন্ত শক্তিশালী রীতি-পদ্ধতি, বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট ভাষায় এবং অতি সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করতে থাকে। এ সময় শাওকী ও হাফিজের পাশাপাশি আরব বিশ্বে আরও বেশ কিছু উঁচুমানের অগ্রগামী কবিরও আবির্ভাব ঘটে। যেমন ইরাকের মারূফ

[৩৫] আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ, শু'আরাউ মিসর ও বীআতুহুম ফীল জায়লিল মাজী (কায়রো : দারু নাহদাতি মিসর, তাবি), পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

আর রূসাফী (১৮৭৫- ১৯৪৫ খ্রি.), আয যাহাবী (১৮৬৩- ১৯৩৬ খ্রি.), সিরিয়ায় বাশশারাহ আল খুরী, খলীল মারদাম (১৮৯৫-১৯৫৯ খ্রি.), প্রমুখের ন্যায় আরো অনেক কবি। তাছাড়া মিসরে শাওকী ও হাফিজের সমকালীন আরো অনেক কবি ছিলেন যারা এ দুজনের অনুকরণে কাব্যচর্চা করেছেন। যেমন ইসমাঈল সাবরী (১৮৫৪- ১৯২৩ খ্রি.), আহমদ নাসীম, মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব (১৮৭০- ১৯৩১ খ্রি.) প্রমূখ নতুনত্বদানকারী কবি সম্প্রদায়।[৩৬]

অতঃপর প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ যখন আরো সুদৃঢ় হয় তখন আরব সংস্কৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। আরবী কবিতা গভীর দৃষ্টিতে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার কবিতা প্রত্যক্ষ করে। এ সময় আরব বিশ্বের একদল কবি এই নতুন সাহিত্য-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হলেন। তারা তাদের সাধ্যমত এর থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করলেন। আর তাতে তাদের কবিতায় এক নতুন রূপ ও চিত্র ফুটে ওঠে। তাতে প্রতিফলিত হয় পাশ্চাত্যের প্রাণশক্তি। সে কবিতা হয় দুই সংস্কৃতির মিলনস্থল । এই দলের শীর্ষস্থানে রয়েছেন, 'আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.), আব্দুর রহমান শুকরী (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি.), ইবরাহীম আল মাযিনী (১৮৯০-১৯৪৯ খ্রি.), খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) এবং তাদের মত আরও বহু কবি রয়েছে যারা আরবী কবিতাকে আধুনিক ইউরোপীয় কাব্যপদ্ধতি ও ধারার অনুসারী করার চেষ্টা করেন।[৩৭] আবার অন্যদিকে শাওকী, হাফিজ ও আল 'আক্কাদ এমন একদল কবি সৃষ্টি করেন যারা আরবী কবিতার প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রবল প্রাণশক্তি সংরক্ষণে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। আযীয 'আবাজা (জন্ম: ১৮৯৮ খ্রি.), মাহমুদ গুনায়ম (জন্ম: ১৯০১ খ্রি.), 'আলী আল জারিম, মুহাম্মদ আল আসমার (১৯০০-১৯৫৬ খ্রি.) প্রমুখের মত কবি যারা আরবী কবিতার সেই প্রাচীন ঝর্ণাধারার প্রবাহ অব্যাহত রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা আবার প্রাণশক্তি ফিরে পায়। আরবী কবিতা দীর্ঘ জড়তা ঝেড়ে ফেলে সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আরবী কবিতার এই গতিধারা বর্তমান অবদি অব্যাহত রয়েছে।[৩৮]

এই স্তরে কবিতার ভাব

সমৃদ্ধ পর্বে আরবী কবিতার ভাব ও রীতি-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় কবিতার আঙ্গিক, রীতি-পদ্ধতি ও ভাবের যথেষ্ট উন্নতি ও অগ্রগতি ঘটে এবং ভাব ও অর্থের পরিধির বিস্তৃতি ও দৃঢ়তা লাভ করে। মানুষের নতুন জীবন ও সংস্কৃতি থেকে বহু কিছু গ্রহণ করে। আরব কবিগণ আরবীয় ভাব ও দর্শনের সাথে নতুন নতুন ভাব ও অর্থ সংযুক্ত করেন। তারা যে সকল চিন্তা ও ধ্যান ধারনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যথোপযুক্ত ভাবে উপাস্থপন করেছেন। ফলে সে সব কবিতা ভাবের

[৩৬] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩
[৩৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

গভীরতায়, শিল্প নৈপুণ্যে এবং উপস্থাপনার অভিনবত্বে অনন্য হয়ে উঠেছে। দার্শনিক চিন্তা-দর্শন যুক্ত হওয়ায় সে ভাবের গভীরতা, শক্তি ও প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই স্তরে কবিতার রচনারীতি

কাব্য রীতিতে এসেছে সূক্ষ্মতা। ভাষা হয়েছে সহজ ও সাবলীল। নতুন নতুন বাক্য ও শব্দ কবিতায় ব্যবহার হয়েছে। পূর্বে আরবী কবিতায় কৃত্রিম শব্দ ও বাক্যালংকারের যে ব্যবহার ছিল এ যুগে তা থেকে কবিতা মুক্ত হয়। তেমনিভাবে মুক্ত হয় অতিকথন ও অতিরঞ্জন থেকেও। কবিগণ রেনেসাঁ সম্মৃদ্ধ নতুন জীবন থেকে কবিতার নতুন আঙ্গিক ও নতুন ভাবধারা কবিতায় প্রয়োগ করেছেন। কবিতাকে সুন্দর ধারায় উপস্থাপন করেছেন। কবিতায় অতিরঞ্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করেছে। ফলে সাধারণ মানুষের নিকট কবিতার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৩৯]

সমৃদ্ধ স্তরে আরবী কবিতার উন্নতিতে যে বিষয়গুলো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে তা নিম্নরূপঃ

১. কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্মপ্রকাশ। সত্যিকার অর্থে তিনি একজন দিশারীর ভূমিকা পালন করেন যার কণ্ঠস্বরে আরবী কবিতা গভীর নিদ্রা থেকে জেগে ওঠে এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

২. ছাপাখানা ও গ্রন্থাগারের ব্যাপক বিস্তৃতি। প্রাচীন আরবী কবিতার অসংখ্য দিওয়ান ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া। ক্রয় অথবা ধার হিসেবে গ্রন্থ গুলো পাওয়ার সহজলভ্যতা।

৩. শাওকী, হাফিজ, সাবরী, মুহাররাম, নাজী, ইবরাহীম, মাহমূদ, ত্বাহা প্রমুখের মত একদল অসাধারণ প্রতিভাধর কবির আবির্ভাব। অনুজ কবিদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে বিরাট প্রভাব।

৪. আরবীয় সংস্কৃতির সাথে ইউরোপীয় সংস্কৃতির যোগযোগ ও সম্পর্ক । যেটি অনুবাদ ও উচ্চশিক্ষা মিশনে পাশ্চাত্য গমনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে।

৫. কবিতার প্রতি রাষ্ট্রের গুরুত্ব প্রদান, কবিতা রচনার জন্য কবিদের উৎসাহ প্রদান, বিভিন্ন উপলক্ষে কবিদেরকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, উপহার ও ভাতা প্রদান।

৬. বিভিন্ন সাহিত্য-সংগঠনের আত্মপ্রকাশ যেগুলো কবিতার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। কবিতা রচনা, কবিতা পাঠ, কবিতার আসর ইত্যাদি সাহিত্যাঙ্গনকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। যেমনঃ এ্যাপোলো সাহিত্যগোষ্ঠী, আধুনিক সাহিত্য সংঘ, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা।

৭. আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ, উন্নতি, ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রচেষ্টা। এ ক্ষেত্রে যার শীর্ষে রয়েছে মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, দারুল উলূম। আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।[৪০]

---

[৩৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[৪০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০, ৬১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতি প্রকৃতি

১৭৯৮ খ্রি. ফরাসী সমর নায়ক নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ের মাধ্যমে আরব রেনেসাঁর সূচনা হয়। এই রেনেসাঁর মাধ্যমে প্রাচ্য পাশ্চাত্যর মেলবন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় সুসংহত হয় । রেনেসাঁর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে। এই রেনেসাঁর ছোঁয়ায় মিসরবাসী ও আরব বিশ্ব নতুনভাবে জাগরিত হলো। বিশেষ করে আরবী সাহিত্য ও কাব্য ক্ষেত্রে রেনেসাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। রেনেসাঁর বদৌলতে আরবী কবিতায় নতুনভাবে জাগরণের সৃষ্টি হয়। রেনেসাঁর কারণে আরবী কবিতায় ক্রমোন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়। আধুনিক আরবী কবিতা বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে। রেনেসাঁয় অবগাহন করে কবি সম্প্রদায় আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। আধুনিক আরবী কবিতা উন্নতি লাভ করেছে। কবিতার এই উন্নতির পেছনে বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠী অবদান রেখেছে। কবিতার এই উন্নতি ও অগ্রগতিতে রেনেসাঁর গতি প্রকৃতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করার প্রয়াস পাব।

আধুনিক যুগে কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্ন প্রকাশ হতে আরবী কবিতা অগ্রগতির পথে চলতে শুরু করে। তিনি কবিতার সমৃদ্ধি ও প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনেন। তিনি দূর্বল রচনারীতি থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে এবং কবিতার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। কবি বারূদীর পরবর্তী পর্যায়ে তার ছাত্রগণ তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তারা কবিতায় অর্থগত প্রাচুর্য, উত্তম রচনারীতি, উদ্দেশ্য ও বিষয়গত প্রশস্ততা আনয়ন করেন। আরবী কবিদের কোন কোন দল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী হন। তারা পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চিন্তাধারা ও ভাবধারা গ্রহণ করে কবিতা চর্চায় অগ্রসর হন। তারা পাশ্চাত্য কাব্যধারায় আরবী কবিতায় নতুনত্ব আনয়ন করতে প্রয়াসী। এমন প্রেক্ষাপটে আরবী সাহিত্য বিশারদগণ আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন বাহ্যিক দিক পর্যবেক্ষণ করেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে কবিগণের কাব্যিক গতি প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করেন। তারা কবিদের কবিতার এই গতিধারাকে বিভিন্ন স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আধুনিক যুগে কবিতার স্কুলগুলো আরবী কবিতার বহুমুখী উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে।[১] স্কুল গুলো হলো:[২]

১. مدرسة الاحياء والبعث (নবজাগরণ স্কুল)

২. مدرسة التجديد الشعرية (কাব্যসংস্কার স্কুল)

---

[১] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৬২

[২] ড. আমের রেজা, *আশ শি'রুল 'আরবী আল হাদীস ওয়াল মু'আসির (লেবানন: মরকাযুল জায়ল, আগষ্ট ২০১৬ খ্রি.)*. পৃ. ৩৭, ৫১

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যসংস্কার স্কুলকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

এক: مدرسة الديوان (আদ দীওয়ান স্কুল)

দুই: مدرسة ابولو (এপোলো স্কুল)

তিন: مدرسة المهجر (মাহজার স্কুল)

নবজাগরণ স্কুল

আরবী সাহিত্যে নবজাগরণ স্কুলকে আরবী সাহিত্য বিশারদগণ বিভিন্ন নামে পরিচয় প্রদান করেছেন। যথা:

এক: مدرسة المحافظين (রক্ষণশীল কবি সম্প্রদায়)

দুই: مدرسة المقلدين (অনুকরণশীল কবি সম্প্রদায়)

তিন: مدرسة الكلاسكية (ক্লাসিক কবি সম্প্রদায়)

চার: مدرسة الاحياء والبعث (পূনর্জাগরণ কবি সম্প্রদায়)

পাঁচ: مدرسة الاتباعية (প্রাচীনপন্থী কবি সম্প্রদায়)

১৭৯৮ খ্রি. মিসরে ফরাসী হামলা থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়কে সাহিত্য সমালোচকগণ আধুনিক যুগ বা পূনরুত্থান ও জাগরণের যুগ নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই সময়ে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতিকে তারা দুই ধারায় বিভক্ত করেছেন।

এক: الاتجاه الاحيائي (জাগরণমূলক গতিধারা)

দুই: الاتجاه الرومانسي রোমান্টিক গতিধারা)

বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক শালতাগ 'আবুদ বলেন, জাগরণমূলক গতিধারার সময় কাল مدرسة الشعر الحر বা মুক্ত কবিতার প্রকাশ কাল পর্যন্ত।

নবজাগরণ স্কুলের প্রতিষ্টাতা কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী। উসমানী যুগে কবিতা ছিল কৃত্রিম ও পশ্চাদপদ। এই বিষয়ে কবিগণ তেমন উন্নতি করতে পরেনি। অথচ এটা প্রয়োজন ছিল যে, জড়তার প্রাচীর চুরমার করে কাব্য আন্দোলনে রেনেসাঁ আনয়ন করা। অতঃপর কবি বারূদী কবিতার নবজাগরণ আন্দোলন শুরু করেন। প্রাচীন কবিতার এই নবজাগরণ উসমানী যুগের পশ্চাদপদ কাব্যধারার বৃত্ত থেকে কবিতাকে বের করে আনে। এই অনুকরণমূলক গতিধারায় তিনি আরবী কবিতার অনুকরণমূলক উদ্দেশ্য সমূহ যথা: মাদাহ, হিজা, ফখর, রিছা ইত্যাদি বিষয়ে নতুন ভাবধারায় কবিতা রচনা করেছেন।[৩]

[৩] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭, ৩৮; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

নবজাগরণ স্কুলের সূচনা পর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আরবী কবিতা উসমানী যুগের কবিতার মতই ছিল। এই সময়ের কবিগণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দল উসমানী রচনারীতির কাব্যধারা থেকে কবিতাকে মুক্তকরনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। যেমন: হসান আত্তার উসমানী যুগের কৃত্রিমতার গন্ডি থেকে কবিতাকে মুক্ত করে জাগরণ সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আত্ম নিয়োগ করেন। এই দলভূক্ত অন্যান্য কবিগণের মধ্যে রয়েছে সিরিয়ার সায়্যিদ আলী দরবেশ, মু'আল্লিম বুতরুস কারামা, ইরাকের নাসিফ আল ইয়াজিযী, শিহাবুদ্দীন আলূসী প্রমূখ অনুকরণপন্থী কবি সম্প্রদায়। তারা হলেন জড় পর্বের কবি সম্প্রদায়। নবজাগরণ স্কুলের সূচনা পর্বে দ্বিতীয় দলভূক্ত কবিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন, মাহমুদ সাফওয়াত আস সা'আতী, 'আয়েশা আত তায়মুরিয়া, আবদুল্লাহ ফিকরী, আব্দুল্লাহ আল লাইছি প্রমূখ। তারা হলেন পদার্পন পর্বের কবি সম্প্রদায়। তারা কবিতায় পরিবর্তন আনার চেষ্ট করেন। কিন্তু তারাও কৃত্রিমতা থেকে পুরাপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি।[৪]

নবজাগরণ স্কুলের আবির্ভাব হয় মূলত আধুনিক আরবী কবিতার সমৃদ্ধ পর্বে। কবি বারূদী কবিতার রচনারীতি, ওজন ও কাফিয়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে কবিতার সেই রওনক ফিরিয়ে আনেন যা দীর্ঘ শতাব্দীতে হারিয়ে গিয়েছিল। কবিতা রচনায় তিনি ছন্দ, মাত্রা, অর্থ, বিশুদ্ধ শব্দ চয়ন, কাব্যিক ভাষার উন্নতি, দূর্বল রচনারীতি থেকে সুদৃঢ় রচনারীতি, প্রাঞ্জলতা ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। কবিতার উদ্দেশ্য হিসেবে জাহিলী , উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগের বিষয়ের আলোকে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি বলেন-

تكلمت كالماضين قبلي بما جرت + به عادة الانسان أن يتكلما

فلا يعتمد ني با لاساءة غافل + فلابد لابن الايك أن يترنما

"আমি কথা বলেছি, আমার আগে অতীতের মতো, মানুষের কথা বলার রীতি অনুযায়ী,

অতএব আমার উপর নির্ভর করবে না কোন অজানা অপরাধের জন্য। অবশ্যই আইকের ছেলেকে গান গাইতে হবে।"

কবি বারূদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন কবি সম্রাট আহমদ শাওকী, হাফিয ইব্রাহীম, আহমদ মুহররম, ইসমাঈল সাবরী, আহমদ নাছীম, মুহাম্মদ আব্দুল মুত্তালিব প্রমূখ। কবি শাওকী তুর্কী ও ফরাসী সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন। এতদসত্ত্বেও শাওকীর কবিতার বিষয় ও রচনারীতিতে আব্বাসীয় নমুনা গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আব্বাসীয় কবি আবু নুওয়াস, বুহতরী, আবু তম্মাম, শরীফ রেজা, আবু ফরাস আল হামদানী, মুতানব্বীর রচনারীতি গ্রহণ করেছেন । এই সময় নাট্যকাব্য রচনা করে কবি শাওকী আধূনিক আরবী কবিতায়

[৪] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। নীল নদের কবি, মিসেরর জাতীয় কবি হাফিয ইব্রাহীম কবি বারূদীর মত ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেননি বরং প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। সামাজিক, দেশাত্ববোধক, শোক গাঁথা ইত্যাদি।[৫]

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহুর মৃত্যুতে রচিত শোকগাঁথা কবিতায় তিনি বলেন,[৬]

بكي الشرق فارتجبت له الآرض + وضاقت عيون الكون بالعبرات

ففي الهند محزون وفي الصين جازع + وفي مصر باك دائم الحسرات

وفي الشام مفجوع وفي الفرس نادب + وفي تونس ماشئت من زفرات

بكي عالم الاسلام عالم عصره + سراج الدياجي هادم الشبهات

"ক্রন্দন করছে প্রাচ্য তার জন্য পৃথিবী প্রকম্পিত হলো। অশ্রু দ্বারা বিশ্ববাসীর চোখ সংকীর্ণ হয়েছে। ভারতবাসী চিন্তাগ্রস্থ চীনের অধিবাসীরা নির্বাক, মিসরবাসী সর্বদাই চিন্তায় ক্রন্দনরত, সিরিয়াবাসী ভিত-বিহ্বল পারস্যবাসী বিলাপকারী আর তিউনিশিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, ইসলামী বিশ্ব ও তার যুগের আলেমগণ কাঁদতেছে। অন্ধকারের আলোকবর্তিকা যাবতীয় সন্দেহ সংশয় ধ্বংস কারী।"

কবি খলিল মাতরান প্রথম পর্যায়ে তাকলীদপন্থী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি জ্ঞানী গুণী, সাহিত্যিক সহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের শোকগাঁথা রচনায় পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তিনি ১১০ টি শোকগাঁথা রচনা করেন। তম্মধ্যে মুস্তফা কামিল, সা'দ জগলুল, জুরজী যায়দান অন্যতম। তিনি দেশাবত্ববোধক কবিতা রচনা করেছেন। তার দীওয়ানে দেশাত্ববোধক কবিতা রয়েছে।[৭] প্রথম পর্যায়ে তিনি আব্বাসীয় রীতিতে কবিতা রচনা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর তিনি আরবী কবিতায় নতুনত্ব আনয়নে কবিদের আহ্বান জানান। ১৯০৫ খ্রি. তিনি কবিতাকে প্রাচীনরীতি থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানান। ১৯০৮ খ্রি. তার দীওয়ান প্রকাশের পর বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়। তিনি কবিতাকে প্রাচীন কাব্যধারার রীতি ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করে আধুনিকতার দিকে ধাবিত করেন। [৮]

রোমান্টিক ধারা

রোমান্টিক কবিতা পাশ্চাত্যের কবিতার একটি ধারা। ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতার সূচনা হয় উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থের লিরিক্যাল বাউস প্রকাশের মাধ্যমে। যা ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭ খ্রি. টি. এস ইলিয়টের প্রসিদ্ধ কবিতা The love song of j. Alfred prufrock প্রকশিত হওয়ার পর এ যুগের অবসান

[৫] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪, ৬৬

[৬] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[৭] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[৮] আহমদ কাবিবশ, *ফী তারিখ আশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস (বৈরূতঃ দারুল জীল, তাবি)*, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। রোমান্টিকতার সংজ্ঞায় C.H. Herford বলেন, "Romanticism is the extraordinary development of imaginative sensivility." অর্থাৎ কাল্পনিক ইন্দ্রিয়পরায়নতার অসাধারণ উন্নয়নকে রোমান্টিকতা বলা হয়। Watts Dunton এর মতে "Romanticism is the renaissance of wonder" অর্থাৎ রোমান্টিকতা হলো বিস্ময়ের নবজাগরণ।[৯]

আরবী সাহিত্যে রোমান্টিকতাকে مذهب الابداعى, مدرسة الابتداعى الرومانسية , الرومانسية , الرومانطقية ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। আরবী সাহিত্য সমালোচকগণ এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাদের মতে এর শাব্দিক অর্থ الثورة বা জাগরণ। পারিভাষিক অর্থ, الثورة على الكلاسيكية او المذهب السلفي او الشعر التقليدي অর্থাৎ ক্লাসিক সাহিত্যে জাগরণ অথবা পূর্ববর্তীদের সাহিত্যে জাগরণ কিংবা অনুকরনপন্থীদের কবিতার জাগরণ।

রোমান্টিকতা প্রাচীনকাল হতে কবি লেখক, চিত্রশিল্পী ও ভাস্করদের হাতে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন: গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, মসীহ ও ইমরুল কায়েস এবং জাহিলী ও উমাইয়্যা যুগের অধিকাংশ কবিদের সাহিত্য কর্মে এর নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা রোমান্টিক স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আধুনিক আরবী সাহিত্যে রোমন্টিকতার সূচনা হয়। মিসরের কবি খলিল মতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.) ও মাহজারী কবি জিবরান খলিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১ খ্রি.) এর হাতে এটির সূচনা হয়। আরবী সাহিত্যে তাদের দুজনকে রোমান্টিক স্কুলের পথিকৃৎ ও প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। এক্ষেত্রে আব্দুর রহমান শুকরী (১৮৮৬-১৯৫৮ খ্রি.), আবু শাদী, আবুল কাসেম আশ শাবী, আবু মাজী ও বশশারা খুরী (১৮৮৫-১৯৬৮ খ্রি.) প্রমূখের নাম উল্লেখ করা যায়। কবিতায় রোমান্টিকতা সৃষ্টির পেছনে বেশ কিছু উপাদান কার্যকর ছিল। যেমন: ব্যক্তিকেন্দ্রিক জাগরণ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, বাণিজ্যিক ও শিল্প বিষয়ক তাৎপরতার কারণে মধ্যবর্তী দলের উদ্ভব। অভিজাত শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণচাঞ্চল্য। সংস্কৃতবান ব্যক্তিদের আত্মপ্রকাশ। প্রাচীন সাহিত্যে নবজাগরণ। কবিতায় রোমান্টিক স্কুল সৃষ্টির পেছনে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সম্পর্ক এবং কবি খলিল মতরান ও জিবরান এর পাশ্চাত্যে পড়াশুনা ও তাদের জীবনে ইউরোপীয় জীবন ধারার প্রভাব বিদ্যমান।[১০]

নবজাগরণ স্কুল এর বৈশিষ্ট্য

নবজাগরণ স্কুলের কবিতার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের কবিতা, সুস্পষ্ট শব্দ নৈপুণ্য, অলংকারিক শব্দ ও দুর্বোধ্য বাক্য ব্যবহার থেকে মুক্ত ছিল। কবিতায় উত্তম রচনারীতি ও উদ্দেশ্যের মহত্বতা এবং কাব্যিক গীতিময়তা

[৯] এম এইচ রহমান, *ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: সিয়াম প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.)*, পৃ. ১৪৭, ১৪৯

[১০] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯, ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান ছিল।[১১] কবিগণ মানুষের চিন্তাধারা ও সমাজ চেতনার প্রতি মনোযোগ দিতেন এবং এ লক্ষ্যে কবিতার উদ্দেশ্য ও বিষয়ের গতিধারায় নতুনত্ব আনয়নে গুরুত্ব প্রদান করতেন। যা পরবর্তী কবি সমপ্রদায় ও সাহিত্যের স্কুলগুলোতে আরো বলিষ্টতার সাথে বিকশিত হয়েছে।[১২] কবিতার বিষয়বস্তুগত গতি প্রকৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়েছে। যেমন: রাজনৈতিক, সামাজিক, ভাবোদ্দীপক ইত্যাদি। কবি শাওকীর হাতে নাট্যকাব্যের প্রকাশ। প্রাচীন পন্থীদের ভাব ও অর্থগত চিন্তাধারা বিলুপ সাধন করে অনুকরণপন্থীদের চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে। কবিতা আনুভূতিক ও ভাবের গভীরতা সম্পন্ন। প্রত্যেক কবির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি কবিতা কৃত্রিমতা মুক্ত, অলংকারিক শব্দের ব্যবহার বর্জিত, গীতিধর্মী, শব্দগত বিশুদ্ধতা ও কাব্যিক সৌন্দর্য বিকশিত হয়েছে। প্রাচীন রীতির পুনর্জাগরণ ও পুরাতন রচনাশৈলিতে নতুন ভাবধারার প্রকাশ।[১৩]

প্রাচীনপন্থী কবিগন আরবী কাব্যের স্টাইল ও কাঠামোগত ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে নতুন বিষয় ও ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। তারা হলেন কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী, হাফিয ইব্রাহীম, আহমদ শাওকী, মারুফ আর রুসাফী প্রমুখ।

কাব্যসংস্কার স্কুল

আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারায় কাব্যসংস্কার স্কুলের অবদান অনস্বীকার্য। ইহাকে مدرسة المجددين বা সংস্কারপন্থীদের স্কুলও বলা হয়। কাব্যসংস্কার স্কুল কয়েকটি সাহিত্যগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। যথা: [১৪]

এক: مدرسة الديوان (আদ দীওয়ান স্কুল)

দুই: مدرسة ابولو (এপোলো স্কুল)

তিন: مدرسة المهجر (মাহজার স্কুল)

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এমন একদল কবির আবির্ভাব ঘটলো যারা ইউরোপীয় সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে সংস্কৃতবান। এই যুগে কবিদের জীবনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ছিল। তারা অনুভব করলো রক্ষণশীল কবি সম্প্রদায় (مدرسة المحافظين) তাদের কবিতাকে জীবন ঘনিষ্ট এবং তাদের চতুস্পার্শে বিশ্ব জীবনধারার সাথে সম্প্রসারণ করতে পারেননি। বরং তারা কবিতার প্রাচীন বিষয় মাদাহ, রিছা, ওয়াসফ, গজল ইত্যাদি ক্ষেত্রে কবিতা রচনা করতেন।

---

[১১] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[১২] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

[১৩] http://www.marefa.orgالشعر العربي

[১৪] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

এই যুগের কবিরগণ উচ্চ মানবিকতা বোধ, মানুষের জীবনের কল্যাণ, অকল্যাণ, ভালো, মন্দ, দুঃখ-যাতনা, আনন্দ, বিশ্ব প্রকৃতি ও তার নিগুঢ় তথ্য ও রহস্য কবিতায় প্রকাশ করেন। এই সময় جماعة الديوان বা مدرسة الديوان এর প্রকাশ ঘটে।

মাদরাসাতু আদ দীওয়ান

মাদরাসাতু আদ দীওয়ান আধুনিক আরবী কবিতার একটি স্কুল। এই মতবাদের মূল উদ্দেশ্য কবিতা হবে সমগ্র মানব জাতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। মানুষের ভালো মন্দ, দুঃখ-কষ্ট, হাসি-আনন্দ, বিশ্বপ্রকৃতি তার বাস্তব ও অজানা রহস্য কবিতায় ব্যক্ত হবে। তাদের দৃষ্টিতে কবিতা শুধু কোন জাতী ও সমপ্রদায়ের গুণগান করার নাম নয়। এবং কোন জাতির ইতিহাস ও ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা দেয়ার নামও নয় বস্তুত কবিতা হলো কবি মনে উদ্রেগ হওয়া হরেক রকম মানবীয় ভাবাবেগের চিত্রায়ন। যাহা বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় চিত্রনের কথা কবি মনে উদ্দীপ্ত করে।[১৫] এই সাহিত্য মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আব্দুর রহমান শুকরী (১৮৮৯-১৯৪৯) ও আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (১৮৮৯- ১৮৬৪ খ্রি.), ইব্রাহীম আবদুল কাদের আল মাযেনী (১৮৯০-১৯৪৯ খ্রি.) প্রমুখ কবিগণ। তারা আধুনিক কাব্য আন্দোলনে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ সম্পর্কিত মতামত গুলো তাদের প্রবন্ধে পর্যালোচনা এবং কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। অতঃপর তারা গুরুত্বরোপ করেছেন যে, কবিতা শুধু ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি কিংবা বিষয় ভিত্তিক চিন্তাধারার প্রকাশ নয় বরং মানুষের সমগ্রিক বিষয় ও আবেগ, চিন্তা- চেতনা, ধ্যান-ধারণা এর সাথে সম্পৃক্ত।[১৬]

তারা তিনজন ছিলেন ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। তারা ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে পারদর্শী। স্বভাবতই তাদের উপর ইংরেজীর প্রভাব বিদ্যমান। আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারায় এই কাব্য আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯০৯ খ্রি. আবদুর রহমান শুকরীর প্রথম দীওয়ান ضوء الفجر (ভোরের আলো) প্রকাশিত হওয়ার পর। ১৯১৮ খ্রি. প্রকাশিত হয় ازهار الخريف কাব্যগ্রন্থ। তাছাড়া انا شيد الصبا ,لالي الافكار , زهر الربيع, الخطرات ,الافنان ইত্যাদি।[১৭] ইব্রাহীম আবদুল কাদের আল মাযেনীর ১ম দীওয়ান প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রি. আর ১৯১৭ খ্রি. দ্বিতীয় দীওয়ান প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রি. মাযেনী ও আল আক্কাদের যৌথ কাব্যগ্রন্থ الديوان প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি কাব্য ক্ষেত্রে তার মতামত প্রদান করেছেন। তিনি মনে করেন কবিতা জীবন ও সমাজের গভীরে মিশে যাবে। তিনি রক্ষণশীল কবিদের সমালোচনা করেছেন।[১৮] আরবী কবিতার প্রাচীন রীতি পরিহার করে ফরাসী

[১৫] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭, ৬৮
[১৬] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
[১৭] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮; ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫
[১৮] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ও ইংরেজী কাব্যধারার কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কবি আব্দুর রহমান শুকরী ও ইব্রাহীম আব্দুল কাদের আল মাযেনীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন কবি আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ। তার প্রথম দীওয়ান يقظة الصباح ১৯১৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়। এরপর প্রকাশিত হয় اشباح الاصيل, وهج الظهيرة কাব্যগ্রন্থ। ১৯২৮ খ্রি. ديوان العقاد প্রকাশিত হয়। তাছাড়া هدية الكروان (ডাহুকের উপহার), عابر سبيل (পথ অতিক্রম কারী), اعاصير مغرب (সন্ধ্যাকালের দমকা হাওয়া, بعد الاعاصي (দমকা হাওয়ার পর), ما بعد البعد ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ। ১৯৩৬ খ্রি. তার দীওয়ান عابر سبيل প্রকাশিত হয়। যাতে সম্পুর্ণ নতুন রীতিতে কবিতা রচনা করেছেন। যা ইতোপূর্বে কোন কবি রচনা করেননি। যাতে বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন: نداء الباعسة, صورة الحي في الاذن, دار العمال (শ্রমিকদের আশ্রম) ইত্যাদি।[১৯] এই সাহিত্য মতবাদের প্রবক্তাগণ যেসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো, কবিতাকে প্রচীন ধারা থেকে মুক্তকরণ। কবিতার বিষয়ে বৈচিত্র আনয়ন। একক কাফিয়া থেকে কবিতাকে মুক্তকরণ। কবিতার দার্শনিক চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠাকরণ ও ভাবের প্রাচুর্য আনয়ন ইত্যাদি।[২০]

এ মতবাদের বৈশিষ্ট্য হলো: এ মতবাদের অনুসারীগণ প্রচীন আরবী কবিতা বিশেষ করে আব্বাসীয় যুগের কবিতা পাঠ করেছেন। যেমন ইবনু রূমী, আবুল 'আলা আল মা'আররী কিন্তু তারা আব্বাসীয় কবিদের অনুসরণ করেন নি। তারা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী ও ফরাসী কবিদের সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। সেখান থেকে তারা প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করেন। কবিতায় কল্পনার চিত্রায়নের সার্থক ব্যবহার করেছেন। গদ্য কবিতা রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে আবদুর রহমান শুকরী সর্ব প্রথম কবিতায় গদ্য কবিতা (الشعر المرسل) প্রবেশ করিয়েছেন। তারা কবিতাকে ওজন ও কাফিয়া থেকে বের করে এনেছেন। তারা কবিতার বিষয়ববস্তু, বাহ্যিক গঠন, ভাব ও অর্থের মাঝে নতুনত্ব আনয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।[২১] আব্দুর রহমান শুকরীর কবিতার নমুনা।[২২]

وكم من أمةٍ تخشى زَوالًا + على الأيامِ أدْرَكَهَا الزوالُ

تُحَاذِرُ أن تغيرها الليالي + فيودي حالها ويجيءُ حالُ

وبين الدهرِ والدولِ استباقٌ + وبعضُ النَّاس يُعْوزهُ المجال

---

[১৯] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮, ২৩০ ; ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১২শ সংস্করণ*, পৃ. ১৪৪

[২০] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

[২১] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০, ৭১; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

[২২] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬

Dhaka University Institutional Repository

"কত জাতীই না কালের আবর্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, কত রাত উহাকে পরিবর্তন করতে সাবধান করেছে, অতঃপর উহার প্রাণ আসে আর যায়, যুগ এবং রাষ্ট্রের মাঝে একে আগে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করলো। অথচ কিছু মানুষ অভাব দরিদ্রের আওতাভুক্ত।"

আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ এর কবিতা-[২৩]

لا تَـنَـمْ لا تَـنَـمْ + إنــهــم ســاهــرون

ســهــروا فـي الظَّلَم + أو غـفـوا يـحـلمون

أنـت فـيـهمُ حـكـم + وهـــمُ يـــنـــظـــرون

فـــي غـد يـلـبسـون + فـــي غـد يـمـرحـون

" তোমরা ঘুমায়ও না, তোমরা ঘুমায়ও না, তারা জাগ্রত।

তারা অন্ধকারে জেগে থাকে কিংবা হালকা তন্দ্রায় স্বপ্ন দেখে।

তুমি তাদের মধ্যে নির্দেশকারী এবং তারা পর্যবেক্ষণ করে।

আগামীকাল তারা পরিধান করবে , আগামীকাল তারা আনন্দোল্লাস করবে।"

এপোলো স্কুল

এপোলো সাহিত্য স্কুল একটি আধুনিক আরবী কাব্য আন্দোলন। ড. আহমদ জাকী আবু শাদী (১৮৯২- ১৯৫৫ খ্রি.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারায় এই সাহিত্য স্কুলের বিশেষ অবদান রয়েছে। ১৯৩২ খ্রি. এই সাহিত্য দর্শনের সূচনা হয়। এই সাহিত্য দর্শনের পথিকৃৎ ড. আহমদ জাকী আবু শাদী পেশাগত ভাবে একজন ডাক্তার। পাশ্চাত্যের অনুকরণে তিনি কবিতায় নতুনত্ব এনছেন। তার কাব্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে انداء الفجر । এটি ১৯১০ খ্রি. প্রকাশিত হয়। ১৯২০ খ্রি. প্রকাশিত হয় زينب, مصريات (১৯২৪ খ্রি.) انين ورنين (১৯২৫ খ্রি.) رجع الصدي , وحي العالم مختارت (১৯২৮ খ্রি.), الربيع اطيان (১৯৩৩ খ্রি.), اشعة وذلال (১৯৩১ খ্রি.), الشعلة (১৯৩২ খ্রি.)। তাছাড়া তার নাট্যকাব্যও রয়েছে। তিনি কিছু কাব্য গ্রন্থের সমন্বয়ে ইংরেজীতে কাব্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই নতুন কাব্যধারার উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেনঃ ইব্রাহীম নাজী (১৮৯৬- ১৯৫৭ খ্রি.), আহমদ রামী (জন্মঃ ১৮৯২ খ্রি.), যকী মুবারক (১৮৯২-১৯৫২ খ্রি.), আলী মুহাম্মদ ত্বাহা, মাহমুদ হাসান ইসমাঈল, আবদুল্লাহ বিকরী, আবদুল কাদের আশুর, আল মাহী, আল আওজিউল উকিল, আমের বুহায়রী প্রমূখ কবি সম্প্রদায়।[২৪]

---

[২৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০

[২৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩, ২৩৭, ২৪৪, ২৪৫; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

এপোলো সাহিত্য সংগঠনের পরিকল্পনা হয় مجلة ابولو এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর। কবিগণ ১৯৩২ খ্রি. ১০ অক্টোবর কবি সম্রাট আহমদ শাওকীর বাসভবনে মিলিত হন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি শাওকী। এখানে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী সব ধারার কবিগণ উপস্থিত ছিলেন। যেমন: খলিল মতরান, আমদ মহররম, মাহমুদ সাদেক, ইব্রাহীম নাজী, আলী মুহাম্মদ ত্বাহা, মাহমুদ আবুল ওয়াফা প্রমূখ কবিবর্গ। ম্যাগাজিনের ১ম সংখ্যায় প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল কবি সম্প্রদায়ের কবিতা প্রকাশ করা হয়। যেমন: হাসান আল কুবানী, আহমদ যাইন, মুহাম্মদ আসমার, আহমদ মহররম, সাদেক আম্বর প্রমূখ কবিবৃন্দ। কবি হাফিজ ইব্রাহীম ও শাওকীর মৃত্যুর পর ড. আহমদ যাকী আবূ শাদী এই সাহিত্য দর্শনের নির্ধারিত উদ্দেশ্য গুলো উপস্থাপন করেন। যেমন:

এক: আরবী কবিতাকে সমুন্নত করনের লক্ষ্যে কবিদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা।

দুই: রেনেসাঁর উপযোগী কবিতার বিষয় নির্বাচনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।

তিন: কবি সাহিত্যিকদের সার্বিক উন্নতি বিধান করা।

চার: সাহিত্য সংগঠনের চলমান কাব্যিক নতুন গতিধারা এগিয়ে নেয়া এবং কাব্যিক মেজাজকে জীবন ঘনিষ্ঠ করা।

এপোলো সাহিত্য দর্শন আদ দীওয়ান সাহিত্য দর্শনের সম্প্রসারিত কাব্যিক রূপ। দুটি দর্শনই ইংরেজী সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। যার ফলে এ সাহিত্য দর্শন নিজস্ব অনুভূতি ও প্রতীকীবাদ এর প্রকাশ দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। আনুভূতিক ও প্রতীকীবাদ এর গতিধারা এপোলো সাহিত্যগোষ্ঠীর কবিদের উপর বিজয়ী হয়। প্রতীকীবাদে কবিগণ ইংরেজদের অনুকরণ করেছেন তবে তাদের রচনাশৈলী ছিল দূর্বল। এক্ষেত্রে তারা সফল হতে পারেনি। এপোলো সাহিত্য দর্শনের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল ১৯২২ খ্রি. মাহজারী কবি মিখাইল নু'আইমার সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ الغربال প্রকাশিত হওয়ার পর।[২৫]

নতুন এই সাহিত্য সংস্থা গঠিত হওয়ার পর মাজাল্লা এপোলো কাব্য সাহিত্যের প্রচার প্রসারে এবং উহার চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা পালন করে। আরব বিশ্বের এটি প্রথম কাব্য সমালোচনা মূলক ম্যাগাজিন। এপোলো সাহিত্য দর্শন ও তার ম্যাগাজিন সাহিত্য ও সমালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছিল যা মিসর ও আরব দেশের বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সাহিত্য ম্যাগাজিনে মিসর ,আরব দেশের ও মাহজারী কবিদের কবিতা প্রকাশিত হতো। মাহজারী কবি আবুল কাশেম আশ শাবী, ইলিয়াছ আবু শিবকা, শফিক আল মালুফ, আত তায়জানী বশীর এবেং আরব বিশ্বের কবিগণ এই সাহিত্য দর্শনের গতিধারায় প্রভাবিত ছিল।

[২৫] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩- ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

এপোলো সাহিত্যগোষ্ঠী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচকদের আরবী কবিতায় প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘাটানোর আহ্বান জানান। কবিতার স্বাভাবিকতার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, কবিতায় নির্মল অনুভূতি, বিষয়, ভাব ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানো। কবিতায় ভাবের বিস্তৃতি ও সহজ শব্দের ব্যবহার এবং চিন্তাধারায় নতুনত্ব আনয়ন করা। কাব্যের গঠন কাঠামো প্রাচীন রীতি পদ্ধতি থেকে সুরক্ষিত রাখা। কবিতায় গীতিধর্মী গতিময়তা আনয়ন করা যার প্রতি রোমান্টিক সাহিত্য মনোনিবেশ করেছেন।[২৬]

আহমদ যাকী আবু শাদীর قصيدتي الكبرى এর কবিতার কিয়দংশ-[২৭]

أَنَا لَا أَلُومُ الْغَافِلِينَ إِذَا أَبَوْا + شِعْرِي وَعَابُوا رَوْعَتِي وَرُوَاتِي

هَلْ يُدْرِكُونَ قَصِيدَةً لِعَوَاطِفِي + وَهُمُ الَّذِينَ أَبَوْا قَصِيدَ حَيَاتِي

أَحْيَا لِغَيْرِي وَالدَّقَائِقُ مِلْؤُهَا + نَغَمِي وَمِلْءُ دُمُوعِهَا أَبْيَاتِي

"আমি অসচেতনদের দোষারোপ করি না যখন তারা আমার কবিতা অস্বীকার করে এবং আমার চমৎকার কবিতা ও বর্ণনাকে অপবাদ দেয়। তারা কি আমার আবেগের একটি কবিতা উপলব্ধি করে, এবং তারাই আমার জীবনের কবিতার জন্ম দিয়েছে? আমি অন্যদের জন্য বেঁচে থাকি এবং মিনিটগুলি সুরে ভরা এবং অশ্রুতে ভরা আমার কবিতার চরণ।"

ইব্রাহীম নাজী ماتم القلب কবিতায় বলেন-[২৮]

فأنادي

يافؤادي

مات من تهوي وهذا الحد قد ضم الحبيب

فابك ياقلب ! بما فيك من الحب الكئيب

ابك يا قلب ! وحيذ

"অতঃপর আমি অহবান করেছি

হে আমার হৃদয়

যে আসক্তি দেখায় সে মৃত্যুবরণ করেছে আর বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার এটাই সীমানা।

সুতরাং তুমি কাঁদো হে অন্তর! তোমার মধ্যে যে দুঃখপূর্ণ ভালোবাসা বিরাজ করছে তার জন্য।

তুমি কাঁদো হে হৃদয়!"

---

[২৬] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২

[২৭] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

[২৮] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ইব্রাহীম নাজী هذه الكعبةُ كنّا طائفيها কবিতায় বলেন-[২৯]

هذه الكعبةُ كنّا طائفيها + والمصلّين صباحاً ومساء

كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها + كيف بالله رجعنا غرباء

دار أحلامي وحبي لقيتنا + في جمود مثلما تلقى الجديد

أنكرتنا وهي كانت إن رأتنا + يضحك النور إلينا من بعيد

"এই সেই কাবা যাকে আমরা এবং নামাজীরা সকাল-সন্ধ্যায় তওয়াফ করতাম। এতে আমরা কতইনা উত্তমভাবে সেজদা ও ইবাদত করেছি। কীভাবে আমরা অচেনা হয়ে ফিরে এসেছি! আমার স্বপ্নের ঘর এবং আমার ভালবাসা আমি জিয়ারত করেছি। স্থবিরতায় সে নতুন কিছু লাভ করেছিল। সে আমাদের দেখেও আমাদের অস্বীকার করেছিল আলো দূর থেকে আমাদের দেখে হাসছে।"

মাহজারী সাহিত্য স্কুল

আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারায় মাহজারী কবিদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘঠিত হওয়ায় পূর্বে আরব বিশ্বের একদল লোক উত্তর আমেরিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকায় হিজরত করেন। তাদের অধিকাংশই লেবানন ও সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তারা আমেরিকায় হিজরত করেও স্বদেশের ভাষা, সাহিত্য, মাটি ও মানুষের প্রতি তাদের ছিল অনুরাগ। তাই তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ, কৃষ্টি কালচার ও ভিন্নধারার সংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাস করেও আরবী কবিতার উন্নয়নে কাজ করেছেন। তারা আরবী কবিতায় নবজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের এই প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবী কবিতা নতুন মাত্রা লাভ করে।[৩০] উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় অভিবাসী কবি সাহিত্যিকগণ পাশ্বাত্য সাহিত্য সংস্কৃতি বিশেষ করে আমেরিকার ইংরেজী সাহিত্য সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ইব্রাহীম খলিল বলেন,[৩১]

وجود هؤلاء الشعراء خارج اوطانهم مما جعل الحنين موضوعا مشتركا... وتأثرهم بالأدب الغربي عامة والأمريكي خاصة-

উত্তর আমেরিকায় মাহজার কবি সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কাজ করেছেন। তারা কবিতায় সমৃদ্ধি আনয়ন করেছেন। তারা কবিতার বিষয় ও রচনারীতিতে নতুনত্ব এনেছেন। গল্প, উপন্যাস, দর্শন বিষয়ক সাহিত্য তারা রচনা করেছেন। উত্তর আমেরিকার মাহজার কবিদের মধ্যে জিবরান খলিল জিবরান (১৮৮৩- ১৯৩১ খ্রি.),

[২৯] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

[৩১] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

মিখাইল মু'আয়মা (জন্ম: ১৮৮৯ খ্রি.), ইলীয়া আবু মাদী (১৮৮৯-১৯৫৭ খ্রি.), রশীদ আইয়্যুব, আস'আদ রুস্তম, আমীন রায়হানী, নসীব আরিজা, নুদরাতু হাদ্দাদ (১৮৮১-১৯৫০ খ্রি.), ইউসুফ খালী, মাহবুব খুরী অন্যতম। দক্ষিণ আমেরিকায় মাহজারী কবি, সাহিত্যিকগণ গদ্যের চেয়ে কবিতার উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তারা জাতীয়তাবাদী কবিতা, আবেক ধর্মী কবিতা, কল্পকাহিনী মূলক কবিতা ও সামাজিক কবিতা রচনা করেছেন। অনেক মাহজারী কবি স্প্যানিশ ও পর্তুগাল ভাষায়ও কবিতা রচনা করেছেন। মাহজারী কবিগণ রোমান্টিকতা দ্বারা প্রভাবিত। তাদের চিন্তাধারায় রচনারীতিতে যার ছাপ সুস্পষ্ট।[৩২]

কবিতার উন্নয়নে মাহজারী কবিগণ বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন গড়ে তোলে এ রকম প্রসিদ্ধ সাহিত্য সংগঠনের মধ্যে রয়েছে:

এক: الرابطة القلمية (রাবিতাতুল কলমিয়্যাহ)

দুই: العصبة الاندلسية (স্পেনীয় সংস্থা)

তিন: رابطة لمنيرفا (রাবিতাতু মনিরফা)

চার: رابطة الادبية (রাবেতাতু আদবিয়্যা)

রাবিতাতুল কলমিয়্যাহ

উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত মাহজারী কবিদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতি সংগঠন রাবিতাতুল কলমিয়্যাহ। ১৯২০ খ্রি. ২০ এপ্রিল নিউইয়র্কে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল দশ জন। জিবরান খলিল জিবরানকে সভাপতি, মিখাইল নু'আয়মাকে প্রধান উপদেষ্টা, ইউলিয়ম কাতসপলিসকে কোষাধ্যক্ষ করে দশ সদস্য বিশিষ্ট্য কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্য সদস্যগণ হলেন: নসীব আরীজা (১৮৮৭-১৯৪৬ খ্রি.), ইলীয়া আবু মাজী (১৮৯৪-১৯৫৭ খ্রি.), আবদুল মসীহ হাদ্দাদ, রশীদ আইয়্যুব (১৮৮১-১৯৪১ খ্রি.), নুদরাতু হাদ্দাদ, ওয়াদীউ বাহাত, ইলিয়াস আতাউল্লাহ প্রমূখ কবিগণ। এ সাহিত্য সংগঠন আরবী কবিতায় নতুনত্বের একটি আন্দোলন। এ সাহিত্য সংগঠনের কবিগণ তাকলীদী কবিতার বিরুদ্ধে বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন। কবিতার বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ও গঠন কাঠামোর মধ্যে নতুনত্ব আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। কবিতার গায়ের পুরাতন কাপড় সরিয়ে নতুন কাপড় পরিধানের জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা আরবী কাব্যের শৈল্পিক রীতির উৎকর্ষ সাধনে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এ কাব্য আন্দোলন এগিয়ে নিতে কবিদের বহুমুখী প্রকাশনা ও কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ বিশেষ ভূমিকা রাখে। ইলীয়া আবু মাদীর الجدوال ১৯২৭ খ্রি. এবং الخمائل ১৯৪৬ খ্রি. প্রকাশিত হয়। মিখাইল নু'আয়মার همس الجفون, নসীব আবাজার الارواح الكائرة ১৯১৭ খ্রি. রশীদ আইয়্যুব এর الايوبيات এবং

[৩২] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

জিবরানের الكواكب المواكب , মিখাইল ন'আয়মার ১৯১৩ খ্রি. الغربال ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এপোলো সাহিত্য গোষ্ঠীর নতুন চিন্তাধারা তিনি এই সব গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন। এ সাহিত্য সংগঠন ১৯২০ থেকে ১৯৩১ খ্রি. পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৩৩]

স্পেনীয় সংস্থা

স্পেনীয় সংস্থা দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাসরত মাহজারী কবিদের একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন। মিশাল মালুফ ১৯২৩ খ্রি. জানুয়ারী মাসে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সহ সভাপতি, দাউদ শুকুর, সাধারণ সম্পাদক নজীর যায়তুন, কোষাধ্যক্ষ ইউসুফ আল বায়িনী মুখপত্র ছিলেন জাওরজ হাছুন মালুফ। এই সংস্থার অন্যান্য সদস্যগণ হলেন: নছর সমআন, হমনি গুরাব, ইউসুফ গানম, হাবীব সমউদ, ইসকান্দর কারবাজ, আনতুন ছলিম, সা'দ শুকরুল্লাহ আলজার। মাহজারী বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক এই সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তারা হলেন: শফীক আল মালুফ, রশীদ ছলীম আল খুরী, কায়সর আল খুরী, তাওফিক কুবান নিয়ামত কাযান, ইলিয়াস ফরহাত, আকল আলজার, নাজীব ইয়াকুব, জাওরজ আনতুন কাফূযী, আনীস আর রামী, জাওরজ আল খুরী করম, জিবরান সা'আদত, তাওফীক দাউন, রিয়াজ আল মালুফ, জাওরজ লিয়ান, সামী সায়েগ, ফুয়াদ নমর । পরবর্তীতে মিশাল মালুফ এর ভাগিনা শফীক মালুফ সভাপতির দাযিত্ব পালন করেন। শফিক মালুফের গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে لكل زهرة ربيع, ملحمة عبقرة, نداء المجاديف এবং সমাজিক কাহিনী মূলক গ্রন্থ الاحلام ইত্যাদি। তাদের সাহিত্য কর্ম ও কবিতা স্পেনীয় সাহিত্য ও কবিতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই সংগঠনের العصبة নামে সাহিত্য ম্যাগাজিন ছিল। মাহজারী সাহিত্যিক জায়ব মসউদ ছিলেন সম্পাদক। আরবী কবিতার উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাবিতাতু মনিরফা

মিসরীয় মাহজারী কবি ড. আহমদ যাকী আবু শাদী ১৯৪৬ খ্রি. প্রতিষ্ঠা করেন رابطة لمنيرفا সাহিত্য সংগঠন। তিনি এপোলো সাহিত্য সংগঠনেরও একজন সদস্য। তিনি ১৯৪৬ খ্রি. নিউইয়র্ক বসবাস শুরু করেন। এই সংগঠন বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তার মৃত্যুর পর এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে এই সাহিত্য সংগঠনের মাহজারী কবিতার খুব একটা প্রভাব পড়েনি।

[৩৩] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, ৫৬; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৪, ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

রাবেতাতু আদবিয়্যা

রাবেতাত আদবিয়্যা পাশ্চাত্যের একটি সাহিত্য সংগঠন। ১৯৪৯ খ্রি. শেষের দিকে আর্জেন্টিনায় এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কবি জাওরজ সায়দা এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি বেশী দিন স্থায়ী হয় নি। দুই বছর পর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে এটির কার্যক্রম শেষ হয়ে যায়।[৩৪]

আধুনিক আরবী কবিতার গতিধারায় আরো কিছু সাহিত্য দর্শন কবিতার উন্নয়নে অবদান রেখেছে। তারা পাশ্চাত্য কাব্যধারার সংস্পর্শে এসে কবিতাকে সময়োপযোগী করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। এ সাহিত্য দর্শনগুলো হলো:

১. বাস্তববাদী কবি সম্প্রদায় (المدرسة الواقعية)

২. পরাবাস্তববাদ কবি সম্প্রদায় (المدرسة السريالية)

৩. প্রতীকীবাদ সাহিত্য দর্শন (المدرسة الرمزية)

বাস্তববাদী কবি সম্প্রদায়

الواقعية শব্দের আভিধানিক অর্থ বাস্তবতা, বাস্তববাদ। ইউরোপীয় সাহিত্যে الواقعية শব্দকে realism বলা হয়। এ শব্দটি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সাথে সম্পৃক্ত। আরবী কবিতার স্বপ্নিল রোমান্টিক ধারাকে প্রত্যাখান করে বাস্তববাদী কবি সম্প্রদায়ের সাহিত্য দর্শন অগ্রসর হয়েছে। মূলত রোমান্টিক কবি সম্প্রদায় ও বাস্তববাদী কবি সম্প্রদায় সমসাময়িক। এই দুটি কাব্যধারা পাশাপাশি অগ্রসর হয়েছে। এ দুটি সাহিত্য মতবাদ নিজস্ব নিয়ম নীতিতে চলেছে। তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যেক কবি কবিতা রচনা করেছেন। বাস্তববাদী কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে জামিল সিদকী আয যাহাওবী (১৮৬৩- ১৯৩৬ খ্রি.), উমর আবু রিশা (জন্ম: ১৯১০ খ্রি.), রশীদ মালুফ। তারা রোমান্টিক ও বাস্তববাদী কাব্যধারায় ঘুরপাক খেয়েছে। তাদের কবিতায় জাতীয়তাবাদী ও দেশাত্ববোধক কবিতা, সামাজিক কবিতা রয়েছে। তাছাড়া তাদের কবিতায় উঠে এসেছে কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী, কারিগর, সামাজিক রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা, সামাজিক আবেগ অনুভূতি এবং সামাজিক জীবনধারা ইত্যাদি বিষয়। বস্তবাবাদী কবি সম্প্রদায়ের রীতিনীতি অনুসরণে আরো যারা কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রছিফ আল খুরী, বদুওবী আল জবল , আল জওয়াহিরী (জন্ম: ১৯০০ খ্রি.), মারূফ আর রুসাফী অন্যতম ।[৩৫] ১৯৩২ খ্রি. সমাজবাদী কাব্যধারার উদ্ভব হয়। মারকুস এর দর্শনের আলোকে এই কাব্যধারার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয় রাশিয়ায়। এ ধারারা কবিদের মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ মাহদী আল জাওয়াহিরী (জন্ম: ১৯০০ খ্রি.), তাওফীক আহমদ (জন্ম: ১৯০৪ খ্রি.), জাফর হামীদ বশীর, ইব্রাহীম তাওকান (১৯০৫- ১৯৪১ খ্রি.) প্রমুখ।[৩৬]

---

[৩৪] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৫৮

[৩৫] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৩৮৬- ৩৮৮

[৩৬] *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৪৯৬

Dhaka University Institutional Repository

কবি মুহাম্মদ মাহদী আল জওয়াহিরী الشباب العراقي কবিতায় বলেন-[৩৭]

من شبابِ العراق تعلو الكآباتُ + وُجوهاً تفيضُ طَهراً وُحسْنا

خدعة هذه المظاهر مافي + القوم فرد يعيش عيشا مهنا

والاحاديث كلها تشتكي الوضع + وفصل الخطاب انا يئسنا

"ইরাকের যুবকদের থেকে বিষন্নতা উঠে আসে মুখগুলো পবিত্রতা ও দয়ায় উপচে পড়ে। জাতীর মধ্যে এমন কোন পেশাদার ব্যক্তি নেই যার মধ্যে প্রতারণা নেই। এই সমস্ত ঘটনাবলী এবং কথামালার ধরন দুঃখের অভিযোগ করে, আমি হতাশ হয়েছি।"

পরাবাস্তববাদ কবি সম্প্রদায়

বাস্তববাদী কবি সম্প্রদায়ের সাহিত্য দর্শনের পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভব হয় পরাবাস্তববাদ। পরাবাস্তববাদকে ইংরেজীতে বলা হয় surrealism, ইংরেজী সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই সাহিত্য মতবাদ সম্পর্কে জানা যায়। ফরাসী কবি Guillaume Apollinaire (১৮৪০- ১৯১৮ খ্রি.) পরাবাস্তববাদের সূচনা করেন। ১৯১৭ খ্রি. তার রচিত Les Mamelles de Tiresias নাটকটির মূল্যায়নে এই পরিভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯২৪ খ্রি. Andre Breton তার নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প সাহিত্য তত্ত্বের নামকরনে পরাবাস্তববাদ ব্যবহার করেন। এই সাহিত্য দর্শনের সংজ্ঞায়নে তিনি বলেন- "এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ও যান্ত্রিক গতিশীলতার সহযোগে সৃষ্ট শিল্প প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় একজন শিল্পী মানবীয় চিন্তার প্রকৃত রূপকে মৌখিক, লিখিত কিংবা যে কোন গতিশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে।"[৩৮]

আধুনিক আরবী কবিতায় পাশ্চাত্যের সাহিত্যের অনুকরণে পরাবাস্তববাদ কবিতার উন্মেষ ঘটে। এক্ষেত্রে কিছু তরুন কবি অবদান রাখেন। যেমন: নিজার কুব্বানী (জন্ম: ১৯২৩ খ্রি.), আহমদ আব্দুল গফুর আল আত্তার, আওয়ার খান মায়সার, আল আমীর আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, সালেহ জওদাত (জন্ম: ১৯১২ খ্রি.) প্রমুখ।

পরাবাস্তববাদ কবিতা সাহিত্যে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। কবি নযযার কুব্বানীর কবিতা।[৩৯]

أكتب للصغار

للعرب الصغار حيث يوجدون

قصة ارهابية مجندة

يدعونها راشيل

---

[৩৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৬

[৩৮] ড. মোস্তাক আহমদ এ.এস. মোহাম্মদ আলী, *আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাস (কুষ্টিয়া: সিরপ, ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি.)*, পৃ. ২৫

[৩৯] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩৮

Dhaka University Institutional Repository

قضت سنين الحرب في زنزانه منفردة
وأبحرت من شرق أوروبا مع الصباح
من النمسا من استنبول من براغ
من آخر الأرض..من السعير
جاءوا الى موطننا الصغير

"বাচ্চাদের জন্য লিখুন
তরুণ আরবদের জন্য যেখানে তারা
একজন সন্ত্রাসী নিযোগের গল্প লাভ করে
তারা তাকে রাসেল বলে ডাকে।
তিনি যুদ্ধের বছরগুলি একটি নির্জন কক্ষে কাটিয়েছিলেন
এবং সকালের সাথে পূর্ব ইউরোপ থেকে রওনা হয়
অস্ট্রিয়া থেকে ইস্তাম্বুল থেকে প্রাগ থেকে
পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে, আগুন থেকে
ওরা আমাদের ছোট্ট বাড়িতে এসেছিল।"

প্রতীকীবাদ সাহিত্য দর্শন

প্রতীকবাদ একটি সাহিত্য দর্শন। প্রতীকবাদ বা প্রতীকীবাদকে ইংরেজীতে Symbolism বলা হয়। উনিশ শতকের শেষার্ধে কবিতা ও অন্যান্য শিল্পকর্মে শিল্প আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দুটি ফ্রান্সে গড়ে উঠে। বুদলেয়ারের Fleurs du Msl গ্রন্থটি ১৮৫৭ প্রকাশিত হওয়ার পর এই আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়।[৪০] বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক আরবী কবিতায় এর প্রভাব পড়ে। আধুনিক যুগের কবিগণ পাশ্চাত্য কবিতার অনুকরণে প্রতীকীবাদ সাহিত্য দর্শনে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তারা বিরল চিন্তধারা, সৃজনশীল কলা কৌশল কবিতা ও সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। প্রতীকীবাদী কবিগণ মার্জিত শব্দের ব্যঞ্জনা, রংয়ের বৈচিত্র ও কাল্পনিক চিত্রের মাধ্যমে তাদের মনোভাব কবিতায় প্রকাশ করেন।[৪১] আধুনিক আরবী কবিতায় প্রতীকী কবিতা একটি নতুন সংযোজন। প্রাচ্যের বহু কবি এই ধারার কবিতা রচনায় আগ্রহী হন । এক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে মিসরের

[৪০] *https://www.moddure.com/literature/symbolism/*
[৪১] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯৪

Dhaka University Institutional Repository

আস সায়রাফী, সিরিয়ার নয্যার কুব্বানী, লেবাননের সালেহ আছীর, ফাওজী আল মালুফ, জামাল সিদকী আয যাহাবী, ইলিয়া আবু মাদী, খলিল হাওবী , আলী আহমদ সাঈদ আদুনিছ অন্যতম। [৪২]

ড. খলিল হাওবী এর কবিতা-[৪৩]

ما اعتصرنا الخمر من الجوع العذاري + و غفونا غفوا دب قطبي

والتهمنا لحم اطفال صغار + كهفه منطمس أعمي الجدر

মাহজারী কবিতার বৈশিষ্ট্য

এক: প্রাচীন রীতি থেকে মুক্ত

মাহজারী কবিতা প্রাচীন কাব্যরীতি থেকে মুক্ত। এই কবিতা পশ্চাৎপদতা ও অনুকরণের দাসত্ব থেকে মুক্ত। কবিতা কঠিন শব্দের ব্যবহার মুক্ত। মিখাইল নু'আয়মা মনে করেন কবিতার জন্য ছন্দ কিংবা অন্তমিলের প্রয়োজন নেই।[৪৪] মিখাইল নু'আয়মার এ জাতীয় একটি কবিতা।[৪৫]

هَل مِنَ الْأَمْوَاجِ جِئْتِ؟

هَلْ مِنَ البَرْق انْفَصَلْتِ؟

أَمْ مَعَ الرَّعْدِ انْحَدَرْتِ ؟

أم من الشمس هبطت؟

هل من الأحان أنت؟

أنت فيض من اله!

"তুমি কোন তরঙ্গ থেকে এলে?

তুমি কোন বিজলী চমক থেকে পৃথক হলে?

নাকি বজ্রপাতের সাথে গড়িয়ে পড়লে?

নাকি সূর্য থেকে নেমে এলে?

তুমি কি (অন্যায়) নির্মূল করতে এলে?

তুমি মহান রবের পক্ষ থেকে দান।"

---

[৪২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯৫; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারুল জীল, তাবি)*, পৃ. ৪৬, ৪৭

[৪৩] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯৬

[৪৪] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫

[৪৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০১

Dhaka University Institutional Repository

মিখাইল নু'আয়মার أخي (আমার ভাই) কবিতার কিছু অংশ-

أخي مَنْ نحنُ ؟ لا وَطَنٌ ولا أَهْلٌ ولا جَارُ
إذا نِمْنَا ، إذا قُمْنَا رِدَانَا الخِزْيُ والعَارُ
لقد خَمَّتْ بنا الدنيا كما خَمَّتْ بِمَوْتَانَا
فهات الرّفْشَ وأتبعني لنحفر خندقاً آخَر
نُوَارِي فيه أَحَيَانَا

"আমার ভাই, আমরা কারা? দেশ নেই, নেই পরিবার, নেই প্রতিবেশী ।
যখনই ঘুমাই কিংবা জেগে উঠে দেখি সর্বাঙ্গ জুড়ে লজ্জার পোশাক।
আমাদের মৃতদেহের গলিত রক্ত পুঁজ দ্বারা এ পৃথিবী নষ্ট আজ।
এসো নতুন কোদাল হাতে, নতুন কবর খুঁড়তে এসো আমার সাথে।
সে কবরে লুকাবে এক জীবন্ত আত্মা আমাদের।"

দুই: ব্যক্তিগত স্বভাব

মাহজারী সাহিত্য বিভিন্ন সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ। যাতে সাহিত্যিকের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তাদের প্রত্যেকের সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাদের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চিন্তধারা ও প্রকাশ ভঙ্গিতে।[৪৬]

তিন: মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ

মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ, তার প্রতি একটা মনের টান প্রাচীন ও আধুনিক আরবী কবিতা পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাহজার কবিগণের কবিতায় মাতৃভূমির প্রতি টান প্রবল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৭]

নসিব আরীজা الرياح কবিতায় বলেন-[৪৮]

تدفقي يا رياح الشرق الهائجه + فأنت لا شك من أهلي وإخواني
هززت أغصان قلبي ما خلعنا + ثوب الربيع فماست رقص نشوان
كسيتها ورق الأشواق فازدهرت + خضراء يعبق منها روح نسيان
تغلغلي بين أضلاعي ألى كبدي + وخففي من حرير السائل القاني

"হে স্ববেগে প্রবাহিত উতাল পূবালী হাওয়া, তুমি আমার কেউ নও এবং আমার ভাইও নও

[৪৬] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫*
[৪৭] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬*
[৪৮] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০*

Dhaka University Institutional Repository

তুমি আমার হৃদয়ের ডালপালাকে জোরে নাড়া দিয়েছো যা বসন্তের পোষাক খুলে দিয়েছে অতঃপর হেলে দুলে চলছে উল্লসিত নৃত্য। আকাঙ্ক্ষার পাতাবাহার পরিয়েছি এটা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠলো সখান থেকে অত্মা খোরাক পায়। আমার অন্তর এটি নষ্ট হওয়ার ভয়ে উদ্বেলিত থাকে। প্রশ্নকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের থেকে আমি নির্ভার থাকি।"

চারঃ চিন্তা ভাবনা

তাদের কবিতার দীর্ঘশ্বাস, বিলাপ, দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে জিবরান, মিখাইল, নু'আয়মা, নসীব আরীজা এর কবিতা উল্লেখযোগ্য। নসীব আরীজার এমন একটি কবিতা-[৪৯]

أرسلت طرفي + بين النّجومِ

وقلت علّي + أنسى همومي

فطاف طرفي + بين النّجومِ

ولم يشاهد + سوى غمومي

"তারকারাজির মাঝে আমার দুই পার্শ্বকে ঝুলিয়ে দিয়েছি।

আমি ব্যক্ত করলাম আমার উপর আমার বিস্মৃত দুঃখ-যাতনা সম্পর্কে

আমার দুই পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করেছে তারকাদের মাঝে

আমার দুঃখ চিন্তা ব্যতীত কিছুই দেখা যায় নি।"

পাঁচঃ মানবিক ঝোক প্রবণতা

মাহজারী কবিতায় সাধারণের প্রতি ভালোবাসা ও প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য আকর্ষণ এবং মানবিক অনুভূতি ও ঝোঁক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মানবিক যাবতীয় বিষয় কবিতায় স্থান পেয়েছে। তারা হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে কবিতায় আহ্বান করেছে হে আমার ভাই, হে আমার বন্ধু ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে কবিতা রচনা করেছে।

ছয়ঃ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

মাহজারী কবি সাহিত্যিকগণ প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েছেন নিষ্ঠার সাথে। তার প্রতি গভীর অনুভূতি ও সম্পৃক্ততা লক্ষ্যণীয়। কবিগণ প্রকৃতিতে এমন বিষয় দেখতে পায় যা দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। যার ভিত্তিতে তাদের চিন্তা ভাবনা গুলো বিভিন্ন বিষয়ে সুবিন্যস্ত হয়ে কবিতায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। একক অস্থিত্বে বিশ্বাস, মৃত্যু ইত্যাদি প্রকৃতিগত বিষয় হিসেবে কবিতায় উপস্থাপন করেছে কবিগণ।[৫০]

মিখাইল নু'আয়মা همس الجفون কাব্যগ্রন্থের قبور تدور কবিতায় বলেন-[৫১]

---

[৪৯] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

[৫০] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭

[৫১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

هلمّي هلمّي نُحَيِّ القبورْ + ونمتصّ منها رحيق الدهور

وقولي إذا ما همستِ سلاماً + بأذن المساء فردّ الصباح

أليس الصباحُ شقيقَ المساء + أليس الطلاحُ شقيقَ الصلاح ؟

" এসো এসো আমরা কবরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি এবং মহাকালের সুমধুর রস আমরা চুষতেছি। সে আমাকে ফিস ফিস করে বললো নিরাপদ থেকো সন্ধ্যাবেলায়, প্রভাতে হও একাকী। প্রভাত কি সন্ধ্যার সহোদর হয়? মন্দ কি ভালোর সহোদর হতে পারে?"

সাতঃ দার্শনিক চিন্তাধারা মূলক প্রবণতা

মাহজারী কবিগণ দার্শনিক চিন্তাধারা মূলক কবিতা রচনা করেছেন। দার্শনিক চিন্তাধারাকে কবিতার উপজিব্য বিষয় হিসেবে কবিগণ গ্রহন করেছিলেন। জিবরান খলিল জিবরানের المواكب, মিখাইল নু'আয়মার النهر المتجمد, ইলিয়াস আবু মাদীর الطلاسم, ইলিয়াস ফরহাতের احلام الراعي, ফাওজী মালুফের علي بساط الريح, নসীব আরীজার يا نفسي , শফিক মালুফের عبقر نسيب عريجا ارم علي طريق البلاد المحجوبة জিবরানের উল্লেখযোগ্য। জিবরান البلاد المحجوبة কবিতায় তিনি বলেন- [৫২]

يا بلادًا حُجبت منذ الأزل + كيف نرجوكِ ومن أي سبيل

أي فقرٍ دونَها، أي جَبَل + سورُها العالي ومَن مِنَّا الدليل؟

أسراب أنتِ أم أنتِ الأمل + أم غيوم طَفْنَ في شمس الغروب

في نفوسٍ تتمنى المستحيل؟ + قبل أن يغرَقنَ في بحر الظلام؟

"হে দেশ, সৃষ্টি লগ্ন থেকেই তুমি লুকায়িত রয়েছো। আমরা কিভাবে তোমার আশা করব এবং কোন পথে গেলে তোমাকে পাব? কোন বিরানভূমির পশ্চাতে কিংবা কোন উঁচু পাহাড়ের দেয়ালের আড়ালে রয়েছো তুমি? আমাদের মাঝে কে আছে এমন যে তোমার হদীস দেবে? তুমি কি মরিচিকা না তুমি হৃদয়ে আসার এমন স্বপ্ন যে স্বপ্ন জাগ্রত হবার পর ছুটে যায়। নাকি সমুদ্রের অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার পূর্বে অস্তগমনের সূর্যে ভেসে বেড়ানো মেঘরাশি?"

আটঃ ধর্মীয় স্বাধীনতা

মাহজারী কবিতার বিষয় ও বৈশিষ্ট্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরাজমান। চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ও মত প্রকাশের আলোচনায় এবং বিভিন্ন দিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দৃশ্যমান।

[৫২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

নয়ঃ বর্ণনা ও চিত্রায়ন

কবিতা এবং গদ্যে বর্ণনার সৌন্দর্য বিনির্মাণে মাহজারী সাহিত্য দশর্ন বড় মাপের ভূমিকা রেখেছে। মানব জীবন ও সমাজ জীবনের হরেক রকম আবেগ অনুভূতির চিত্রায়ন এবং স্বাধীন চিন্তা চেতনার প্রতিফলন কবিতায় দৃশ্যমান।[৫৩]

দশঃ সহজ সরল বর্ণনা ভঙ্গি

মাহজার কবিদের কবিতার বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। তাদের কবিতা জঠিল শব্দ চয়ন ও দুর্বোধ্য বাক্য ব্যবহার থেকে মুক্ত। নুসরাত হাদ্দাদ এর কবিতা-[৫৪]

انا ان مت بارض + ماتت الاحرار فيها

و قضي في الذود عنها + كل شهم من بينها

ورايتم كل غر + بعدهم صار فقيها

وفقير الحال منبوذا + ولو كان نزيها

فافرحوا فالعيش + قد كان كريها

"আমি যদি মারা যাই দেশে, তাতে মারা যায় মুক্ত মানুষ।

তিনি তার প্রতিরক্ষায় কাটিয়েছেন, তাদের মাঝে প্রত্যেকেই ভদ্র।

এবং তোমরা দেখবে প্রত্যেক অনভিজ্ঞরাই এক পর্যায়ে বিজ্ঞ হয়ে যায়।

দরিদ্র মানুষ সর্বদা উপেক্ষিত যদিও হোক না ন্যায়পরায়ন।

আনন্দে জীবন কাটাও, জীবনযাপন অনেক সময় মন্দও হয়।"

এগারঃ কবিতার আঙ্গিকে নতুন রীতি সৃষ্টি

মাহজারী কবিগণ কবিতার প্রাচীন রীতির ঘোর বিরোধী। তারিা কবিতায় স্বতন্ত্র আঙ্গিক ও নতুন রীতি সৃষ্টি করেছেন। যা আগে ছিল না। ইলীয়া আবু মাদীর কাব্যগ্রন্থ الجدوال এর الطلاسم নামক কবিতায় কবি নতুন কাব্য রীতিতে কবিতা লিখেছেন। তিনি এই কবিতার প্রতি চার লাইন অন্তর لست ادري 'আমি জানিনা' ছোট বাক্য সংযোজন করে কবিতার আঙ্গিকে নতুন রীতি সৃষ্টি করেছেন।[৫৫]

---

[৫৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮

[৫৪] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২, ৮৩

[৫৫] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

কবি ইলীয়া আবু মাদীর لست ادري কবিতার অংশ বিশেষ। তিনি বলেন- [৫৬]

أين ضحكي وبكائي وأنا طفل صغير؟
أين جهلي ومراحي وأنا غضٌّ غرير؟
أين أحلامي وكانت كيفما سرت تسير؟
كلها ضاعت، ولكن كيف ضاعت؟
لست أدري
قد يصير الشوك إكليلا لملك أو نبّي
ويصير الورد في عروة لص أو بغيّ
أيغار الشّوك في الحقل من الزّهر الجنّي
أم ترى يحسبه أحقر منه ؟
لست أدري
أنا أفصح من عصفورة الوادي وأعذب؟
ومن الزّهرة أشهى ؟ وشذى الزّهرة أطيب؟
ومن الحيّة أدهى ؟ ومن النّملة أغرب؟
أم أنا أوضع من هذي وأدنى؟
لست أدري
أنا لا أذكر شيئاً من حياتي الماضية
أنا لا أعرف شيئاً عن حياتي الآتية
لي ذاتٌ غير أني لست أدري ما هي
فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتِ؟
لست أدري

"কোথায় আমার সেই শৈশব কালের হাসিকান্না
কোথায় আমার সুখ-দুঃখ সেই আমার সজিবতা
কোথায় আমার স্বপ্ন যার রথে চড়ে ঘুরেছি দিকবিদিক
সব কিছু ধ্বংস হল কিন্তু কিভাবে ধ্বংস হলো
আমি জানিনা।

[৫৬] আল খাইয়াত, ড. জালাল, আল জিমাহ, ড. সালিহ জাওয়াদ, তারীখুল আরবী আল হাদীস (বাগদাদ: দারুল হুররিয়াহ লিত তাবায়াহ. ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

কখনও রাজমুকুট হয় কাটার মতো

কখনও গোলাপ মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয় চোর কিংবা অত্যচারীর

কাটা কি বাগানের সদ্য ফোটা ফুলের উপর অহংকার করে

তুমি কি মনে করো কাটা উত্তম ফুলের চেয়ে নাকি অধম?

আমি জানিনা।

উপত্যকার পাখির চেয়েও সুমিষ্ট আর বিশুদ্ধ কি আমার স্বর

ফুলের চেয়ে কি সুন্দর আর পরাগের চেয়ে মোহনীয় কি আমি

সরিসৃপের চেয়ে বিষাক্ত আর পিঁপড়ার চেয়ে কি ভয়ংকর আমি

আমি কি অনেক ভাল এসব কিছুর চেয়ে নাকি অধম?

আমি জানি না।

অতীত জীবনের কোন কিছু মনে নেই আমার

অনাগত জীবনের কি হবে জানিনা কিছু

যে অস্তিত্ব আছে আমার সে অস্তিত্ব কেমন তা জানিনা

তবে কখন চিনাবে, ঢেকে রেখেছো কি আমার সত্তা ?

আমি জানি না।"

বারঃ আরব দেশের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বারোপ

মাহজারী কবিগণ প্রবাসে থেকেও স্বদেশ ও আরব বিশ্বের প্রতি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। দূর দেশে থাকা সত্ত্বেও তারা রাজনৈতিক, সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। যেমনঃ ইলিয়াছ ফরহাত এর কবিতা-[৫৭]

عليكم سلام الله يا ال يعروب + متي ينتهي مسعاكم المتنافر

متي تذكرون المجد فالمجد ذاكر + لكم اطيب الايام والدهر ذاكر

" হে ই'য়ারুবের বংশধর! তোমাদের উপর সালাম বর্ষিত হোক। কবে শেষ হবে তোমাদের পরস্পর বিরোধপূর্ণ কার্যাবলী? কখন তোমরা গৌরব-মহত্ত্বের স্মরণ করবে? অথচ গৌরব মর্যাদা তোমাদের স্মৃতিচারণ করছে দিবসের শ্রেষ্ঠাংশে এবং যুগ তার স্মরণকারী।"

তেরঃ রাসূলুল্লাহ (স.) কে নিবেদিত কবিতা

[৫৭] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৮

মাহজারী কবিগণ রাসূলুল্লাহর প্রশংসায় কবিতা লিখেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলাম সম্পর্কে মানুষকে জানানো। কবি ইলিয়াছ ফরহাত এর রাসূলুল্লাহর প্রশংসায় নিবেদিত কবিতা।[৫৮]

غَمَرَ الأَرْضَ بِأَنْوَارِ النُّبُـوَّةْ كَوْكَبٌ لَمْ تُدْرِكِ الشَّمْسُ عُلُـوَّه
لَمْ يَكُدْ يَلْمَعُ حَتَّى أَصْبَحَتْ تَرْقُبُ الدُّنْيَا وَمَنْ فِيهَا دُنُـوَّهْ
بَيْنَمَا الكَوْنُ ظَلاَمٌ دَامِـسٌ فُتِحَتْ فِي مَكَّةَ لِلنُّورِ كُـوَّةْ
وَطَمَى الإِسْلاَمُ بَحْرًا زَاخِرًا بِـأَوَاذِيِّ الْمَعَالِـي وَالفُتُـوَّةْ
مَنْ رَأَى الأَعْرَابَ فِي وَثْبَتِهِمْ عَرَفَ البَحْرَ وَلَمْ يَجْهَلْ طُمُـوَّهْ
إِنَّ فِي الإِسْلاَمِ لِلْعُرْبِ عُلاً إِنَّ فِي الإِسْلاَمِ لِلنَّاسِ أُخُـوَّةْ
فَادْرُسِ الإِسْلاَمَ يَا جَاهِلَـهُ تَلْقَ بَطْشَ اللهِ فِيهِ وَحُنُـوَّهْ
يَا رَسُـولَ اللهِ إِنَّـا أُمَّـةٌ زَجَّهَا التَّضْلِيلُ فِي أَعْمَقِ هُـوَّةْ
ذَلِكَ الجَهْلُ الذِي حَارَبْتَـهُ لَمْ يَزَلْ يُظْهِرُ لِلشَّرْقِ عُتُـوَّهْ
قُلْ لأَتْبَاعِكَ صَلُّوا وَادْرُسُوا إِنَّمَا الدِّينُ هُدَىً وِالْعِلْمُ قُـوَّةْ

“নবুওয়াতের আলো দ্বারা পৃথিবী প্লাবিত হয়েছে, এমন একটি গ্রহ যার উচ্চতায় সূর্য পৌঁছায় নি। এটি খুব কমই জ্বলে উঠল যতক্ষণ না এটি বিশ্বের এবং যারা এটির কাছাকাছি তাদের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। মহাবিশ্ব যখন কালো ছিল, তখন মক্কায় আলোর জন্য একটি জানালা খোলা হয়েছিল। ইসলাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধান দিয়ে পরিপূর্ণ করলো ইসলাম যা সমুদ্রের ফেনারাশির মত স্ফীত হলো। যে ব্যক্তি বেদুইনদের দৃঢ় অবস্থান দেখে সে সমুদ্রকে জানে এবং তার জলাভূমি সম্পর্কে অজ্ঞ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে আরবরা উচ্চ, ইসলামে রয়েছে ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম অধ্যয়ন কর হে অজ্ঞ, এতে আল্লাহর পাকড়াও রয়েছে, তার দয়াও খুঁজে নাও । হে আল্লাহর রাসুল, আমরা এমন এক জাতি যারা প্রতারণাকে গভীর অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করেছি। যে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আপনি লড়াই করেছিলেন তা থেকে প্রাচ্যবাসীর অবাধ্যতা এখনো যায় নি। আপনার অনুসারীদের প্রার্থনা করতে এবং অধ্যয়ন করতে বলুন। কেননা দ্বীন হলো হেদায়ত আর জ্ঞান হলো শক্তি।”

[৫৮] https://www.katarapoet.com قصيدة-الشاعر-إلياس-فرحات-في-مدح-الرسول

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী কবিতার বিষয়বস্তুর বিকাশ

সম্মৃদ্ধ পর্বে আরবী কবিতার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর আধিক্য ঘটে। এটি এমন ব্যাপকতা লাভ করে যে, জীবনের বিভিন্ন দিক বেষ্টন করে নেয়। জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যা কবিতায় তুলে ধরা হয়নি। আরবী সাহিত্য বিশারদগণ আধুনিক যুগে আরবী কবিতার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন:

এক: কিছু উদ্দেশ্য ও বিষয় এমন যা প্রাচীন কাল থেকেই আরবী কবিতায় মওজুদ ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগমানসে তা গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় ধীরে ধীরে হ্রাস পায় ।

দুই: কিছু উদ্দেশ্য ও বিষয় যা আরবী কবিতায় পূর্বেও ছিল। আধুনিক যুগে তার উন্নতি ও বিকাশ ঘটে।

তিন: কিছু উদ্দেশ্য ও বিষয় যা পূর্বে কখনো আরবী কবিতায় মওজুদ ছিল না। আরবী কবিতায় যা সম্পূর্ণ আধুনিক।

কবিতার অনুকরণমূলক উদ্দেশ্য

হিজা

যেসব উদ্দেশ্য ও বিষয় অতীতে ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে যুগের চাহিদা না থাকায় হ্রাস পায় এমন একটি বিষয় হল হিজা বা ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা। তবে বিভিন্ন যুগে প্রাচীন আরবী কবিতায় এ বিষয়টির ব্যাপক চর্চা আমরা দেখতে পাই। আধুনিক কালেও এর সামান্য চর্চা হতে দেখা যায়। কিন্তু সম্মৃদ্ধ পর্যায়ে এই উদ্দেশ্য ও বিষয়ে কবিতা চর্চা হ্রাস পায়। কারণ পরিবেশ-পরিস্থিতি ও কবিদের জীবন এ ধরনের কবিতার উপযোগী ছিল না। এ যুগে প্রাচীন আরবের মত গোত্রীয় কোন দ্বন্দ্ব-ফাসাদ ছিল না। যার ফলে হিজা কবিতা বিকাশ লাভ করেনি। কবিদের জীবনে এমন কোন সময়ও ছিল না যে, কোন কবির হিজা করা কিংবা শাসকদের পক্ষ থেকে অনুদান ও অনুগ্রহ না পাওয়ায় তাদের হিজা রচনায় ব্যয় করে। তবে এ যুগের কোন কোন কবি হিজা চর্চা করলেও অতীতের মত নির্লজ্জ ও ইজ্জত, সম্মান হানিকর ছিল না।[১]

বিশেষত ব্যক্তিগত হিজা, জাতীর শত্রুদের বিরূদ্ধে হিজা, ইসলামের শত্রুদের বিরূদ্ধে হিজা, সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠি ও ব্যক্তির বিরূদ্ধে হিজা রচনার ক্ষেত্রে কবিগণ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। যখন তারা ব্যক্তিগত হিজা করতেন তখন তাদের স্বভাব চরিত্র, মানবীয় অসৎ গুণাবলী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন।

[১] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

আবার অনেকে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রসিকতার ছলে রচনা করতেন। আহমদ মুহররম, শাওকী, হাফিজ ইব্রাহীম ও অন্যান্য কবিদের কবিতায় দেখা যায়।[২]

ব্যক্তিগত গৌরবগাঁথা

ব্যক্তিগত গৌরবগাঁথা (الفخر الفردي) চর্চাও এ যুগে হ্রাস পায়। অতীতের আরবী কবিতায় আল ফাখরুল ফারদী বা ব্যক্তিগত অহঙ্কারমূলক কবিতার চর্চা দেখা যায়। এ জাতীয় কবিতায় বংশীয় আভিজাত্য, বাপ দাদাদের বীরত্ব গাঁথা বর্ণনা, ব্যক্তিগত বীরত্ব, গৌরবগাঁথা স্থান পেত। কিন্তু সমাজ বাস্তবতা ও নতুন জীবনধারা এ জাতীয় কবিতা ধারণ করেনি। কবি আল বারূদীর কিছু কবিতায় এ ধরনের বিষয় লক্ষ্য করা গেলেও তা ছিল প্রাচীন আরবী কবিতার অনুকরণ মাত্র। সমাজ বাস্তবতার কারণে তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। কবিগণ এটিকে কেন্দ্র করে এই উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা করে নি। যেহেতু এটি পাঠক শ্রো তাদের বিরক্তির কারণ হতে পারে।[৩]

আর যে সকল বিষয় অতীতকাল থেকে আরবী কবিতায় ছিল এবং আধুনিক যুগে আরো উন্নতি ও বিকাশ লাভ করেছে এবং নতুন গতিধারায় অগ্রসর হয়েছে। তম্মধ্যে রয়েছে, গযল, মাদাহ, রাছা ও ওয়াসফ।

গযল বা প্রণয়গীতি

গযল আরবী কবিতার একটি প্রাচীন বিষয়বস্তু। কিন্তু আধুনিক যুগে নতুন গুণাবলী ও বিশেষত্ব নিয়ে তা নতুন রূপ ধারণ করেছে। পূর্বে নারীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রূপ ও সৌন্দর্য বর্ণনা করা হতো অনেকটা অশ্লীল ভাষায়। আধুনিক যুগে তা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র ও নির্মল গযলে রূপ নেয়। যে প্রেম-প্রীতিতে দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা এবং আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির পূর্নতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবি ইবরাহীম নাজী (মৃ. ১৯৫৩ খ্রি.) গযল রচনা করেছেন। প্রাচনী আরব কবিরা তাদের তরুণীদের যেভাবে দেখেছে তিনি সে দৃষ্টিতে দেখেন নি। তিনি দেখেছেন একজন বান্ধবী হিসেবে, জীবন সঙ্গিনী হিসেবে যার উপর একজন পুরুষ যেমন নির্ভর করতে পারে তেমনি নারীও তার উপর নির্ভর করতে পারে। সেই নারী তার মধ্যে আশার প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে এবং তাকে মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। প্রাচীন আরব কবিরা যেখানে তাদের তরুণী বা প্রেয়সীর চলনে নম্রতা ও লজ্জাশীলতা দেখেছেন সেখানে নাজী দেখেছেন তারা মাথা উঁচু করে দৃঢ়পদে আত্মমর্যাদা ও বড়ত্ব সহকারে চলতেছে। যেমন: ইবরাহীম নাজীর কবিতা-[৪]

لست أنساك وقد أغريتني + بفم عذب المناداة رقيق

ويد تمتد نهوي كيد + من الموج مد لغريق

---

[২] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *আল আদাবুল 'আরবী ওয়া তারিখুহু, আল আসরিল হাদীস (সৌদী আরব: ওয়ারাতুত তালীম আল আলী, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ*, পৃ. ২৯

[৩] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

آه يابلسم أقد امي إذا + شكت الأقدامي أشواك الطريق

وبريقا يظما الساري له + أين من عينى ذياك الريق؟

"তোমাকে আমি ভূলিনি, অথচ তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ, তোমার কোমল মুখে মিষ্টি-মধুর ডাকে, আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছ একটি হাত। ঢেউয়ের মধ্যে ডুবন্ত ব্যক্তির প্রতি বাড়ানো হাতের মত। উহ, আমার প্রিয়া বলসাম আমার পা সচল ! যখন অন্য সকল পা পথের কাটার অভিযোগ করেছে। বিদ্যুতের ঝলক-আধার পথিক যার প্রত্যাশী, আমার চোখের সেই ঝলক কোথায় গেল?"

لست أنساك وقد أغريتنى + بالذرى الشم فآد منت الطموح

أنت روح في سمائى وانا + لك أعلو فكأنى محض روح

يالها من قمم كنا بها + نتلاقى وبسر بنا تبوح

"আমি তোমাকে ভুলিনি, যখন তুমি আমাকে সুগন্ধি ছড়িয়ে উত্তেজিত করেছ এবং আমার মধ্যে তীব্র আসক্তি জন্ম নিয়েছে। আমার আকাশে তুমি প্রাণ, আর আমি তোমার জন্যই উর্ধে উঠি। সুতরাং আমি কেবল প্রাণই। হায়! যদি এমন কোন চূঁড়া হত যেখানে আমরা মিলিত হতাম! এবং সেখানে আমাদের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ পেতো।"

মাদাহ বা প্রশংসা গীতি

মাদাহ আরবী কবিতার একটি পুরাতন বিষয় যা আধুনিক যুগেও বহাল রয়েছে। আধুনিক যুগে এটির উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে। প্রশংসা কেবল সাহসিকতা, বীরত্ব ও বদান্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, আধুনিক যুগে তা দেশপ্রেম, দেশের জনগণের অধিকার রক্ষা ও জনসেবার মত ইত্যাদি গুণাবলী যা জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও সংগ্রামী মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাও একীভূত করে নিয়েছে। আগে কবি প্রশংসিত ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু প্রপ্তির আশায় বা প্রাপ্তির পর তার প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করতেন। আধুনিক যুগে কিছু পাওয়ার আশায় প্রশংসামূলক কবিতা লিখা হতো না। আধুনিক যুগে রাসূলুল্লাহ (স.)এর প্রশংসামূলক কবিতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ যুগে শাওকী, হাফিজ ইবরাহীম, আহমাদ মুহাররম, প্রমুখ কবির কবিতায় বিষয়টি আরো বিকশিত হয়। এ ক্ষেত্রে কবি শাওকী আরো বিকাশ সাধন করেছেন। তার রচিত 'নাহজুল বুরদা' 'আল হামযিয়াতুন নবুবিয়্যা, 'যিকরা আল মাওলাদ' ইত্যাদি শিরোনামের কবিতাগুলো মাদাহ বিষয়ে এক অনুপম সৃষ্টি। যা সাহিত্য জগতে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে।[৫] আধুনিক যুগে কবিগণ ব্যক্তি প্রশংসার পাশাপাশি ভাবার্থগত বিষয় ও বিভিন্ন প্রশংসনীয় গুণাবলী বিষয়ে মাদাহ কবিতা রচনায় গুরুত্ব প্রদান করেছেন। যেমন-

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

উদারতা, দানশীলতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, দয়া, অনুগ্রহ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য ইত্যাদি প্রশংসামূলক কবিতায় স্থান লাভ করেছে। কবি শাওকী আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসামূলক কবিতায় বলেন-[৬]

قم في فم الدنيا و حي الازهر + وانثر علي سمع الزمان الجوهرا

واجعل مكان الدر ان فصلته + في مدحه خرز السماء النيرا

"উঠে দাঁড়াও। দুনিয়াব্যাপী যার প্রশংসা সেই আযহারের দিকে অগ্রসর হও। সময়ের শ্রুতিতে ছড়িয়ে দাও আযহারের মণি, জহরত। যদি তুমি উহার সাথে মিলিতি হও তবে মনি মুক্তার স্থানকে আপন কররে নাও। কেননা উহার প্রশংসায় আলোকময় জ্যোতিষ্ক আসমান থেকে ঝরে পড়ছে।"

রাছা বা শোকগাঁথা

রাছা বা শোকগাঁথা আরবী কবিতার একটি প্রাচীন বিষয়। বিষয়টি আধুনিক যুগেও বিদ্যমান। তবে এ যুগে শোকগাঁথায় মৃত ব্যক্তির বীরত্ব, বদান্যতা, নেতৃত্ব ইত্যাদি গুণাবলীর পাশাপাশি তার সম্মান, মর্যাদা, নেতৃত্ব, অনন্য অবস্থা, মানুষের প্রতি মহৎ মানসিকতা, জনসেবা, ইত্যাদি গুণের কথাও পাওয়া যায়।[৭]

কবিগণ জ্ঞানী গুণী, নেতৃবৃন্দ, নিকট আত্মীয়দের শোকগাঁথা রচনা করেছেন। যেমনিভাবে আধুনিক যুগে শহর নগর এবং রাষ্ট্র নিয়েও শোকগাঁথা রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা স্পেনের নাম উল্লেখ করতে পারি। অনেকে এ জাতীয় রাছা রচনা করেছেন। যেমন শাওকী তুরস্কের বিভিন্ন শহর, তুর্কী খেলাফত সম্পর্কে রাছা রচনা করেছেন। হাফিজ ইব্রাহীম ব্যক্তি বিশেষে অনেক শোকগাঁথা রচনা করেছেন। বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ইমাম মুহাম্মদ আবদুহুর শোকগাঁথা অন্যতম। তাছাড়া খলিল মুতরানের ফুল ও ঝরা ফুলের বিবর্ণ বাগান নিয়ে রয়েছে শোকগাঁথা। কাজেই আধুনিক যুগে ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রিয় বিষয় নিয়ে রাছা রচিত হতে দেখা যায়। পিতার মৃত্যুতে শাওকীর শোকগাঁথা-[৮]

يا ابي والموت كاس مرة + لا تذوق النفس منها مرتين

كيف كانت ساعة قضيتها + كل شئ قبلها او بعد هين

اشربت الموت فيها جرعة + ام شربت الموت فيها جرعتين

"হে আমার পিতা। মৃত্যু হলো একটি কষ্টদায়ক বিষয়। প্রাণী দ্বিতীয়বার তার স্বাদ গ্রহণ করে না। তুমি কিরূপে সময় অতিবাহিত করেছ ? উহার পূর্বে ও পরে প্রত্যেক বিষয় গুরুত্বহীন। তুমি কি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছো এক চুমুকে নাকি মৃত্যুর স্বাদ নিয়েছো দুই চুমুকে ?"

[৬] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

[৭] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

[৮] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক কবিতা

ওয়াসফ আরবী কবিতার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য ও বিষয়। প্রাচীনকালে যেমন ছিল, আধুনিক যুগেও তা বহাল রয়েছে। তার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। এ যুগে কবিগণ ঘোড়া, উট, তরবারি, বর্শা ইত্যাদির বর্ণনায় থেমে থাকেনি। বরং ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক কবিতায় আধুনিক জীবনধারাকে একিভূত করেছে। অতঃপর তারা লিপিবদ্ধ করেছে কবিতায় নতুন জীবনধারা, বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার, শিল্পের উন্নতি। এবং আধুনিক রেনেসাঁ ও তার গতিধারা ওয়াসফ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। তারা বাগান, গাছপালা, তরুলতা, সমুদ্র, নদী ইত্যাদি বিষয়ের গুণ বর্ণনা করে কবিতা রচনা করেছে। তাছাড়া ভালো, মন্দ, আনুভূতিক বিষয় ওয়াসফ মূলক কবিতায় স্থান লাভ করেছে। উড়োজাহাজের বর্ণনায় শাওকীর কবিতা-[৯]

ومركب لوسلف الدهربه + كان إحدى معجزات القدماء
نصفه طير، ونصف بشر + يالها إحدى آعاجيب القضاء
مسرج في كل حين ملجم + كامل العدة، مرموق الرواء
حمل الفولاذ ريشا وجرى + في عنانين له : نار وماء
يتراءى كوكبا ذا ذنب + فاذا جد فسهما ذا مضاء
يملا الافاق صوتا وصدى + كعزيف الجن في الأرض العراء
أرسلته الأرض عنها خبرا + طن في أذان سكان السماء

"এটি এমন একটি বাহন যদি পূর্বকালে থাকতো তাহলে হতো প্রাচীনদের একটি অলৌকিক বস্তু। এর অর্ধেক পাখি, অর্ধেক মানুষ। বাঃ! এ আল্লাহর এক বিস্ময়কর জিনিস। প্রতিটি মুহূর্তে পিঠে জ্বীন ও নাকে লাগাম নাগানো থাকে। সর্বদা পূর্ণ প্রস্তুত ও সুদর্শন। লোহার পালক ধারন করে তীব্র গতিতে ছুটে চলে। দুটি ডানায় তার আগুন ও পানি। লেজ বিশিষ্ট তারার মত জ্বলজ্বল করে। যখন ছুটে চলে তখন মনে হয় উজ্জল তীর। প্রচণ্ড শব্দে দিকদিগন্ত ভরে যায় মনে হয় যেন নির্জন প্রান্তরে জীনের গর্জন। যেন পৃথিবী তার মাধ্যমে কোন খবর পাঠিয়েছে। যা আকাশের অধিবাসীদের কর্ণে অনুরণিত হচ্ছে।"

গৌরব ও বীরত্বগাঁথা

গৌরব ও বীরত্ব গাঁথা আরবী কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই উদ্দেশ্যে কবিগণ পূর্বে কবিতা রচনা করেছেন। আধুনিক যুগে কবিগণ আরব জাতি, আরব মুসলিমদের গৌরব ও বীরত্বগাঁথা, মুসলিম বীর মুজাহিদদের গৌরব ও বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করেছেন। আহমদ মুহররাম, শাওকী, বারূদীর কবিতায় পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে এই বিষয় বৃহত্তর অঙ্গনে আবর্তিত হয়েছে। কবি বারূদীর এ জাতীয় কবিতার চরণ-[১০]

[৯] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬
[১০] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

اذا استل منا سيد غرب سيفه + تفزعت الافلاك والتفت الدهر

"যখন আমাদের নেতা স্বতেজে তার তরবারি কোষ মুক্ত করে তখন ভূমণ্ডল ভয়ে কেঁপে উঠে। এবং যুগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।"

কবিতার নতুন উদ্দেশ্য

আধুনিক আরবী কবিতা বিকাশের কারণে উদ্দেশ্য ও বিষয়েরও বিকাশ সাধিত হয়। যেসব বিষয় ও উদ্দেশ্য আরবী কবিতায় পূর্বে কখনো ছিল না। যা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ নতুন। রেনেসাঁর গতিধারায় জীবনের প্রয়োজনে এরকম আধুনিক বিষয় কবিতায় স্থান করে নিয়েছে। এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, দেশাত্মবোধ, সামাজিক চেতনা ইত্যাদি। এ যুগের কবিতায় আরব বিশ্বে সংগঠিত যুদ্ধ, দখলদার শক্তির নৃশংসতা, উপনিবেশবাদ, আরববাসীর দুঃখ-দুর্দশা ইত্যাদি কবিতায় স্থান লাভ করেছে।

রাজনীতি ও দেশাত্মবোধক কবিতা

আহমাদ আল 'উরাবীর বিপ্লব থেকে আরব বিশ্ব এক নাজুক অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে থাকে। এ সময় আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে আরব বিশ্বের সর্বত্র অবিরাম সংঘাত-সংঘর্ষ চলতে থাকে। ফিলিস্তীন, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, লেবানন, আল জযায়ের এর দেশপ্রেমিক সন্তানরা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। তখন আরব কবিরা তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিজয়ের গৌরবগাঁথা কবিতায় চিত্রিত করে তাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে থাকেন। নিজেদের ভূমি থেকে উপনিবেশবাদীদের বিতাড়িত করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যোদ্ধাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। যেমন ইরাকের কবি মারুফ আর রুসাফীর কবিতা-[১১]

قد هاجموا الوطنا ياقوم إن العدا + الأهل والسكنا واحموا فانضوا الصوارم

واستنفروا لعدو الله كل فتى + ممن نأى من أقاصى أرضكم ودنا

واستنهضوا من بنى الاسلام قاطبة + من يسكن البدو والأرياف والمدنا

واستبسلوا في سيل الذود عن وطن + به تقيمون دين الله السننا

"হে আমার স্বদেশবাসী! শত্রু আমাদের মাতৃভূমির উপর আক্রমণ করেছে। সুতরাং তোমরা অসি কোষমুক্ত কর, পরিবার-পরিজন ও দেশবাসীকে রক্ষ কর। প্রত্যেক যুবকের উচিত, আল্লাহর দুশমনদের বিরূদ্ধে যুদ্ধে রেরিয়ে পড়া। সে তোমাদের দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে থাকুক কিংবা নিকটবর্তী স্থানে। ইসলামের সন্তানগন, তোমরা একসাথে সবাই উঠে দাঁড়াও। যারা মরুভূমি, গ্রামে ও শহর-যেখানেই থাকনা কেন। দেশ থেকে শত্রু তাড়াতে সাহস ও বীরত্ব দেখাও। যে দেশে তোমরা আল্লাহর দীন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করবে।"

[১১] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

কবি শাওকী ফরাসী উপনিবেশিক শক্তির বিরূদ্ধে সংগ্রামরত সিরীয় দেশপ্রেমিকদের সমর্থনে একটি উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা করেন। যাতে তিনি দামেশকের যুদ্ধ সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতার জন্য সিরীয় সন্তানদের শত্রুর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মিসরের কবি শাওকীর কবিতার চরণ নিম্নরূপ-[১২]

ظئرا للاسلام الست دمشق + لاتعق ومرضعه الابوة

صلاح الدين تاجك لم يجمل + ولم يوسم باجمل منه فوق

سماؤك من حلى الماضى كتاب + وارضك من حلى التاريخ رق

هذى جنود الانجليز رايتها + الاطفالا بالبدرشين تقتل

صاحوا بصحن البيت صيحة فاتك + عات يرى النفس الحرام حلالا

"ওহে দামেশক! তুমি কি ছিলে না ইসলামের ধাত্রী? তারা বিশ্বস্ত, আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন দুগ্ধ দানকারিনী? সালাহ উদ্দীন ছিল তোমার মুকুট, তার চেয়ে বেশী সুন্দর, বেশী চকচকে মুকুট আর হয় না। সুন্দর অতীতে তোমার আসমান একটি গ্রন্থের মত। ইতিহাসের সুন্দর পায়ে তোমার যমীন অতি কোমল। ইংরেজ সৈন্যদেরকে আমি দেখেছি, তারা বাদরেশীনে শিশুদের হত্যা করেছে। বাড়ির আঙ্গিনায় ঘাতক সীমালঙ্ঘনকারীর মত চিৎকার করেছে। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যাকে হালাল মনে করছে।"

কবি আবদুল মুত্তালিব তার একটি কবিতায় মিসরের একটি পল্লীর উপর ইংরেজদের নির্দয় অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেছেন। ইংরেজদের বর্বতার প্রতীক হিসেবে "আল বাদরাশীন" পল্লীকে তিনি কবিতা শিরোনাম করেছেন। ইংরেজদের বর্বতার হৃদয় বিগলিত করা দৃশ্য কবিতায় চিত্রিত করেছেন। মিসরীয়দেরকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর এবং তাদেরকে ঝেটিয়ে বিদায় করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবি আবদুল মুত্তালিব বলেন-[১৩]

وارحمتاه القرية مفجوعة + والليل يرخى فوقها الأسد الا

محزونة خبأ القضاء لأهلها + تحت الظلام وقيعة ونكالا

من غادة غال البغاة عفافها + فبكي الحجاب عفافها المغتالا

"উহ্! দয়া-করুণা সেই বেদনাক্লিষ্ট গ্রামের মানুষের জন্য। যাদের উপর রাত্রি কালো আবরণ টেনে দিয়েছিল।

সেই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ গ্রামের জন্য, যার অধিবাসীদের জন্য বিধাতা রাতের অন্ধকারে একটি বিষাদময় ঘটনা ও মহাবিপদ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। একদিন প্রত্যুষে সীমালঙ্ঘনকারীরা তার সতী নারীদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়, ফলে হিজাব তার ছিনতাইকৃত নারীদের জন্য কেঁদে উঠলো।"

[১২] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এ যুগে ফিলিস্তীনী কবিগণ তাদের স্বদেশবাসীর উপর উপনিবেশবাদীরা যে নৃশংস যুলুম–অত্যাচার চালিয়েছে, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিতাড়িত করেছে কবিতায় তার মর্মস্পর্শী চিত্র উপস্থাপন করেছেন। সাথে সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধের চিত্র, তাদের সুঃসাহসিক অভিযান, আত্মাহুতির ছবি ইত্যাদিও ফুটে উঠেছে। স্বদেশভূমি থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথাও তারা বলেছেন, তারা ফিলিস্তীনীদেরকে স্বদেশপ্রেমে এবং দখলদার শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ফিলিস্তীনের মহিলা কবি ফাদবী তুকান এর কবিতা-[১৪]

خلال دخان علا واستدار + رأيت الحمى خربة ماحلة

على العتبات تدب هوام + وتعبر قافلة قافلة

وابصرت اشلاء قومى هنا + وهناك على طرق السابلة

وكان هناك وراء الدخان + قطيع تشتت في كل بيد

“কুণ্ডলী পাকিয়ে উঁচুতে উঠা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখলাম, আশ্রয় শিবিরটি বিবর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। উপত্যকার বাঁক দিয়ে মানুষ চলছে দলে দলে। কাফেলার পর কাফেলা অতিক্রম করছে। সেখানে আমার জাতির পঙ্গু-অক্ষমদের দেখলাম, জনাকীর্ণ রাস্তায় এখানে সেখানে পড়ে আছে। সেখানে ধোঁয়ার পিছনে একটি মেষপাল, মরুভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।”

সামাজিক কবিতা

আধুনিক যুগে প্রকাশিত আরেকটি বিষয় হলো সামাজিক কবিতা। কবিগণ তাদের কবিতায় যে সামাজিক বিষয়গুলো তুলে ধরেছন তা হল, সামাজিক জীবনের চিত্র, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কর্মপন্থা। এ যুগে আরব বিশ্বে সমাজ-সংস্কারমূলক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠন গুলোর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বহুমূখী সংস্কার, সামাজিক সমস্যার সমাধান জাতির সুখ সম্মৃদ্ধি তরান্বিতকরন। কবিগণ এসব সংগঠনের উদ্দেশ্যের সাথে একিভূত হন। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের নিশান বরদার হয়ে কাজ করেন। কবিগণ এসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মচেষ্টা ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড সুন্দর ও সার্থকভাবে কবিতায় তুলে ধরেছেন।

এ সময়ে মানুষের সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল অভাব অনটন। সমাজ সচেতন ও সমাজ সেবী ব্যক্তিগণের পাশাপাশি কবি-সাহিত্যকগনও কবিতা রচনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করেছেন। তাদের রচিত কবিতায় আরব সমাজের সমস্যার স্বরূপ, কারণ ও প্রতিকারের কথা বলেছেন। তারা অভাবী মানুষের কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন, বিত্তবানদেরকে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। যে সকল ধনবান ব্যক্তি

[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

অভাবী মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি তাদেরকে ধিক্কার দিয়েছেন। কবি আহমদ মুহাররামের কবিতা-[১৫]

ا كل امرء في مصر يسعى لنفسه + ويطلب اسباب الحياة لذاته

طروب الأمانى مايبالى بشعبه + وإن ملأ الدنيا ضجيج لغاته

إذا نال مايرجوه لم يعنه امرؤ + سواه ولم يحف بطول شكاته

"মিসরের প্রতিটি মানুষ কেবল নিজের জন্য চেষ্টা করছে। কেবল নিজের জীবন ধারণের উপকরণ সন্ধান করছে। আশার আনন্দ তার জাতির প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে না, যদিও তার কথার শোরগোল পৃথিবীকে পূর্ণ করে দিচ্ছে। যখন সে তার কাঙ্খিত কিছু পায় তখন সে নিজেকে ছাড়া কাউকে সাহায্য করে না দীর্ঘক্ষণ কাকুতি-মিনতি করলেও।"

কবি হাফিজ ইব্রাহীম দরিদ্র ও দারিদ্রের সঠিক চিত্র তোলে ধরতে সুক্ষ্মদর্শী। তার জীবনে অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী। অনাহারক্লিষ্ট মানুষের কষ্ট তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তার বহু কবিতায় সমাজের অসহায় বঞ্চিত মানুষের দুঃখের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি কবিতায় একজন এতিম শিশুর ক্ষুধার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। কবি হাফিজের কবিতা।[১৬]

قضيت عهد حداثتى + ما بين ذل واغتراب

لم يغن عنى بين مشرقها + و مغربها اضطراب

صفرت يدى فخوى لها + رأسى وجوفى والوطاب

لم يبق من أهلى سوى + ذكر تناساه الصحاب

امشى يرنحنى الأسى + البؤس ترنيح الشراب

"আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি অপমানের মধ্যে প্রবাসী হিসেবে। পূর্ব-পশ্চিমে আমার অস্থিরতা কখনও দূর হয়নি। আমার হাত শূন্য হয়ে পড়েছে আর সে জন্য আমার মাথা, পেট ও থলিও শূন্য হয়েছে। আমার পরিবারের কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিছু স্মৃতি ছাড়া যা ভুলে যাওয়ার ভান করে বন্ধুরা। আমি যখন চলি দুঃখ-কষ্ট আমাকে গান শোনায়। আর দুর্ভাগ্য শোনায় মদ পানের আসরের গান।"

যুব সমাজের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা । সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে যা ভাবিয়ে তোলে। তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে যুব সমাজের ইসলামী নীতি-নৈতিকতার প্রতি বিরূপ ভাব দূর করে এবং পাশ্চাত্য জীবনধারা থেকে যুব সমাজকে মুক্ত করতে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। আরব

[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

[১৬] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

কবিগণও যুব সমাজের সমস্যাবলী গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেন। তারাও সমাজের চিন্তাশীল মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং কবিতার মাধ্যমে যুব সমাজকে সচেতন করে তোলেন।

এ প্রসঙ্গে মিসরের কবি আহমদ মুহাররামের কবিতার-[১৭]

ذهب العصر الذي شيبنا + وأتى عصر الشباب الملحدين

عيرونا ان عبدنا ربنا + وحفظنا عهده في الحافظين

واعدوها لنا رجعية + جعلوها سبة للمؤمنين

للمصلين إذا ما سجدوا + من حديث السوء ما للصائمين

نسخ الأخلاق في شرعتهم + أنها من ترهات الجامدين

فسد الأمر فهل من مصلح + أصلحوه يا شباب المسلمين

"সে যুগ চলে গেছে যা আমাদেরকে বৃদ্ধ করেছে। এখন এসেছে নাস্তিক যুবকদের যুগ। তারা আমাদেরকে লজ্জা দেয় এ কারণে যে আমরা আমাদের প্রভূর ইবাদাত করি, তার অঙ্গীকার সংরক্ষণ করি। এ কাজকে তারা প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে গণ্য করে। এ শব্দটিকে তারা বিশ্বাসীদের জন্য গালি মনে করে। নামাযীরা যখন সিজদা করে, রোযাদররা যখন রোযা রাখে, তাখনও তারা তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে। নৈতিকতাকে তাদের বিধান থেকে বাদ দিয়েছে। বলেছে, এ হচ্ছে জড়বাদীদের পরিচিতি-চিহ্ন। সব কিছু আজ নষ্টদের দখলে, কোন সংস্কারক আছে কি? যে পরিশুদ্ধ করতে পারে, হে মুসলিম যুকেরা!"

কবিগণ সমাজের সমস্যাবলী সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। সমাজ সচেতন চিন্তাশীল মানুষের সাথে তারাও সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। সমাজের নারী পূরুষ নির্বিশেষে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা কবিতার উদ্দেশ্য ও বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। সমাজ ও মানুষের এমন কোন বিষয় ও দিক ছিল না যা কবিগণ তাদের কবিতার আলোচ্য বিষয় হিসেবে নেন নি। তারা কবিতার মাধ্যমে সমাজের মানুষকে সচেতন করে তোলেছেন। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়েছেন।

[১৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী কবিতার প্রকারভেদ আলোচনা

প্রাক ইসলামী যুগ থেকে আরবী কবিতা বিচিত্র বিষয় ও উদ্দেশ্যকে ধারণ করে অগ্রসর হয়েছে। সাহিত্য সম্বন্ধীয় অভিব্যক্তিবাদের গঠন, আকৃতির ধরণ বা তার প্রকাশ রীতি কবিগন প্রাচীন কাল থেকে প্রকাশ করেছেন। যা মানুষের মুখে আবর্তিত হত। বিভিন্ন যুগে কবিতার বিষয়ভিত্তিক প্রকার লক্ষ্য করা যায়। এর উদ্দেশ্য হলো কবিতাকে আরো একটু স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করার অনন্য প্রয়াস। আধুনিক যুগে আরবী কবিতার বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য করা যায়।[১] যথা:

১. الشعر القصصي (কাহিনী কাব্য)

২. الشعر الملحمي (মহাকাব্য)

৩. الشعر التعليمي (শিক্ষামুলক কাব্য)

৪. الشعر التمثيلي (নাট্যকাব্য)

৫. الشعر الغنائي (গীতিকাব্য)

৬. الشعر الحر (মুক্ত কবিতা)

৭. الشعر المرسل (গদ্য কবিতা)

৮. شعر الدعوة السلامية (ইসলামের দাওয়াত মূলক কবিতা)

কাহিনী কাব্য

প্রাচীন আরবী কবিতায় কাহিনী কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়না। আব্বাসীয় যুগে কাহিনী কাব্য রচনায় অনেকে এগিয়ে আসেন। ইবনে মুকাফফা রচনা করেন কলিল ওয়া দ্বিমনা (كليل ودمنة), এ ক্ষেত্রে ইবনে আল লাহেকী, ইবনু হারারিয়া এর নাম উল্লেখ করা যায়। আধুনিক যুগে কাহিনীকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে রয়েছে মিসরের কবি আহমদ শাওকী, উসমান জালাল, আহমদ ইবনে মুশাররফ আল আহসায়ী। এ ক্ষেত্রে তার সুন্দর কবিতা রয়েছে। যেমন: ভাল্লুকের কাহিনী, ইঁদুর, কবুতর ও ঘুঘুর কাহিনী ইত্যাদি।

[১] ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *মিন রওয়া'ইল আদবিল 'আরবী (কুয়েত: দারুল বুহুছ আল 'ইলমীয়া, ১৯৭৯ খ্রি.)*, পৃ. ৪৭; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *আল আদাবুল 'আরবী ওয়া তারিখুহু, আল আসরিল হাদীস, (সৌদী আরব: ওয়ারাতুত তালীম আল আলী, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ, পৃ.* ৩০,৩৫

মহাকাব্য

আধুনিক আরবী কবিতায় মহাকাব্য একটি কবিতার নতুন প্রকার। এটি আরব কবিগণ পাশ্চাত্য থেকে গ্রহণ করেছে। আবার অনেকে মনে করে মহাকাব্যের ধারণা প্রাচীন আরবী কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে। বীরত্বমূলক কবিতা রচনায় আরব কবিগণ প্রথম কাতারে রয়েছেন। 'আনতারা, 'আমর ইবনে কুলসুম, হারিস ইবনে হিল্লিজার মু'আল্লাকায় যার ধারণা লাভ করা যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব কবিগণ মহাকাব্য্য রচনা করেন। যেমন: স্পেনীয়দের মহাকাব্য। আধুনিক যুগে কবিগণ দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। এ গুলোকে নামকরণ করা হয়েছে মহাকাব্য। কবি বারূদীর كشف الغمة في مدح سيد الامة , ইয়ারুবী মুহাম্মদ তাওফীকের معلقة الكعبة উল্লেখযোগ্য। কবি বারূদীর পর মহাকাব্য আরো বিকাশ লাভ করেছে উত্তম ভাবে। যেমন: খালেদ আল ফরজ এর دول العرب , কবি শাওকীর الالياذة الاسلامية বা ديوان المجد الاسلام আহমদ মহররমের احسن القصص الياذة সংকলিত হুমায়রুস ملحمة عيد الرياض এর বূলিস সালামা আন নসরানী এর , وعظماء الاسلام উল্লেখযোগ্য।[২]

নাট্যকাব্য

নাট্যকাব্য আধুনিক আরবী কবিতার একটি নতুন সংযোজন। আরব জাতী জাহিলী যুগে নাট্যকাব্য সম্পর্কে পরিচিত ছিল না। আধুনিক যুগে আরব কবিগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে নাট্যকাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে কবিতা রচনা করেন কবি খলিল মতরান, ইব্রাহীম রমযী, শাওকী, হাফিয ইব্রাহীম প্রমুখ কবিগণ। অনুরূপ ভাবে পাশ্চাত্য নাট্যকাব্যের ধারায় নাট্যকাব্য রচনায় এগিয়ে আসেন খলীল আল ইয়াযীজী (১৮৫৬-১৮৮৯ খ্রি.)। তিনি রচনা করেন المروة والوفاء যা হীরার অধিপতি নুমান ইবনে মুনযিরের ঘটনা সম্বলিত। শায়খ আবদুল্লাহ আল বস্তানী রচনা করেন পাঁচটি নাট্যকাব্য। শায়খ মুহাম্মদ আবদুল মুত্তালিব রচিত- امراء القيس , المهلل بن ربية। খলীল আহমদ কব্বানীর রচিত هارون الرشيد ও عنتره প্রথম পর্যায়ের নাট্যকাব্য। তবে এগুলোতে নাট্যকাব্যের বৈশিষ্ট্যের চেয়ে الشعر الغنائي এর ছাপ প্রবল থাকায় মানোত্তীর্ণ হতে পারেনি।[৩] আধুনিক যুগে সফল নাট্যকাব্য রচনায় অবদান রাখেন কবি আহমদ শাওকী ও আযীয আবাযা। আরবী কাব্য সাহিত্য দীর্ঘদিন নাট্যকাব্যের কলা কৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিল না। সর্ব প্রথম কবি আহমদ শাওকী

---

[২] ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪

[৩] ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯; ড.আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম: আল 'আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.)*, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

নাট্যকাব্য রীতি আরবী কবিতায় সংযোজন করেন। তিনি ছয়টি নাট্য কবিতা রচনা করেন। عنتره ও مجنون ليلي এই দুটি নাট্যকাব্যে আরব জাতীয় ভাবাবেগ ও অনুভূতি চিত্রিত হয়েছে। আর তিনটির মধ্যে দেশাত্ববোধক আবেগ, অনুভূতি চিত্রিত হয়েছে তা হলো: كليوباترة , قمبيز ও علي بك الكبير

অপরটি হলো কমেডিমূলক নাট্যকাব্য هدي الست তাছাড়া তিনি গদ্যেও اميرة الاندلس নামে একটি নাটক রচনা করেন। আরবী কথ্য ভাষায় রচিত কাব্যের প্রতি যুব সম্প্রদায়ের মনোযোগ এবং তাদের মাঝে কথ্য ভাষার যে জোয়ার বয়েছিল শাওকী তার এই নতুন ধারার নাট্যকাব্য দ্বারা এর মোকাবিলা করতে সক্ষম হন। তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত নাট্যকাব্য দ্বারা কথ্য ভাষা থেকে বিশুদ্ধ ভাষার দিকে যুব সমাজের মনোযোগ আকর্ষণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হন।

শাওকীর নাট্যকাব্য গুলো পাশ্চাত্যের শিল্প দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এগুলো অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় ক্লাসিক রীতি দ্বারা তিনি প্রভবিত ছিলেন। তার নাট্যকাব্যের লক্ষ্য ছিল আত্ন সম্ভ্রম, উদারতা, অনন্য চারিত্রিক মাধুর্য্য ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা। তিনি নাটকের বিষয়গুলো মহান ব্যক্তিবর্গ, সেনাপতি ও রাজা বাদশাহদের চরিত্র থেকে নির্বাচন করতেন। নাটকের মূল্যবান সংলাপ নির্মাণ করতেন। আর নটকের সংলাপ গদ্যের ভাষায় নয় বরং কাব্যিক ভাষায় রচনা করতেন। এতদসত্ত্বেও কবি শাওকী তার নাট্যকাব্য গুলো আরবী ক্লাসিক্যাল ও শৈল্পিক ধারার অনুসরণে লিখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নাটক সমূহ শৈল্পিক রীতি, বুদ্ধি বৃত্তির প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে আরবী অভিরুচির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। তিনি গীতিধর্মী, আনন্দ দায়ক ও ভারসাম্য পূর্ণ নাটক রচনায় গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি ক্লাসিক্যাল নাট্যরীতির ভিত্তি ট্রাজিক অবস্থাকে বর্জন করেছেন।[৪]

কবি শাওকীর পরে নাট্যকাব্য রচনার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন আযীয আবাজা। তিনি শাওকীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাট্যকাব্য রচনা করেন। তিনি নাট্যকাব্যের বিষয় নির্বাচনে শাওকীর কাব্যরীতি দ্বারা শুধু প্রভাবিত হতেন তা নয়, বরং চরিত্রের রূপায়ন, সংলাপ নির্মাণ, গীতিময়তা, সম্ভাষণ পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তার রীতি পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি আরব জাতীর বিভিন্ন ঘটনা এবং দেশের বিভিন্ন ট্রাজেডীকে নাট্যকাব্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তার স্বদেশবোধ ও ভাব নিয়ে রচিত নাটক গুলোর মধ্যে উল্ল্যেখ হলো: الشجرة الدر এবং আরব জাতীর ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নাটক গুলোর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলো: قيس ولبني , الناصر ,العباسة غروب الاندلس ও قافلة النور ইত্যাদি। তিনি জাতীয় লোক কাহিনী অবলম্বনেও নাট্যকাব্য রচনা করেছেন। যেমন: شهريار । সমাজের বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন اوراق الخريف নামক নাট্যকাব্য।

[৪] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদবিনা আল মু'আসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৫৬, ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

শাওকী অনুসৃত নাট্যকাব্যকে আযীয আবাযা আরো গতিশীল ও প্রশস্ত করেছেন। অতঃপর সমসাময়িক আধুনিক কবিগণ এই নতুন কাব্য শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তারা নতুন নতুন ভাবাধারা ও বিষয় নিয়ে নাট্যকাব্য রচনা করেন। ফিলিস্তিনী কবি মঈন বসীসূ রচনা করেন, ثورة الزنج। সালাহ উদ্দিন আবদু সাবুর এর الابوة مسافر ليل,تنتظر , ليلي والمجنون ও الاميرة تنتظر । 'উমর আবু রিশার محكمة الشعراء ও تاج محل । আবদুর রহমান শারকাভীর مأساة جميلة , البطلة الجزائرية ও الفتي مهران নাটক উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া কবি আলী আহমদ বাকছীর (১৯১০-১৯৬৯ খ্রি.) ইসলামী ভাবধারায় রচনা করেন اسلاماه নাট্যকাব্য। মিসরীয় কবি মুহাম্মদ গুনায়ম (মৃ. ১৯৭৩ খ্রি.) রচনা করেন المروة المقنعة ও غرام يزيد নাট্যকাব্য। এমনিভাবে আধুনিক কবিগণ এই কাব্য শিল্পকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করেছেন। কবি শাওকীর নাট্যকাব্যের নমুনা নিম্নরূপ-[৫]

قيس : ليلاي . ليلى القلب

ليلى: قـــــيـــــس مالي دارت بي الارض وساء حالي

قيس: فداكي ليلى مهجتي ومالي من السقام ومن الهزال

تعالي اشكي لي النوى تعالي القي ذراعيك على خيالي

(تصافحه بشوق)

ليلى: أحق حبيب القلب انت بجانبي احلم سرى ام نحن منتبهان

أبعد تراب المهد من أرض عامر بأرض ثقيف نحن مغتربان

قيس: حنانيك ليلى ما لخلّ وخلّه من الارض الا حيث يجتمعان

فكل بلاد قربت منك منزلي وكل مكان انت فيه مكاني

ليلى: فمالي ارى خديك بالدمع بلا امن فرح عيناك تبتدران

قيس: فداؤك ليلى الروح من شر حادث رماك بهذا السقام والذوبان

ليلى: تراني اذا مهزوله قيس؟ حبذا هزالي وما كان الهزال كساني

قيس: هو القيس ليلى. فيمن الفكر؟

ليلى: فـــي الــــــذي تـــجــــنى

قيس: كفاني ما لقيت كـــفــــــانـي

ليلى: أأدركت أن السهم يا قيس واحد وأن كلينا للهوى هدفان

---

[৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮, ৫৯

كــــــلانا قــــــيــس مــذبوح قتيــــــــــــــل الاب والام

طـــــــعينان بـــــــسكين من العــــــــادة و الـــــوهم

لقد زوجت مـــمـن لم يــــــكـــن ذوقي ولا طعمي

ومن يكبر عن سني ومن يصغر عن علمي

غـــريب لا مـــن الحـــي ولا مـــــن ولـــــد العم

ولا ثـــــــــروتــــــــه تُربي عــــلى مــال أبي الجم

'আনতারার নাট্যকাব্যের নমুনা-[৬]

عنترة : ماذا وراءَكَ دَاحِ ما دهَم الحمى؟

داحس : فئةٌ عليهم شكَّة وسلاحُ

وَطِئَتْ ترابَ المهدِ أرجُلُ خيلهمْ ولها عليه نشْوةٌ ومراح

عنترة : أمنَ البوادي؟

داحس : بل غَساسنةٌ على قَسَماتهم أثرُ النعيم صِبَاحُ

في ظلِّ دجلةَ والفراتِ ترَعْرَعُوا وغَدَوْا على وَشْيِ الرِّياض وراحوا

أولاَدُ لخْم والذين رمَى بهم أرْض العراق تطَلُّعٌ وطِماحُ

جاءَ الحجازُ بهم ومكةُ والتقَتْ فيهم جبالٌ حولها وبطاح

نَشئوا هناك فما تصلَّبَ مَنْسَرٌ لهمو ولا بلغَ التمامَ جَنَاحُ

عنترة : مَا يبتغون؟

داحس : أظنُّ رأْسَكَ سُؤْلَهم هَتفوا به حَول البيوت وصاحُوا

أنسيتَ سرحانًا وكيف قتلتهمْ وفوارسًا بُهْمًا بسيفك طاحُوا

"আনতারা: তোমার উদ্দেশ্য কি? চারণভূমির উপর আসন্ন বিপদ তথা সশস্ত্র শত্রু বাহিনীর আক্রমণকে তুমি প্রতিহত কর।

দাহিস: তাদের ঘোড়া গুলো মাতাল ও উৎফুল্ল অবস্থায় তোমার দেশের মাটিকে পদদলিত করল।

আন্তারা: তারা কি পল্লী এলাকা থেকে এসেছে?

[৬] ড. আহমদ আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

দাহিস: বরং তারা গসসান গোত্রের লোক। তাদের কপোল সমূহে বিত্ত বৈভবের নিদর্শন প্রতিভাত। দজলা ও ফুরাতের ছায়ায় তারা বেড়ে উঠেছে এবং সকাল সন্ধ্যা বৈচিত্রময় উদ্যান সমূহে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। তারা লাখমের সন্তান। ইরাক ভূখণ্ড তাদেরকে নিক্ষেপ করেছে, এমতাবস্থায় এর প্রতি তাদের রয়েছে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। হিজায ও মক্কা তাদেরকে নিয়ে এসেছে এবং পার্শ্ববর্তী পর্বতরাজি ও সমতল ভূমিসমূহ তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। তারা সেখানে বড় হয়েছে। তাদের কোন অগ্রবর্তীদল শক্তিশালী হয়নি এবং কোন সেনা ইউনিট পরিপক্কতাও অর্জন করেনি।

আনতারা: তারা কি চায়?

দাহিস: তাদের মতলব সম্পর্কে তুমি কি কোন কিছু চিন্তা করছো? তারা তোমাদের বাড়ি-ঘরের চারপাশেই তাদের মতলব নিয়ে হাঁকডাক করছে। তুমি কি ভূলে গেছ, নেকড়ে বাঘের কথা এবং এরা তাদেরকে কীভাবে হত্যা করল তার ইতিবৃত্ত? আর তোমার কি মনে নেই সাহসী অশ্বারোহীদের কথা, যারা তোমার তরবারীর আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে?"

শিক্ষামূলক কবিতা

কবিতার আরেকটি প্রকারের নাম الشعر التعليمي বা শিক্ষামূলক কবিতা। ঐতিহাসিক ঘটনা ও শিক্ষা এই কবিতায় পাওয়া যায়। এদিক থেকে এটিকে কেউ কেউ الشعر التارخي নামেও অভিহিত করেছেন। প্রাচীন যুগে এই কাব্যরীতি ছিলনা। আব্বাসী কবিগণ এধরণের কবিতা রচনা করেছেন। আব্বাসীয় কবি আবান ইবনে আবদুল হামিদ কবিতার মধ্যে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনা ও বহু কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি চৌদ্দ হাজার বয়ত বিশিষ্ট শিক্ষণীয় কাব্য كليل ودمنه রচনা করেছেন। আবান এর পর কবিতার এই শাখায় অগ্রগতি ও উন্নতি বিধানে এগিয়ে আসেন আলী ইবনে জাহাম, ইবনে মুর্তাজ ও ইবনে দুরাইদ প্রমুখ কবিগণ। আলী ইবনে জাহাম[৭] খালিফা ও খলিফাদের ইতিহাস জাতীয় কাব্য রচনা করেন।[৮] যেমন:

يـا سـائِلي عَـن اِبـتِداءِ الخَلقِ + مَـسـأَلَةَ القـاصِـدِ قَـصـدَ الحَـق
أخـبَـرَنـي قَـومٌ مِـن الثِـقـاتِ + أولو عُـلومٍ وَأولو هَـيـئـاتِ
تَـقَـدَّمـوا فـي طَـلَبِ الآثـارِ + وَعَـرَفـوا حَـقـائِقَ الأخـبـارِ
وَفَهِـمـوا التَـوراةَ وَالإنـجيـل + وَأحكَـمـوا التَـنزيـلَ وَالتَـأويـلا

---

[৭] তিনি বংশীয় ভাবে বনি উসামার দিকে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি খলিফা আল মামুনের সময় খোরাসান থেকে বাগদাদ গমন করেন। তারই শাসনামলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পরবর্তীতে খলিফা আল মুতাওয়াক্কিলের ঘনিষ্ট বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

ইবনে দুরাইদ [৯] এজাতীয় কবিতা রচনার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তার কাব্য গ্রন্থের নাম: المقصور, الممدود ইবনে দুরাইদের কবিতা- [১০]

يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد + فإن إروادك والعتبى سوا

لا تحسبن يا دهر أني ضارع + لنكبة تعرقني عرق المدى

مارست من لو هوت الأفلاك من + جوانب الجو عليه ما اشتكى

لكنها نفثة مصدور إذا + جاش لغام من نواحيها غمى

আধুনিক যুগে কবি শাওকী, হাফিয ইব্রাহীম, আহমদ মুহররম অনেকের শিক্ষামূলক ও ইতিহাস সমৃদ্ধ কবিতা পাওয়া যায়।[১১]

গীতিকাব্য

গীতি কবিতা জাহিলী যুগ থেকে চলে আসা কবিতার অন্যতম একটি প্রকার। জাহিলী যুগে রচিত কবিতা গীতি কবিতার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াফা আলী সালীম বলেন, الشعر الجاهلي كله غنائي এই কবিতা গুলোকে বাদ্য যন্ত্রের সাহায্যে উপস্থাপন করা যায়। যেমন: করতাল বা মদিরা, বীণা, তবলা বা তাম্বুরা বা দফ ইত্যাদি । কবি হাসসান ইবনে সাবিত বলেন-

تغن بالشعر اما كنت قائله + ان الغناء لهذا الشعر مضمار

"তুমি কবিতার মাধ্যমে গান করতে পারবে যখন তুমি উহা ব্যক্ত কর। কেননা গীতিময়তা এই কবিতার জন্য একটি বিরাট ক্ষেত্র।"

উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় যুগে এই প্রকারের কবিতা ভাবধারাগত ভাবে ও বিভিন্ন ওজনের মাধ্যমে ক্রমোন্নতি লাভ করেছে। আধুনিক যুগে এসে প্রাচীন এই গীতিকাব্য কবিতার আঙ্গিক, চিন্তাধারা ও বিভিন্ন বিষয় সহযোগে উন্নতি লাভ করে। কেউ কেউ ওজন ও কাফিয়ায় পরিবর্তন আনেন। যেমন المتدارك ছন্দ। পরবর্তী পর্যায়ে কবিগণ কবিতার গঠন ও শৈল্পিক ধারায় পরিবর্তন আনয়ন করেন। এ ক্ষেত্রে কবি নাযেক মালাইকা, সালাহ আবদুস সবুর এর নাম উল্লেখ করা যায়। তারা কবিতার নতুন চিন্তাধারা সংযোজন করেন।[১২]

যেমন: নাযেক মালাইকার কবিতা- [১৩]

---

[৯] তার প্রকৃত নাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আল হাসান ইবনে দুরাইদ। তিনি ২২৩ হিজরী সনে বসরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আহওয়াযের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাকান এর সময়ে পারস্যের আমীরের পদ অলংকৃত করেন। ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

[১০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

[১১] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০

[১২] ড.ওফাই 'আলী ছুলায়ম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯, ৮৫

[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

أين نعدو وهو قد لفَّ يدَيهِ
حولَ أكتافِ المدينةْ؟
إنه يعمَلُ في بطءٍ وحَزْمٍ وسكينةْ
ساكبًا من شفَتَيْهِ
قُبَلاً طينيّةً غطّتْ مراعيْنا الحزينةْ

মুক্ত কবিতা

১৩৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৯২৩ খ্রি. দিকে এই মুক্ত কবিতা বা গদ্য কবিতার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। মাহজারী কবি আমীন রায়হানী, জিবরান খলিল জিবরান এগুলোর প্রসারে ভুমিকা রাখেন। তারা এগুলোকে الشعر المنثور অথবা النثر الشعر নামকরণ করেন। ১৩৬৭ হিজরী সনে কবি নাযেক মালাইকা রচনা করেন الكوليرا নামক কাব্যগ্রন্থ। তাকে মুক্ত কবিতা বা গদ্য কবিতার পথিকৃৎ বলা হয়। এই কবিতা ওজন ও কাফিয়া থেকে মুক্ত।[১৪]

মুক্ত কবিতা আধুনিক আরবী কবিতায় নতুন সংযোজন। ইরাকী মহিলা কবি নাযেক মালাইকা الشعر الحر এর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে,

هو شعر ذو شطر واحد ليس له طول ثابت وإنما يصح أن يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر ويكون هذا التغيير وفق قانون عروضي يتحكم فيه.

এই কবিতার ওজন تفعيلة এর এককের উপর হবে। যেমন:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن
فاعلاتن فاعلاتن

১৯৪৫ খ্রি. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই কবিতার উদ্ভব হয়। ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রি. এই ধরণের কবিতায় নতুনত্ব আসে। এ ক্ষেত্রে ইরাকী কবি বদর শাকের আস সয়্যাব এবং ইরাকী মহিলা কবি ও সাহিত্য সমালোচক নাযেক আল মালাইকা ভূমিকা রাখেন। নাযেক আল মালাইকাকে الشعر الحر এর পথিকৃৎ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় قضايا الشعر المعاصر গ্রন্থে বলেছেন মুক্ত কবিতার উৎপত্তি ১৯৪৭ খ্রি. ইরাকের বাগদাদে। যাহা الكوليرا কাব্য

[১৪] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের মাধ্যমে প্রসার লাভ করে। আবার কেউ কেউ মনে করেন মুক্ত কবিতা ১৯২১ খ্রি. ইরাকে এবং ১৯২৩ খ্রি. মিসরে সূত্রপাত হয়। তবে মুক্ত কবিতা নৈপূণ্যতা লাভ করে নাযেক আল মালাইকার কবিতার মাধ্যমে । বদর শাকের আস সয়্যাব এই কবিতার গতিধারা আরো সমুন্নত করেন। মুক্ত কবিতা রচনায় যারা আরো অনেকে অবদান রেখেছেন। আলী আহমদ বাকসীর , মুহাম্মাদ ফরিদ আবি হাদীদ, মাহমুদ হামান ইসমাইল, আরার শায়ের আরদন, লুইচ উড, আবদুল ওয়াহাব বয়াতী, ইজ্জুদ্দীন মাহবী, ফারুক শাওশা, সালাহ আবদুস সবুর, আবুল কাসেম সাদ উল্লাহ প্রমুখ।[১৫] নাযেক আল মালাইকা কবিতার নমুনা-[১৬]

سكَن الليلُ

أصغِ إلى وَقْع صَدَى الأنَّاتْ

فى عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، على الأمواتْ

صَرخَاتٌ تعلو، تضطربُ

حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ

يتعثَّر فيه صَدى الآهاتْ

فى كل فؤادٍ غليانُ

فى الكوخِ الساكنِ أحزانُ

فى كل مكانٍ روحٌ تصرخُ فى الظُلُماتْ

فى كلِّ مكانٍ يبكى صوتْ

هذا ما قد مَزّقَهُ الموتْ

الموتُ الموتُ الموتْ

يا حُزْنَ النيلِ الصارخِ مما فعلَ الموتْ

طَلَع الفجرُ

أصغِ إلى وَقْع خُطَى الماشينْ

فى صمتِ الفجْر، أصِخْ، انظُرْ ركبَ الباكين

عشرةُ أمواتٍ، عشرونا

لا تُحْصِ أصِخْ للباكينا

اسمعْ صوتَ الطِّفْل المسكين

[১৫] ড. আমের রেজা, *আশ শি'রুল 'আরবী আল হাদীস ওয়াল মু'আসির (লেবানন: মরকাযুল জায়ল, আগষ্ট ২০১৬ খ্রি.). পৃ.* ৬৯-৭২

[১৬] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৭১

Dhaka University Institutional Repository

مَوْتَى، مَوْتَى، ضاعَ العددُ
مَوْتَى، موتَى، لم يَبْقَ غَدُ
فى كلِّ مكانٍ جَسَدٌ ينْدُبُه محزونْ
لا لحظَةَ إخلادٍ لا صَمْتْ
هذا ما فعلتْ كفُّ الموتْ
الموتُ الموتُ الموتْ
تشكو البشريّةُ تشكو ما يرتكبُ الموتْ
الكوليرا
فى كَهْفِ الرُّعْب مع الأشلاءْ

নাযেক আল মালাইকার الخيط المشدود في شجرة السرو কবিতায় বলেন-[১৭]

في سوادِ الشارعِ المُظلم والصمتِ الأصمِّ
حيثُ لا لونَ سوى لونِ الدياجي المدلهمِّ
حيثُ يُرخي شجرُ الدُفلى أساهُ
فوقَ وجهِ الأرضِ ظلاً،
قصةٌ حدّثني صوتٌ بها ثم اضمحلا
وتلاشتْ في الدَّياجي شفتاهُ

"অন্ধকার রাস্তার অন্ধকার আর বধির নীরবতা
যেখানে রাতের অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নেই
যেখানে মারিগোল্ড গাছ তার আত্মাকে শিথিল করে
পৃথিবীর মুখের উপরে ছায়া ফেলে,
একটি গল্প যা আমাকে স্পর্শ করেছে এবং তারপর আলো জ্বালিয়েছে।
এবং তার চেহারা অন্ধকারের মধ্যে ম্লান হয়ে গেছে।"

গদ্য কবিতা

الشعر المرسل এর আভিধানিক অর্থ ছন্দ বিহীন কবিতা, গদ্য কবিতা। এটি আধুনিক আরবী কবিতার অন্যতম একটি প্রকার। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক আলী আহমদ সাঈদ গদ্য কবিতার সংজ্ঞায় বলেন,

[১৭] ড. এহসান আব্বাস, *ইত্তিজাহাতু আশ'শিরিল 'আরবী আল মু'আসির (কুয়েত: আলিমুল মা'আরিফা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খ্রি.)*, পৃ. ১৬৯

Dhaka University Institutional Repository

انها شعر لا نثر جميل انها قصيدة مكتملة كائن حي مستقل مادتها النثر, وغايتها الشعر , والنثر فيها مادة تكوينية الحق بها النثر لتبيان منشئها وسميت قصيدة بالقول بأن النثر يمكن ان يصير شعرا دون نظمه بلا أوزان تقليدية

এই গদ্য কবিতার পথিকৃৎ হলো আনছী আলহাজ্ব, মুহাম্মদ আল মাগুত। গদ্য কবিতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রেখেছেন বেশকিছু কবি। এই ক্ষেত্রে ফুয়াদ রিফকাহ, আলী আহমদ সাঈদ আদুনিছ, ইউসুফ খালী প্রমুখ কবিগণ।[১৮] আদুনিছ এর কবিতা-[১৯]

قافلة كالناي، والنخيل

مراكب تغرق قي بحيرة الأجفان

قافلة ؟مذنب طويل

من حجر الأحزان

آهاتها جرار

مملوءة بالله والرمال:

هذا هو الغزالي

يجيئنا في كوكب

تخصه نساؤنا

تصوغ من بهائه

الثياب والأحلام واللآلي.

يبتدئ السقوط في مدائن الغزالي:

من هذه المرأة؟ كل ذكر

আলী সিদকী আবদুল কাদের (জন্ম: ১৯২২ খ্রি.) الفتاة اليتيمة কবিতায় ইয়াতীমের জীবনের চিত্র এঁকেছেন।[২০]

ইসলামী দাওয়াত মূলক কবিতা

ইসলামী দাওয়াত মূলক কবিতা বা ইসলামী কবিতা ইসলামের আবির্ভাবের মাধ্যমে এই কবিতার সূচনা হয়। হাসসান ইবনে সাবিত, কা'ব ইবনে মালিক ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এই কবিতার প্রসারে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। আরব মুসলমানদের সাথে এ জাতীয় কবিতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আধুনিক যুগে কবিতার এই

[১৮] ড. আমের রেজা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯, ৯০

[১৯] ড. এহসান আব্বাস,প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

[২০] আহমদ কাবিবশ, *ফী তারিখ আশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস (বৈরূত: দারূল জীল, তাবি)*, পৃ. ৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রকার নতুন ভাবে সমৃদ্ধ হয় এবং এর ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এর সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব পড়ে আরব কবিদের উপর। যেমন: শায়খ হুমায়ন ইবনে গুনাম এর কবিতায় তা সুস্পষ্ট। আধুনিক যুগে দ্বীন সম্পর্কিত বিষয় রমজান, হজ্জ, হিজরত, ইসলামের প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রতিবন্ধকতা, ইসলামের অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি আহ্বান, ইসলামের মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে এ জাতীয় কবিতা রচিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কবি শাওকী, হাফিয, আহমদ মহররম, আবদুল্লাহ ইবনে খামিস, ইব্রাহীম আল গযাভী, হাসান আল কুরশী, মাহমুদ আরিফ এর নাম উল্লেখযোগ্য।[২১] পাশ্চাত্য কবিদের দৃষ্টিতে কবিতা চার প্রকার। যথা:

১. الشعر القصصي والملحمي
২. الشعر التعليمي
৩. الشعر التمثيلي
৪. الشعر الغناء

আধুনিক আরবী কবিতা পাশ্চাত্য কবিতা ও সাহিত্য থেকে কবিতার এই প্রকার গুলো গ্রহণ করে।[২২] সময়ের আবর্তনে আধুনিক আরবী কবিতা প্রতিটি শাখায় ক্রমোন্নতি লাভ করেছে।

[২১] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫, ৩৬
[২২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারায় আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যেও পরিবর্তন আসে। জাহিলী যুগ থেকে রেনেসাঁর পূর্বযুগ পর্যন্ত এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আরব রেনেসাঁর পর আধুনিক আরবী কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাবধারা সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ সময় কবিতাও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্ম প্রকাশের পর কবিতা নতুন বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। তিনি কবিতায় আব্বাসীয় রচনারীতির অনুকরণ করলেও ভাব ও বিষয়ে নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তিনি আধুনিক আবিষ্কার, ইতিহাস ঐতিহ্য কবিতায় তুলে ধরেন। তার কাব্যধারায় কবিতা নতুন রূপে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। নিচে আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- আধুনিক আরবী কবিতায় প্রাচীন কবিতার বিষয়াবলী যেমন মাদাহ, হিজা, রিছা, ওয়াসফ, গযল, গৌরবগাঁথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফখর, ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, শিক্ষামূলক কবিতা, দেশাত্ববোধ, দেশের প্রতি অনুরাগ, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কবিতা রচিত হয়েছে।[১]
- ব্যক্তি গৌরবগাঁথা পরিত্যাগ করে দেশ ও জাতির প্রতি অনুরাগ জাগরিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক দোষত্রুটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে কবিতায় স্বাধীনতা লাভের আসক্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে।
- একক বিষয়ে কবিতা ও একক বিষয়ে কাব্য সংকলন বা দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে। যেমন: আবদুর রহমান আস সিদকীর من وحي المرأة , যাকী কানসুল এর سعاد , আযীয আবাযার انات حائره (অব্যক্ত কান্না) উল্লেখযোগ্য। কবিতা একক কাফিয়া থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত কবিতা, ছন্দবিহীন কবিতা ও গদ্য কবিতায় রূপ নিয়েছে।[২]
- কবিতার ওজনে নতুনত্ব আনয়ন। কবি বারূদী এক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালান। তিনি উনিশ বয়ত বিশিষ্ট্য কবিতা রচনা করেন الجزوء المتدارك ছন্দে। কবি শাওকীও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একই ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন।

---

[১] আহমদ কাবিবশ, *ফী তারিখ আশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস (বৈরূত: দারূল জীল, তাবি)*, পৃ. ৭৫১

[২] ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *খাসাইসু আশ শি'র আল হাদীস (বৈরুত: দারুল ফিকর আল আরবী, তাবি)*, পৃ. ৮, ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

- ঠট্রা বিদ্রুপ জাতীয় কবিতার প্রসার লাভ। যেমন: ইলিয়া আবু মাদীর التمثال, الطين , সাফী তাজফীর দীওয়ান الامواج ইত্যাদি।
- বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তির ব্যাপারে আত্মার সহানুভূতি আধুনিক আরবী কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন: কবি মাহমুদ হাছুন ইসমাঈল ক্ষুধা দারিদ্রের জন্য বিদ্রোহী হওয়ার অভিযোগ পেশ করেছেন।
- আধুনিক কবিতায় প্রতীকীবাদ কবিতার সৃষ্টি। এটি কবিতায় নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছে। প্রতীকীবাদী কবি সম্প্রদায় এ জাতীয় কবিতায় মার্জিত শব্দরূপ, ভাবের বৈচিত্রতা ও কাল্পনিক চিত্রের মাধ্যমে মনোভাব কবিতায় ফুটিয়ে তুলতেন। তারা হলেন মিসরের আবু শাদী, সিরিয়ার তিযার কুবানী, লেবাননের সালাহ আমীর, মাহজারী কবি ইলিয়া আবু মাদী।
- পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে আধুনিক আরবী কবিতায় পরাবাস্তববাদ বা সুররিয়েলিজম কবিতার উদ্ভব। এ ধারার কবিতা রচয়িতার মধ্যে রয়েছেন: কামিল আমীন, জাওরজ হোসাইন, কামিল জুহায়রী এবং ফুয়াদ কামিল অন্যতম।
- আঞ্চলিক ও জাতীয় আগ্রাসনকে কেন্দ্র করে কবিতা রচিত হয়েছে আধুনিক যুগে। এ জাতীয় ধারায় কবিতা রচনায় এগিয়ে আসেন মিসরের হুসাইন শফীক, বয়রম আত তিউনিসী ও আগানী রামী প্রমূখ।[৩]
- আধুনিক আরবী কবিতায় প্রেমকাব্য বৈষয়িকতার উর্ধ্বে উঠে অনেক জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রাচীন কবিতায় নারীদের রূপ, সৌন্দর্য বর্ণনায় অনেকটা অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আধুনিক কবিতায় তা থেকে কবিতা মুক্ত। এ সময় প্রেমকাব্য পবিত্র গযলে পরিণত হয়। যেমন: ইব্রাহীম নাযী নারীকে দেখেছেন একজন বান্ধবী ও একজন জীবনসঙ্গী হিসেবে।[৪]
- আধুনিক আরবী কবিতায় শক্তিমান মহিলা কবিদের উত্থান কবিতায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেছে। তাদের কাব্যপ্রয়াস আধূনিক আরবী কবিতাকে উচ্চ সোপানে নিয়ে গেছে। যেমন: প্রাচ্যের নাযেক মালাইকা, সুফিয়া আবু শাদী, জলীলাহ রেজা, রুহিয়া কুলায়নী, মল্লিকা আব্দুল আজীজ, নদওয়া তাওকান, পাশ্চাত্যের ফৌজিয়া বুরিউন, মালেকা আল আছমী, খাদিজা আশ শিয়াজামী, ও হাবীবা আল বুরকাদী প্রমূখ কবি সম্প্রদায়।[৫]
- কাহিনীমূলক কবিতা আধুনিক আরবী কবিতায় অনন্য বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছে। যেমন: আহমদ মুহরমের الاليلاذه الاسلامية, আবদুর রহমান শুকরীর لالئ وافكار (মুক্তমালা ও কিছু চিন্তা-চেতনা), তারই কবিতা نابوليون

---

[৩] ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫৭

[৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৪৫

[৫] ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

والساحر المصري (নেপোলিয়ন ও মিসরীয় যাদুকর), ড. আহমদ যাকী আবু শাদীর কবিতা مملكة الروما ও ابليس , ইলিয়া আবু মাদীর الطلاسم , ইব্রাহীম নাযীর الاطلال ইত্যাদি দীর্ঘ কবিতা।

- নাট্য কবিতা আধুনিক আরবী কবিতার এক নতুন উদ্ভাবন। যা আরবী কবিতাকে নতুনভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কবি সম্রাট আহমদ শাওকীর হাতে এ কবিতার উত্থান। তার নাট্যকাব্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে ক্লাসিক ধারার। তিনি নাট্যকাব্যে স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয়গত ঐক্যের বাধ্যবাধকতা মানেননি। যে নিয়ম ফরাসী নাট্যকাব্যে মানা হয়েছে। তিনি ফরাসী ও ইউরোপীয় নাট্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে আযীয আবাজা এ ক্ষেত্রে অবদান রাখেন।[৬]
- প্রাচীন কবিতায় অলংকারিক অতিরঞ্জন, কঠিন শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবিতা তা থেকে মুক্ত। আধুনিক কবির মনস্তাত্বিক বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিচ্ছন্নতা ও সহজীকরণ প্রবণতা কবিতায় দৃশ্যমান।
- পাশ্চাত্যের কবিদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক কবিতা রচনা করা। যেমন ড. ইব্রাহীম নাযী ও ড. আবু শাওকীর অনুপ্রেরণা দায়ক কবিতা যা মানব জীবনকে প্রভাবিত করে।[৭]
- সমাজ চিত্রের বাস্তব প্রতিফলন আধুনিক আরবী কবিতার অনন্য বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন দীওয়ান ও কবিতায় দৃশ্যমান।
- হরেক রকম বিষয় ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা আধুনিক আরবী কবিতার অনুপম বৈশিষ্ট্য। যেমন: দার্শনিক চিন্তাধারা মূলক কবিতা, শিক্ষামূলক কবিতা।
- মাহজারী কবিদের কবিতার অনন্য গতিধারা আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে।[৮]
- পাশ্চাত্য কবিতার সাথে আধুনিক কবিতার মেলবন্ধন পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতানার প্রভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। যেমন: পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংস্পর্শে এস রোমান্টিক সাহিত্য মতবাদের সৃষ্টি। আরবী কবিতায় ফরাসী, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব।[৯]
- আধুনিক আরবী কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে কবিতা রচিত হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াত মূলক কবিতা। এক্ষেত্রে কবি সম্রাট আহমদ শাওকী, হাফিয ইব্রাহীম, আহমদ মহররম, মাহমুদ গুণায়ম, মারুফ আর রূসাফী, মুহম্মদ হাসান আওয়াদ, ইব্রাহীম গযাওবী, হাসান আল কুরশী, মাহমুদ আরেফ প্রমুখ।[১০]

---

[৬] ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭, ৬৮

[৭] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

[৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩- ৭৫

[৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮

[১০] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *আল আদাবুল 'আরবী ওয়া তারিখুহু, আল আসরিল হাদীস (সৌদী আরব: ওযারাতুত তালীম আল আলী, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ*, পৃ. ৩৫, ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

রেনেসাঁর কবি

আরবী কবিতায় আধুনিক রেনেসাঁর সূচনাকারী কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী। তিনি আরবী কবিতাকে সূদীর্ঘ পাঁচশো বছরের জড়তার নিগড় থেকে মুক্ত করেন। তিনি আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ। আরব রেনেসাঁ আরবী কবিতায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরিয়ে আনে। তার পদাংক অনুসরণ করে কবি হাফিজ ইব্রাহীম, আহমদ শাওকী ও অন্যান্য কবিগণ কাব্যিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হন। যার পথ ধরে বিভিন্ন সাহিত্যগোষ্ঠি আরবী কবিতার উন্নয়নে অবদান রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে কবিতায় আধুনিক রেনেসাঁর প্রাণ পুরুষ কবিদের অবদান অনস্বীকার্য যাদেরকে شاعر بين التقليد و التجديد বলা হয়। । তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে মর্যাদাপূর্ণ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আরবী সাহিত্য বিশারদ হান্না আল ফাখুরী, আল জামে ফী তারীখিল আদবিল ‘আরবী গ্রন্থে তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন: জামীল সিদকী আয যাহাবী (১৮৬৩-১৯৩২ খ্রি.), খলীল মতরান (১৮৭২-১৯৪৯ খ্রি.), মারূফ আর রুসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.), মুহাম্মদ রেজা শাবীবী (১৮৮৬-১৯৬৫ ক্রি.), মুহাম্মদ মাহদী আল জওহারী (জন্ম-১৯০০খ্রি.), আহমদ আস সাফী আন নজফী (১৮৯৪-১৯৭৭ খ্রি.), আমীন নাখলা (১৯০১- ১৯৭৬ খ্রি.), তানীউস আবদুহু (১৮৬৯-১৯২৬ খ্রি.), ওয়াদীয়ু আকল (১৮৮২-১৯৩৩ খ্রি.), আমর আবু রীশা (জন্ম-১৯১২ খ্রি.) প্রমূখ। আলোচ্য অধ্যায়ে রেনেসাঁর পথিকৃৎ তিনজন কবি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাহমুদ সামী আল বারূদী

(১৮৩৯-১৯০৪ খ্রি.)

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদের পতনের পর থেকে ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের (১৭৬৯-১৮২১খ্রি.) মিসর বিজয় পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশত চল্লিশ বছর সময়কাল আরবী কবিতার বিষয়বস্তু , বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকের গতিধারায় স্থবিরতা নেমে এসেছিল। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণের মাধ্যমে মিসর তথা আরব বিশ্বে যে রেনেসাঁর সূচনা হয়েছিল এর ঢেউ আরবী কবিতায় দৃশ্যমান হয়ে উঠে। আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের সান্নিধ্যে এসে অধিকতর সচেতন হয়। তারা সুদীর্ঘ স্থবিরতার পর পূনরায় গৌরবোজ্জল সোনালী অতীতের প্রেরণায় নতুনভাবে উজ্জীবিত হন। আর একদল সৃজনশীল ও প্রতিশ্রুতিশীল কবি-সাহিত্যিক এই রেনেসাঁর বদৌলতে আরবী সাহিত্যের পূনর্গঠনে এগিয়ে আসেন । তারা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আরবী কবি ও কবিতার মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখেন। সেই সব কবি সাহিত্যিকের পথিকৃৎ ছিলেন কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী (১৮৩৯-১৯০৪ খ্রি.)। আরবী কবিতার ক্ষেত্রে তিনি যে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন তাঁর কবিতার গতিধারায় দেশপ্রেম, রাজনীতি, সামাজিকতা, স্বাধীনতা, রাজনীতির নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ইসলামী চিন্তা-চেতনা, সমাজ-চেতনা প্রভৃতি বিষয় সহযোগে আরবী কাব্যের এক বিশাল ক্ষেত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। রেনেসাঁর পথিকৃৎ কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর সংক্ষিপ্ত জীবনীর উল্লেখসহ কবিতার গতিধারা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করতে প্রয়াসী।

কবি বারূদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী ২৭ রজব ১২৫৫ হিজরী মোতাবেক ৬ অক্টোবর ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে রোজ শনিবার মিশরের কায়রো নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর জন্মস্থানের নামের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁকে বারূদী নামে অভিষিক্ত করা হয়। তাঁর বাবা হাসান হুসনি বেক বারূদী ছিলেন একজন সরকারী চাকুরিজীবী। মুহাম্মদ আলী পাশার সময় তিনি বারবার ও দনকলার প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন।[২] সাত বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। তিনি তাঁর পরিবারের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন।

---

[১] মাহমুদ সামী আল বারূদী, *দীওয়ানুল বারূদী*, (*সম্পা.), আলী জারিম, মুহাম্মদ শফিক মারুফ* (বৈরূত : দারূল 'আওদাতু, ১৯৯৮খ্রি.) ১-৪ খণ্ড, পৃ.৬

[২] আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারীখুল আদাবিল আরবী (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৬ হিজরী, ২০০০ খ্রি.)*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৬৩; ড. হাসসান হাল্লাক *(সম্পা.), আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল আরবী (বৈরূত : দারু এহয়াউল উলুম, ১৪১৪ হিজরী ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ৫৬৩

Dhaka University Institutional Repository

তিনি ৮ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১২ বছর বয়সে তিনি সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি ১২৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ১৬ বছর বয়সে সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।[৩]

কর্মজীবন

কবি লেখাপড়া সমাপ্ত করে চাকরির চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো কর্মসংস্থান না হওয়ায় তিনি সাহিত্য পাঠে মনোযোগ দেন। অতি দ্রুত তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে সক্ষম হন।[৪] তিনি চাকরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুল চলে যান এবং ইস্তাম্বুলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি নেন। সেখানে অবস্থানকালীন সময় তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি উভয় ভাষার সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। আরবী কবিতার পাশাপাশি তুর্কী ও ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করেন।[৫] ইসমাঈল পাশা (১৮৩০-১৮৯৫খ্রি.) ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের মসনদে আরোহণ করেন। তিনি ইস্তাম্বুলের সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞ জানানোর নিমিত্তে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তুরষ্ক সফরে গেলে কবি বারূদী খেদিভের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় কবি খেদিভ ইসমাঈল পাশার সম্মানে কবিতা রচনা করেন। খেদিভ ইসমাঈল পাশা তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মিসর নিয়ে আসেন।[৬] তিনি ২৪ বছর বয়সে মিসর প্রত্যাবর্তন করেন এবং তার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

সেনাবাহিনীতে যোগদান

তিনি মিসরের সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ক্রমপদোন্নতি পেয়ে তিনি স্বল্প সময়ে মেজর পদে উন্নীত হন। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্রীটদ্বীপে বিদ্রোহ দমনে তিনি বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইসমাঈল পাশার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হন। বার বছর তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। ঐ সময় তিনি বীরত্ব, প্রেম ও মদ সম্পর্কে কবিতা রচনা করেন।[৭] ১২৯৪ হিজরী মোতাবেক ১৮৭৮ খিষ্টাব্দে রুশ-তুর্কী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি সামরিক প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রান্স ভ্রমণ করেন এবং তাদের কুচকাওয়াজ প্রত্যক্ষ করেন। অতঃপর সেখান থেকে তিনি ইংল্যান্ড সফর করেন এবং তাদের বাৎসরিক সামরিক কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেন। এই সময় তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতির সান্নিধ্যে আসেন।[৮]

সরকার পরিচালনায়

---

[৩] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ৮৬

[৪] উমর আদ দাসুকী, *ফীল আদাবিল হাদীস (কায়রো : দারুল ফিকর আল আরবী, ১৯৭৩ খ্রি.), ৭ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড*, পৃ. ১৬৮

[৫] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭ ; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৩

[৬] উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯, ১৭০; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

[৭] ড. শওকী দায়ফ, *আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস* (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.), প. ৫৮; *উমর আদ দাসুকী, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

[৮] উমর আদ দাসুকী , *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০ ; *দীওয়ানুল বারূদী, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

খেদিভ তৌফিক পাশার শাসনামলে (১৮৭৯-১৮৮২খ্রি.) তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভে ধন্য হন। সে সময় তিনি ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও শারকিয়ার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[৯] তৌফিক পাশার সময়ে বৃটিশ হস্তক্ষেপের কারণে শরীফ পাশা ও বারূদী পদত্যাগ করেন। শরীফ মন্ত্রিসভায় বারূদী পূনরায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। শরীফ পাশা পদত্যাগ করলে বারূদী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বারূদী মন্ত্রিসভায় সামরিক আন্দোলনের নেতা আহমদ উরাবী পাশা প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১০] কবি বারূদী বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিন্ত বৈদেশিক হস্তক্ষেপের কারণে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মিসরীয় জনগণ ও সেনাবাহিনী ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ উরাবীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি বিপ্লবী নেতা উরাবী পাশার সাথে হাত মিলান এবং বিদ্রোহ করেন। দুঃখজনকভাবে সেই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[১১]

নির্বাসন

সিপাহী জনতা বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করে। যার ফলশ্রুতিতে অন্যান্য বিদ্রোহী নেতার সাথে তাঁকেও শ্রীলঙ্কার চরণদ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়। তিনি সুদীর্ঘ সতেরো বছরের (১৮৮৩-১৯০০খ্রি.) ও বেশী সময় নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। তিনি দুঃখ দুর্দশায় নির্বাসিত জীবন কাটান। এই সময় তিনি তার আপন জনদের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেংগে পড়েন। তিনি রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তিনি নির্বাসিত জীবনের কষ্ট কবিতায় প্রকাশ করেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে নর্বাসন শেষে মিসরে ফিরে এলে তিনি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হন। তাঁর মিসর প্রত্যাবর্তনের ফলে সাহিত্যপ্রেমীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।[১২] তাঁর বাসভবন সাহিত্যপ্রেমীদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। মিসরে আসার অল্প দিন পর তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়।[১৩]

মৃত্যু

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর পথিকৃৎ কবি বারূদী ৬ শাওয়াল ১৩২২ হিজরী মোতাবেক ১২ ডিসেম্বর ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে রোজ রবিবার মৃত্যুবরণ করেন।[১৪]

কবি আল বারূদীকে বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যেমন : **رائد النهضة (রেনেসাঁর পথিকৃৎ)**

কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীকে رائد النهضة তথা রেনেসাঁর পথিকৃৎ বলা হয়। কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর পূর্বে আরবী কবিতা বন্ধ্যাত্ব ও স্থবিরতার প্রান্ত সীমায় পৌঁছেছিল। আরবী কবিতা অভিনব শব্দ চয়ন

---

[৯] উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪

[১০] ড. শওকী দায়ফ, *আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস, প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৫

[১১] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

[১২] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২; সায়্যিদ আহমদ হাশেমী, *জাওয়াহিরুল আদব (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২০০৫ খ্রি.)*, পৃ. ৩৫০

[১৩] জুরজী যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যা (কায়রো : দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), ৪র্থ খণ্ড*, পৃ.২৩৫

[১৪] *দীওয়ানুল বারূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩০;* ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

ও আলংকারিক বাক-বিন্যাসের দোষে দুষ্ট ছিল। বারূদী এসব অবস্থা থেকে আরবী কবিতাকে মুক্ত করে আব্বাসী যুগের সেই কাব্যসৌন্দর্যকে পূনরায় ফিরিয়ে আনেন। তাই তাঁকে আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ বলা হয়।[১৫] এদিকে ইঙ্গিত করে মিশরীয় সাহিত্যিক আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রি.) বলেন,[১৬] "আধুনিক মিসরীয় সাহিত্যের ইতিহাসে আল বারূদী অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী। তিনি আরবী ভাষাকে দুর্বল ও নিম্নস্তর থেকে সঠিক ও সুদৃঢ় স্তরে উন্নীত করেন। বারূদীর পাঁচশ বছর অতীতের দিকে তাকালে তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ বা সমকক্ষ কাউকে দেখা যায় না। যা তাঁকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে।"

ড. শওকী দায়ফ বলেন,[১৭] "মাহমুদ সামী আল বারূদী আধুনিক আরবী কবিতার প্রথম সংস্কারকারী ও নতুনত্বদানকারী। তিনি আরবী কবিতার ঐতিহ্যগত গতানুগতিক প্রাচীন পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনয়ন করেন। কবি তাঁর পরিবেশ ও যুগের আলোকে নিজস্ব ধ্যান ধারণার চিত্র আঁকেন।"

কবি খলিল মুতরান এই প্রসঙ্গে বলেছেন,[১৮] "বারূদীর কবিতা মূলত এক শিল্প, যা প্রাচীন বা আধুনিক কালের সাথে তুলনাহীন। কাব্যের আধুনিকীকরণে তিনিই সর্বপ্রথম কবিতার প্রকৃত সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনেন। সমকালীন কোনো কবি কাব্য রচনায় এত খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি।"

شاعر الاحياء والبعث (পুর্নজাগরণের কবি)

কবি আল বারূদীকে পুনর্জাগরণের কবি বলা হয়। কারণ আরবী কবিতা নিকৃষ্ট মানের বিষয়বস্তু, জটিল আলংকারিক রীতিনীতির ব্যাপক প্রসার লাভের ফলে কাব্যের মূল প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। বারূদী এ অবস্থা থেকে কবিতাকে সঞ্জীবিত করেন এবং কাব্যে আনেন নবজাগরণ।[১৯]

رب السيف والقلم (অসি ও মসির কবি)

কবি আল বারূদী ছিলেন একাধারে কবি ও সামরিক ব্যক্তিত্ব। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যস্ত থাকার পরও তিনি কাব্যচর্চা থেকে এক মূহূর্তের জন্য দূরে সরে যাননি। তিনি যেমন ছিলেন বীর সেনানী, নির্ভীক যুদ্ধা ঠিক তেমনি ছিলেন প্রেমময় কবি। তিনি অসি ও মসি উভয় ক্ষেত্রে ছিলেন সমান পারদর্শী। তিনি যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে রচনা করতেন বীরত্বগাঁথা, রণসংগীত, প্রশংসাগীতি ও প্রণয়গীতি । জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি একই সাথে তরবারী ও কবিতা উভয়ের অনুশীলন করেন। এই জন্য তাঁকে رب السيف والقلم বলা হয়।[২০]

---

[১৫] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

[১৬] আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, *শু'আরাউ মিসর ওয়া বিআতুহুম ফীল জায়লিল মাদী (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, তাবি)*, পৃ. ১২৩ ; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩

[১৭] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরবী আল মু'আসির ফী মিসর, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১২শ সংস্করণ*, পৃ. ৯১

[১৮] আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯

[১৯] ড. শওকী দায়ফ, *আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

[২০] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে অবদান

কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী আধুনিক আরবী কবিতার অগ্রদূত। কবিতা ও গদ্যে তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে এটির সমুজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে-

এক : ديوان البارودي (বারূদীর দীওয়ান) এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত এতে প্রশংসা, প্রেম, গৌরব ও বীরত্ব ইত্যাদি ঐতিহ্যগত গতানুগতিক বিষয়াদির পাশাপাশি সমাজ, রাজনীতি, সামাজিক অসংগতি প্রভৃতি নতুন বিষয় সমৃদ্ধ কবিতা স্থান পেয়েছে। কবির মৃত্যুর পর এটি মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।[২১]

দুই : مختارات البارودي (কবিতা সংকলন) মুখতারাত কবি আল বারূদীর বিখ্যাত কাব্য সংকলন। এটি আব্বাসী কবিতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ সংকলন হিসেবে স্বীকৃত। এতে সাতটি অধ্যায় রয়েছে। উক্ত গ্রন্থে আব্বাসী আমলের ত্রিশজন কবির কবিতা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এটি মিসর হতে চার খণ্ডে মুদ্রিত হয়। প্রথম দু'খণ্ড ১৩২৭/১৯০৯ সালে এবং অপর দু'খণ্ড ১৩২৯/১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।[২২]

তিন : قيد الاوابد এটি তাঁর গদ্য সংকলন।[২৩]

চার : كشف الغمه في مدح سيد الامة এটি রাসূল (স.) এর প্রশংসায় নিবেদিত একটি স্তুতিমূলক কাব্য। তাছাড়া كتاب التحف والانوار ও اوراق البارودي নামে আরও দুটি সাহিত্য ও কবিতা সংকলন রয়েছে।[২৪]

বারূদীর কাব্যানুরাগ

বাল্যকাল থেকেই কবি বারূদীর আরবী কবিতার প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ বাড়তে থাকে। পারিবারিকভাবেও তিনি কাব্যপ্রীতির অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এ পর্যায়ে আমরা বারূদীর কাব্য প্রতিভা বিকাশের পিছনে সক্রিয় কারণগুলো সনাক্ত করতে পারি।

প্রথমত : তিনি চরকেসিয়ান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তারা দীর্ঘদিন মিসর শাসন করেছেন। যার ফলে তার সাথে জন্ম নেয় স্বাধীনচেতা, তেজস্বীতা ও সামরিক জীবনের প্রতি ঝোঁক প্রবণতা।[২৫] কবি বারূদী বংশগতভাবে কবিতার উত্তরাধিকারী হয়েছেন।[২৬] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

وسما جدي علي + يطلب النجم فناله

فهو لي ارث كريم + سوف يبقي في السلاله

---

[২১] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৭৩১

[২২] হাসান যায়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪ ; *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফাবা ১৯৯৫), ১৬শ খণ্ড, (১ম ভাগ), পৃ. ৫,৬

[২৩] আহমদ কাব্বিশ, *তারিখু আশ শি'রিল আরবী আল হাদীস* (বৈরূত : দারুল জীল, তাবি), পৃ. ১৮ ; হাসান যায়্যাত, *(উর্দু)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩

[২৪] আহমদ কাব্বিশ, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.*১৮ ; হাসান যায়্যাত, *(উর্দু)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩

[২৫] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল মু'আসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৮৬

[২৬] মাহমুদ সামী আল বারূদী, *দীওয়ানুল বারূদী*, সম্পাদনা আলী আবদুল মাকসুদ আবদুর রহীম (বৈরূত : দারুল জায়ল,১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

"আমার মাতামহ আলী। তিনি প্রতাপশালী ছিলেন যে, তিনি অন্তরীক্ষের নক্ষত্র অন্বেষণ করতেন এবং তা হস্তগত করতেন। কবিতা আমার সম্মানিত উত্তরাধিকার। এটা আমাদের বংশে যুগ-যুগান্তর ধরে অবশিষ্ট থাকবে।"

পারিবারিক সূত্রে তিনি কাব্য প্রতিভার অধিকারী হন।[২৭] তিনি বলেন,

انا في الشعر عريق + لم ار ثه عن كلالة

كان ابراهيم خالي + فيه مشهور المقا لة

"কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে আমার মৌলিকত্ব রয়েছে। আমি এটা আমার নিকটতম আত্মীয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছি। কবি ইব্রাহীম ছিলেন আমার মামা। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল (তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন)।"

দ্বিতীয়ত : প্রাচীন আরবী কবিতা অধ্যয়নের ফলে আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা অর্জিত হয়। পাশাপাশি তুর্কী ও ফার্সী সাহিত্য সর্বশেষ ইংরেজী সাহিত্য চর্চার ফলে তাঁর কাব্য প্রতিভার দক্ষতা আরো বৃদ্ধি পায়।[২৮]

তৃতীয়ত : তিনি সামরিক জীবনের প্রয়োজনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। ইউরোপীয় জীবনধারা সাহিত্য-সংস্কৃতি তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এদিক থেকে তাঁকে আব্বাসীয় কবিদের সাথে তুলনা করা যায়। যারা বিদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতায় অন্য কোন সাহিত্য সংস্কৃতির প্রভাব পড়েনি। তবে এগুলো তাঁর ব্যক্তি মানস গঠনে ও কবিতায় নতুন নতুন দিক ও বৈশিষ্ট্য সংযোজনে সহায়তা করেছে।[২৯]

চতুর্থত : মিসরের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ, এর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি তাঁর কাব্য প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করেছে।[৩০]

কবি বারূদীর কবিতার গতিধারা

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসী খিলাফতের পতনের পর থেকে আরবী কবিতার গতিধারায় যে স্থবিরতা ও বন্ধ্যাত্ব চলে আসছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তা কেটে উঠতে শুরু করে। এ সময় আরবী কবিতা উসমানী যুগের প্রচলিত ধারা ও কাঠামোর নিগড়মুক্ত হতে শুরু করে।[৩১] এ সময় প্রাচীন কবিদের দীওয়ান প্রকাশিত হয়। তখন কবিগণ বিশেষত আব্বাসী কবিদের কবিতার রচনাশৈলীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। তারা সমকালীন কাব্যধারা পরিহার করে আব্বাসী কবিতা সাহিত্যের অনুকরণে কবিতা রচনায় ব্রতী হন। তারা

---

[২৭] আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ, শুআরাউ মিসর ও বীআতুহুম ফীল জায়ল আল মাদী (কায়রো : দারু নাহদাতি মিসর, তাবি), পৃ. ১২৮

[২৮] ড. শওকী দায়ফ, *আল আদাবুল আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬ ; আহমদ কাব্বিশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮

[২৯] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬, ৮৭

[৩০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭

[৩১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনায় সূক্ষ্মতা (الدقة في التعبير), ভাষায় সাবলীলতা (المتانة اللغوية), ভাবগত প্রাচুর্য (التوافر علي المعاني), কাব্যিক পরিচ্ছন্নতা (الصفاء الشعري), কবিতা নির্মাণের দৃঢ়তা (استقامة النظم) প্রভৃতি সামনে রেখে কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হন।[৩২] তিনি প্রাচীন কবিদের রচনারীতি ও ভাবধারায় নতুনত্বের সঞ্চার করেন। তাঁর রচনারীতি ছিল সাবলীল, প্রাঞ্জল। তিনি প্রাচীন আরবী কবিতার ছন্দমিল, অন্তপ্রাস ও অন্তমিল প্রভৃতি রীতি রক্ষা করে প্রাচীন কবিতার ভাব-বিষয়বস্তু, রূপক-উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি স্বীয় কাব্যে নতুনভাবে রূপদান করেন।[৩৩] কবি আল বারূদী আরবী কবিতার শব্দ, বাক্য ও বিষয়বস্তুগত গতিধারায় সুন্দর রচনাশৈলী ও বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্রতা এনেছেন। তাঁর কবিতায় আমরা সুনিয়ন্ত্রিত বাক্য (سطوة القول), বিশুদ্ধ শব্দ চয়ন (جزالة اللفظ), অন্তমিল বর্ণের দৃঢ়তা (رصانة القافية), কবিতার তেজোদীপ্ততা (فحولة النظم), স্টাইলের উজ্জলতা (اشراق الديباجة) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।[৩৪] যেমন:

শব্দগত বৈশিষ্ট্য (المميزات الصرفية)

এই সময়কার কবিতায় উসমানী যুগের কবিতার তুলনায় শব্দগত দিক থেকে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। সহজ শব্দ চয়নের মাধ্যমে আরবী কবিতার ভাব ও অর্থে গভীরতা এনেছেন।

সহজ সরল শব্দের ব্যবহার

তিনি কবিতায় বিশুদ্ধ ও সহজ সরল শব্দ চয়ন করেছেন।[৩৫] যেমন-

اين ايام لذ تي و شبابي + أتراها تعود بعد الذهاب

এটি কবি বারূদীর শ্রীলংকায় নির্বাসিত জীবনে রচিত একটি চরন। সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দ ব্যবহার করে তিনি শৈশব কালের স্মৃতি রুমন্থন করেছেন যা ফিরে আসার নয়।

দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার

শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তিনি الغرابة (অপরিচিত শব্দ) التعقيد (দুর্বোধ্য) ও التنافر (শব্দের অসঙ্গতি) ইত্যাদি পরিহার করেছেন। যেমন-[৩৬]

تكلمت كالماضين قبلي بماجرت + به عادة الانسان ان يتكلما

এখানে কবি দুর্বোধ্য শব্দ পরিহার করেছেন। এবং তাঁর কবিতা রচনার কথা সহজ সরল শব্দে উপস্থাপন করেছেন।

আধুনিক শব্দাবলীর ব্যবহার

---

[৩২] হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরবী* (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তা বি), পৃ. ৯২৪, ৯২৫
[৩৩] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮
[৩৪] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৪
[৩৫] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪
[৩৬] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

কবি বারূদীর কবিতায় আধুনিক শব্দাবলীর সমাহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-[৩৭]

فسرت بجسمي كهرباءة حسنه + فمن العروق به سلوك تخبر

لولا التنفس لا عتلت بي زفرة + فيجالني طيارة من يبصر

এখানে প্রথম চরণে كهرباءة (বৈদ্যুতিক পাখা) এবং ২য় চরণে طيارة (বিমান) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার

তিনি কবিতায় এমন কিছু শব্দ চয়ন করেছেন যা অন্য অর্থ দেয়। যেমন-[৩৮]

شفت زجاجة فكري فا رتسمت به + عليك من منطقي في لوح تصويري

এখানে فارتسمت শব্দটি رسمت অর্থে ব্যবহত হয়েছে। যার অর্থ امتثل

তাদমীন (تضمين) এর ব্যবহার

تضمين [৩৯] অর্থ প্রবিষ্টকরণ, অন্তর্ভূক্তকরণ। এই প্রবিষ্টকরণ শব্দ বা বাক্য দ্বারা হতে পারে। আব্বাসী যুগের শেষ পর্যায়ের কবিতায় আমরা এই ধরনের কবিতা দেখতে পাই।

কবি বারূদীর কবিতা। যেমন-[৪০]

علي طللاب العز من مستقره + ولا ذنب لي ان عا رضتني المقادر

আবু নুওয়াসের কবিতা। যেমন-

علي طللاب العز من مستقره + ولا ذنب لي ان حاربتني المطالب

এখানে আবু নুওয়াসের কবিতা দ্বারা তাদমীন হয়েছে।

বাক্যগত বৈশিষ্ট্য (المميزات التركيبية)

এই যুগের কবিতার গতিধারায় আমরা যে পদ্ধতি বা স্টাইল লক্ষ্য করি তা হলো বর্ণনাভঙ্গির সাবলিলতা। তিনি অলংকার শাস্ত্রীয় রীতিনীতি বর্জন করে, অতিরঞ্জন ও বাহুল্য পরিহার করে নতুন ভাব ও মর্মে কবিতা রচনা করেছেন। মানব জীবনের সুখ-দু:খ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নাসহ যাবতীয় ঘটনাবলীর সার্থক রূপদান করেছেন কবিতায়। ফিরিয়ে আনেন কবিতায় প্রাণ শক্তি।[৪১]

বাক্যে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ

প্রিয়ার স্মরণে তার ধ্বংসপ্রাপ্ত বাস্তুভিটার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করা প্রাচীন কবিতার একটি রীতি। যেমন, ইমরুউল কায়স (মৃত-৫৪০ খ্রি.) এর কবিতা-

---

[৩৭] উমর আদ দাসূকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৪

[৩৮] উমর আদ দাসূকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪

[৩৯] التضمين هو ما يمزج الشاعر بشعره شيأ من شعر غيره অর্থাৎ কবি তার কবিতার সাথে অন্য কোন কবির কবিতার কিছু অংশ মিলিয়ে ফেলাকে তাদমীন বলে। ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬

[৪০] উমর আদ দাসূকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

[৪১] মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মু'আসির, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل + بسقط اللوي بين الدخلول فحومل

"হে পথিক দাঁড়াও আমার প্রিয়ার বাস্তুভিটার স্মরণে একটু ক্রন্দন করে নিই। যা দাখুল ও হাওমিলের মাঝে অবস্থিত।"

আল বারূদীও এই ধারায় কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-[৪২]

الا حي من اسماء رسم المنازل + وان هي لم ترجع بيا نا لسا ئل

"হে পথিক! আসমার আবাসগৃহের নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। যদিও তা কোনো জিজ্ঞাসার জবাব দিতে অক্ষম।"

বাক্যে উপমার ব্যবহার

তিনি তাঁর কাসিদায় নসীব অংশে নারীর সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠবের নিখুত বর্ণনা দিতে প্রাচীন কবিদের উপমা উৎপ্রেক্ষা সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি শরীরের অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য লাল গাভী, হরিনী, পূর্নিমার চাঁদ, নার্গিস ফুল, বৃক্ষরাজী কিংবা মুক্তার দানা ইত্যাদি উপমা ব্যবহার করেছেন। কবি তার প্রিয়া সম্পর্কে বলেন-[৪৩]

اذا نظرت أو اقبلت أو تهللت + فويل مهاة الرمل والغصن والبدر

"সে যখন দৃষ্টি দান করে অথবা সামনে এগিয়ে আসে, অথবা মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে তখন মরুভূমির নীল গাভী, বৃক্ষের তরতাজা কাণ্ড এবং পূর্ণিমার চাঁদ তার অপরূপ সৌন্দর্যের জন্য আক্ষেপ করে।"

মিসরের একটি অর্থকরী ফসল তুলার বর্ণনায় উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন-[৪৪]

والقطن بين ملوز ومنور + كالغادة ازدانت بأ نواع الحلي

"তুলা তার চাকচিক্য ও শুভ্রতায় এমন মনে হয় যেন একজন কুমারী রমনী বিচিত্র রকমের অলংকারে সজ্জিত"।

তিনি পুরাতন রীতির অনুসারী হলেও একবোরে অন্ধ আনুগত্য করেননি। তিনি জীবন ও জগৎকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর কবিতার গতিধারায় সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের চিত্র অংকিত হয়েছে। আল বারূদীর প্রাচীন কাব্যধারা অনুসরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আরবী কবিতার মূল ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য রচনা নীতির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে দেননি, বরং তিনি পুরাতন রীতির পুনর্জাগরণ করে তাতে নতুন কলাকৌশল ও সৌন্দর্য্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

আধুনিক ধারা সৃষ্টি

---

[৪২] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬২

[৪৩] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৯৮;* উমর আদ দাসূকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৯৩*

[৪৪] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

বারূদীর কবিতায় ফরাসী ও তুর্কী ভাষার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ভাষাদ্বয়ের প্রভাবের ফলে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে আধুনিকতার ছোঁয়া বিদ্যমান। তিনি মিসরের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য কবিতায় তুলে এনেছেন। মিসরের প্রাচীন নিদর্শন ও পিরামিডের বর্ণনা কবিতায় স্থান পেয়েছে। যেমন-[৪৫]

سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر + لعلك تدري غيب مالم تكن تدري

بناء ان ردا صولة الدهر عنهما + ومن عجب ان يغلبا صو لة الدهر

اقاماعلي رغم الخطوب ليشهدا + لبانيهما بين البرية بالفخر

فكم امم في الدهر بادت واعصر + خلت وهما اعجوبة العين والفكر

"মিশরের পিরামিডদ্বয় সম্পর্কে সুবিশাল প্রান্তর-উপত্যকাকে জিজ্ঞেস করুন। তুমি এর মাধ্যমে এমন জ্ঞান লাভ করবে যা ইতোপূর্বে করতে পারনি। এই দুটো পিরামিড দীর্ঘকালের আক্রমণ প্রতিহত করেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো যুগের আক্রমণের উপর তারা বিজয় লাভ করেছে। যুগের বিবর্তনে এই দুটো আজও অক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এরা শত বিপদের মধ্যেও সৃষ্টিকুলের মাঝে এদের নির্মাতাদের গৌরবের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কালচক্রে বহুজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যুগ যুগ অতিক্রান্ত হলেও পিরামিডদ্বয় দর্শক ও গবেষকদের বিস্ময় হয়ে রয়েছে।"

الاوزان বা মাত্রার ব্যবহার : কবি বারূদীকে পূর্বেকার কবিদের মত প্রাচীনদের অনুসরণ করতে দেখা যায়। তিনি কবিতায় মাত্রা (الاوزان) ব্যবহার করেছেন । আরবী ভাষাচার্য খলিল বিন আহমদ (মৃ.৭৮৬ খ্রি.) আরবী কবিতার পনেরটি ছন্দ আবিষ্কার করেছেন। بحر গুলো হলো :

المتقارب , المجتث , المقتضب , المصارع , الخفيف , المنسرح , الكامل , السيط , المديد , الطويل

السريع , الرمل , الرجز , الهزج , الوافر

নাহুবিদ আখশাফ (মৃত. ১৯৩ খ্রি.) যুক্ত করেন, المتدارك [৪৬]

কবি আল বারূদী কবিতার নতুন ছন্দ প্রণয়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। مجزوء المتدارك বারূদী প্রণীত আরবী কবিতার ঊনিশ চরণ বিশিষ্ট একটি নতুন ছন্দ।[৪৭] ইতোপূর্বে আরব কবিগণ এই ছন্দে কবিতা রচনা করেননি। তবে তারা المتدارك কে পূর্ণমাত্রায় কিংবা অর্ধমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। কবি বারূদীর مجزوء المتدارك ছন্দে রচিত কবিতা হলো-[৪৮]

---

[৪৫] *দীওয়ানুল বারূদী,প্রাগুক্ত, পৃ.* ২২১ ; উমর আদ দাসুকী, ১*ম খণ্ড,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

[৪৬] ড. মুহাম্দ আলী আল শাওয়াবিককাহ ও ড. আনওয়ার মুলাইম, *মাওসূ'আতু 'ইলমুল আরুজ (আম্মান : দারু আল-বাশীর ১৯৯১ খ্রি.) পৃ. ৫*

[৪৭] আল মুতদারিক এমন একটি বাহ্র যেটি تفعيلة কে ভিত্তি করে গঠিত হয়। যার فاعل ওজনটি বার বার আসে। মুতদারিক ছন্দের ওজন নিম্নরূপ-
فاعل فاعل فاعل فاعل – فاعل فاعل فاعل فاعل
محمود قحطان : بحور الشعر العموي, https://mahmoudqahtan.com

[৪৮] *দীওয়ানুল বারূদী, প্রাগুক্ত, পৃ.* ১১,১১২

Dhaka University Institutional Repository

املا القدح + واعص من نصح

واروغلتي + بابنة الفرح

ذاقها انشرح + فالفتي متي

طباق এর ব্যবহার

পরস্পর বিরোধী দুটো অর্থকে একত্রিক করাকে তিবাক বলে। প্রাচীন কবিতার ধারায় তিবাকের ব্যবহার তিনি করেছেন। যেমন-[৪৯]

يموت قلبي ويحي حيرة وهدي + في عالم الوجد ان صدت وان جنحت

এখানে يموت ও يحي শব্দদ্বয়ে তিবাকের ব্যবহার দৃশ্যমান।

لزوميات (লুযুমিয়্যাত) এর ব্যবহার

কবিতার প্রতিটি চরণে অন্ত্যানুপ্রাসের পূর্ববর্তী একই অক্ষর ব্যবহৃত হওয়াকে লাযিম বা আবশ্যককরন। কবি ক্রীট যুদ্ধ প্রসঙ্গে লুযুমিয়্যাত কবিতা রচনা করেন। দ্বীপের যে স্থানে অবতরণ করেছিলেন তার চিত্র তিনি কবিতায় এঁকেছেন। যেমন-[৫০]

وخميلة بكرت سماوة ابكها + تحمي الهجير عن النفوس وتدرأ

تستن فيها الريح بين منا بت + خضراء يغشاها الجبان فيجرؤ

"ঘন গভীর বন যার ভিতর প্রত্যুষে আকাশ আলো ছড়ায়। মধ্যাহ্নের তাপ প্রতিটি প্রাণীর উপর উষ্ণতা ছড়ায় (যার জন্য প্রাণীরা) উৎপেতে থাকে। সবুজ বনানীর মাঝে বাতাস এমনভাবে প্রবাহিত হয় যেমন ভীত লোক আসা যাওয়া করে।"

এখানে হামযাহ অন্ত্যানুপ্রাসের পূর্বের (ر) অক্ষরকে লযুমিয়্যাত হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অলংকারের ব্যবহার

অনুপ্রাস একই ধ্বনী বা ধনীগুচ্ছের ব্যবহার। যেমন-[৫১]

اهلال بين هاله + ام غزال في غلاله

এখানে هلال / هاله , غزال / غلال ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে ধ্বনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

---

[৪৯] *দীওয়ানুল বারূদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯*

[৫০] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬*

[৫১] *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪*

Dhaka University Institutional Repository

সন-তারিখের ব্যবহার কবি বারূদী পতন যুগের ন্যায় সন তারিখ নিরূপনমূলক কবিতা রচনা করেছেন। এই ধরনের কবিতার মধ্যে রয়েছে ইসমাঈল পাশার ১২৮৯ হিজরীতে ইস্তাম্বুল থেকে মিসর ফিরে আসার তারিখ নির্ণয়মূলক কবিতা। যেমন-[৫২]

رجع الخديو لمصره + واتت طلا ئع نصره

وتهللت بقدومه + فرحا اسرة عصره

فلتبتهج اوطانه + بحلوله في قصره

وليشتهر تاريخه + رجع الخديو لمصره

"খেদীভ (ইসমাঈল পাশা) তাঁর দেশ মিসরে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং ফিরে এসেছে তাঁর সাহায্যের নিদর্শন। তার আগমণে দেশের জনগণ পরম আনন্দে উল্লসিত হয়েছে। তাঁর প্রাসাদে প্রবেশের ফলে দেশবাসীর আনন্দিত হওয়া উচিত। তদুপরি খেদীভের মিসর প্রত্যাবর্তনের তারিখটি ব্যাপক পরিচিত হওয়া দরকার।"

অন্ত্যানুপ্রাসের ব্যবহার

কবিতার প্রথম শ্লোকের শেষে যে শব্দধ্বনী থাকে, পরবর্তী চরণ সমূহে একই ধরণের পুনরাবৃত্তি হওয়াকে অন্তানুপ্রাস বলে। আরবীতে বলা হয় কাফিয়া। তিনি কাফিয়া আলিফ, বা, তা ইত্যাদি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে কবিতা রচনা করেছেন-[৫৩]

جناس এর ব্যবহার

جناس এমন দুটো শব্দ যা উচ্চারণে অভিন্ন তবে অর্থে ভিন্ন। যেমন- [৫৪]

اهيم بالبيض في الاغماد با سمة + عن غرة النصر لا بالبيض في الكلل

এখানে بيض শব্দ দুটি অভিন্ন কিন্তু অর্থ ভিন্ন। প্রথম بيض শুভ্র সাদা আর ২য় بيض গৌর বর্ণের রমনীকে বুঝাতে ব্যবহার হয়েছে।

তাযয়ীলের (تذييل) এর ব্যবহার

তাযয়ীল অর্থ পরিশিষ্ট সংযোজন। অর্থাৎ আরবী কবিতার প্রথম অংশে একটি বিশেষ দিকে ইঙ্গিত করার পর দ্বিতীয় অংশে পরিশিষ্ট সংযোজন করে সেই বিষয়টির গুরুত্ব বাড়ানো হয়। কবি বারূদীর কবিতায় উত্তম তাযয়ীলের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন-[৫৫]

فا نهض الي صهوات المجد معتليا + فا لباز لم ياؤ الا عالي القلل

এই চরণে তাযয়ীলের ব্যবহার হয়েছে।

---

[৫২] উমর আদ দাসূকী, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩ ; আহমাদ কাব্বিশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

[৫৩] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৭৩১

[৫৪] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৭

[৫৫] *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার স্টাইল বিণির্মানের জন্য ইচ্ছাগতভাবে ভুল উপস্থাপন

তাঁর কিছু কবিতায় অশুদ্ধ স্টাইল পরিলক্ষিত হয়। যেমন- [৫৬]

اذا راطنوا بعضا سمعت لصوتهم + هديداً تكاد الارض منه تميد

এখানে শুদ্ধ স্টাইল হল اذا راطن بعضهم بعضا

বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য

আল বারূদীর কবিতার বিষয়বস্তুতে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। তিনি জাহিলী কবিদের মতো প্রিয়ার ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বর্ণনা দিয়ে কবিতার সূচনা করেছেন। আববাসী যুগের কবিতার অনুসরণে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি প্রেমগাঁথা কবিতায় নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা দিতে প্রাচীন কবিদের মতো হরিনী, পূর্ণিমার চাঁদ, গোলাপ ফুল প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করেছেন। অলংকার শাস্ত্রের ব্যবহার করেছেন।

কবি আল বারূদী প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকদের রীতি অনুসরণ করলেও তাঁর কবিতায় আধুনিকতা ও নতুনত্বের ছাপ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তিনি কবিতার ভাব, খেয়াল, বিষয়বস্তু, আবেগ-অনুভূতিতে বৈচিত্র এনেছেন। যেমন, বর্ণনামূলক কবিতায় প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৃষ্টিস্নাত রাত, মেঘমালা, বিদ্যুত, বজ্র এবং মানুষের জীবনে এগুলোর প্রভাব কি তার বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রাম ও পল্লীর মনরোম দৃশ্যের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কৃষিজাত পণ্য তুলা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির বিবরণ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আল বারদীর রাজনৈতিক কবিতায় যুলুম নির্যাতন ও সর্বপ্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগ অনুভূতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কবিতায় যালিমের বিরদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। সামাজিক কবিতায় মিসরের সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের আহবান জানিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাই তিনি শুরা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে মানুষকে সচেতন করেছেন। তাছাড়া ইসলামী চেতনা ,আধুনিক আবিষ্কার, সমকালীন প্রেক্ষাপট ইত্যাদি কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনি প্রাচীন ধারা থেকে বেরিয়ে এসে কবিতার ভাব ও রচনাশৈলিতে বৈচিত্র এনেছেন। তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন কাব্যরীতির মাঝেও আধুনিক চিন্তা চেতনার স্বার্থক রূপায়ন। এ প্রসঙ্গে J.A. Haywood বলেন,[৫৭]

[৫৬] উমর আদ দাসূকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

[৫৭] Haywood, *Modern Arabic Literature(1800-1970) (London: Lund Humphries, 1971),* পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

"He represents the first stage of the literacy renaissance in poetry the stage in which subject matter is modern, but forms and language traditional."

তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুগত গতিধারায় আমরা প্রাচীন ও আধুনিক বৈশিষ্ট্যের আলোকে কবিতা রচনা হতে দেখতে পাই। যেমন-

الغزلية (প্রণয়মূলক), النسيب (প্রেমগাঁথা), الوصفية (বর্ণনামূলক), الوطنية (দেশাত্মবোধক), المدحية (স্তুতিগাঁথা), الهجائية (ব্যঙ্গাত্মক), المرثية (শোকগাঁথা), الزهديات (দুনিয়াবিরাগ), الحكمي (প্রজ্ঞাপূর্ণ), الشعر السياسي (রাজনৈতিক কবিতা), الفخرية (গৌরবগাঁথা), الخمريات (মদ বিষয়ক), الهجائي الشعر الاجتماعي (সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা), الشعر الاسلامي (ইসলামী কবিতা), الشعر النصحية (উপদেশমূলক কবিতা), المخترعات الحديثة (আধুনিক আবিষ্কার) ইত্যাদি।

এক : الغزلية (প্রণয়মূলক)

কবি আল বারূদী অনেক কাসীদায় প্রেম উদ্দীপক ভূমিকায় জাহিলী কবিতার স্টাইলে প্রিয়ার বিধ্বস্থ আবাসস্থলের নিকট দাঁড়িয়ে প্রিয়সীর স্মৃতিচারণ করে কবিতা রচনা করেছেন। যদিও আধুনিক কায়রোর কোথাও এরূপ অস্তিত্ব ছিলনা। মূলত এ ক্ষেত্রে জাহিলী কবিদের অনুকরণই ছিল মূখ্য বিষয়।

এই বিষয়ে কবির কবিতা নিম্নরূপ।[৫৮]

الا حي من اسماء رسم المنا زل + وان هي لم ترجع بيا نا لسا ئل

فالأيا عرفت الداربعد ترسم + اراني بها ما كان بالامس شاغلي

غدت وهي مرعي للظباء وطالما + غنت وهي ماوي للحسان العقائل

"হে পথিক! আসমার আবাসগৃহের নিদর্শনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। যদিও তা কোনো জিজ্ঞাসার জবাব দিতে অক্ষম। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর অতিকষ্টে আমি তার আবাসস্থল চিনেছি, বিগত দিনে যা আমার ব্যস্ততার কেন্দ্র ছিল। সেখানে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি। ঐ গৃহটি এখন হরিণের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অথচ সুদীর্ঘকাল তা অনুপম সুন্দরীদের আশ্রয়স্থলরূপে খ্যাত ছিল।"

দুই : النسيب (প্রেমগাঁথা)

নসীব কবিতায় কবি বারূদী নারীদের রূপের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতি অনুযায়ী উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন-[৫৯]

---

[৫৮] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬২, ৪৬৩ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯১

[৫৯] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২।

Dhaka University Institutional Repository

غصن بان قد اطلع الحسن فيه + بيد السحر جلنارا ووردا
ما هلال السماء؟ ما الظبي؟ ما + الوردجنيا؟ ما الغصن اذ يتهدي؟
هو ابهي وجها واقتل الحا ظا + واندي خدا والين قدا

"বান বৃক্ষের শাখার মতো সেথায় সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হয়। তাছাড়া আনার ফুল ও গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য আকৃষ্ট করে। আকাশের নতুন চাঁদ, হরিণী, তাজা গোলাপ কিংবা তরতাজা ডালপালার সৌন্দর্যইবা কতটুকু? তার চেহারা (পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও) অধিক উজ্জল। তার বাঁকা চাহনি (হরিণীর চেয়েও) অধিক প্রলুব্ধকারী। তার গণ্ডদেশ (তাজা গোলাপের চেয়েও) অধিক সজিব। তার কায়া (তরতাজা ডালপালার চেয়েও) অধিক কোমল।"

তিন : الوصفية (বর্ণনামূলক)

প্রাচীন কবিদের ন্যায় বারূদী সুন্দর উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ করেছেন। মেঘমালা, বিদ্যুতের ঝলকানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন কবিতায়। যেমন-[৬০]

وليلة ذات تهتان واندية + كانما البرقً فيها صارم سلط
لف الغمام اقاصيها ببرد ته + وانهل في حجرتيها وابل سبط
بهماء لا يهتدي الساري بكو كبها + من الغمام ولا يبدو بها نمط
كانما البرق سوط والحيا نجب + يلوح في جسمها من مسه حبط

"বৃষ্টিভেজা রজনীতে বিজলীর চমক যেন ধারালো তরবারি দিয়ে আকাশ বিদীর্ণ করেছে। মেঘ স্বীয় পরিধেয় দ্বারা রাতের প্রসারতাকে ঢেকে ফেলে এবং তার প্রকোষ্ঠে প্রবল বৃষ্টি নামে। কালো মেঘাচ্ছন্ন রাতে পথিক নক্ষত্র দ্বারা লক্ষ্যস্থির করতে পারেনা, সে পথ হারিয়ে ফেলে। বিদ্যুৎ যেন বেত্রসদৃশ, মেঘমালা সদ্বংশজাত, তার দেহে বেত্রাঘাতের ক্ষত চমকাচ্ছিল।"

চার : الوطنية (দেশাত্মবোধক)

দেশের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। তাওফিক পাশা মিসরে ক্ষমতাসীন হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় কুরআন ও সুন্নাহর বিধান প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়েছেন। যেমন- [৬১]

سن المشورة وهي اكرم خطة + يجري عليها كل راع مرشد
هي عصمة الدين التي اوحي بها + رب العباد الي النبي محمد

---

[৬০] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮ ; উমর আদ দাসুকী, ১*ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮
[৬১] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০ ; উমর আদ দাসুকী, ১*ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

فمن استعان بها تا يد ملكه + ومن استهان بامرها لم ير شد

"প্রবর্তন কর গণতন্ত্র মশওয়ারা যার উত্তম পদ্ধতি
দায়িত্বশীল নেতা গ্রহণ করে এটি কমায় দূর্গতি
মশওয়ারা দীনের রক্ষা কবয জেনো ভাই
জানালেন নবী মুহাম্মদ (স.) কে আল্লাহ তাই
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সূদৃঢ় হয় শক্তিশালী রাষ্ট্র তার।
পরামর্শ বিহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা শুধুই ব্যর্থতার।"

পাঁচ : المدحية (স্তুতিগাঁথা)

কবি বারূদী কোন পুরস্কারের আশায় স্তুতি-প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেননি। তিনি উপকারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করেছেন। যেমন ইসমাঈল পাশা মিশরের মসনদে ক্ষমতাসীন হলে এই কবিতাটি রচনা করেছেন-[৬২]

رب العلا والمجد اسماعيل من + وضحت به الايام بعد شحوب
وردالبلا دوليلها متراكب + فاضاءها كالكوكب المشبوب
فتنعمت من فيضه في غبطة + وتمتعت من عدله بنصيب

"নিষ্প্রভতার পর উজ্জল করেছেন শাসনামল
মর্যাদা আভিজাত্যের অধিকারী ইসমাঈল
আবির্ভূত হলেন অন্ধকারে যিনি উজ্জল নক্ষত্রসম
আলোকিত করলেন ওয়াদিয়ে নীল
ঈর্ষণীয় সাফল্যের পথে মিসর আজ তারই বদান্যতায়
সৌভাগ্যের সুউচ্চ শিখরে মিসর আজ তারই ন্যায়পরায়ণতায়।"

ছয় : الهجائية (ব্যঙ্গাত্মক)

কবি বারূদীর কবিতায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক দুই ধরনের ব্যঙ্গ কবিতা দেখা যায়। তিনি সমাজের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করেছেন। যেমন-[৬৩]

انافي زمان غادرومعا شر + يتلونون تلون الحرباء
اعداء غيب ليس يسلم صا حب + منهم واخوة محضر ورخاء

[৬২] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৬০-৬১ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ২২৯
[৬৩] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ৪৪ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, *পৃ.* ২২১

Dhaka University Institutional Repository

اقبح بهم قوما بلوت اخاءهم + فبلو ت اقبح ذمة واخاء

"আমি এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে বিশ্বাসঘাতক এবং বন্ধু উভয়ই আছে, যারা বহুরূপী গিরগিটির ন্যায় নানারূপ ধারণ করে। চোখের আড়ালে তারা শত্রু, কোন বন্ধুই তাদের থেকে নিরাপদ নয়। নিতান্ত জঘন্য তারা। জাতি হিসেবে তারা খুব খারাপ, তাদের বন্ধুত্ব আমি যাচাই করেছি। যাচাই করে পেয়েছি তারা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল এবং খারাপ জাতি।"

সাত : المرثية (শোকগাঁথা)

কবি তাঁর নিজের স্ত্রী ও পুত্রের মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। যেমন পুত্রের মৃত্যুতে রচিত শোকগাঁথায় তিনি বলেন-[৬৪]

كيف طوتك المنون يا ولدي + وكيف اودعتك الثري بيدي

واكبدي ياعلي بعدك لو + كانت تبل الغليل واكبدي

فقدك سل العظام مني ورد + الصبر عني وفت في عضدي

كم ليلة فيك لا صباح لها + سهرتها باكيا بلا مدد

فا جاني الدهر فيك من حيث لا + اعلم ختلاوالدهركالاسد

عليك مني السلا م توديع لا + قال ولكن توديع مضطهد

"মৃত্যু যবনিকা কেমনে তোমাকে আবৃত করেছে প্রিয় বৎস ? কেমনে তোমাকে আমি স্বহস্তে মৃত্তিকা গহবরে স্থাপন করেছি ? ও আমার কলিজার টুকরা আলী! তোমার তিরোধানের পর যদি দুশ্চিন্তা প্রসমিত হতো। হে আমার হৃদয়! তোমার অন্তর্ধানে আমার অস্থি চূর্ণ হয়ে গেছে, আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, আমার বাহু অবশ হয়ে গেছে। তোমার জন্য আমি রাতের পর রাত রোদন করে বিনিদ্র কাটিয়েছি। কালচক্র আকস্মিকভাবে তোমাকে আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আমি প্রতারণার কোনো কৌশল জানতাম না, কালচক্র সিংহের ন্যায় হিংস্র। তোমার প্রতি আমার সালাম, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিদায় নয়, বরং নিগৃহীত ব্যক্তির বিদায়।"

আট : الزهديات (দুনিয়া বিরাগমূলক)

কবি বারূদী যখন মানসিক হতাশা ও দুশ্চিন্তায় ভুগতেন তখন দুনিয়া বিরাগমূলক কবিতা লিখতেন। যেমন-[৬৫]

كل حي سيموت + ليس في الد نيا ثبوت

حركات سوف تفني + ثم يتلو ها خفوت

وكلا م ليس يحلو + بعده الا السكوت

---

[৬৪] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০-৬১ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬,২২৭

[৬৫] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

اين املا ك لهم في + كل افق ملكوت

"প্রত্যেক প্রাণী মরণশীল, নশ্বর এই দুনিয়া
থেমে যাবে কোলাহল, অনুগামী হবে নীরবতা
সুমিষ্ট নয় এই বচন, রইবে শুধু নিস্তব্ধতা
বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতিরা, এখন তারা কোথায়?"

নয় : الحكمي (প্রজ্ঞাপূর্ণ)

কবি বারূদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ অনেক কবিতা আমরা দেখতে পাই। তিনি নব পদ্ধতিতে অলংকারপূর্ণ গৌরবময় প্রজ্ঞাপূর্ণ কবিতা লিখেছেন। যেমন-[৬৬]

لو كان للمرء فكر في عواقبه + ما شان اخلا قه حرص ولا طبع
دع ما يريب وخذ في ماخلقت له + لعل قلبك بالايمان ينتفع
ان الحياة لثوب سو ف تخلعه + وكل ثوب اذا مارث ينخلع

"যদি মানুষের পরিণাম চিন্তা থাকতো তাহলে লোভ-লালসা মানবচরিত্রকে কলঙ্কিত করতে পারতোনা। সন্দেহজনক ব্যাপার পরিত্যাগ কর। তোমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা গ্রহণ কর। তোমার অন্তরাত্মা হয়ত ঈমান দ্বারা উপকৃত হবে। জীবনতো পোষাকের মতই, যা শীঘ্রই তুমি খুলে ফেলবে। কেননা কোনো কাপড় জীর্ণ হলে খুলে ফেলা হয়।"

দশ : الشعر السياسي (রাজনৈতিক কবিতা)

কবি বারূদী রাজনৈতিক নেতারূপে দেশ বাসীকে বিপ্লবে শামিল হওয়ার আহবান জানিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-[৬৭]

فيا قوم هبوا انما العمر فر صة + و في الدهر طرق جمة ومنافع
اصبرا علي مس الهوان وانتم + عد يد الحصي اني الي الله راجع
وكيف ترون الذل دار اقا مة + وذلك فضل الله في الارض واسع
فكونوا حصيدا خامدين او افزعوا + الي الحرب حتي يدفع الضيم دافع

"ওহে স্বজাতি! জাগো! জীবন একটা অবকাশ মাত্র। কালপরিক্রমায় জীবনে মর্যদা, সম্মান প্রাপ্তির নানাপথ ও উপকারিতা রয়েছে। অপমান লাঞ্চনা কেন সহ্য করছো? অথচ তোমরা তাসবীহ গণনা করছো যে, (আল্লাহ তোমাদের অবস্থা ফেরাবে) আমি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। অপমানে তোমরা কীভাবে অবস্থান

[৬৬] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৩৮-৩৯ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ২৩৩
[৬৭] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮-১৯ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছো ? আল্লাহর প্রসস্থ পৃথিবীতে তার অনুগ্রহ অসীম। তাই তোমরা সংগ্রামে আত্নদান কর, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়, যতক্ষণ না অত্যচার বিদূরিত হয়।"

এগার : الفخرية (গৌরবগাঁথা)

কবি বারূদী আত্নগৌরব, মর্যাদা ও আভিজাত্যের গর্ব করে কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-[৬৮]

لهج بالحروب لا يالف الخفض + ولا يصحب الفتاة الرداحا

مسعر للوغي اخوغدوات + تجعل الارض ماتما وصيا حا

يفعل الفعلة التي تبهر الناس + وترنو لها العيون طما حا

"যুদ্ধপ্রিয় যুবক বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত নয়, দীর্ঘক্ষণ যুবতীদের সাহচর্যে থাকেনা। যুদ্ধের উস্কানিদাতা, প্রত্যুষে আক্রমণকারী, ফলে আক্রমণস্থলে আহাজারি ও চিৎকারের সৃষ্টি হয়। তার কর্মকাণ্ডে মানুষ অভিভূত, উচ্চাভিলাষী নেত্রে কেউ তার প্রতি তাকাতে পারেনা।"

বার : الخمريات (মদ বিষয়ক)

প্রাচীন আরবী কবিতার একটি মৌলিক বিষয় মদ। কবি বারূদী শরাবের গুণাগুণ, অপকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন। যেমন-[৬৯]

وقد شاقني والصبح في خدر امه + حنين حمامات تجاوبن في وكر

هتفن فاطر بن القلوب كانما + تعلمن الحان الصبابة من شعري

"আমি আসক্ত হয়েছি এমতাবস্থায় প্রভাত রাতের অন্ধকারে নিমজ্জিত (অতি প্রত্যুষে আমি শরাবের জন্য আসক্ত হয়েছি)। এ সময় কবুতরের গান পরস্পর পরস্পরকে তার বাসার দিকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল। এদের ডাক অন্তরকে এমনভাবে প্রফুল্ল করে তোলে যেমনিভাবে মদ্যশালা জানিয়ে দেয় আমার কবিতার অবশিষ্টাংশ।"

তের : الشعر الاجتماعي الهجاني (সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা)

কবি বারূদী সামাজিক ব্যঙ্গাত্মক অনেক কবিতা রচনা করেছেন। যাতে সমাজের মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ও সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। যেমন-[৭০]

بئس العشير وبئست مصر من بلد + اضحت منا خا لاهل الزوروالخطل

ارض تاثل فيها الظلم وانقذفت + صواعق الغدر بين السهل والجبل

---

[৬৮] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২ ; উমর আদ দাসুকী, ১*ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

[৬৯] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

[৭০] *প্রাগুক্ত*, পৃ .৪০৪

Dhaka University Institutional Repository

واصبح الناس في عمياء مظلمة + لم يخط فيها امروالا علي زلل

"বন্ধুবান্ধব কতো নিকৃষ্ট। মিসর কতো খারাপ দেশ। এটি মিথ্যুক ও নির্বোধদের আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে। দেশটিতে জুলুম শিকড় গেড়েছে এবং এর সমতল ভূমি ও পাহাড়-পর্বতে বিশ্বাসঘাতকতার বজ্রপাত হয়েছে। সমাজের লোকেরা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপেই ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে।"

চৌদ্দ : الشعر الاسلامي (ইসলামী কবিতা) কবি বারূদী ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-[৭১]

هو النبي الذي لولا هدايته + لكان اعلم من في الا رض كالهمج

انا الذي بت من وجدي بروضته + احن شوقا كطير البانة الهزج

ها جت بذكراه نفسي فاكتست ولها + واي صب بذكر الشوق لم يهج

يا رب با لمصطفي هب لي وان عظمت + جرا ئمي رحمة تغني عن الحجج

"তিনি সে নবী, যার হিদায়ত না হলে পৃথিবীবাসীর মধ্যে নির্বোধ লোকেরাই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী হতো। আমি ভালোবাসার আতিশয্যে বানবৃক্ষে গুঞ্জনরত পাখির ন্যায় তাঁর রওজায় কেঁদে কেঁদে রাত কাটিয়েছি। তাঁর স্মরণে আমার প্রাণ উথলে উঠেছে, সব প্রেমিকই প্রেমাসক্তিতে উদ্বেলিত হয়। হে প্রভূ! আমার অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন, মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) এর ওসীলায় আমার প্রতি দয়া কর।"

পনের : الشعر النصيحي (উপদেশমূলক কবিতা)

কবি বারূদী অসংখ্য উপদেশমূলক কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-[৭২]

من طلب العز بلا الة + ادركه الذل مكان الظفر

فاصبر علي المكروه تظفر بما + شئت فقد حاز المني من صبر

وقف اذا ما عرضت شبهة + فالبث خير من ركوب الغرر

ولاتقولن لشئ مضي + ياليته دام وخذ ما حضر

"যিনি হাতিয়ার ছাড়া সম্মান পেতে চান তিনি কৃতকার্য না হয়ে অসম্মানিতই হন। সুতরাং কষ্টের অবস্থায়ও ধৈর্য্যধারণ কর, ইস্পিত সফলতা লাভ করতে পারবে। যারা ধৈর্য্যধারণ করেন, তারা লক্ষ্যে পৌঁছায়। সন্দেহ এসে গেলে থমকে দাঁড়াও। কেননা ধ্বংসের পৃষ্ঠে সওয়ার হওয়ার চাইতে থমকে দাঁড়ানোই উত্তম। যা অতীত

[৭১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

[৭২] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩-৫৪

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে গেছে, তার জন্য অপেক্ষা করে বলো না, হায়! যদি এটা দীর্ঘ সময় অবশিষ্ট থাকত। উপস্থিত যা পাও, তাই গ্রহণ কর।"

ষোল : المخترعات الحديثة (আধুনিক আবিষ্কার)

কবি বারূদী সমকালীন বিভিন্ন আধুনিক আবিষ্কার বিদ্যুৎ, ক্যামেরা, বিমান, কারাগার, রেলগাড়ী ইত্যাদির বর্ণনা কবিতায় তুলে ধরেছেন। রেলগাড়ী সম্পর্কে রচিত কবিতাটি আরবী কবিতায় প্রথম। রেলগাড়ীর বর্ণনায় তিনি বলেছেন-[৭৩]

ولقد علوت سراة ادهم لو جري + في شاوه برق تعثر اوكبا
يطوي المدي طي السجل ويهتدي + في كل مهمهة يضل بها القطا
يجري علي عجل فلا يشكو الوجي + مد النهار ولا يمل من السري

"আমি কালো অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেছি, যার জোর কদমে বিদ্যুৎ চমকায়। নিবন্ধন খাতার ন্যায় এর সুবিশাল প্রান্তরকে আচ্ছাদিত করে। চলার ভীষণ গর্জনে মরুভূমির নির্জন প্রান্তর বিভ্রান্ত হয়। তা অতিদ্রুত চলে দিনভর। নেই কোন ক্লান্তির অভিযোগ এবং নৈশ অভিসারেও এটা পরিশ্রান্ত হয় না।"

সতের : প্রবাদ প্রবচন মূলক কবিতা

তার অনেক কবিতা প্রবাদ প্রবচন হিসেবে প্রচলিত। যেমন-[৭৪]

فا صبري يانفس حتي تظفري + ان حسن الصبر مفتاح الظفر

"হে আত্মা তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। নিশ্চয় উত্তম ধৈর্য্যই হলো সফলতার চাবিকাটি ।" এখানে ২য় চরণটি প্রবাদ হিসেবে প্রচলিত।

উপসংহার

মাহমুদ সামী আল বারূদী ছিলেন আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ। আরবী কবিতার সুদীর্ঘ স্থবিরতার পর তিনি পূণরায় কবিতাকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি জাহিলী ও আব্বাসী কবিদের প্রচলিত

[৭৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২ ; উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
[৭৪] *দীওয়ানুল বারূদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যরীতি বহাল রেখে ভাব ও মর্মে নতুনত্ব আনয়ন করেছেন। কবিতাকে সমাজ দর্পণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। হোসাইন হায়কলের (১৮৮৮-১৯৫৬খ্রি.) ভাষায়- [৭৫]

انه كان مجددا في كل بيت من ابياته حتي في معارضاته للقدماء والنهج علي منهجهم

"তিনি তাঁর কবিতার প্রতিটি চরণে নতুনত্ব এনেছেন। এমনকি প্রাচীনপন্থী কবিদের মোকাবিলায় তাদের অনুসৃত রীতিনীতিতেও নতুনত্ব আনয়ন করেছেন"।

আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন- [৭৬]

ان كان لامرئ القيس فضل في تمهيد الشعر وتقصيده ولبشار في تر قيته وتجويده فللبارودي كل الفضل ه في احيائه وتجديد

"কবিতার সুবিন্যস্তকরণ ও আঙ্গিক গঠনে ইমরুউল কায়স এবং কবিতার উন্নয়ন সাধন ও সৌন্দর্য বর্ধনে বশ্শার ইব্নে বুর্দ যদি শ্রেষ্ঠ হন তাহলে আরবী কবিতার পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকীকরণে আল বারূদী পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার।"

যার পথে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী কবিগণ তাঁর কাব্যধারা, ভাব ও বিষয়বস্তুর অনুসরণ করেছেন। আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), হাফিজ ইব্রাহীম (১৮৭১-১৯৩২ খ্রি.), মুস্তফা সাদিক আর রাফেয়ী (১৮৮০-১৯৩৭ খ্রি.), ইসমাঈল সাবরী (মৃত-১৯২৩ খ্রি.), আবদুল মুত্তালিব (১৮৭০-১৯৩১ খ্রি.), জারিম, আবদুর রহমান আল কাজেমী (১৮৭০-১৯৩৫ খ্রি.), মারূফ আর রূসাফী (১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.), আহমদ মহররম (১৮৭১-১৯৪৫ খ্রি.), আল কাশিফ, নাসীম ও যায়ীন প্রমুখ অন্যান্য কবিগণ।[৭৭] আরবী সাহিত্য সমালোচকগণ যাদেরকে সংরক্ষণশীল (شاعرالمحافظ) অনুকরণপন্থী (شاعرالمقلد) ও পুর্নজাগরণের (شاعرالاحياء والبعث) কবি সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করেছেন।

[৭৫] উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮
[৭৬] হাসান যায়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪
[৭৭] উমর আদ দাসুকী, *১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহমদ শাওকী বেগ

১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.

আহমদ শাওকী বেগ রেনেসাঁ যুগের একজন বিখ্যাত মিসরীয় কবি। আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁ আনয়নে তিনি যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। তিনি আরবী কাব্য নাটক রচনা করে রেনেসাঁয় গতি সঞ্চার করেন। আরবী ভাষায় নতুন কাব্যরীতি প্রবর্তনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আধুনিক বিশ্বে আরবী কবিতাকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। ফলে অভিজাত পরিবারে বেড়ে উঠা শাওকীর হাত ধরে কবিতাও আধুনিকতার দিকে অগ্রসর হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবির পূর্ণ নাম আহমদ শাওকী বেগ। তিনি ইসমাঈল পাশার শাসনামলে (১৮৬৩-১৮৭৯ খ্রি.) ১৮৬৯ খ্রি.[১] মিসরের কায়রো নগরীর এক বনেদি পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।[২] তার পিতার নাম আলী ইবনে আহমদ শাওকী (জন্ম ১৮৯৭ খ্রি.) তার পিতার রক্তের ধারায় আরবী , কুর্দী ও শারকাসী এবং মাতার (মৃ. ১৮৮১ খ্রি.) রক্তের ধারায় তুর্কী ও ইউনানী (গ্রীক) প্রবাহিত।[৩] কবির দাদা আহমদ শাওকী ছিলেন কুর্দীস্থানের অধিবাসী। তিনি যৌবনকালে মুহাম্মদ আলী পাশার শাসামলে (১৮০৫-১৮৪৮ খ্রি.) মিসের আগমন করেন। তিনি তৎকালীন মিসর শাসকের অধীন পরিষদ সদস্য ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি রাজস্ব বিভাগের প্রধান পদে আসীন হন। তিনি জারকীস (جركيس) নাম্নী এক ককেশিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেন। এই পরিবারেই কবির পিতা আলী ইবনে আহমদ জন্ম গ্রহন করেন। কবির নানা আহমদ হালীম ছিলেন তুরস্কের অধিবাসী। তিনি ইবরাহীম পাশার শাসনামলে মিসর আগমন করেন। তিনি তিমযার (تمزار) নাম্নী এক স্বধীনতাপ্রাপ্তা গ্রীক দাসীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই পরিবারেই কবির মাতা জন্ম গ্রহন করেন।[৪] এইভাবে কবির রক্ত ধারায় আরবী, তুর্কী, গ্রীক ও শারকাসী, এই চার ধরনের রক্ত প্রবাহ দেখা যায়।[৫]

---

[১] ড. শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরবী আল মু'আসির ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১২শ সংস্করণ*, পৃ. ১১০

[২] হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে ফী তারিখিল আদবিল আরবী (বৈরূত: দারুল জীল, তাবি)*, পৃ. ৪৩৬; আহমদ কাবিবশ, *ফী তারিখ আশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস, (বৈরূত: দারূল জীল, তাবি)*, পৃ. ৭১

[৩] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

[৪] *নতুন কলম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর ১৯৯৫), ২য় সংখ্যা*, পৃ. ১২, ১৩; জি এম মেহরুল্লাহ, *আরবী কবি সাহত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকা: আল নাহদা প্রকাশনী, ১৯৯৩ খ্রি.)*, পৃ. ৭৮

[৫] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

তাই কবি আত্ব পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, أنا إذن عربي، تركي، يوناني، جركسي "আমি আরবী, তুর্কী, গ্রীক ও ককেশিয়ান।"[৬] কবি শাওকী তিন বছর মাতৃস্নেহে লালিত পালিত হন। তার মায়ের মৃত্যুর পর নানী তিমযার তাকে লালনপালন করেন। কবির নানী ছিলেন ইসমাঈল পাশার শাহী মহলের পরিচারিকা। তাই কবি রাজমহলের আনন্দঘন পরিববেশে বড় হতে থাকেন।[৭] চার বছর বয়সে তিনি শাওকীকে কায়রোর হাফনী মহল্লার শায়খ সালিহ নামক মক্তবে ভর্তি করান।[৮] অতঃপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যান। ১৫ বৎসর বয়সে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৮৫ খ্রি. তার পিতা তাকে আইন কলেজে ভর্তি করেন। তিনি আইন বিষয়ে দুবছর পড়া লেখা করেন। অতপর একই কলেজে নতুনভাবে অনুবাদ বিভাগ চালু হলে সেই বিষয়ে পড়ার অনুমতি লাভ করেন। যেখানে তিনি আরো দুবছর পড়ালেখা করে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। পাশাপাশি তিনি অনুবাদ বিভাগেও চাকুরী করেন।[৯] তিনি আইন কলেজে অধ্যয়নকালে আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মদ আল বাসিউনীর সাথে পরিচিত হন। তিনি তার মাঝে অনন্য কাব্য প্রতিভা দেখতে পান। তার কাব্য প্রতিভা দেখে উস্তাদ আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি তাকে কাব্য চর্চায় উৎসাহ যোগান এবং খেদীভ তাওফীক (১৮৭৯-১৮৯২ খ্রি.) এর মাদহিয়্যাহ বিষয়ে বিশেষভাবে পারদর্শী করে তোলেন। ফলে তিনি বিভিন্ন মৌসুমে ও উৎসবে তাওফীকের প্রশংসাগীতি রচনা করতেন। এমভিাবে শায়খ মুহাম্মদ বাসিউনী তার ছাত্র শাওকী কে কবিতার এই গতিধারার দিকে পরিচালিত করেন।[১০]

শাহী মহলের পরিচারিকার বংশধর হিসেবে শাওকী খেদিভের রাজমহলে পরিচিত ছিলেন। কবি হিসেবে শাওকীকে রাজমহলে পরিচিত করার ক্ষেত্রে অনুঘঠক হিসেবে কাজ করেছেন তার শিক্ষক শায়খ মুহাম্মদ বাসিউনী। তিনি শাওকীকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে খেদীভ তাওফিকের নিকট পরিচিত করান। তাওফীক তার অনন্য কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হন। আইন কলেজের অনুবাদ বিভাগ থেকে ১৩০৭ হিজরীতে বের হওয়ার পর তাওফীক তাকে রাজ প্রাসাদের সেক্রেটারী নিয়োগ করেন।[১১] এ সময় তার অসাধারণ প্রভিায় মুগ্ধ হয়ে তাওফীক পাশা তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাকে আইন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহন এবং ফরাসী ভাষা অধ্যয়নের নিমিত্তে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিয়ে ১৮৮৭ খ্রি. ফ্রান্স প্রেরণ করেন। তিনি ফ্রান্সের মনপ্লিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে আইন শাস্ত্র ও

---

[৬] ড. হাস্‌সান হাল্লাক *(সম্পা.), আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম ,১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ*, পৃ. ৫৭০

[৭] আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরবী (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৬ হি. ১৯৯৪ খ্রি.), ৬ষ্ট সংস্করণ*, পৃ. ৩৬৯; আহমদ হাসান যায়্যাত, *তারীখু আদাবী আরবী, উর্দ্দু (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.)*, পৃ. ৬৫১; *নতুন কলম, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

[৮] যায়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৯; যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫১; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০

[৯] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনা আল মুআসির (মিসর: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০ খ্রি.)*, পৃ. ১০০; যয়্যাত, *উর্দ্দু, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫১; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪

[১০] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০, ১১১

[১১] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *আল আদাবুল 'আরবী ওয়া তারিখুহু, আল আসরিল হাদীস (সৌদী আরব: ওযারাতুত তালীম আল 'আলী, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ*, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

ফরাসী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি মনপ্লিয়ার (المونبيليه) শহরে দুই বছর অধ্যয়নের পর একই বিষয়ে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি ফ্রান্স ও লন্ডনের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেন এবং ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি চিকিৎসার জন্য আলজেরিয়া গমন করেন। পুনরায় তিনি প্যারিস ফিরে এসে তথায় দুই বছর অতিবাহিত করেন। তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে আইন শাস্ত্রে সর্বশেষ উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি আরো ছয়মাস প্যারিসে অবস্থান করে সে দেশের শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি প্যারিসের কবি সাহিত্যিক সম্পর্কে জানার সুযোগ লাভ করেন। বিশেষ করে নাটক সাহিত্য সম্পর্কে তিনি ধারনা লাভ করেন। তিনি ভিক্টোর হুগো (১৮০২-১৮৮৫ খ্রি.), ড্যা মোসেঁ (১৮১০-১৮৭৫ খ্রি.), লা মার্টিন (১৭৯০-১৮৬৯ খ্রি.). লা ফোন্টিন (১৬২১-১৬৯৫ খ্রি.) প্রমুখ সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্যকর্ম ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯১ খ্রি. তিনি ইস্তাম্বুল হয়ে মিসর প্রত্যাবর্তন করেন।[১২]

কর্মজীবন

১৩১১ হিজরীতে মিসর প্রত্যাবর্তনের পর তাওফিক পাশা উনাকে রাজপ্রাসাদে যুক্ত করে নেন। তিনি তাকে মিসর সরকারের ইউরোপীয় শাখার প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেন। [১৩]

সভাকবি

তিনি আব্বাস হিলমীর সভাকবি হিসেবে ১৮৯২-১৯১৪ খ্রি. পর্যন্ত ২৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মিসর সরকারের খেদিভদের ও উসমানী খলিফাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। এমনিভাবে তিনি তার কাব্য চর্চার এক বিস্তর সময় রাজপ্রসাদের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন।[১৪] এ সময় জনগণের সাথে কবির যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। ফলে গণমানুষের চিন্তার প্রতিফলন কবিতায় খুব একটা ছিল না। তবে এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও জাতীয় ও ধর্মীয় কবিতা রচনা করতে দেখা যায়।[১৫] রাজপ্রাসাদের বাইরে সাধারণ জনগণের সাথে মেশার সুযোগ না থাকায় সেই সময়ের কবিতায় গণ মানুষের চিত্র প্রতিফলিত হয়নি।

j. A. Haywood বলেন,[১৬]

He is often described an the poet of the court Hafiz as the poet of the people.

তিনি ফরাসী কবি লা ফনন্টিন এর কবিতার রীতিতে পশু পাখির জবানে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি ফরাসী কবিদের ঐতিহাসিক কবিতা অধ্যয়ন করেছেন। বিশেষ করে ফরাসী স্বাধীনতার কবি ভিক্টর হুগোর أساطير

[১২] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০-৫৭১; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

[১৩] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

[১৪] ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, ৪৯; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৬

[১৫] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

[১৬] J A Haywood, *Modern Arabic Literature (1890-1970),(London: Lundhum Phries,1965), p .86*

Dhaka University Institutional Repository

القرون এর আলোকে রচনা করেন كبار الحوادث في وادى النيل গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তিনি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার গৌরবোজ্জল ইতিহাস-ঐতিহ্য তোলে ধরেছেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ সম্মেলনে খেদিভ আব্বাস তাকে মিসরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন। এই সম্মেলনে তিনি ২৬৪ শ্লোক বিশিষ্ট সুদীর্ঘ কবিতা كبار الحوادث في وادى النيل আবৃত্তি করেন। এছাড়া তিনি, أبو الهول و النيل - توت ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন। এসব কবিতায় তিনি মিসরীয় ফিরাউনী সভ্যতার ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি কালচার বর্ণনা করেছেন। ইসলামী ভাবধারা নিয়েও তিনি বেশকিছু কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে মহানবী (স.) এর প্রশংসায় রচিত কবিতাগুলো অন্যতম।[১৭]

মিসরের সভাকবি থাকাকালীন কবি সম্পদশালীনী এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের সুন্দর সংসারে দুই ছেলে আলী ও হোসাইন এবং এক মেয়ে আমিনা জন্ম গ্রহণ করেন।[১৮]

নির্বাসিত জীবন (১৯১৫-১৯১৯ খ্রি.)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে (১৯১২-১৯১৮ খ্রি.) খেদিভ আব্বাস হিলমী তুর্কীস্থানে ছিলেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধে তিনি তুর্কী সালতানাত ও জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই কারণে ইংরেজগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। এবং মিসর ঢুকতে বাধা দেন । এদিকে হুসায়ন কামিলকে (১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত করেন।[১৯]

শাওকী ইংরেজদের এরূপ হঠকারী সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। কবি চুপ হয়ে বসে থাকেন নি। তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে ইংরেজদের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি ইংরেজদের হাত থেকে মিসরকে রক্ষার জন্য ডাক দেন । তিনি বলেন, إن الرواية لم تتم فصولا কাহিনী এক পথেই শেষে হবে না। এর ফলে ইংরেজ নেতারা কবির এই আচরণে রুষ্ট হন। তারা তাকে স্পেনে নির্বাসনের এক নির্দেশ জারি করেন। তিনি ১৯১৪ খ্রি. থেকে ১৯১৯ খ্রি. পর্যন্ত স্পেনে স্বপরিবারে নির্বাসিত জীবন যাপন করেন। এসময় তিনি স্পেনের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগত হন। তিনি আরব জাতীর মর্যাদা ও গৌরব এবং স্পেনের হারানো ঐতিহ্য নিয়ে কবিতা রচনা করতে থাকেন। এ কবিতা সমূহে মিসরের প্রতি তার ভালোবাসা ও অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় তিনি রচনা করেন দুওয়ালুল আরব ওয়া উযামাউল ইসলাম (دول العرب وعظماء الإسلام) কাসীদাহটি।[২০] এ সময় তিনি গদ্য নাটক আমীরাতুল আন্দালুস রচনা করেন।[২১]

---

[১৭] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১, ১১২; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

[১৮] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৮

[২০] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭১; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[২১] হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

১ম বিশ্ব যুদ্ধ শেষে হওয়ার পর তিনি মিসর প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন মিসরের রাজনৈতিক অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। রাজ প্রাসাদে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আর হয়ে উঠেনি। যার ফলে কবির জীবনে সূচিত হয়ে বিরাট পরিবর্ত। তিনি প্রাসাদের গণ্ডি পেরিয়ে জনতার কাতারে শামিল হন। এই সময়ই তার সাহিত্য জীবনে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় যা বন্ধন মুক্ত স্বাধীন। ড. শাওকী ফায়যা বলেন, [২২]

ومن هنا تبدأ الدورة الثانية في حياته الأدبية فإنه لم يعد يفكر في القصر ولا في وظيفته فيه، فقد أصبح حرا طليقا

"সেখান থেকেই তার সাহিত্য জীবনের ২য় পর্যায় শুরু হয়। বস্তুত তিনি প্রাসাদ ও চাকরির জন্য সামান্যতম চিন্তা ভাবনা করেননি। তিনি হয়ে যান পূর্ণ স্বাধীন।"

এ সময় তিনি গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপনে বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। তম্মধ্যে তুরস্ক, লেবানন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ উল্লেখযোগ্য। এ সময় তিনি মজলিসুশ শুয়ূখ সাহিত্য সংগঠনের সাথে যুক্ত হন এবং আমৃত্যু জড়িত ছিলেন।[২৩]

আমীরুশ শুয়ারা (১৯২৭-১৯৩২ খ্রি.)

১৯২৭ খ্রি. তার কাব্যগ্রন্থ শাওকীয়্যাত প্রকাশিত হয়। তার এই সাহিত্য কর্মের জন্য তিনি বিভিন্ন মহল ও সুধিসমাজ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বার্তা লাভ করেন। ঐ বছরই মিসরের সরকারী অপেরা হাউসে অনুষ্ঠিত হয় এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে মিসর সহ আরব বিশ্বের প্রায় সব বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও প্রতিনিধি দল অংশ গ্রহন করেন। এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কবি শাওকীকে আমীরুশ শুয়ারা উপাধী প্রদান করা হয়। এই অধিবেশনে শা'ইরুন নীল খ্যাত মিসরের জাতীয় কবি হাফিয ইব্রাহীম শাওকীর স্তুতিমূলক এক দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। প্রশংসামূলক এই কবিতায় তিনি বলেন-

أمير القوافي قد أتيت مبايعا + وهذي وفود الشرق قد بايعت مصر

"তিনি হলেন ছন্দের রাজা। আমি এসেছি তার হাতে বায়আত নিতে। প্রাচ্যের প্রতিনিধি দল ও তার নিকট বায়আত গ্রহণ করেছে আমার সাথে। "

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক এস'আফ বেক আন নাশাশীবী (১৮৮৫-১৯৪৮ খ্রি.) العربية وشاعرها الأكبر أحمد شوقي بك (আরবী ভাষা ও এর বড় কবি আহমদ শাওকী বেক) শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ উপলক্ষে ড. হুসায়ন মুহাম্মদ হায়কল সম্পাদিত আস সিয়াসাহ সাপ্তাহিকীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে বিভিন্ন কবি

[২২] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

[২৩] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭১

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিকের পাচশোটি প্রবন্ধ স্থান পায়। এর পর থেকে তিনি সমগ্র আরব বিশ্বে أمير الشعراء নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।[২৪]

কাব্য প্রতিভা

রেনেসাঁর কবি আহমদ শাওকী অসাধারণ কাব্য প্রতিভার অধিকারী একজন কবি। তিনি স্বীয় কাব্য প্রতিভার বদৌলতে আরবী কবিতাকে আধুনিক বিশ্বের সাহিত্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। তার কাব্য প্রতিভা বিকাশের পিছনে সক্রিয় উৎসগুলো হলো:

- মুসলিম আরবী পরিবেশে জন্ম ও বেড়ে উঠা যার রূপ, রঙ, স্বভাব তার দীর্ঘ জীবনে রেখাপাত করে।
- ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দ্বীনি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন। বিশেষত আল আজহারের তার শিক্ষক শায়খ বাসিউনির সান্নিধ্য। যনি ছিলেন প্রাসাদের একজন কবি।
- নামকরা কবি সাহিত্যিকদের সাহচর্য।
- আরবীয় ঐতিহ্যের সাথে কবির গভীর সম্পর্ক।
- ফ্রান্স সহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশসমুহে ভ্রমণ ও তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন।
- মিসর ও আরব বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সহ সমসাময়িক অন্যান্য অবস্থা শাওকীর পর্যবেক্ষণ।[২৫]
- আব্বাসীয় কবিদের সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চা। বিশেষ করে শায়খ হুসায়ন আল মাছফীর সাহিত্য সংকলন আল ওয়াসিলাতুল আদাবিয়্যাহ (الوسيلة الأدبية) অধ্যয়ন। যাতে প্রাচীন ও ক্লাসিক যুগের কবিতার পাশাপাশি রেনেসাঁর পথিকৃৎ কবি আল বারূদীর কাব্যরীতিও স্থান লাভ করে। এমনিভাবে তিনি বারূদীর ন্যায় আব্বাসীয় কাব্যধারার কবিতায় নতুনত্ব আনয়ন করেন। তার অসাধারণ কাব্য প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে আরবী কবিতায় রেনেসাঁকে তরান্বিত করেন।[২৬]

আরবী কবিতায় নাট্য কাব্যের সংযোজন

রেনেসাঁর কবি শাওকীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার নাট্যকাব্য। আমরা শাওকীকে আরবী সাহিত্যে নাট্যকাব্যের সূচনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। শাওকীর নাট্যকাব্য রচনার পূর্বে আরবী সাহিত্য নাট্যকাব্য সম্পর্কে অবহিত ছিল না। আরবী কবিতায় এটি একটি নতুন ধারা।[২৭]

---

[২৪] ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭১; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩; আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৫; ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

[২৫] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫, ৫৬

[২৬] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪, ১১৫

[২৭] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

ড. শাওকী দায়ফ এ প্রসঙ্গে বলেন,[২৮]

كان شوقي يحلق بشعره في كل الاجواء. وقام أخيرا بمحاولة رائعة. اذ حاول تمصير الفن المسرحى. فنظم طائفة من المسرحيات.

.....

তিনি **১৯২৯** থেকে **১৯৩২** খ্রি. পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছয়টি নাট্যকাব্য রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে পাঁচটি ট্রাজেডী একটি কমেডীমূলক। পাঁচটি ট্রাজেডী বা য়োগান্ত নাটক হলো, মিসরা ক্লিওপেট্রা, মজনুন লায়লী, ক্যামবীয, আলী বেক কবির ও আনতারা। তার কমেডি মূলক নাটক হলো, আলসতা হুদা।[২৯]

আরবী সাহিত্য বিশারদ ও সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে তার এই নাট্যকাব্যের ব্যাপারে বিভিন্ন সমালোচনা থাকতে পারে। তবে আমরা সেদিকে যাব না। কবিতার রেনেসাঁয় তিনি কী সৃষ্টি করেছেন সেটাই সুখ্য বিষয়। কাজেই আমরা বলতে পারি-

Shawqi was the first poet in Arabic literature to write poetic plays.

কবিতায় তার অবদান

১. الشوقيات (শাওকীয়্যাত) : এটি চার খণ্ডে সমাপ্ত। এর **১ম** খণ্ড **১৮৯৮** খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়। **১৯২৫** খ্রি. পুনঃমুদ্রিত হয়। ২য় খণ্ড **১৯৩০** সালে, তৃতীয় খণ্ড **১৯৩৬** সালে এবং চতুর্থ খণ্ড **১৯৪৩** সালে প্রকাশিত হয়।[৩০]

২. الشوقيات المجهولة (শাওকীর বিক্ষপ্ত কবিতা সংকলন) : এটি ড. মুহাম্মদ সাবরী এর তত্বধানে দুই খণ্ডে সংকলিত হয়।

৩. دول العرب وعظماء الاسلام (দুওয়ালুল আরব ওয়া উযামাউল ইসলাম) : এটি রাজায ছন্দে রচিত একটি বৃহৎ কাব্য সংকলন। কবির মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। এখানে রাসূলুল্লাহর (সা.) সীরাত, ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম মনীষীদের জীবনী ও ফাতিমীদের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. اسواق الذهب (আসওয়াকুজ যাহাব) : এটি একটি সামাজিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংকলন। কবির সামাজিক বিষয়ে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এতে স্থান লাভ করে। এটি **১৯৩২** খ্রি. সংকলিত হয়।

৫. الشعر المسرحى (নাট্যকাব্য) : ছয়টি নাট্যকাব্য রয়েছে। যা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

গদ্য সাহিত্যে অবদান

তিনি তিনটি উপন্যাস রচনা করছেন।

---

[২৮] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০

[২৯] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪১

[৩০] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪১; ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

Dhaka University Institutional Repository

১. عزراء الهند (উযারাউল হিন্দ) এখানে দ্বিতীয় রামীস যুগ পর্যন্ত মিসরের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এটি ১৮৯৭ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

২. لادياس (লাদিয়াস) এখানে দ্বিতীয় বিসমাতিক এর শাসনামলের পরের মিসরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এটি ১৮৯৮ খ্রি. প্রকাশিত হয়।

৩. ورقة الاس (ওয়ারাকাতুল আছ) : এখানে পারস্য সম্রাট সাবূরের শাসনামল পর্যন্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৪. أميرة الأندلس (আমিবাতুল আর্‌দালুস) : এটি একটি গদ্য নাটক । ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।[৩১]

জীবনাবসান: কবি আহমদ শাওকী ১৩ অক্টোবর ১৯৩২ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৩২]

কবিতার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

১. الشعر الديني (দ্বীনি কবিতা) : রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসামূলক পাঁচটি কবিতা, রমযান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, রাসূল জন্ম ও হিজরত সম্বন্ধীয় কবিতা। এই বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত।

২. الشعر التارخي (ইতিহাস বিষয়ক কবিতা) : الحوادث في وادى النيل ও دول العرب وعظماء الاسلام জাতীয় কবিতা।

৩. الوصف (বর্ণনামূলক কবিতা) : তার قصيدة السينية যেমন- اختلاف الليل ينى তাছাড়া الاهرامات، ابو الهل، الحزيرة، لبنان، معرض الزهور بباريس ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৪. الشعر الوطني দেশাত্ববোধক কবিতা) : যেমন: رمضان ولى

৫. الغزل (প্রেমবিষয়ক কবিতা) : যেমন, রাসূলুল্লাহকে নিবেদিত প্রেম বিষয়ক কবিতা।

৬. الشعرالسياسي (রাজনৈতিক কবিতা): যেমন, লর্ড ক্রোমার এর বিদায় অভ্যর্থনা কবিতা ।

৭. الشعر المسرحى (নাট্য কবিতা) ইত্যাদি।[৩৩]

কবি শাওকী রচিত কবিতার নমুনা।

বিভিন্ন দলের মধ্যে সামাজিক ঐক্যের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন-[৩৪]

إلامَ الخُلفُ بَينَكُمُ إلاما + وَهَذي الضَجَّةُ الكُبرى عَلاما

وَفيمَ يَكيدُ بَعضُكُمُ لِبَعضٍ + وَتُبدونَ العَداوَةَ وَالخِصاما

وَلينا الأمرَ حِزباً بَعدَ حِزبٍ + فَلَم نَكُ مُصلِحينَ وَلا كِرام

---

[৩১] আহমদ কাবিবশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫, ৭৬; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮১, ৫৮২; হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪১

[৩২] হান্না আল ফাখুরী, *আল জামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯

[৩৩] ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫; ড. হাস্‌সান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭৯, ৫৮০; ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

[৩৪] ড. শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরবী আল মু'আসির ফী মিসর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

"কত কাল ধরে তোমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ চলবে? কিসের জন্য তোমাদের মধ্যে শোরগোল? তোমরা কেন একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছো? কেনইবা তারা শত্রুতা ও বিরেধ প্রকাশ করছে?

আমরা এক দলের পর আরেক দল ক্ষমতাসীন হয়েছি অথচ কেউ আমরা দেশের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম না এবং উদার ছিলাম না।"

বিশ্ব জাহানের ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে বলেন-[৩৫]

أظلمَ الشرقُ بعد قيصر والغر + بُ وعمَّ البريةَ الإدجاءُ

فالورى في ضلاله مُتمادٍ + يفتكُ الجهلُ فيه والجُهلاءُ

عرَّف اللهَ ضِلّةً فهْو شخصٌ + أو شهابٌ أو صخرةٌ صمَّاء

وتولّى على النفوس هوى الأو + ثان حتى انتهَت له الأهواءُ

فرأى الله أن تُطهَّر بالسَّيـ + ـف وأن تَغسل الخطايا الدماءُ

وكذاك النفوسُ وهْي مِراضٌ + بعض أعضائها لبعضٍ فِداءُ

لم يُعادِ اللهُ العبيدَ ولكن + شقِيَت بالغَباوة الأغبياءُ

وإذا جلّت الذّنوبُ وهالَت + فمِن العدل أن يهُول الجزاءُ

أشرقَ النورُ في العوالم لمَّا + بشّرَتها بأحمدَ الأنباءُ

باليتيم الأمِّيِّ والبَشر المُو + حَى إليه العلومُ والأسماءُ

قوَّةُ الله إن تولّت ضعِيفًا + تعِبَت في مِراسِه الأقوياءُ

أشرَفُ المُرسَلين آيتُه النَّطـ + ـقُ مُبينًا وقومُه الفُصحاءُ

لم يفُهْ بالنوابغ الغُرِّ حتى + سبَق الخَلقَ نحوَه البُلغاءُ

وأتَتْه العقولُ مُنقادةَ اللّبِّ + ولبَّى الأعوانُ والنّصراءُ

جاء للناس والسرائرُ فوضى + لم يؤلّف شتاتَهنَّ لواءُ

وحِمى الله مُستباحٌ وشرعُ الله + والحقُّ والصوابُ وراءُ

فلِجبريل جيئةٌ ورَواحٌ + وهبوطٌ إلى الثرى وارتقاءُ

يُحسَب الأفقُ في جناحَيه نورٌ + سُلِبَته النجومُ والجَوزاءُ

تلك آيُ الفُرقان أرسلَها اللهُ + ضياءً يَهدي به مَن يشاءُ

نسخَت سُنةَ النبيين والرُّسـ + ـل كما يَنسخ الضياءَ الضياءُ

---

[৩৫] ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১, ১০২

Dhaka University Institutional Repository

وحماها غُرٌّ كِرامٌ أشدَّا + ءُعلى الخَصم بينهم رُحماءُ

أمةٌ ينتهي البيانُ إليها + وتَئولُ العلومُ والعلماء

কবি সম্রাট আহমদ শাওকী রেনেসাঁ যুগের অন্যতম কবি। তিনি আধুনিক বিষয়গুলো কবিতায় নিয়ে এসেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম আরবী সাহিত্যাঙ্গনে নাট্যকাব্য সফলতার সাথে সংযোজন করেন। তার কাব্যিকধারায় আধুনিক আরবী কবিতায় গতি সঞ্চার হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাফিজ ইব্রাহীম

(১৮৭০-১৯৩২ খ্রি.)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী প্রথম সারির কবিদের মধ্যে স্বনামধন্য একজন কবি হলেন হাফিজ ইব্রাহীম। তিনি মিসরের একজন প্রখ্যাত কবি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশককে তার কাব্য চর্চার সময়কাল বলা যায়। তাঁর কবিতায় স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ আর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় নতুন কাব্যরীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল বরাবর সৃজনশীল। যার এই কাব্যিক প্রচেষ্টা আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁকে তরান্বিত করে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

কবির প্রকৃত নাম মুহাম্মদ হাফিজ বেক ইব্রাহীম।[১] তিনি মিসরের আসিয়ুত প্রদেশের অন্তর্গত দায়রূত শহরের সন্নিকটে নীলনদে নোঙ্গরকৃত একটি ভাসমান নৌকায় ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২] আহমদ কাব্বিশ এর মতে কবির জন্ম ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে।[৩]

Encyclopaedia of Islam এর বর্ণনা মতে,

"Hafiz Ibrahim Muhammad, Egyptian poet and writer was born between 1869 and 1872 on a house boat anchored on the Nil near Dayrut."[4]

তবে তাঁর চাকরির নথি অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ ৪ ফেব্রয়ারী ১৯৭২ বলে প্রচলিত আছে।[৫] তাঁর পিতার নাম ইব্রাহীম আফিন্দী ফাহমী (মৃ. ১৮৭৬ খ্রি.) ও মায়ের নাম হানিম বিনতে আহমদ আল বুরখা (মৃ. ১৯০৮ খ্রি.) তাঁর পিতা মিসরীয় আর মাতা ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা ইব্রাহীম ফাহমী ছিলেন পেশায় একজন প্রকৌশলী। কবির জন্মের সময় তিনি দায়রূত নগরীর বিভিন্ন সেতুর নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য নীল নদে ভাসমান ঐ নৌকায় স্বপরিবারে বসবাস করতেন।[৬]

নীল নদে হাফিজের জন্মের সময় পিতা মাতা অত্যধিক আনন্দিত হন। মা-বাবার একান্ত স্নেহে তাঁর শৈশবকাল কাটে, আনন্দঘন পরিবেশে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই আনন্দ বেশী দিন স্থায়ী হলো না।

---

[১] ড. হাসসান হাল্লাক, *আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল' উলুম, ১৪১৪ হি. ১৯৯৪ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ.* ৫৬৮

[২] আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারিখুল আদবিল আরবী (বৈরূত: দারুল মাআরিফ,২০০০ খ্রি.), ৬ষ্ট সংস্করণ, পৃ.* ৩৭২; আহমদ হাসান যয়্যাত, *তারীখূ আদাবি আরবী, (উর্দ্দু), (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ.* ৬৫৬; ড. শাওকী দায়ফ, *আল আদাবুল 'আরাবী আল মু'আসির ফী মিসর (কায়রো: দারুল মাআরিফ, তাবি), ১২তম সংস্করণ, পৃ.* ১০০; আহমদ কাব্বিশ, *ফী তারিখ আশ শি'রিল 'আরাবী আল হাদীস গ্রন্থে তার জন্ম সাল উল্লেখ করেছেন ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দ। পৃ.*৮৬

[৩] আহমদ কাব্বিশ, *ফী তারিখ আশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস (বৈরূত: দারুল জীল, তাবি), পৃ.* ৮৬

[৪] *Encyclopaedia of Islam, Hafiz Ibrahi [Lieden, 1960-65], vol.-3, p. 59*

[৫] আবদুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, *হাফিজ ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল (কায়রো; দারুল মাআরিফ, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ.* ১৬

[৬] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১০৯ ; আবদুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, *প্রাগুক্ত, পৃ.* ১৫; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত, পৃ.* ৬৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বয়স যখন মাত্র চার বছর তখন তাঁর পিতা আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর বিধবা মা শিশু পুত্রকে নিয়ে কায়রোতে তার ভাই মুহাম্মদ আফিন্দী নিয়াজীর নিকট চলে আসেন। তার মামা ছিলেন একজন প্রকৌশলবিদ। তিনি হাফিজের লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তাকে কায়রোর আল মাদরাসাতুল খাইরিয়া, আল মাদরাসাতুল মুরতাদিয়ান ও আল মাদরাসাতুল খদিভীয়্যা তে ভর্তি করান। কিন্তু হাফিজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মন বসাতে পারেনি।[৭]

১৮৮৭ খ্রি. মামা মিসরের প্রাদেশিক শহর তানতায় বদলী হলে হাফিজকেও সাথে নিয়ে যান। যেখানে তিনি কয়েক বছর বেকার সময় কাটান। এই বেকার সময়ে তিনি সাহিত্যের বইপত্র পড়ে এবং কবিতা পড়ে মনের বিষন্নতা দূর করেন। এই সময় তিনি নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে এবং জীবনের হতাশা ও বিষণ্নতাকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তানতায় এসে তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত করেননি। তবে আল জামিউল আহমদী ইনস্টিটিউটে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন। সেখানে আল জামিউল আযহারের ধারায় ও রীতি পদ্ধতিতে পাঠ দান করা হতো। হাফিজ শিক্ষকদের এই দরস গুলোতে নিয়মিত হতেন না। বরং মনের দূ:খ ও বিষণ্নতা নিয়ে শৃংঙ্খলা বিহীন জীবন কাটান। এই বিষন্নতা সত্ত্বেও তার মাঝে সাহিত্য ও কবিতার প্রতি ঝোঁক প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তিনি কোন কোন সময় কাব্য প্রেমিদের সাথে কাব্য লড়াইয়ে লিপ্ত হতেন। প্রাচীন কবি, সাহিত্যিক বিশেষত আল বারূদী সম্পর্কে তাদের সাথে পর্যালোচনা করতেন।[৮]

এভাবে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের বিশেষত আব্বাসী যুগের কবিদের অনেক কবিতা মুখস্ত করেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতায় প্রাসঙ্গিক উদ্বৃতি পেশ করে তানতার সুধী মহলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।[৯]

তিনি মামার উপর বোঝা হয়ে না থেকে প্রয়োজনের তাগিদে অর্থ উপার্জনের জন্য একটি কাজের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। অতঃপর তিনি স্বাধীন ওকালতি পেশার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেন। কিন্তু স্বতন্ত্র অফিস নিয়ে কাজ করার সামর্থ্য তার ছিলনা। তাই তিনি বাধ্য হয়ে তানতার কয়েকজন আইনজীবীর সহকারী হিসেবে তাদের দফতরে কাজ করেন। প্রথমে তিনি মুহাম্মদ আশ শীমীর সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি একে একে কবি আবু শাদী আবদুল করিম ফাহমী, ইব্রাহীম আল হালাবী প্রমূখ আইনজীবীদের সংস্পর্শে থেকে ওকালতি পেশার কাজ করেন।[১০]

---

[৭] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৬; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৮ আহমদ কাব্বিশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

[৮] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৬

[৯] আবদুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

[১০] আবদুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮,১৯; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৮; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বার বার বিভিন্ন আইনজীবির দফতরে কাজ করেও ওকালতি পেশায় সফলকাম হতে পারেন নি। তিনি কয়েক বছর এই ওকালতি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।[১১] মূলত: ওকালতির এই কাজ সাহিত্য মনস্ক একজন কবির স্বভাব বিরোধী। যা তাকে প্রয়োজনের তাগিদে করতে হয়েছিল।

অতঃপর তিনি আইন পেশা ছেড়ে কায়রো শহরে প্রস্থান করেন। তিনি ১৮৮৮ খ্রি. ভর্তি হন কায়রোর সামরিক কলেজে। দীর্ঘ তিন বছর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে সামরিক অফিসার হিসেবে বের হন। তিনি ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারী সেকেন্ড লেফটেনেন্ট হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিন বছর চাকরি করেন। ১ অক্টোবর ১৯৯৩ খ্রি. তিনি লেফটেন্যান্ট পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বিভাগে বদলি হন। প্রথমে তিনি বানী সুওয়াইফ পুলিশ স্টেশনের পুলিশ সুপার (৭ মে ১৮৯৪-২৩ মার্চ ১৮৯৫ খ্রি.) নিযুক্ত হন, পরে আল ইব্রাহীমিয়্যা পুলিশ স্টেশনের প্রধান পুলিশ অফিসার (২৪ মার্চ ১৮৯৫-১৫ অক্টোবর ১৮৯৫ খ্রি.) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১২] পরপর দুই বছর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বিভাগে দায়িত্ব পালন শেষে পূনরায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে আসেন। ১৮৯১ খ্রি. তিনি লর্ড কিচেনার এর নেতৃত্বে মিসরীয় সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে সুদানে প্রেরিত হন। দীর্ঘ দিন সুদানে থেকে তিনি অস্থির ও দু:খ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি বার বার মিসর প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা চালান কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার মনের এই অবস্থার কথা পত্রযোগে মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) কে অবহিত করেন। ইত্যবসরে আরো কিছু সেনা অফিসার ১৮৯৯ খ্রি. কিচেনারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে । তিনিও তাদের সাথে যোগ দেন। অতঃপর হাফিজসহ ১৮ জন সেনা অফিসারকে সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। বিচারের রায় অনুসারে হাফিজ ইব্রাহীমকে ৩ মে ১৯০০ খ্রি. সেনা বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ নভেম্বর ১৯০৩ খ্রি. থেকে মাসিক চার পাউন্ড হারে পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়।[১৩]

সেনাবাহিনী থেকে অবসরের পর হাফিজের জীবনে পূর্বের মত অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসে। তিনি হতাশা ও উদ্দেশ্য বিহিন জিন্দেগী কাটাতে লাগলেন। তিনি দিনের এক বেলায় কপিখানার আড্ডায় এক হোটেল অন্য হোটেলে এবং রাতের বেলায় এক মজলিস থেকে অন্য মজলিসে যাতায়াত করে সময় কাটাতে লাগলেন। এমন সময় তিনি প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারক মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রি.) এর সান্নিধ্যে আসেন। তিনি এই উঁচু মাপের নেতার নিকট থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় জাগরণমূলক জ্ঞান লাভে উপকৃত হতে থাকেন। তিনি তাঁর মজলিসে খুশি মনে ও অত্যন্ত আগ্রহের

[১১] ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৮

[১২] আহমদ আমীন, *দীওয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম, (বৈরূত: দারুল আওদাফ, তাবি)*, *মুকাদ্দিমা*, পৃ. ৪; ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১

[১৩] আহমদ আমীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪; ড. শওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১,১০২; যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সাথে যাতায়াত করতেন। এমনি ভাবে তাঁর মজলিসে হাফিজ মাধুর্যপূর্ণ কথাগুলো শুনাতেন এবং তার প্রকৃষ্ট ভাষণ ও কবিতা পেশা করতেন।[১৪]

১৮৯৯ খ্রি. মুহাম্মদ আবদুহু মিসরের মুফতি তথা প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে তার প্রশংসায় হাফিজ কবিতা রচনা করে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই পদে তিনি আমৃত্যু বহাল ছিলেন।[১৫]

তখন থেকে কবির সাথে তার হৃদ্যতার সৃষ্টি হয়। হাফিজ সুদান থেকে কায়রো ফিরে এলে সে হৃদ্যতা আরো গভীরতর হয়। কবি হাফিজ ইব্রাহিম বিশিষ্ট সমাজসংস্কারক মুহাম্মদ আবদুহুর সংস্কারমূলক জাতীয় আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং আবদুহুর নিকট রাজনীতি ও সমাজসেবার দীক্ষা গ্রহন করেন। এ সময় তাঁর মাধ্যমে মিসরের আরো কতিপয় রাজনৈতিক নেতার সাথে হাফিজের যোগাযোগ ঘটে এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে সাদ যগলুল পাশা (১৮৫৭-১৯২৭ খ্রি.), মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮ খ্রি.), কাসেম আমীন (মৃ. ১৯০৮ খ্রি.) হাসান আছেম, লুৎফী আস সায়্যিদ ও মাহমুদ সুলায়মান প্রমূখ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।[১৬]

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে কবি হাফিজ ইব্রাহীম তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারে এক ধনীর তনয়া হাওয়াকে বিয়ে করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই এই বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এরপর তিনি আর বিয়ে করেন নি। ইতোমধ্যে হাফিজের মা ১৯০৮ খ্রি. মারা যান। কিছুদিন পর তাঁর মামা মুহাম্মদ নিয়াযীও ইন্তেকাল করেন। এসময় তার বিধবা নি:সন্তান মামী ছাড়া আর কেউ ছিলনা না। মামী হাফিজের দেখা শুনা করতেন। হাফিজের মৃতুর তিন বছর পূর্বে মামী ইন্তিকাল করেন।[১৭]

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রি হাশমত পাশা কবি হাফিজ কে দারুলকুতুব আল মিসরিয়্যা এর সাহিত্য বিভাগের ডিরেক্টর পদে নিয়োগ দেন। এরপরে তিনি উক্ত লাইব্রেরীর পরিচালক পদে সমাসীন হন। আমৃত্যু তিনি এই পদে বহাল ছিলেন।[১৮]

সাহিত্যিক হিসেবে হাফিজ

হাফিজ ইব্রাহীমের বাল্যকাল কাটে ছন্ন-ছাড়া বেকার লেখাপড়ার প্রতি তাঁর না ছিল ঝোঁক আর না ছিল কাজ কর্মের প্রতি আগ্রহ। তিনি প্রথম জীবনে আব্বাসী কবি মুসলিম ইবনে ওয়ালীদ এবং আবু নুওয়াস এর ন্যায় রাজা বাদশাহ ও আমীর ও নবাবদের পুরুস্কার ও অনুগ্রহের উপর জীবন কাটাতে অভ্যস্ত ছিলেন। তার সাহিত্য জীবন প্রতিদিন নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করত। যেমনিভাবে তার জীবনের গতিধারা পাল্টাতো।[১৯]

---

[১৪] যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৬

[১৫] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬৬

[১৬] The Encyclopacdia of islam, Hafiz Ibrahim, (Leiden, New edition, E. J. Brill,1986), voll.3, P.159; ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

[১৭] আবদুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

[১৮] যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৯

[১৯] যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৭; যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

মামার সাথে তানতায় অবস্থানকালীন সময় তরুন হাফিজের মধ্যে কবিতার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এই সময়ে রচিত কবিতায় প্রধানত নিজের দু:খ, দূর্দশা ও হতাশাবোধ পরিলক্ষিত হয়। তিনি একসময় মিসরের ও ইস্তাম্বুলের সুসম্পর্ক বিরাজিত দেখে মিসরের খদীভ আব্বাস পাশা ও তুর্কী সুলতান আবদুল হামীদের প্রশংসা ও গৌরব গাঁথা রচনা করেছেন। তিনি বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু, দেশপ্রেমিক অন্যান্য সমাজ সংস্কারক ও রাজনীতিকদের সাহচার্য লাভ করেন। তখন তাদের কর্মকৌশল ছিল ইংরেজ শাসকদের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের সার্বিক উন্নতি বিধান করা এবং অদূর ভবিষ্যতের জন্য স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। দেশ এবং জাতির এমন প্রেক্ষাপটে হাফিজ উপনিবেশিক ইংরেজ শাসকদের প্রশংসায় স্তুতি কবিতা রচনা করেছেন। তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে রচনা করেন শোকগাঁথা, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে রচিত তাহনিয়্যাহ বা আভিবাধ সূচক কবিতা, লর্ড ক্রোমারের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে রচিত কাসীদা উল্লেখযোগ্য। এই সব কবিতায় তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের আবেগ অনুভূতির প্রশংসা ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে উপনৈবেশিক ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে মিসরবাসী সোচ্ছার হয়ে উঠে। তখন তিনি একাগ্রচিত্তে মিসরবাসীর পাশে দাঁড়ান এবং মিসরের সাধারণ জনগণের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। এ সময় তিনি সমাজের রাজনীতিক ও সমাজ সংস্কারকদের সাথে মিলে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে ইংরেজ বিরুধী আন্দোলনে সোচ্চার হন। এতদলক্ষ্যে তিনি মুস্তফা কামিলের জিহাদী আন্দোলনকে বহুগুণে বেগবান করতে লাগলো। তিনি এমন কবিতা লিখতে লাগলেন যা সাধারণ মানুষের মনের কথায় পরিণত হতো। তার সাহিত্য জীবনে তিনি প্রাচীন কবিদের দেওয়ান, কিতাবুল আগানীর খণ্ড গুলো বার বার অধ্যয়ন করে উহার নির্বাচিত অংশটুকু এবং উৎকৃষ্ট বাক্যগুলো গ্রহনের ক্ষেত্রে অধিক পরিপক্ষতা হাসিল করেছিলেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক বিভিন্ন বিষয়াবলী যা তিনি দেখতেন ও শুনতেন কিংবা সমাজচিত্র থেকে জরুরী বিষয়গুলো চিহ্নিত করে কবিতায় রূপ দিতেন।[২০] তার কবিতায় মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিস্তারিত ভাবে বিধৃত হয়েছে।

রেনেসাঁর কবি হাফিজ

হাফিজ ইব্রাহিম ছিলেন রেনেসাঁর পথিকৃত কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর একনিষ্ঠ অনুসারী। আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁ আনয়নে যে পাঁচজন কবি কবিতায় গাতনুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন কাব্যরীতি প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন হাফিজ তাদের মধ্যে অন্যতম। অন্য চারজন হলেন, মাহমুদ সামী আল বারূদী (১৮৪০-১৯০৪ খ্রি.), ইসমাঈল সাবরী (১৮৫৪-১৯২৩ খ্রি.) আহমদ শওকী (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.) ও খলিল মুতরান (১৮৭১-১৯৪৯ খ্রি.)। যাদেরকে আরবীতে বলা হয় 'আসাতীনুল খামসা' বা কবিতার পাঁচটি স্তম্ভ ।

[২০] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৭; *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

Dhaka University Institutional Repository

হাফিজের কবিতার বিষয়বস্তু চয়নে এবং সুন্দর কাব্যরীতি প্রণয়নে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে। তিনি কবিতার আঙ্গিক নির্মাণে ও অলংকারপূর্ণ কবিতায় এনেছেন নতুনত্ব। তিনি এই সব কবি সম্প্রদায় থেকে আলাদা এই জন্য যে, তিনি অন্তরে উদিত বিষয়কে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। দেশ ও জাতীর আওয়াজ এর যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারতেন। তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় বিশুদ্ধরূপে উপস্থাপন করতে পারতেন। তিনি তার কবিতায় জাগরণী আত্না সৃষ্টি করেছেন এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কবিতা চর্চা করেছেন। তন্মধ্যে তার অতীতকালের ব্যক্তিগত জীবনের দু:খ-দূর্দশা, হতাশাবোধ ও জীবন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। অপরদিকে জাতি ও সমাজের আশা আকাঙ্খায় তাদের মনোভাব , মাধুর্যপূর্ণ ও সাবলীল বর্ণনা ভঙ্গিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। যখন তিনি কবিতা রচনা করতে মনস্থ করতেন তখন তিনি সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী ও সমস্যাবলী আলোচনা ও মতামত যা মানুষের মনে ঘুরপাক করতে থাকতো তা নিজের স্মৃতিতে ধারন করতেন। কিংবা ঐ সমস্ত আলোচ্য বিষয় যা সেই সময় বিভিন্ন সভা সমিতিতে, সমাবেশে বা পত্র পত্রিকায় আলোচিত হতো তা নিজ অন্তরে ধারন করতেন। অতঃপর সে সব নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা শেষে কবিতায় রূপ দিতেন। এমনিভাবে যখন কবিতা পাঠকদের সামনে আসতো তখন তারা মনে করতো এগুলো তাদের মনের কথারই সুশিল্পিত কাব্যিক রূপ।[২১]

তার কবিতার ভাষা অতি সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। শব্দের গঠন, অর্থের সঠিক দ্যোতনা, বাক্যের গ্রন্থনা ইত্যাদি তার কবিতাকে মানোত্তীর্ণ করেছে। হাফিজ ছিলেন নব্য প্রাচীন পন্থী কবি সম্প্রদায়ের অন্যতম কবি। তিনি Neo- classical ধারায় কবিতা রচনা করেন। তার কবিতার আঙ্গিক ও স্টাইল ক্লাসিক হলেও বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য আধুনিক। তার কবিতায় দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, স্বাধীনতা ইত্যাদি অনুসঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কাব্য প্রতিভা

হাফিজ ইব্রাহীমের কাব্য প্রতিভা বিকাশ সাধনের পেছনে বেশ কিছু উপাদান সক্রিয় ছিল।

প্রথম উপাদান : তিনি পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া মিসরীয় রক্ত ধারার অধিকারী যদিও তার মা ছিলেন তুর্কী। এতদসত্ত্বেও তুর্কী জাতিত্ব তার জীবনে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং মিসরীয় জাতীয়তাবোধই তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এই মিসরীয় চেতনাবোধ ছিল তার মধ্যে প্রবল। তার প্রতিটি কাজ ও চিন্তা চেতনায় এবং কর্ম ও চরিত্রে তার প্রমাণ মেলে। যার ফলে তিনি সে যুগে মিসরীয়দের মূর্ত প্রতীক ও জাতির প্রাণ পুরুষে পরিণত হন।

দ্বিতীয় উপাদান : প্রাচীন আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চা। তিনি বারূদীর পথ ধরে কবিতা রচনা শুরু করেন শেষ পর্যন্ত তার এই উচ্চাকাঙ্খা প্রসারিত হয়।[২২]

---

[২১] যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৭ যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

[২২] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় উপাদান: মিসরের সামাজিক অবস্থা। তিনি মিসরের অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রা, তাদের দূ:খ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ, দারিদ্রের কষাঘাত ইত্যাদি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। পাশাপাশি মিসরীয় সমাজের অভিজাত শ্রেণীর জীবনাচার অবলোকন করেছেন। বস্তুত তিনি সামগ্রিকভাবে জাতির দূ:খ কষ্ট, আশা আকাঙ্খা, তাদের সংস্কৃতি ইত্যাদি হৃদয় মনে ধারণ করেছেন। যা তার কাব্য প্রতিভার বিকাশে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।[২৩]

তিনি সেনাবাহিনী হতে ১৯০০ খ্রি. অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রি. তিনি কায়রোর পাবলিক লাইব্রেরীতে যোগদান করেন। কাব্য প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে এই দশ বছর ছিল হাফিজের জন্য সেরা সময়কাল।[২৪]

হাফিজের রচনাবলী

এক: দীওয়ান (ديوان): এটি কবি হাফিজের কাব্য সংকলন। কবি তাঁর জীবদ্দশায় ৩ খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এতে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও বন্ধু বান্ধবের নিকট সংরক্ষিত কবিতা স্থান পায়। প্রথম খণ্ড ইব্রাহীম হিলাল বেগের টীকা সহ ১৯০১ খ্রি. দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৭ খ্রি. তৃতীয় খণ্ড ১৯১১ খ্রি. প্রকাশিত হয়। ১৯৩৪ খ্রি. মিসরীয় সাহিত্যিক সায়্যিদ আহমদ উবায়দ 'দুই কবির স্মৃতি' (ذكرالشاعرين) নামক কাব্য সংকলন প্রকাশ করেন। এতে কবি শওকী ও হাফিজের কবিতা স্থান পায়।

অতঃপর ১৯৩৬ খ্রি. কায়রোর আল হিলাল প্রকাশনী হাফিজের জীবদ্দশায় প্রকাশিত ৩ খণ্ড এবং দুই কবির স্মৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাফিজের কবিতা গুলো একত্রিত করে প্রথম দীওয়ান প্রকাশ করে।

পরবর্তীতে মিসরের শিক্ষামন্ত্রী আলী যাকী আল ইবারী পাশা দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হাফিজের কবিতার বৃহত্তর সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. আহমদ আমীনকে দায়িত্ব দেন। তিনি তাঁর দু সহকর্মী আহমদ আয যায়ন ও ইব্রাহীম আল আবয়ারীর সহযোগিতায় তাঁর কবিতা গুলো সংকলন করেন। ড. আহমদ আমীনের ভূমিকাসহ দীওয়ানটি ১৯৩৭ খ্রি. দুই খণ্ডে কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়।[২৫]

দুই: লায়ালী সাতীহ (ليلى سطيح)-এটি সদ্য বিষয়ক সাহিত্যকর্ম। এটি মকামাতের আদলে রচিত নৈতিক শিক্ষা সম্বলিত বর্ণনামূলক গল্প। মুফতি মুহাম্মদ আবদুহু ও সংস্কার আন্দোলনের অন্যান্য নেতাদের সংস্পর্শে এসে তার সমাজ সংস্কারমূলক যে চিন্তাধারা বিকশিত হয় এই গ্রন্থে তা ব্যক্ত করেছেন। এটি ১৯০৬ খ্রি. কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়।

---

[২৩] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১০৫

[২৪] মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *হাফিজ ইব্রাহিম ও মা'রূফ আর রুসাফী এর কাব্য প্রতিভা (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রি.)*, পৃ. ১২

[২৫] আহমদ আমীন, *দীওয়ান হাফিজ, মুকাদ্দিমাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩ ;আহমদ কাব্বিশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

তিন: আল বুআছা (البوساء) এটি ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হুগু এর রচিত Les Miscrables থেকে চয়নকৃত উপাখ্যানের আরবী অনুবাদ। ১৯০৩ খ্রি. এটি অনুবাদ করেন। এটি ১৯০৬ খ্রি. প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৬]

চার: কুতায়বু ফীত তারবিয়্যাহ আল আওয়ালিয়্যাহ (كتيب في التربية الأولية) । এটি ফরাসি ভাষা থেকে তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন। এটি ১৯১২ খ্রি. কায়রোর মাতবাআতুল মা'আরিফ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পাঁচ: আল মুজায ফীল ইকতিসাদ আস সিয়াসী (المؤجز في الاقتصاد السياسي) এটি ফরাসী লেখক paul-leray-Beaulieu রচিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। শিক্ষামন্ত্রী হাশমত পাশার নির্দেশে কবি হাফিজ ইব্রাহীম ও খালীল মুবরান যৌথভাবে এই অনুবাদ কর্ম সম্পন্ন করেন। এটি ১৯১৩ খ্রি. ৫ খণ্ডে কায়রোর মতবা'আতুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত হয়।[২৭]

উপাধি: ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দের পর তাঁকে নিশানুন নীল বা শা'ইরুন নীল উপাধি প্রদান করা হয়।[২৮] তাকে শা'ইরুল 'আরব (আরবের কবি) শা'ইরু আশ শারক (প্রাচ্যের কবি) , শা'ইরুল ইসলাম (ইসলামে কবি)। শা'ইরুল ওয়াতন (জাতীয় কবি), শা'ইরুল ইজতিমাঈ (সামাজিক কবি) ইত্যাদি। তবে তিনি শা'ইরুন নীল হিসেবে সমধিক পরিচিত। যেহেতু তিনি নীল নদের ভাসমান নৌকায় জন্মগ্রহন করেছেন। মিসরকে বলা হয় নীল নদের দান। অনুরূপভাবে ও নীল নদের মত হাফিজ ও মানুষের কল্যাণে কবিতা লিখে জাগরনের ঢেউ তোলেন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সবখানে রেখেছেন অবদান।[২৯]

মৃত্যু: হাফিজ ইব্রাহিম ১৯৩২ খ্রি. গ্রীষ্মকালে মৃত্যুবরণ করেন।[৩০]

তার কবিতার নমুনা-[৩১]

رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي + وناديت قومي فاحتسبت حياتي
رموني بعقم في الشباب وليتني + عقمت فلم أجزع لقول عداتي
ولدت ولما لم أجد لعرائسي + رجالا وأكفاء وأدت بناتي
وسعت كتاب الله لفظا وغاية + وما ضقت عن آي به وعظات
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة + وتنسيق أسماء لمخترعات
أنا البحر في أحشائه الدر كامن + فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني + ومنكم وغن عز لدواء أساتي

---

[২৬] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৯
[২৭] ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম: আল আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল, ২০০৪ খ্রি.)*, পৃ. ২০৫, ২০৬
[২৮] ISMAT MAHDI, p. ২৭
[২৯] ড. শাওকী দায়ফ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১ জি এম মেহেরুল্লাহ, *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকা: আল নাহদা প্রকাশনী, ১৯৯৩ ইয়ারী)*, প.৯৭
[৩০] যয়্যাত (উর্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৫৭; ড. হাসসান হাল্লাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৯
[৩১] যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪; যয়্যাত (উর্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৮, ৬৫৯

Dhaka University Institutional Repository

لا تكلوني للزمان فإنني + + أخاف عليكم أن تحين وفاتي
أرى لزجال الغرب عزا ومنعة + وكم عز أقوام بعز لغات
اتوا أهلهم بالمعجزات تفننا + + فيا ليتكم تأتون بالكلمات

আরবী ভাষা তার ভাষাভাষীদের জন্য দূর্ভাগ্যের ব্যাপারে শোক প্রকাশ করছে এভাবে -

"আমি আমার নিজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলাম অতঃপর আমি আমার বিবেককে অভিযোগ দিলাম। আমি আমার জাতীকে ডাক দিলাম যে আমি এখনো জীবিত আছি। তারা আমার ভরা যৌবনে আমাকে বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ করেছে অথচ আমি বন্ধ্যা নই। তাই শত্রুদের কথায় আমি অস্থির নই। আমি সন্তান জন্ম দিয়েছি। যদি আমার কন্যাদের জন্য সমকক্ষ বর না পাই তখন তাদেরকে জিন্দা কবরস্থ করব। আমি শব্দ ও অর্থের দিক থেকে আল্লাহর কিতাবের প্রশস্ততাকে ধারন করার সক্ষমতা রাখি। উহার অলৌকিক বাক্যমালা এবং উপদেশমূলক বর্ণনার মাধ্যমে বলেছি যে, আমার মাঝে সংকীর্ণতার স্থান নেই। তাহলে আজ আমি নতুন আবিষ্কারের গুনাগুন বর্ণনা করতে কিংবা আবিষ্কার গুলোর নামকরন করতে কেন সংকীর্ণ হবে? আমি তো এমন একটি সমুদ্র যার পেট মনি মুক্তা দ্বারা ভরপুর। এই সামান্য লোক ডুবুরীদেরকে আমার ঝিনুক মনি মুক্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুক। হায় আফসোস আজ আমি জীর্নশীর্ণ আমার সৌন্দর্য বিলিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ তোমাদের মাঝে সম্মানজনক ঔষধ রয়েছে আমার চিকিৎসা করার। অতঃপর তোমরা আমাকে সময়ের অনিষ্টতার হাতে তোলে দিওনা, কেননা আমি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি যে, আমার জিন্দেগীর সময়টুকু শেষ করে দিবে আর আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব। আমি পাশ্চ্যাতের জাতিগুলোকে সম্মান-মর্যাদা, সুখ সাচ্ছন্দে দেখতেছি। ভাষার মর্যাদার দ্বারা কত জাতি মর্যাদাবান হচ্ছে। দুনিয়ার অন্যান্য জাতির লোকেরা দিন দিন নতুন বিস্ময়কর বস্তু আবিষ্কার করছে। আাফসোস আর তোমরা শব্দ আবিষ্কার করার সামর্থ পয়দা করতেছ।"

মারা'তুল ইয়াবান (জাপানী কুমারীরা) কবিতায় তিনি বলেছেন-[৩২]

لا تلم كفي ذا السيف نبا + صح مني العزم ولادهر ابى
رب ساع مبصر في سعيه + أخطأ التوفيق فيما طلبا
مرحبا بالخطب يبلوني إذا + كانت العلياء فيه السببا
عقني الدهر ولولا أنني + أوثر الحسنى عققت الأدبا
إيه يا دينا اعبسي أو فأبسمي + لا أرمي برقك إلا خلبا
أنا لولا أن لي من أمتي + خاذلا ما بت أشكو النوبا

[৩২] যয়্যাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪; যয়্যাত (উর্দ্দু), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

أمة قد فت في ساعدها + بغضها الأهل وحب الغربا
تغشق الألقاب في غير العلا + وتدي بالنفوس الرتبا
وهي والأحداث تستهدفها + تغش اللهو وتوى الطربا
لا تبالي لغب القوم بها + أم بها صرف الليالي لعبا

"হাত থেকে যদি তরবারী খসে পড়ে তখন আমার হাতকে তিরস্কার করোনা। আামার সিদ্ধান্ত একদম ঠিক ছিল। কিন্তু সময় তা অস্বীকার করল। অনেক সচেতন প্রচেষ্টাকারী নিজ উদ্দেশ্যে সফল হয়না যেখানে সৌভাগ্য অন্বেষণ করা হয়। ঐসব বিপদ মসিবত যা উচ্চ লক্ষ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা নেয়। তাকে আমি স্বাগতম জানাই। যুগ আমার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। যদি আমি নেক আর কল্যাণজনক কাজকে প্রাধান্য না দিতাম তবে আমি তাদের শিষ্টাচার থেকে পেছনে থাকতাম। হে পৃথিবী তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও বা মুচকি হাস, আমি তোমার থেকে আমার আশা আকাঙ্খাগুলো ফিরিয়ে পাবনা। এবং তোমার ওয়াদাকে প্রতারণাই মনে করি। যদি আমার কওমকে আমি সময়মত পরিত্যাগ না করতাম তাহলে বিপদে মচিবতের অভিযোগ করতাম না। আমার কওম এমন আস্তে আস্তে ধ্বংশ করে দেয় । আপন বাসিন্দাকে ঘৃণা করে অন্যদের ভালোবাসা দেয়। এরা যদি ভালবাসে তবে তাদের চেয়ে নীচদেরকে বিভিন্ন উপাধী দিয়ে দেয়। তারা অর্থহীন পদমর্যাদা লাভের জন্য জান পর্যন্ত দিতে বাজি ধরে। ইহার অবস্থা এই রকম যে যুগ তার ঘটনাবলীকে এমন অভ্যাসে পরিণত করেছে যে, খেল তামাশা এবং গান বাজনা থেকে অবসর হওয়ায় কোন সুযোগ নেই। উহারা কোন পরওয়া করেনা যে, অন্য লোক তাদের যেন তামাশার সরঞ্জাম বানায় অথবা কালচক্রের ঘটনাবলী উহাকে শেষ করে ফেলে"।

নীল নদের কবি হাফিজ ইব্রাহীম রেনেসাঁ যুগের খ্যাতনামা একজন কবি। তিনিও কবি বারূদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। কবিতার বিষয় ও ভাবে নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি সমসাময়িক বিষয়সমূহ কবিতায় তোলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

১২৫৮ খ্রি. বাগদাদের পতনের পর আরবী সাহিত্যে আসরুল ইনহিতাত বা অধঃপতনের যুগ শুরু হয়। এ যুগের ব্যাপ্তিকাল ছিল প্রায় ৫৪০ বছর। এই সময় আরবী কবিতা অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তথা ১৭৯৮ খ্রি. যখন ফরাসী সমর নায়ক নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণ করেন তখন আরব বিশ্ব পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার ফলে রেনেসাঁ বা পূণর্জাগরণ শুরু হয়। রেনেসাঁর এক পর্যায়ে আরবী কবিতা অধঃপতন যুগের প্রভাব মুক্ত হয়ে জেগে উঠতে শুরু করে। কবি মাহমুদ সামী আল বারূদীর আত্ম প্রকাশের মাধ্যমে কবিতায় নবজাগরণের সূচনা হয়। এ রেনেসাঁকে ধারণ করে আরবী কবিতার গতিধারায় ব্যাপক পরিবর্তন সুচিত হয়। আরবী কবিতা বিকশিত হয় এবং ক্রমোন্নতি লাভ করে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা সহজভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই অভিসন্দর্ভের প্রত্যাশিত ফলাফল নিম্নরূপ:

নেপোলিয়ন সূচিত কার্যাবলী, মুহাম্মদ আলী পাশা ও ইসমাঈল পাশা সূচিত কার্যাবলী, রেনেসাঁর উপাদান, আরবী সাহিত্যের আধুনিক রেনেসাঁর ক্ষেত্র প্রস্তুত করনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদের অবদান সম্পর্কে জানা যাবে।

আরবী কবিতার উৎপত্তি, পরিচয়, রাসূলুল্লাহ (স.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে আরবী কবিতার অবস্থা, উমাইয়্যা, আব্বাসীয় ও পতন যুগে আরবী কবিতার গতি প্রকৃতি এবং ফরাসী আক্রমণপূর্ব আরবী কবিতা বিশেষ করে ইখশীদ যুগ, আইয়্যুবী যুগ, মামলুক যুগ, ও উসমানী যুগে আরবী কবিতার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

আধুনিক আরবী কবিতার স্তর বিন্যাস, কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা, কবিতার বিষয়বস্তুর বিকাশ, আধুনিক আরবী কবিতার প্রকারভেদ ও আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে।

পরিশেষে আধুনিক আরবী কবিতার পথিকৃৎ কবি মাহমুদ সামী আল বারূদী, কবি সম্রাট আহমদ শাওকী, নীল নদের কবি হাফিজ ইব্রাহীম এর সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে আল বারূদীর বিভিন্ন বিষয়ে রচিত কবিতার ধারনা উপস্থাপন করেছি। যাতে আরব রেনেসাঁয় তার অবদান সম্পর্কে জানা যায়।

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনাসাঁর গতিধারায় নবজাগরণ স্কুল ও কাব্যসংস্কার স্কুলের ভূমিকার পাশাপাশি বিভিন্ন সাহিত্য গোষ্ঠী বিশেষত মাদরাসাতু আদ দীওয়ান, মাদরাসাতু এপোলো, মাদরাসাতু আল মাহজার, রাবেতাতুল কলমিয়া, উসবাতুল আন্দোলুছ, রাবেতাতুল আদাবিয়া ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ অবদান জানা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী কবিদের প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন সাহিত্য দর্শনের মাধ্যমে আধুনিক আরবী কবিতা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কবিতার পদচারণা ছিল লক্ষ্য করার মত। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে আজ আধুনিক আরবী কবিতা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আধুনিক আরবী কবিতা সাহিত্যপ্রেমীদের এক ভলো লাগার নাম।

কবি মাহমুদুর হাসান নিজামী 'এক কবিতার ছবি' কবিতায় বলেন-[১]

কবিতা কারো ভালো লাগে না এমন কি হতে পারে
কবিতার মতো কবিতা হলে মনটা ভরে
কবিতা যদি কবিতা হয় মনের থাকে ছোঁয়া
ছন্দের জলে ছল ছল করিবে মনের গহীন কুয়া
কবিতা মানে ভলোবাসা কবিতা অনুরাগ
কবিতার সুরে জীবন ফিরে পায় সন্নাসী বৈরাগ
কবিতা মানে জীবন সাজানো নবীন সুরের তানে
কবিতা মানে মরা গাঙ্গে স্রোতের ধারা আনে
মন যাহাদের আছে তাহাদের কবিতাও থাকে বুকে
বেদনার ভার অবমুক্ত জীবন সুখে-দুঃখে
এক কবিতা বললো মমে নিঝুম রাতে নিঝুম
ভালোবাসিনা কবিতা আমি কল্পলোকের ধুম
কবিতা মানে ভালোবাসা নীল নিসর্গ রবি
নিঝুম তব মুখের হাসিও এক কবিতার ছবি
কবিতা তব চোখের কোণে কাজল হয়ে ভাসে
মুখের ভাজে চুলের সাজে সনেট হয়ে হাসে।

[১] মাহমুদুল হাসান নিজামী, *সাহিত্য পরিচয় (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০১৬ খ্রি.)*, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবী গ্রন্থ

১. আল কুরআনুল কারিম

২. আল হাদীস

৩. ড. উমর আদ দাসুকী, ফিল আদাবিল হাদীস (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৭৩ খ্রি.), ১ম খণ্ড, ৮ম সংস্করণ

৪. ড. আহমদ হায়কল, তাতাওউরুল আদব আল হাদীস ফী মিসর, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তাবি)

৫. আহমদ হাসান যয়্যাত, তারীখূ আদাবি আরবী, (উর্দ্দু), (লাহোর: জলামী প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬১ খ্রি.

৬. আহমদ হাসান যয়্যাত, তারীখূল আদাবিল 'আরবী, (বৈরূত: দারুল মা'আরিফ, ১৪৩৫ হিজরী, ২০০০খ্রি.), ৬ষ্ঠ সংস্করণ

৭. আনীস আল মাকদাসী, আল ফুনূন আল আদবিয়্যাহ ওয়া আ'লামুহা, (বৈরূত: দারূল 'ইলম লিল মালায়ীন, ১৯৯০খ্রি.)

৮. আহমদ কাবিবশ,তারীখুশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস (বৈরূত: দারুল জীল, ১৯৭১ খ্রি. ১৩৯১ হি.)

৯. ড. আমের রেজা, আশ শি'রুল আরবী আল হাদীস ওয়াল মু'আসির (লেবানন: মারকাযু জালীলুল বাহাস আল 'ইলমী, আগস্ট ২০১৬ খ্রি.)

১০. ড. আলী হাসান, যাকী আলী সুয়ায়লম, আল আদবু ওয়া তারীখুহু, (মিসর: আল মতাবি'উল আমীরিয়্যা, ১৯৯২ খ্রি.)

১১. আহমাদ নাসীফ আল জানাবী, মালামিহু মিন তারীখিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা, (ইরাক: দারুর রশীদ, ১৯৮১ খ্রি.), ১ম সংস্করণ

১২. আব্বাস মাহমূদ আল আক্কাদ, শু'আরাউ মিসর ও বীআতুহুম ফীল জায়লিল মাজী (কায়রো : দারু নাহদাতি মিসর, তাবি)

১৩. ড. আহমদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম: আল 'আকিব প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪ খ্রি.)

১৪. আবদুল হামীদ সিন্দ আল জুন্দী, হাফিজ ইব্রাহীম শা'ইরুন নীল (কায়রো; দারুল মাআরিফ, ১৯৬৮ খ্রি.)

১৫. আহমদ আমীন, দীওয়ানু হাফিজ ইব্রাহীম, (বৈরূত: দারুল আওদাফ, তাবি)

১৬. ড. আহমাদ নাসীফ আল জানাবী, মালামিহু মিন তারীখিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যা (ইরাক: দারুর রশীদ, ১৯৮১ খ্রি.), ১ম সংস্করণ

Dhaka University Institutional Repository

১৭. আল খাইয়াত, ড. জালাল, আল জিমাহ, ড. সালিহ জাওয়াদ, তারীখুল আরবী আল হাদীস (বাগদাদ: দারুল হুররিয়াহ লিত তাবায়াহ. ১৯৭৬)

১৮. ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দমা, (কায়রো : দারু আল নাহদাতিল ইলমিয়া, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ৬৬৬

১৯. উমর আদ দাসুকী, ফীল আদাবিল হাদীস (কায়রো : দারুল ফিকর আল আরবী, ১৯৭৩ খ্রি.), ৭ম সংস্করণ, ১ম খণ্ড

২০. উমর ফাররুখ, তারীখূল আদবিল 'আরবী, বৈরূত: দারুল ইলম লিল মলায়ীন, ১৯৬৯ খ্রি.)

২১. ইবনু সালাম আল জুমাহী, তবকাতু ফুহুলিশ শু'আরা বৈরূত: দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, ১৯৮২ খ্রি.

২২. ড. এহসান আব্বাস, ইত্তিজাহাতু আশ শিরিল 'আরবী আল মু'আসির (কুয়েত: আলিমুল মা'আরিফা, ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খ্রি.)

২৩. ড. ওফাই 'আলী ছুলায়ম, মিন রওয়া'ইল আদবিল 'আরবী, (কুয়েত: দারুল বুহুছ আল 'ইলমীয়া, ১৯৭৯ খ্রি.)

২৪. খায়রুদ্দীন আল যিরিকলী, আল আ'লাম, (বৈরূত: দার আল 'ইলম লিন মালায়ন, ১৯৯৫খ্রি.), ৬ষ্ঠ খণ্ড

২৫. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবি আল লুগাহ আল 'আবারিয়্যাহ, (কায়রো: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.),

২৬. ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, খাসাইসু আশ শি'র আল হাদীস (বৈরুত: দারুল ফিকর আল আরবী, তাবি)

২৭. ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, মিন আদবিনা আল মু'আসির, (কায়রো: মতবা'আতুল ফজরিল জাদীদ, ১৯৮০খ্রি.)

২৮. ড. মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসায়ন, আল আদাবুল 'আরবী ওয়া তারিখুহু, আল আসরিল হাদীস (সৌদী আরব: ওযারাতুত তালীম আল আলী, ১৪১২ হি.), ৫ম সংস্করণ

২৯. মাহমুদ সামী আল বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, সম্পাদনা আলী আবদুল মাকসুদ আবদুর রহীম (বৈরূত : দারুল জায়ল,১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রি.), ৩য় খণ্ড

৩০. ড. মুহাম্দ আলী আল শাওয়াবিককাহ ও ড. আনওয়ার মুলাইম, মাওসূ'আতু 'ইলমুল আরুজ (আম্মান : দাারু আল-বাশীর ১৯৯১ খ্রি.)

৩১. মাহমুদ তায়মুর, ইত্তেজাহাতুল আদবিল 'আরবী (আলেকজান্দ্রিয়া: আল মাতবা'আত আন নামুযাজিয়া, ১৯৭০ খ্রি.)

৩২. মাহমুদ সামী আল বারূদী, দীওয়ানুল বারূদী, (সম্পা.), আলী জারিম, মুহাম্মদ শফিক মারুফ (বৈরূত : দারুল 'আওদাতু, ১৯৯৮খ্রি.)

৩৩. মাহের হাসান ফাহমী, তাতাউওরুশ শি'রিল 'আরবী আল হাদীস ফী মিসর কায়রো ,১৯১৯৫৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. ড. শাওকী দায়ফ, আল আদাবুল 'আরবী আল মু'আসির ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৯ খ্রি.), ১২শ সংস্করণ

৩৫. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরিল জাহিলী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ,তাবি), ৩১তম সংস্করণ

৩৬. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরিল আব্বাসী আল আওয়াল (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮ খ্রি.)

৩৭. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরিল আব্বাসী আস সানী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮ খ্রি.)

৩৮. ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদবিল 'আরবী, আল আসরিল ইসলামী (কায়রো: দারুল মা'আরিফ,তাবি)

৩৯. ড. শাওকী দায়ফ, আল বারূদী রা'ইদুশ শি'রিল হাদীস (কায়রো : ১৯৮৮ খ্রি.

৪০. ড. শওকী দায়ফ, আল ফান্নু ওয়া মযাহিবাহু ফী আশ শি'রিল 'আরবী (মিসর; দারুল মা'আরিফ ১৯৭৪ খ্রি.)

৪১. ড. হাসসান হাল্লাক, (সম্পা), আল মুফাসসাল ফী তারীখিল আদবিল 'আরবী (বৈরূত: দারু এহয়াউল 'উলুম, ১৪১৪ হিজরী, ১৯৯৪ খ্রি.) ১ম সংস্করণ,

৪২. সায়্যিদ আহমদ আল হাশিমী, জওয়াহিরুল আদব, (বৈরূত: দারুল ফিক্‌র, ২০০৫ খ্রি.)

৪৩. হান্না আল ফাখুরী, আল জামে ফী তারিখিল আদবিল আরবী (বৈরূত: দারুল জীল, তাবি)

৪৪. হান্না আল ফাখুরী, তারীখুল আদবিল 'আরবী (মিসর: বুলসিয়াত প্রকাশনী, তাবি)

বাংলা গ্রন্থ

৪৫. আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যর ইতিহাস (ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫ খ্রি.)

৪৬. আবদুস সাত্তার, আধুকি আরবী সাহিত্য, ঢাকা: মুক্তধারা,১৯৭৪ খ্রি.

৪৭. আনিসুল হক, আরবী সকল ভাষার জননী, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮

৪৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪

৪৯. ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৫ খ্রি.

৫০. ইয়াহিয়া আরমাজানী, মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান, (মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনুদিত), ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৭৮ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

৫১. ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র.), মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী (অনু.), আল আদাবুল মুফরাদ, ঢাকা: ইফাবা,নভেম্বর ২০০৪ খ্রি.

৫২. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইফাবা ১৯৯৫), ১৬শ খণ্ড, (১ম ভাগ)

৫৩. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), ১৯শ খণ্ড

৫৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), ৫ম খন্ড

৫৫. ড. এ. বি. এম. শামসুদ্দীন আহমদ, আধুনিক ইংল্যান্ডের ইতিহাস, (ঢাকা : প্রগ্রেসিভ বুক কর্ণার, , জানুয়ারী, ২০০০খ্রি.), চতুর্থ সংস্করণ

৫৬. এম এইচ রহমান, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: সিয়াম প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.)

৫৭. ড. কিরণ চন্দ্র চৌধুরী, আধুনিক ইওরোপ (কোলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ২০১০খ্রি.), দশম সংস্করণ

৫৮. গোলাম সামদানী কোরায়শী, আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৭৭ খ্রি.

৫৯. দিলীপ কুমার সাহা, ইউরোপের ইতিহাস (১৪৫৩-১৮১৫), (ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০১৬ খ্রি.)

৬০. নুরুদ্দিন, আস সাব'উল মু'আল্লকাত, সম্পাদনা ড. এনামুল হক, (ঢাকা: কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, তাবি)

৬১. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, হাফিজ ইব্রাহিম ও মা'রূফ আর রুসাফী এর কাব্য প্রতিভা (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ খ্রি.)

৬২. ড. মুকতাদা হাসান আযহারী, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ,ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনুদিত,(রাজশাহী: মুহাম্মদী সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮৫খ্রি.)

৬৩. ড. মোস্তাক আহমদ এ.এস. মোহাম্মদ আলী, আধুনিক আরবি সাহিত্যের ইতিহাস (কুষ্টিয়া: সিরপ, ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রি.)

৬৪. মাহমুদুল হাসান নিজামী, সাহিত্য পরিচয় (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০১৬ খ্রি.)

৬৫. জি এম মেহরুেল্লাহ, আরবী কবি সাহত্যিক ও সাহিত্য (ঢাকা: আল নাহদা প্রকাশনী , ১৯৯৩ খ্রি.)

৬৬. ড. শীতল ঘোষ, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস (কলিকাতা: বর্ণালী, ১৯৯৬ খ্রি.), চতুর্থ মুদ্রণ

৬৭. শ্রীশ চন্দ্র দাশ, সাহিত্য সন্দর্শন (ঢাকা : বর্ণ বিচিত্রা, ১৯৯৪ খ্রি.)

৬৮. ড. শফিউদ্দীন জোয়ারদার, আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭), ২য় খণ্ড

৬৯. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (ঢাকা: বুক ফোরাম, ১৯৭৫)

৭০. সম্পাদনা পরিষদ, ছোটদের বিশ্বকোষ, (ঢাকা: ইফাবা), ১ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থ

71. Encyclopaedia of Islam, Hafiz Ibrahi [Lieden, 1960-65], vol.-3
72. Ismat Mahdi , Modern Arabic Literature , Hyderabad, 1983
73. John A Haywood, Modern Arabic Literature(1800-1970) (London: Lund Humphries, 1971)
74. R A Nicholson, A Literary History of the Arabs, (London: Cambridge University Press,1962

অভিধান

75. Dr. Rohi Baala Baki, AL MAWRID- A Modern Arabic- English, Dictionary, (Beirut, Labanon: 2004)

৭৬. আল মুনজাদ ফীল লুগাতি ওয়াল আলাম, (বৈরূত: দারুল মাশরিক, ২০০৩ খ্রি.), ৪০তম সংস্করণ

৭৭. আল মু'জামুল অসীত (দেওবন্দ: মাকতবা যাকারিয়া, মার্চ ১৯৭২খ্রি.), ২য় সংস্করণ

৭৮. ইলিয়াস আনতুন, কামুসে ইলিয়াস আল আসরী (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮৭ খ্রি)

৭৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান,(ঢাকা: বিয়াদ প্রকাশনী, ২০১২ খ্রি.), ১০ম সংস্কর

৮০. মাওলানা ওয়াহীদুজ্জামান, *আল কামূছ আল জাদীদ, (আরবী উর্দ্দু),(চট্টগ্রাম: বোখারী একাডেমী, সেপ্টেম্বর ২০০৩খ্রি.)*

৮১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল বাতেন, আল কাওসার আধুনিক বাংলা আরবী অভিধান (ঢাকা: মদিনা পাবলিকেশন্স ১৯৮৭ খ্রি), ২য় সংস্করণ

৮২. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ২০১২

সাময়িকী ও ইন্টারনেট

৮৩. আহসান উল্লাহ, আধুনিক আরবী কাব্যের বিকাশধারা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, কলা অনুষদ, জুন ১৯৯২ খ্রি.

৮৪. নতুন কলম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, অক্টোবর ১৯৯৫), ২য় সংখ্যা

৮৫. ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ, আধুনিক আরবী সাহিত্যের ক্রমবিকাশধারা (ইন্টারনেট)

৮৬. আবদুল কাজিম আত তুফায়লী, আসরুন নাহদা, (ইন্টারনেট)

৮৭. Wikipedia, the free encyclopedia (redirected from Arabic renaissance)

88. http://www.marefa.org الشعر العربي

89. https://www.moddure.com/literature/symbolism/

90. https://www.katarapoet.com قصيدة-الشاعر-إلياس-فرحات-في-مدح-الرسول

91. محمود قحطان : بحور الشعر العموي, https://mahmoudqahtan.com